ভজন সন্দর্ভ

(পঞ্চম বেদ্য)

শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভজন সন্দর্ভ

(পঞ্চম বেষ্ট)

এই বেষ্টেও অভিধেয়তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের অভিধেয়তত্ত্ব অতি সুন্দর সুস্পষ্ট সুবৈজ্ঞানিক বিধানে ভজনের গূঢ় ও অন্তরঙ্গ বিচার ও রস অতি উপাদেয়ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্ব মহাজনগণ যে সকল গূঢ় রহস্য অতি সংগোপনে ইঙ্গিতে বর্ণন করিয়াছেন। পরমকারুণিক প্রভুদ্বয় সেই সিদ্ধান্তসারগুলি অতি সুকৌশলে সুস্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়া অভিনবভাবে কারুণ্যের মহাপ্রকাশতা বিস্তার করিয়াছেন। ইহা সাধক মাত্রেরই অতি আবশ্যকীয় অতি উপাদেয় ও পরম মঙ্গলদায়ক গ্রন্থ।

শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-পার্ষদপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
পাদপদ্মরেণুধারী
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত।

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর তিরোধান তিথি
৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬ সাল, ইং ১৪ই জুন, ১৯৬৯।

—প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পি, এন, মিত্র, ব্রিকফিল্ড রোড্, কলিকাতা-৫৩।
২। শ্রীরূপানুগ ভজনাশ্রম—পোঃ শ্রীমায়াপুর, ঈশোদ্যান, মায়াপুরঘাট, নদীয়া।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ—৩৫ সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬।
৪। মহেশ লাইব্রেরী—২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট (কলেজ স্কোয়ার), কলিকাতা-১২।
৫। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার—৩৮, বিধান সরনী, কলিকাতা-৬।

আনুকূল্য—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীরূপানুগভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিল্ড রোড, কলিকাতা-৫৩ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীমদনমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক শ্রীদামোদর প্রেস, ৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

গ্রন্থকারের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থাবলী :—

১।	ভজন সন্দর্ভ (১ম বেদ্য)	আনুকূল্য	৫.৭৫
২।	ঐ (২য় বেদ্য)	,,	৫.৭৫
৩।	ঐ (৩য় বেদ্য)	,,	৬.০০
৪।	ঐ (৪র্থ বেদ্য)	,,	৬.০০
৫।	ঐ (৫ম বেদ্য)	,,	৬৫.০
৬।	ঐ (৬ষ্ঠ বেদ্য) যন্ত্রস্থ		
৭।	শিক্ষামৃত নির্য্যাস	,,	২.৫০
৮।	তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহদর্শন পদ্ধতি	,,	.৫০
৯।	অপসম্প্রদায়ের স্বরূপ	,,	২.৫০
১০।	শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের চরিতসুধা	,,	৩.৫০
১১।	স্ফোটবাদ বিচার	,,	৪.০০
১২।	শ্রীগৌরহরির অত্যদ্ভুতচমৎকারী ভৌমলীলামৃত	,,	৪.০০
১৩।	গীতার তাৎপর্য্য	,,	১.৫০
১৪।	শিবতত্ত্ব	,,	.৮০
১৫।	গৌরশক্তি শ্রীগদাধর	,,	১.০০
১৬।	শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শন	,,	.৭৫
১৭।	মায়াবাদ শোধন	,,	২.৫০

ভজন সন্দর্ভ

পঞ্চম বেষ্ট

অভিধেয় বিলাস। দশম বিলাস।

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিধেয়তত্ত্ব বিচার

সম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রাপ্ত পুরুষের কর্ত্তব্য কি, ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া সেই কর্ত্তব্যাবলম্বনকেই সর্ব্বশাস্ত্রের 'অভিধেয়' বলিয়া জানিতে হইবে। সচ্চরিত্রতার সহিত কৃষ্ণানুশীলন করিতে হয়—ইহার নামই 'অভিধেয়তত্ত্ব'। এই তত্ত্ব বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রে প্রবলরূপে অভিহিত হইয়াছে বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাকে অভিধেয়-তত্ত্ব বলেন। সাধন-কার্য্যটী বদ্ধজীবের অস্বীকার করিলে হইবে না, পরন্তু যত্নসহকারে গ্রহণ করিতে হইবে। আদর-পূর্ব্বক যে পরিমাণে সাধন করা যাইবে, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইবে। জীব ও ঈশ্বরের একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলে সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়বদ্ধজীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত রহিয়াছে। দেশালাই ঘসিলে অথবা চকমকি ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধনক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র ক্রিয়া, যাহাকে মুক্তাবস্থায় 'সেবা' কহা যায়। ভক্তিযোগ দুই প্রকার (১) শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ মুখ্য-ভক্তিযোগ এবং (২) শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ গৌণ-ভক্তিযোগ। বর্ণাশ্রমাচার অনুষ্ঠানের দ্বারা হরিতোষণ-ব্রতই কর্ম্মমার্গীয় গৌণ-ভক্তিপথ। কেবল বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-পালনাপেক্ষা কর্ম্মার্পণ শ্রেষ্ঠ, কেবল কর্ম্মার্পণ অপেক্ষা স্বধর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ স্বীয় বর্ণ-ধর্ম্মত্যাগ-পূর্ব্বক সন্ন্যাস-গ্রহণ শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা ব্রহ্মানুশীলনরূপ জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও সে-সমুদয় বাহ্য; কেন না সাধ্যবস্তু যে শুদ্ধভক্তি, তাহা সেই চারি-প্রকার সিদ্ধান্তে নাই। আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি কখনই শুদ্ধভক্তি বলিয়া পরিচিত হয় না, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি একটী পৃথক্ তত্ত্ব। তাহা কর্ম্ম, কর্ম্মার্পণ, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইতে নিত্য পৃথক্। সেই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ—অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্যভাবে কৃষ্ণানুশীলন। ইহাই সাধ্যবস্তু; কেন না, সাধনাবস্থায় ইহাকে দেখিতে পাইলেও সিদ্ধাবস্থায় ইহা নির্ম্মলরূপে লক্ষিত হয়॥

ব্যাস, শুক, প্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজন-পন্থা। সেই পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই। পন্থা নূতন হয় না। যে পন্থা সনাতন আছে, তাহাই সাধুগণ অবলম্বন করেন॥ যাঁহারা দাম্ভিক ও যশোলিপ্সু, তাঁহারা নূতন পন্থা আবিষ্কার কবিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। যাঁহাদের পূর্ব্ব ভাগ্য থাকে, তাঁহারা দাম্ভিকতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্ব-পন্থার আদর করেন। যাহাদের ভাগ্য মন্দ, তাহারা নবীন পন্থায় আপনাদিগকে নাচাইয়া জগৎকে বঞ্চনা করিতে থাকে। সর্ব্বভূতে দয়া করত দৃঢ়তার সহিত নিরন্তর হরিনাম আশ্রয় করাই পূর্ব্ব-মহাজনদিগের ভজন-পন্থা। সাধন-ভজনের পদ্ধতি অনেক প্রকার; কিন্তু কেবল নামাশ্রিত ভজনের পদ্ধতি একই প্রকার। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-মহাপ্রভুর সময় হইতে মহাজনগণ শ্রীহরিদাসোক্ত ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীনকাল হইতে ব্রজবনবাসী বৈষ্ণব-সকলও এই প্রণালীতে ভজন করিয়াছেন। শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে যে-সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন, আমরা স্বচক্ষে তাঁহাদের এই ভজন-প্রণালী দেখিয়াছি। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে নিরন্তর শ্রীহরিনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—ইহা যে একমাত্র ঐকান্তিক ভজন-পদ্ধতি, তাহা শ্রীহরিভক্তিবিলাসের শেষে শ্রীলসনাতন ও শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিদ্বয় স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

অধিকার-নিষ্ঠার সহিত নাম সংকীর্ত্তনই বৈষ্ণবধর্ম্ম। কর্ম্মের অবান্তর ফল—'ভুক্তি', জ্ঞানের অবান্তর ফল—'মুক্তি' এবং তদুভয়ের চরমফলরূপে 'ভক্তি'কে বুঝিতে হইবে। যে-স্থলে জ্ঞান ভক্তিকেই চরম ফল বলিয়া

উদ্দেশ না করে, সে-স্থলে জ্ঞান—সোপাধিক ও ভগবদ্বহির্ম্মুখ এবং যে-স্থলে ভক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া জ্ঞানের চালনা হয়, সে-স্থলে জ্ঞানকে 'সাধনভক্তি' বলা যায়। যে, ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে ; মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পরে বর্ত্তমান থাকে, সে-ভক্তি একটী পৃথক্ নিত্যতত্ত্ব—তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট একটী অবান্তর ফলমাত্র। যে জ্ঞান চরিতার্থ হইয়া ভক্তি উদয় করায় এবং ভক্তি-লাভের উদ্দেশে কৃত হয়, সে-জ্ঞান অতীব আরাধ্য ; কিন্তু যে জ্ঞান ভক্তির পরম শ্রেয়ঃপথকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্থূল-জগতের বোধ-মাত্র লাভের জন্য ব্যস্ত হয়, তাহা অত্যন্ত হেয়। বৈষ্ণবদিগের যে ভক্তি, তাহাই শুদ্ধজ্ঞানের পরিপাক-অবস্থা। আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্য নৈতিক জ্ঞানবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদি প্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যত্ব-বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে, ঐ চারিপ্রকার জীব ভক্ত্যধিকারী হইতে পারে। যে-পর্য্যন্ত কষায় থাকে, সে-পর্য্যন্ত ঐ সকল ব্যক্তির ভক্তি—প্রধানীভূতা ; কষায় দূর হইলে 'কেবলা' 'অকিঞ্চনা' বা 'উত্তমা' ভক্তি লাভ করে।

যেমত প্রদীপ থাকিলেই তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া অবশ্য থাকিবে, তদ্রূপ ভক্তি থাকিলেই তাহার পশ্চাদ্ভাগে বৈরাগ্য অবশ্যই থাকিবে ; কিন্তু বিরোধি-গুণ-প্রযুক্ত-বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত হইবে না। যেমত ছায়া প্রদীপের অঙ্গ নহে, কিন্তু তাহার সহগামিনী, তদ্রূপ রাগ-ভাবরূপ বৈরাগ্য রাগরূপা ভক্তির সহচর মাত্র। সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তির সহিত জ্ঞান-বৈরাগ্য অবশ্য থাকিবে, কিন্তু তাহারা অঙ্গ হইবে না। বিশুদ্ধ আত্মার নিরুপাধিক-কার্য্যের নামই ভগবৎসেবা, আর জড়বদ্ধ আত্মার সোপাধিক-কার্য্যের নামই কর্ম্ম ; জড়মুক্ত হইলে জীবের কার্য্য নিরুপাধিক হয়। নামরসসিন্ধুর নিকট কর্ম্মযোগ—অন্ধকূপ-সদৃশ। নানাবিধ উপাসনা ত্যাগ করিয়া নামপরায়ণ সাধুর সঙ্গেই অনন্যভাবে অনুক্ষণ নাম-ভজন সর্ব্বাপেক্ষা-সুলভ। ভক্তির দুই প্রকার বর্ণ আছে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্তা ও কেবলা। পরমেশ্বরকে কৃতজ্ঞতা, ভয়, সম্মান ইত্যাদি বৃত্তির দ্বারা উপাসনা করিতে হইলে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানযুক্তা ভক্তি হয়। পরমাত্মা ও ব্রহ্ম ব্যতীত পরব্যোমনাথের বৃহদ্ভাবে ভজনকে নিযুক্ত করিলে অবশ্যই ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-যুক্তা ভক্তিই হইবে। কিন্তু সচ্চিদানন্দ স্বরূপ কৃষ্ণ-জ্ঞানে কেবল নিরুপাধিক কেবলা প্রেমেই দেখা যায়। বৈষ্ণব-কৃপা ব্যতীত বৈষ্ণব হওয়া যায় না। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না। হরিনামকে সাধন-শ্রেষ্ঠ জানিয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করত নামের কেবলমাত্র সাধকরূপেই অন্য অঙ্গগুলি স্বীকার করা যাইতে পারে। হরিনামই একমাত্র সাধন। অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি হরিনামেরই সহায়স্বরূপে গৃহীত হয়। "মূলেতে সিঞ্চিলে জল, শাখা-পল্লবের বল, শিরে বারি নহে কার্য্যকর। হরিভক্তি আছে যাঁর, সর্ব্বদেব বন্ধু তাঁ'র, ভক্ত সবে করেন আদর॥' হরিভক্তিই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, পরমার্থধর্ম্ম, পরধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত। ব্রাহ্ম-প্রবৃত্তি ও পরমাত্ম-প্রবৃত্তি হইতে যত প্রকার ধর্ম্ম হইয়াছে, সে-সমস্তই নৈমিত্তিক। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমিত্ত আছে, অতএব নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিত্য নহে। জড়বিশেষে আবদ্ধ হইয়া যে জীব বন্ধন-মোচনের জন্য ব্যতিব্যস্ত, সে জড়-বন্ধনকে নিমিত্ত করিয়া নির্ব্বিশেষ-গতি অনুসন্ধানরূপ নৈমিত্তিক-ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম নিত্য নয়। যে জীব সমাধিসুখ-বাঞ্ছায় পরমাত্ম-ধর্ম্ম অবলম্বন করে, সে জড় সূক্ষ্ম ভুক্তিকে নিমিত্ত করিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছে। অতএব পারমাত্ম-ধর্ম্ম ও নিত্য নয়, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ ভাগবত-ধর্ম্মই নিত্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। অন্যান্য যত-প্রকার ধর্ম্ম জগতে প্রচারিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সোপান বা বিকৃতি। সোপান-স্থলে তাঁহা-দিগকে যথাযোগ্য আদর করিবে ; বিকৃতি-স্থলে অসূয়া-রহিত হইয়া নিজের ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিবে। জগতে একটী ধর্ম্ম আছে, তাহার নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম। আর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহাতে বিচিত্র মতবাদ, বিতর্ক, পরস্পর অসূয়া ও স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাশা বলপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। যে-সকল ধর্ম্মে জ্ঞান কর্ম্ম, ভক্তি, বৈরাগ্য ও

প্রেমের পরস্পর যথাযথ সম্বন্ধ নির্ণয় হয় নাই, সে-সকল ধর্ম্ম কৈতবপূর্ণ। একমাত্র পবিত্র বৈষ্ণবধর্ম্মই কৈতব-শূন্য। কপট-বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত ও চরিত্রের দ্বারা অকৈতব বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-দূষিত হইতে পারে না।

'দৈন্য ও দয়া'—এই দুইটী পৃথক্ গুণ নয়,—ভক্তিরই অন্তর্গত। ভক্তিনিরপেক্ষা—ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কার—অন্য কোন সদ্গুণকে তিনি অপেক্ষা করেন না। সারগ্রাহী ধর্ম্ম অতি সরল অর্থাৎ অনেক শ্রমসাধ্য নহে। ইহাতে দুইটী বিষয় দৃষ্ট হয়—অনুরাগ ও সচ্চরিত্র। অনুরাগের স্থল দুইটী মাত্র অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীব। পরমেশ্বরে পূর্ণানুরক্তি ও জীবে ভ্রাতৃবৎ-তুল্যানুরাগের প্রয়োজন। ইহাতেই একপ্রকার অনুরাগ ও সচ্চরিত্র, উভয়ই দৃষ্ট হইল।

কৃষ্ণভজনেও অনন্ত অবস্থা আছে। প্রথম শ্রদ্ধার অঙ্কুর হইতে অনন্ত মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থার সীমা নাই। ঐ সকল অবস্থায় পরানুশীলন ও প্রত্যাহার দ্বারা ক্রমশঃ উন্নতি সাধিত হয়। মুক্তিকে ভক্তির ফল বলিয়া চিদ্-বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না। ভক্তিই ভক্তির ফল। যে-স্থলে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে, সেখানে শুদ্ধ-ভক্তির উদয় হয় না। "জন্মমরণরূপজড়যন্ত্রনানিবৃত্তিঃ কৃষ্ণেচ্ছাধীনা জীবচেষ্টাতীতবিষয়া, তৎপ্রার্থনাপি ন কর্ত্তব্যা।" হরিভক্তি মুক্তি দিয়া অধিকাংশ লোককে সন্তুষ্ট করেন, বিশেষ অধিকার না দেখিলে ভক্তি দেন না।

বৈধী ভক্তী—বৈধ-বিধানের মূল তাৎপর্য্য,—যৎকালে বদ্ধজীবের আত্মার নিত্যধর্ম্মরূপ রাগ নিদ্রিতপ্রায় থাকে অথবা বিকৃতভাবে বিষয়রাগরূপে পরিণত থাকে, তখন আত্মবিদ্বৈদ্যগণ ঐ রোগ দূরীকরণের জন্য যে-সকল বিধান করেন, তাহাই বিধিমার্গ। সম্ভ্রম, ভয় ও শ্রদ্ধা,—ইহারা বৈধী ভক্তিতে ক্রিয়া করে, কৃষ্ণ-লীলায় লোভ রাগানুগা ভক্তিতে ক্রিয়া করে। যে-কাল পর্য্যন্ত রাগের উদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবের প্রধান কর্ত্তব্য। আর্থিক ধর্ম্মের অন্যতর নাম—নৈতিক বা স্মার্ত্ত-ধর্ম্ম। পারমার্থিক বৈধ-ধর্ম্মের নাম—সাধনভক্তি। কর্ম্ম যখন নিজের ভোগের জন্য কৃত হয়, তখন এই সকলকে 'কর্ম্মকাণ্ড' বলা যায়, এ কর্ম্ম-সমূহের দ্বারা জ্ঞানাবসর-লাভের চেষ্টা থাকিলে ইহাদিগকে 'কর্ম্মযোগ' বা 'জ্ঞানযোগ' বলা যায় এবং যখন এই সমস্ত কর্ম্মকে ভক্তিসাধনের অনুকূল করা যায়, তখন এই সমস্ত কর্ম্মকে 'গৌণ ভক্তিযোগ' বলা যায়। পরন্তু শুদ্ধ উপাসনা-লক্ষণ-কর্ম্মকে কেবল 'সাক্ষাৎ ভক্তি' বলা যায়।

সুকৃতি তিন প্রকার—কর্ম্মোন্মুখী, জ্ঞানোন্মুখী ও ভক্ত্যুন্মুখী। প্রথম দুই প্রকার সুকৃতিতে কর্ম্মফলভোগ ও মুক্তি লাভ হয়। শেষ প্রকার সুকৃতিতে অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা উদয় হয়। অজ্ঞানে শুদ্ধভক্ত্যঙ্গের ক্রিয়াই সেই সুকৃতি। 'নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তিসিদ্ধি।' 'কাম লাগি' কৃষ্ণ ভজে, পায় কৃষ্ণরসে॥' 'অন্য কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥" এই সমস্ত পদ্যে কনিষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যে বৈষ্ণব-প্রায় ছায়ানামাভাসীদিগকে উদ্দেশ করিয়া অতিসুন্দররূপে তত্ত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই সকল স্থলে যে 'ভজন'-শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা কেবল ভজনপ্রায় তীব্র সাধন-মাত্র। 'বৈধ-স্ত্রীসঙ্গকেই উপস্থবেগ ধারণ বলে।' 'শুদ্ধ বৈষ্ণব দ্বারা যে অন্ন পক্ক হয়, তাহাই কৃষ্ণকে নিবেদন করা যায়। কৃষ্ণপূজা-সময়ে কোন অবৈষ্ণব তথায় থাকিবে না। অন্য দেব-পূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাহাদের প্রদত্ত দেব-প্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় এবং ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেব-দেবীকে দেন, সেই দেব-দেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদও বৈষ্ণব-জীবমাত্রেই পাইয়া আনন্দ লাভ করেন।

সকল কার্য্যে সরল থাকিব—হৃদয়ে এক, ব্যবহারে অন্য—এইরূপ হইব না। ভক্তি-প্রতিকূল-পক্ষের লোক-গণকে কোন কৃত্রিম লক্ষণ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠা-লাভে যত্ন করিব না। শুদ্ধভক্তিরই পক্ষপাত করিব, আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একই প্রকার হউক। কৃষ্ণ ভজন করিতে

হইলে প্রথমে সাধুচরিত্র হইয়া চাই। স্ত্রীলোক পুরুষ-সঙ্গ ও পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ করিবেন না। জড়চিন্তা ও জড়ধর্ম্মকে দূর করিয়া ক্রমশঃ চিদ্ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে ব্রজে গোপীজন্ম লাভ হইবে। গোপী না হইতে পারিলে কৃষ্ণভজন হইবে না।

পূর্ব্ব দিবসে ব্রহ্মচর্য্য, হরিবাসর-দিবসে নিরম্বু-উপবাস ও রাত্রি-জাগরণের সহিত নিরন্তর ভজন এবং পরদিবসে ব্রহ্মচর্য্য ও উপযুক্ত সময়ে পারণ—ইহাই "হরিবাসরের সম্মান"।

পরমার্থী তিন প্রকার। স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। শ্রীপুরুষোত্তম-মাস-ব্রতবিধি-সকল স্বনিষ্ঠ পরমার্থীর পক্ষে বিধেয়। পরিনিষ্ঠিত ভক্তমণ্ডলী স্বীয় স্বীয় আচার্য্য-নির্দ্দিষ্ট কার্ত্তিক-মাঘ-ব্রত-পালন-নিয়মানুসারে পুরুষোত্তম-ব্রত পালন করিতে অধিকারী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ ঐকান্তিকী প্রবৃত্তিদ্বারা শ্রীভগবৎপ্রসাদ সেবন, নিয়মের সহিত অহরহঃ সাধ্যানুসারে শ্রীহরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারা সমস্ত পবিত্র মাস যাপন করিয়া থাকেন।

যে আশ্রমেই থাকুন, তাহাতে আসক্তি-ত্যাগ-পূর্ব্বক এবং সেই আশ্রমের লিঙ্গগত নিষ্ঠা ছাড়িয়া কৃষ্ণভক্তি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ভক্তদিগের আচার স্বীকার করিবেন। শরীর যাত্রার সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক ব্যাপার স্বীকার করত ক্রমে ক্রমে রাজস-তামস-স্বভাব ও ধর্ম্মকে দূর করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ ভক্তিযোগ দ্বারা ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপারসকলকে নির্গুণ করিয়া ফেলিতে হয়। ভক্তি-সাধন যত নির্ম্মল হয় ততই কৃষ্ণানুকম্পার উদয় হয়।

গৃহত্যাগী বৈষ্ণব স্ত্রী-সম্ভাষণ, অর্থ-সঞ্চয়, গ্রাম্য-কথা, উত্তম-আহার, উত্তম আচ্ছাদন, ও বহ্বারম্ভ—সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া যে-স্থলে সুখে হরিভজন হয়, সেই স্থানে কালাতিপাত করিবেন। গৃহত্যাগী সঞ্চয় মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষা দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করত ভক্তি-সাধন করিবেন, কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, কৃষ্ণ-কৃপায় তিনি ততই কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন। ভেকধারী বৈষ্ণবগণ মাধুকরী বৃত্তির দ্বারা মাগিয়া যাচিয়া শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এবং কোন স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না। স্ত্রীলোক, রাজা ও কালসর্পকে সমানভাবে দেখিয়া ঐ তিনের সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবেন। বৈরাগীবৈষ্ণবদিগের চরিত্র বিশেষতঃ নির্ম্মল হওয়া চাই।

বালক-কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারে না, এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতিহাসে দেখিয়াছি যে, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পরবেশ্মের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে মানব-মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবেন,—ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায়, তাহা ক্রমশঃ স্বভাব-স্বরূপ হইয়া পড়ে।

দেশ-বিদেশে যে-কালে অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্যাবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা ও ভক্তাবস্থা লাভ হয়, তখন ক্রমশঃ ভাষা-ভেদ, পরিচ্ছদ-ভেদ, ভোজ্য-ভেদ, মনোভাব ভেদক্রমে ঈশ্বরভজন-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে এরূপ গৌণ-ভেদ-সমূহ দ্বারা কোন ক্ষতি নাই। মুখ্য-ভজন-বিষয়ে ঐক্য থাকিলেই ফল কালে কোন দোষ হয় না।

সাধন-পর্ব্বে একটী রহস্য আছে। অপ্রাকৃত জ্ঞান, ভক্তি ও ইতর বৈরাগ্য—ইহারা তিন জনেই সমানে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে-স্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, সে-স্থলে সাধনের মূলে দোষ আছে বলিয়া জানিতে হইবে। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও গুরু-কৃপা ব্যতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। ক্রম-সোপানই ভাল ও নিশ্চয়-অর্থ-জনক। আদৌ ধর্ম্ম-জীবনে বর্ণাশ্রমের নিষ্ঠা, পরে উন্নতিক্রমে বৈধ-ভক্তজীবন অবশ্য হইবে এবং অবশেষে প্রেম-ভক্তিতে জীবনের সম্পূর্ণতা হইবে। বন্য-জীবন, সভ্য-জীবন, কেবলনৈতিক জীবন, কল্পিত-সেশ্বর-নৈতিক-জীবন, বাস্তব-সেশ্বর-নৈতিক-জীবন, সাধন-ভক্ত-জীবন—এই সমস্তই সোপান ক্রমোন্নতি-বিধিক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেম-মন্দিরে যাইতে হয়। নরজীবন একটি সোপানময় গঠনবিশেষ,—অন্ত্যজ-জীবনই সর্ব্ব-

নিম্নস্থ সোপান, নিরীশ্বর-নৈতিক-জীবন—দ্বিতীয় সোপান, সেশ্বর-নৈতিক-জীবন—তৃতীয় সোপান, বৈধভক্ত-জীবন—চতুর্থ সোপান এবং রাগ-উত্তেজিত-ভক্তজীবনই—সোপানোপরি অবস্থান।

অবৈষ্ণবদিগের এই নশ্বর জীবনই সর্ব্বস্ব। তাঁহারা যে-কিছু কষ্ট পান, তাহা সহজেই উৎকট। এই কষ্ট নিবারণের জন্য তাঁহারা বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও কষ্টশূন্য হইতে পারেন না। ভক্ত মহোদয়দিগের ঐহিক জীবনকে তাঁহারা কেবল ক্ষণিক-পান্থ-জীবন বলিয়া জানেন। সুতরাং শুদ্ধ চিন্ময় সুখের প্রভাবে তাঁহাদের জীবনের ক্ষণিক ব্যবহারিক দুঃখসকল অত্যন্ত অনাদরের সহিত অতিবাহিত হয়। কিয়ৎ পরিমাণে কাম যদি হৃদয়ে থাকে, তজ্জন্য দৈন্যের সহিত তাহাকে গর্হণ করিতে করিতে তাহা স্বীকার-পূর্ব্বক নিষ্কপটে ভজন করিতে থাকিবে। অল্পদিনের মধ্যে ভগবান্ তোমার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে নিষ্কাম করত তোমার প্রীতি গ্রহণ করিবেন।

যতপ্রকার ভজন-সঙ্কেত আছে, সমস্ত সঙ্কেতের মধ্যে হরিনামই সংক্ষিপ্ত-সারস্বরূপ। কেবল মুখে নামতত্ত্ব বিশ্বাস করিলে বা শাস্ত্র-পাঠে অবগত হইলে কোন কাজ হয় না, কার্য্যে পর্য্যবসিত হইলেই ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা নাম-মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও নামে রুচি হয় না; তাঁহারা নিরপরাধী নহেন, অসৎসঙ্গজনিত হৃদয় দৌর্ব্বল্যবশতঃ তাঁহাদের নামে রুচি হয় না; সে-কারণ নামের নিকট তাঁহারা অপরাধী। সৎসঙ্গে অপরাধ ক্ষয় করিয়া সরলভাবে নামের আশ্রয় করাই শুভ-লক্ষণ। অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্ন সহকারে নাম করিলে স্বল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়। ক্রমশঃ সুখ এরূপ বৃদ্ধি হয় যে, নামকে আর ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না, তখন সহজেই নামের একান্ত আশ্রয় হইয়া পড়ে। গুরু-কৃপাতেই নামাভাসদশা দূর এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়। কেবল দৈহিক-কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে বিশ্রামাদি আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অন্য সকল সময়ে কাকুতির সহিত নাম করিলে নামাপরাধ ক্ষয় হয়। অন্য কোন শুভকর্ম্ম বা প্রায়শ্চিত্তে নামাপরাধ ক্ষয় হয় না। নাম-গ্রহণের সময় নামের স্বরূপার্থ আদরে অনুশীলন-পূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণ-কৃপায় ক্রমশঃ ভজনে উর্দ্ধগতি হয়। এইরূপ না করিলে কর্ম্মি-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহু জন্ম অতীত হইয়া যায়।

অঙ্গে মল লাগিয়াছে, অন্য কোন মল দ্বারা সে মল পরিষ্কৃত হয় না। জড়কর্ম্ম—নিজেই মল, কিরূপে অন্য মল পরিষ্কার করিবে? ব্যতিরেক জ্ঞান—অগ্নিস্বরূপ, মল দূষিত সত্ত্বায় লাগাইয়া দিলে সেই সত্তা পর্য্যন্ত নাশ করে। সে কিরূপে মল পরিষ্কারজনিত সুখ দিতে পারে? সুতরাং গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের কৃপা-মূলক ভক্তিতেই শুদ্ধ সত্ত্বের উদয় হয়। শুদ্ধসত্ত্বই হৃদয়কে উজ্জ্বল করে।

পরমেশ্বরকে জীবনসর্ব্বস্ব জানিয়া যাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বরবাদ ও চিন্তাকে ঈশ-ভক্তির অধীন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের জীবন মায়াবদ্ধ হইলেও অন্তর্ম্মুখ। এই অন্তর্ম্মুখ জীবনকে সাধন ভক্ত জীবন বলে।

যে-স্থলে যেদিকে রাগের আধিক্য, সেই দিকেই জীবের গতি হইবে। নৌকা দাঁড়ের জোরে চলিতে থাকে; কিন্তু যে-স্থলে জলের রাগরূপ স্রোতঃ তাহাকে আকর্ষণ করে, সে-স্থলে স্রোতের নিকট দাঁড়ের জোর পরাভূত হয়। সেইরূপ সাধক সময়ে সময়ে ধ্যান, প্রত্যাহার ও ধারণারূপ বহুবিধ দাঁড়ের দ্বারা মানস-তরণীকে কূলে লইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাগরূপ স্রোতঃ অবিলম্বেই তাহাকে বিষয়ে নিক্ষিপ্ত করে। বৈষ্ণব-সাধন রাগমার্গ দ্বারা সাধিত হয়। রাগের সাহায্যে সাধক নিশ্চয়রূপে অবিলম্বে বৈকুণ্ঠরাগ প্রাপ্ত হন। চিত্তচাঞ্চল্য যখন ভক্তিসাধনের প্রধান বিঘ্ন, তখন ভক্তিসাধন-সময়ে সমস্ত বিষয়কে ভগবৎ-সম্বন্ধী করিয়া বিষয়-রাগকে ভগবৎরাগরূপে পরিণত করিতে হয়। তাহা হইলে সেই রাগকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত ভগবদ্ভক্তিতত্ত্বে স্থির হয়। সরল ভজনই কৃষ্ণ-প্রসাদ-লাভের একমাত্র হেতু। সাধন-ভক্তিতে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—এই চারিটী সোপান। এই চারিটী সোপান অতিক্রম করিয়া প্রেমের দ্বারস্বরূপ ভাবের সোপানে অবস্থিত হইতে হয়।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের পালনে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ। যোগাদি মনের উন্নতিসাধন-পন্থা। কিন্তু সাধন-ভক্তিতে জীবের আত্মোন্নতি হইয়া থাকে। সাধক যদিও পাকা কৃষক, সুদক্ষ সদাগর, চতুর যোদ্ধা হইতে না পারেন; তথাপি তাঁহার অধিকারক্রমে তিনি অত্যুচ্চ মানব-জীবনের কৌশলে পরিপক্ক। যদিও একজন চতুর রাজমন্ত্রী কামান ছুঁড়িতে বিশেষ সমর্থ না হইতে পারেন, তথাপি সকল যোদ্ধৃর মস্তকরূপে তিনিই সকল যুদ্ধাদির ব্যবস্থা করেন। সেইরূপ সাধক-ভক্তের সর্ব্বত্র উচ্চতা যিনি দেখিতে পান, তিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে বুদ্ধিমান্—ভগবৎকৃপা অবশ্য লাভ করিয়াছেন।

ঋষিগণ আপন আপন শাস্ত্রে ভগবদনুশীলনের যত প্রকার উপায় লিখিয়া গিয়াছেন, সে-সমুদায়ই বৈধ। কিন্তু তাহার মধ্য হইতে 'হরিভক্তিবিলাসে' অনেকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং শ্রীরূপগোস্বামী ঐ সকলের মধ্য হইতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চৌষট্টিটি উপায় উদ্ধার করত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

শ্রদ্ধা—"তয়া দেশিকপাদাশ্রয়ঃ।" সেই শ্রদ্ধা হইলে গুরু-পাদাশ্রয় ঘটে।

"কর্ম্মি-জ্ঞানী-জনে যারে, 'শ্রদ্ধা' বলে ব রে রারে, সেই বৃত্তি শ্রদ্ধা হইতে নারে ॥
নামের বিবাদ-মাত্র, শুনিয়া ত' জলে যাত্র, লৌহে যদি বলহ কাঞ্চন।
তবু লৌহ লৌহ রয়, কাঞ্চন ত' কভু নয়, মণি-স্পর্শে নহে যতক্ষণ ॥
কৃষ্ণভক্তি চিন্তামণি, তাঁর স্পর্শে লৌহ-খনি, কর্ম্ম-জ্ঞানগত শ্রদ্ধাভাব।
হঞা যায় হেমভার, ছাড়িয়া ত' কুবিচার, সে কেবল মণির প্রভাব ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি-বলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা-শ্রবণান্তর হরি-বিষয়ে যে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, তাহাই 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতেই একটু শরণাপত্তির উদয় হয়—'শ্রদ্ধা'ও 'শরণাগতি' প্রায় একই তত্ত্ব। জ্ঞান, শ্রী ও কর্ম্ম—প্রয়োজন-সিদ্ধির উত্তম উপায় নয়; ভক্তিই একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়,—এবম্ভূত শাস্ত্র-বিশ্বাসের সহিত অনন্যভক্তির প্রতি যে চিত্তবৃত্তি, তাহারই নাম—শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ—বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত না হইলে জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে আর ভয় নাই। অতএব শ্রদ্ধা জন্মিবামাত্র শরণাপত্তির লক্ষণে তাহা লক্ষিত হয়। কেবল দীক্ষাদি-গ্রহণ-পূর্ব্বক-ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়; অনন্যভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা, তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত অন্য সদ্‌গুণ হইলেও যে-পর্য্যন্ত ভক্তিতে শ্রদ্ধা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ভক্তি হইবে না। বৈধীশ্রদ্ধা যেরূপ বৈধী ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে, লোভময়ী শ্রদ্ধাও সেইরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকার উৎপন্ন করে। যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই। অধিক করিয়া বলিলেও তাঁহারা কোন প্রকারে বুঝিবেন না। যাঁহাদের সুকৃতি-অনুসারে ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইয়াছে, কৃষ্ণ-কৃপায় তাঁহাদের কিয়ৎ পরিমাণে বুদ্ধিযোগ উদয় হয়। সেই বুদ্ধিক্রমে আচার্য্যদিগের উপদেশের মর্ম্ম অনায়াসে তাঁহারা বুঝিতে পারেন। কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে শ্রদ্ধাই একমাত্র অধিকার, তাহাতে অন্য কোন বিচার নাই। শ্রদ্ধা ভক্তির 'অঙ্গ' নয়, কিন্তু অনন্য ভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার-নিবারক বিশেষণ-মাত্র। সাধুসঙ্গক্রমে এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং শ্রদ্ধা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুলতাও বাড়িয়া উঠে। তখন কি উপায়ে জীব শ্রীভগবানের চরণ পাইবেন, তাহারই অন্বেষণে যত্নবান হয়েন। তখন তিনি প্রথমেই দেখিতে পান, তিনি অনর্থের একান্ত বশীভূত ও তাঁহার স্বভাব সুপ্ত। তিনি তখন কোন বিগত-অনর্থ, জাগ্রত-স্বভাব সাধুর পদাশ্রয় করত একনিষ্ঠ হইয়া ভজন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। শ্রদ্ধার এই অবস্থার নামই দৃঢ় বা নির্গুণ-উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা। ইহাই 'ভক্তিলতাবীজ'। অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।" ভাঃ ১১।২।৪৭ শ্লোকে যে 'শ্রদ্ধা' শব্দ আছে, তাহা "শ্রদ্ধাভাস" মাত্র; কেন না ভগবদ্ভক্তকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-পূজায় যে শ্রদ্ধা, তাহা প্রকৃত-শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব—তাহা কেবল পরম্পরাগত লৌকিকী-শ্রদ্ধা-মাত্র, অনন্যভক্তিতে যে অপ্রাকৃত-শ্রদ্ধা, তাহা নয়; সেই ভক্ত্যাভাসের শ্রদ্ধাও পূজা প্রাকৃত।

সাধুসঙ্গ। বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবদ্‌কৃপা-ক্রমে জীবের সংসারবাসনা দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে; তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণ-বিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবান্‌কে পাইবার লোভ জন্মে। তখন শুদ্ধচরিত্র তত্ত্বজ্ঞ গুরুর চরণাশ্রয় করত ভজন শিক্ষা করিতে হয়। ভজন-বলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়। সাধুদিগের চরিত্রের অনুসরণ ও সাধুদিগের সিদ্ধান্ত-সমূহ শিক্ষা করিতে হয়। অন্তরঙ্গ-সাধুর সঙ্গই গুরুচরণাশ্রয়। "তীর্থ-ফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ-ভজন মনোহর। যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ-চিত্ত, সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর॥ যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাই যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ। যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন, সেই স্থানে আনন্দ অশেষ॥ দেবতাগণ স্বার্থপর হইতে পারেন, কিন্তু সাধুগণ কখনও স্বার্থপর হন না। অতএব মঙ্গল-সাধনের জন্য যেখানে-যেখানে বিশুদ্ধ প্রীতি-লালসা, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণকথা প্রসিদ্ধ, যেখানে-যেখানে হরিসংকীর্ত্তন, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণযশঃশ্রবণেচ্ছা, যেখানে-যেখানে কৃষ্ণ-বৈষ্ণবে সাধুবাদ, সেই-সেই স্থানে ভজন প্রয়াসিগণ তৎপর হউন।

নিজ-স্বভাব যাহার অত্যন্ত লুপ্তপ্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-চেষ্টা তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাঁহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সঙ্গবল-ক্রমেই জীবের গুপ্তপ্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পারে। এই বিষয়ে দুইটী ঘটনার প্রয়োজন যিনি স্ব-স্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি পূর্ব্বভক্ত্যুন্মুখী-সুকৃতিক্রমে কিয়ৎপরিমাণে শরণাপত্তি-লক্ষণা শ্রদ্ধা লাভ (১) ও সেই সুকৃতি-বলে কোন উপযুক্ত সাধুর সঙ্গ লাভ (২)। সঙ্গ হইতে স্বভাব। যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্ব-জন্মের সঙ্গরূপ কর্ম্মের দ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সুতরাং সঙ্গই মানব-স্বভাবের মূল। পক্কযোগি-গণ ভক্তিযোগারূঢ় উত্তম ভক্ত এবং অপক্কযোগি-গণ ভক্তি-যোগারুরুক্ষু কর্ম্ম-ধর্ম্মসাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত; কর্ম্মাসক্ত ভক্তপ্রায় ব্যক্তিগণ কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠভক্ত বৈষ্ণবপ্রায় বা 'বালিশ' মধ্যে পরিগণিত—ইঁহাদের হৃদয়ে ভক্ত্যাভাসমাত্র উদিত হইয়াছে; শুদ্ধ ভক্তির কিঞ্চিন্মাত্র উদয় হইলে ইঁহারা কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম-ধর্ম্ম-সাপেক্ষ মধ্যম ভক্ত হইতে পারেন। সাধুসঙ্গই এইসকল উন্নতির একমাত্র কারণ। যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি অনন্য কৃষ্ণ-ভক্ত; মধ্যম হইলেও সঙ্গযোগ্য। সাধক নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তকে আশ্রয় করিলেই উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। বাজারে দ্রব্য ক্রয় করিবার সময়ে যেরূপ নূতন ব্যক্তির সহিত কেবল বাহ্য-ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ব্যবহার সাধারণের সঙ্গে করিতে হইবে। শুদ্ধভক্তের সহিত সেই সেই ব্যবহারেও প্রীতি প্রদর্শন-পূর্ব্বক সঙ্গ করিতে হইবে। শ্রীরামানুজাচার্য্যের চরমোপদেশ—'তুমি আপনাকে কোন চেষ্টায় যদি শুদ্ধ করিতে না পার, তবে বৈষ্ণবদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার মঙ্গল হইবে।' বৈষ্ণবদিগের সংস্কৃত ভক্ত চরিত্র দেখিতে দেখিতে অল্পদিনের মধ্যে মন ফিরিয়া যায়, বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়, ভক্তির অঙ্কুর হৃদয়ে উদিত হয়; এমত কি, আহার-ব্যবহার-সম্বন্ধেও ক্রমে ক্রমে বঙ্কবোচিত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিতে থাকিতে অনেক লোকের স্ত্রীসঙ্গ-রুচি, অর্থ-পিপাসা, ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা, কর্ম্ম-জ্ঞানের প্রতি আদর এবং মৎস্য-মাংস-মদ্য-তামাক-ধূম্রপান ও তাম্বুলসেবন-স্পৃহা ইত্যাদি অনর্থ দূর হইয়াছে—ইহা আমরা দেখিয়াছি। বৈষ্ণবের অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম দেখিয়া অনেকে আলস্য, নিদ্রাধিক্য, বৃথা জল্পনা, বাক্যাদির বেগ প্রভৃতি অনর্থসকল অনায়াসে দূর করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে,—বৈষ্ণব-সংসর্গে কিছুদিন থাকিতে থাকিতে কাহারও কাহারও শাঠ্য ও প্রতিষ্ঠাশাও দূর হইয়াছে। একটুকু আদরের সহিত বৈষ্ণব-সঙ্গ করিলে সংস্কার ও আসক্তি প্রভৃতি সকল সঙ্গই দূর হয়—ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। যুদ্ধে জয়-পিপাসাক্ত, রাজ্যলাভের জন্য বিশেষ কুশল, প্রচুর ধন-সঞ্চয়ের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ব্যক্তিগণের চিত্ত শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-সঙ্গে কৃষ্ণ-

ভক্তি হইয়াছে। এমত কি, 'বিতর্কে জগৎকে পরাজয় করিয়া দিগ্বিজয় লাভ করিব'—এরূপ দুরভিসন্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণেরও চিত্ত স্থির হইয়াছে। বৈষ্ণব-সঙ্গ ব্যতীত সংস্কারাশক্তি-শোধনে উপায়ন্তর দেখি না।

সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষু দান করেন। অপরের দোষ সাধুগণ কদাচ গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া তাঁহারা সম্মান করেন। কলিকালে সাধুর বিচার একেবারে উঠিয়া যাইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, যাহাকে-তাহাকে বাহ্য বেশ দেখিয়া 'সাধু' বলিয়া সঙ্গ করত ক্রমশঃ সকলেই 'কপট' হইয়া পড়িতেছে। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। সাধুর সংখ্যা আজকাল এত অল্প হইয়াছে যে, বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াও, বহুদিন অনুসন্ধান করিয়াও একটী প্রকৃত সাধু পাওয়া দুর্ল্লভ হইয়া পড়িয়াছে। বিশুদ্ধ ভক্তির ও শুদ্ধভক্তের পৃথক্ 'থাক্' নিরূপণার্থ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর কৃপায় ও বর্ণনায় শুদ্ধবৈষ্ণব ও বঞ্চক দিগকে পৃথক করা যায়। এ বিষয়ে 'গোলে-হরিবোল' দেওয়া উচিত নয়। সৎসঙ্গ ব্যতীত কখনও জীবের মঙ্গল নাই ; সুতরাং শুদ্ধ বৈষ্ণবকে পৃথক্ করিয়া দেখাই উচিত।

বদ্ধাবস্থায় সৎসঙ্গ কেবল হরি-বিষয়ে রুচির উৎপাদক মাত্র, ভক্তির অঙ্গ নহে। সাধুসঙ্গই একমাত্র ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি। অনেকে মনে করেন যে, যাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া স্থির করা যায়, তাঁহার পদসেবা, তাঁহাকে প্রণতি, তাঁহার চরণামৃত সেবন, তাঁহার প্রসাদ-সেবা এবং তাঁহাকে কিছু অর্থ দান করিলেই সাধুসঙ্গ হয়। সেই সমস্ত কার্য্যের দ্বারা সাধুর সম্মান না হয় বটে এবং তাহাতে কোন-না-কোন-প্রকার লাভও আছে কিন্তু তাহাই যে সাধুসঙ্গ, তাহা নয়। কেবল শুদ্ধ-ভক্ত-সাধুগণের স্বভাব ও সচ্চরিত্র বহু যত্নে অনুসন্ধান-পূর্ব্বক তাহা নিষ্কপটে অনুকরণ করিতে পারিলে বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। বিষয়িগণ সাধুর নিকট প্রণতি-পুর্ব্বক বলিয়া থাকেন—"হে দয়াময়, আমাকে কৃপা করুন, আমি অতিশয় দীন-হীন, আমার সংসার-বুদ্ধি কিরূপে দূর হইবে?" বিষয়ীর এই বাক্যগুলি কপট-বাক্য-মাত্র। তিনি মনে মনে জানেন যে, কেবল অর্থলাভই লাভ ও বিষয়-সংগ্রহই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহার হৃদয়ে শ্রী-মদ অহরহঃ জাগ্রত আছে। কেবল প্রতিষ্ঠা-লাভের বাসনা ও 'সাধুগণের শাপের দ্বারা আমার বিষয়-ক্ষয় না হয়'—এই ভয় হইতে তাঁহার নিকট কপট দৈন্য ও কপট ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি ঐ সাধু তাহাকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন—'ওহে, তোমার বিষয়-বাসনা দূর হউক এবং ধন-জন তোমার ক্ষয় হউক' ; তখনই ঐ বিষয়ী বলিবে—'হে সাধু মহারাজ! আপনি আমাকে এরূপ আশীর্ব্বাদ করিবেন না। এরূপ আশীর্ব্বাদ কেবল শাপ-মাত্র, সর্ব্বদা অহিতজনক বাক্য।' এখন দেখুন, সাধুগণের প্রতি বিষয়িগণের এরূপ ব্যবহার নিতান্ত কপটতা মাত্র। জীবনে অনেক সাধুজনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু কপট ব্যবহারে সাধুসঙ্গের কোন ফল লাভ হয় না। অতএব সরল শ্রদ্ধার সহিত সংপ্রাপ্ত সাধু-মহাত্মার সচ্চরিত্র নিরন্তর যত্ন-পুর্ব্বক অনুসরণ করিতে পারিলে সাধুসঙ্গের দ্বারা আত্মোন্নতি লাভ করা যায়। এই কথাটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া প্রকৃত সাধুর সন্নিকটস্থ হইয়া তাঁহার স্বভাব-চরিত্র অবগত হইয়া এবং যাহাতে নিজেদের স্বভাব-চরিত্র তদ্রূপ গঠন করিতে পারা যায়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রের শিক্ষা। কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। যত্ন-পুর্ব্বক সৎসঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। অযোগ্য কুলগুরুকে তাঁহার প্রার্থনীয় অর্থ ও সম্মান দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করত সদ্গুরু অন্বেষণ করা আবশ্যক। যিনি বৈষ্ণব-সঙ্গ করিবেন, তিনি আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর বৈষ্ণবকে অন্বেষণ করিয়া লইবেন। সাধুগণ চিরদিনই জগতে আছেন, কেবল অসাধুগণ তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন না বলিয়া সাধুসঙ্গ দুর্ল্লভ হয়। সাধুর নিকট গিয়া মায়া-বিকারের প্রলাপ বকিলে সাধু-সঙ্গ হয় না। সাধু স্বানুভবানন্দে নিমগ্ন থাকিয়া হয় ত' প্রশ্নকারীর কথা দু'একটীর উত্তর দেন, কিন্তু তাহাতে কি সাধুসঙ্গ হয় বা কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়? "সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি-সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎকথার আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তিলাভ হয়।"

ভজনক্রিয়া। সাধনযোগে এবং আচার্য্য-প্রসাদে শীঘ্র অনর্থ চতুষ্টয় দূর করাই ভজন-নৈপুণ্য। সকল আত্মাতেই ভক্তির বীজ আছে। সেই বীজকে অঙ্কুর ও ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার মালীগিরি করা আবশ্যক। ভক্তি-শাস্ত্রের আলোচনা-পরমেশ্বরের উপাসনা, সাধুসঙ্গ ও ভক্তনিষেবিত স্থানে বাস ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যকতা আছে। ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইবার সময় ভূমি পরিষ্কার, কণ্টক ও কঠিন কঙ্করাদি দূরীকরণরূপ কার্য্যসমূহ নিতান্ত প্রয়োজন। ভক্তি-বিজ্ঞান জানিলে ঐ সকল কার্য্য সুচারুরূপে হইতে পারে।

'মহাভাগবতের আশ্রয়ই ভাগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ'—ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে। (শ্রীরামানুজোপদেশ অন্যান্য গুলিও এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য)। গুরুবরণের পূর্ব্বেই গুরু-শিষ্যের পরীক্ষা শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে কুলগুরুর অপেক্ষা নাই। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজের অজ্ঞতা বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য এবং সংসারের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণ যে সকল অসুরকে বধ করিয়াছেন, স্বীয় চৈত্ত্যরাজ্যে সেই সকলের উৎপাত দূর করিবার অভিপ্রায়ে হরির নিকট সদৈন্যে ক্রন্দন করিয়া বলিলে হরি সেই সকল অনর্থ দূর করিবেন। আর যে-সকল অসুরকে বলদেব নাশ করিয়াছেন, সেই অনর্থগুলি সাধক নিজ-চেষ্টায় দূর করিবেন—ইহাই ব্রজ-ভজনের রহস্য। "অধিকার না লভিয়া সিদ্ধ দেহ ভাবে। বিপর্য্যয় বুদ্ধি জন্মে শক্তির অভাবে॥ সাবধানে ক্রম ধর' যদি সিদ্ধি চাও। সাধুর চরিত্র দেখি' শুদ্ধ বুদ্ধি পাও॥"

অনর্থ-নিবৃত্তি। সংসারী লোকদিগের মায়াভোগরূপ পৌরুষই তাহাদের অনর্থ। অনর্থ চারি প্রকার—১। স্বরূপ-ভ্রম, ২। অসত্তৃষ্ণা, ৩। অপরাধ ও, ৪। হৃদয়দৌর্ব্বল্য। আমি শুদ্ধ, চিৎকণ, কৃষ্ণদাস, ইহা ভুলিয়া স্ব-স্বরূপ হইতে বদ্ধ জীব দূরে পড়িয়াছেন, সেই স্ব-স্বরূপের অপ্রাপ্তিই জীবের প্রথম অনর্থ। জড়বস্তুতে অহং-মমাদি বুদ্ধি করিয়া অসৎবিষয়-সুখাদির তৃষ্ণাকে অসত্তৃষ্ণা বলে। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, স্বর্গৈষণা—এই তিন প্রকার অসত্তৃষ্ণা। অপরাধ—দশবিধ, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য হইতেই শোকাদির উদ্ভব। এই চারি প্রকার অনর্থ—অবিদ্যাবদ্ধ-জীবের নৈসর্গিক ফল, সাধুসঙ্গে শুদ্ধকৃষ্ণানুশীলনদ্বারা ঐ সমস্ত অনর্থ ক্রমে দূর হয়। বদ্ধজীবের অনর্থগুলি মেঘের ন্যায় নাম সূর্য্যকে ঢাকিয়া অন্ধকার করে, বস্তুতঃ বদ্ধজীবের চক্ষুকেই ঢাকে; নামসূর্য্য বৃহৎ, অতএব তাঁহাকে ঢাকিতে পারে না। যতদিন জীবের সংসার-সুখের আশা ক্ষয়োন্মুখ না হইয়া পড়ে, ততদিন কোন-ক্রমে তাহাদের ভগবদুন্মুখতা উদয় হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত অপ্রাকৃত-তত্ত্বে শুদ্ধরতির উদয় না হয়, ততদিন বিষয়-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত হয় না; অবসর পাইলেই বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়গুলি ধাবমান হয়। হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-বশতঃ অনেক সময়ে ভজন-প্রতিকূল ক্রিয়া বা সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না। অসৎকার্য্যে বা অসৎসঙ্গে ভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধ জন্মে, তাহাতে ভজন অশুদ্ধ হয়। অতএব হৃদয়দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করতঃ ভজনে উৎসাহ-প্রকাশ এবং নিরপেক্ষতা রক্ষা করাই বিশুদ্ধ ভজনের সহায়। নিজের বিচারের উপর নির্ভর করিলে অমিশ্রা শুদ্ধভক্তি তাহার হৃদয়ে কখনই উদিত হইবে না। অনর্থের ফলে অসৎসঙ্গ, কুটীনাটী, বহির্ম্মুখাপেক্ষা প্রভৃতি বহু উৎপাতের সৃষ্টি হয়; তাহাতে ভজন বিশুদ্ধ হইতে দেয় না। অসৎসঙ্গে নানারূপ অসদালোচনা হয়; তাহাতে অসদ্বিষয়ে আসক্তি প্রবল হইয়া বিশুদ্ধ ভজনের অত্যন্ত বিঘ্ন জন্মায়। যদি প্রেম-সম্বন্ধ না থাকে, তবে দীর্ঘ-জীবন ও রোগ-শূন্যতা কেবল অনর্থের মূল হয়।

ধর্ম্মধ্বজিতা—ইন্দ্রিয়প্রিয় ধর্ম্মধ্বজীদিগের কোন কুপরামর্শই শুনিতে হইবে না। 'আজকার মত এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হইব',—এইরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টী ভজন-বাধক বোধ হইবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যের একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

নিষ্ঠা—প্রীতি-তত্ত্বের জীবনই নৈষ্ঠিকতা। কৃষ্ণভক্তজনই আমার মাতা-পিতা-বন্ধু-ভ্রাতা, কৃষ্ণই আমার এক-

মাত্র পতি এবং আমি কৃষ্ণের সংসার ছাড়িয়া কোথাও যাইব না'—নৈষ্ঠিক ভক্তের এইরূপ সঙ্কল্প। ভজনে কেবল দৃঢ়তা ও সরলতার প্রয়োজন॥

জ্ঞানের ধর্ম্ম—সাধককে ফলকালে নিঃসঙ্গ ও নিরপেক্ষ করে। "ভক্তের ধর্ম্ম"—সাধককে ফলকালে ভক্তসঙ্গলিপ্সা ও ইষ্টবস্তুতে নৈষ্ঠিকী মতি প্রদান করে। নৈষ্ঠিকী ও ভক্তসঙ্গলিপ্সা বৈরাগ্য ও নিরপেক্ষতা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ।

রুচি। প্রাচীন ও আধুনিক সংস্কাররূপ দ্বিবিধ সুকৃতি-দলিত প্রবৃত্তিকেই 'রুচি' বলা যায়। জীবাত্মার এই রুচি নৈসর্গিক। যাঁহাদের যে রসে রুচি আছে, তাঁহারা সেই সেই রসে উপদিষ্ট হইবেন, নতুবা অনর্থই ঘটিবে। মহাত্মা শ্যামানন্দের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হয় নাই, এই-জন্যই তাঁহাকে সখ্যরসে প্রবেশ করান হইয়াছিল, পরে শ্রীজীবের কৃপায় তাঁহার রুচি-সমেত ভজন লাভ হয়—ইহা লোকপ্রসিদ্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে যোগ্যতা ও অধিকারের বিচারই প্রবল। কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-সেবা ও নামালোচনায় লোভ জন্মিলে আর ইতর লোভ থাকিতে পারে না। ব্রজবাসীদিগের কৃষ্ণসেবা দেখিয়া তাহাতে যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির লোভ হয়, তিনি সেই লোভের কৃপায় রাগভক্তিতে অধিকার লাভ করেন। যে পরিমাণে রাগাত্মিকা-সেবায় লোভ হয়, সেই পরিমাণে ইতর লোভ খর্ব্ব হয়। যাঁহার হৃদয়-নির্গুণ, তাঁহারাই ব্রজ-জনের আনুগত্যে রুচি জন্মে ; অতএব রাগানুগা-ভক্তিতে লোভ বা রুচিই একমাত্র সদ্ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক।

আসক্তি। রুচির গাঢ়তর অবস্থার নাম আসক্তি।

ভাব। প্রেমভক্তিই সাধন-ভক্তির ফল। প্রেমভক্তির দুইটি অবস্থা,—প্রথমাবস্থা—'ভাব' এবং দ্বিতীয়াবস্থা——'প্রেম'। 'প্রেম'কে সূর্য্যের সহিত উপমা করিলে 'ভাব'কে তাহার কিরণস্বরূপ বলা যায়। ভাব—বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ, রুচিদ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে। পূর্ব্বে যে ভক্তি-সামান্য-লক্ষণে কৃষ্ণানুশীলন-কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে-অবস্থায় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয় এবং রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, সেই অবস্থাকে 'ভাব' বলা যায়। ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে। তত্ত্বতঃ ভাব স্বয়ং প্রকাশরূপ, কিন্তু মনোবৃত্তিগত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ভাসমান হয়। শ্রীমন্নারদের জীবনই বৈধ-সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ ; পদ্মপুরাণোক্ত রাগানুগা ভক্তা স্ত্রীর ভাব-প্রাপ্তিই রাগানুগ-সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ।

ভাব-জীবন যে বৈধজীবনের এককালীন পরিবর্ত্তন করে, তাহা নয় ; কিন্তু ভাবুকের কার্য্যসকল বিধি-স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিস্থ পূর্ণরতি তাহার সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক হয়। ভাবুক স্বৈর-ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার দ্বারা কোন উৎপাতের সম্ভাবনা নাই। আদৌ ভাবুকের কোন প্রকার পুণ্য-পাপে রুচি থাকে না, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া ভাবুক কোন কর্ম্ম করেন না, কাহারও অনুকরণ করিতেও তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না ; শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইত্যাদির সংরক্ষণ-ক্রিয়া পূর্ব্ব-পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ অনায়াসেই হইয়া থাকে। পুণ্যকার্য্যেই যখন তাঁহার তাচ্ছিল্য, তখন পাপ-কার্য্য কোনপ্রকারেই তাঁহার দ্বারা সম্ভব হয় না। জাতভাব-ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে বৈধ-ভক্তের ভক্তিধন ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ভাবভক্তের জীবন সাধন-ভক্তের জীবনের প্রায় সদৃশ।

ভক্ত্যঙ্গ—ভগবানের শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুকেই 'পরমার্থ' বলা যায় না। ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতসমূহ বৃথা প্রয়াস নয়। শ্রীমূর্ত্তিসেবা, রসিক-জনের সহিত ভাগবতের অর্থ-আস্বাদন, সজাতীয় বাসনা দ্বারা স্নিগ্ধ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তসঙ্গ, নাম-সংকীর্ত্তন ও মথুরাবাস—এই পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতেও সংক্ষেপ করিতে গেলে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবাই সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে।

তুলসীর দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, নমস্কার, মাহাত্ম্য-শ্রবণ-রোপণ, জলসেবা ও পূজা—এই নয় প্রকার

তুলসীর ভজন। তুলসী-সেবা—তদীয়-সেবার মধ্যে প্রধান। প্রণয়ি-ভক্ত-সঙ্গে গৌরধাম পরিক্রমা করা উচিত।

ভক্ষ্য ও আচ্ছাদন-প্রাপ্তি ও অপচয়ে ভক্তের কোন বিকার হওয়া উচিত নয়; শান্তমতি হইয়া কৃষ্ণ-স্মরণে নিযুক্ত হইবেন। উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ পঞ্চাঙ্গ-সাধনের সম্বন্ধানুষ্ঠান করিলে যে সুকৃতি হয়, তদ্দ্বারা প্রাপ্ত সৎকৃপা-প্রভাবে রাগপ্রাপ্ত ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণরূপ ইষ্টের দাস্যে সাধকের লোভ জন্মে। সেই লোভ হইতে ব্রজবাসীর ভাবানুগা কৃষ্ণসেবারূপা রাগানুগা-নামে বেদাতীত সাধনভক্তি উদিত হয়। সেই ভক্তি সাধন করিতে করিতে স্বল্প-কালের মধ্যে বিশুদ্ধা অর্থাৎ কেবলা প্রীতি উদিত হইয়া পড়ে,—ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় শিক্ষা।

নববিধা ভক্তি—শ্রবণগত অনুশীলন ত্রিবিধ—শাস্ত্র-শ্রবণ, ভগবন্নাম ও ভগবদ্বিষয়ক সঙ্গীত-শ্রবণ ও ভক্তিপূর্ণ বক্তৃতার শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ব-বিচার, ভগবল্লীলাদির বর্ণনরূপ-শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র, বৈষ্ণব-জীবন-চরিত্র ও বৈষ্ণব-সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদির শ্রবণকে 'শাস্ত্র-শ্রবণ' বলা যায়। বেদান্ত-তাৎপর্য্য-সহকারে অবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-নিরসন-পূর্ব্বক যে সকল তত্ত্ব-গ্রন্থ মহানুভবগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করাও প্রধান ভগবদনুশীলন-কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। হরিকথা ও হরিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে শাস্ত্রচর্চ্চা হয়। হরিকথার শ্রবণের দ্বারা পরানুশীলন ও প্রত্যাহার,—এই উভয়ই সম্পাদিত হয়। শ্রবণের দুই অবস্থা—শ্রদ্ধা উদয়ের পূর্ব্বে সাধুগণের মুখে যে কৃষ্ণগুণানুবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা একপ্রকার শ্রবণ, সেই শ্রবণ হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়; শ্রদ্ধা উদিত হইলে গাঢ় পিপাসার সহিত কৃষ্ণনামাদি শ্রবণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে; তদনন্তর গুরু-বৈষ্ণবের মুখ-নিসৃত যে কৃষ্ণ-নামাদি শ্রবণ করা যায়, তাহারই নাম দ্বিতীয় শ্রবণ। সাধনকালে গুরু-বৈষ্ণবের মুখ হইতে শ্রবণ করিতে করিতে সিদ্ধ-কালের শ্রবণ উদিত হয়।

শ্রীগুরুর মুখে তত্ত্ব শ্রবণই সাধকের 'শ্রবণ-দশা'; সাধক ব্যাকুল হইয়া সেই তত্ত্বগত ভাব অঙ্গীকার করেন, তাহাই 'বরণ-দশা'; রসস্মৃতিদ্বারা সেই ভাব অভ্যাস করেন, তাহাই 'স্মরণ-দশা'; আপনাতে সেই সুষ্ঠুভাবকে আনার নাম আপন বা প্রাপ্তি-দশা' এবং এই পার্থিব অনিত্য সত্তা হইতে পৃথক্ হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত স্বরূপ স্থিরীভূত হওয়ার নাম 'সম্পত্তিদশা।'

কীর্ত্তন—কীর্ত্তনগত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত মত শাস্ত্র-কীর্ত্তন, নাম-লীলাদি-কীর্ত্তন, স্তব-পাঠরূপ কীর্ত্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ—এই পঞ্চবিধ কীর্ত্তন। নাম-লীলাদির কীর্ত্তন বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীতের দ্বারা হইয়া থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার,—প্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা ও লালসাময়ী। অন্য সকল অঙ্গ অপেক্ষা কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠাঙ্গ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ—এই তিন অঙ্গের মধ্যে কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান যেহেতু, শ্রবণ ও স্মরণ কীর্ত্তনের অন্তর্ভূত হইয়া থাকিতে পারে বলিয়া কীর্ত্তন সর্ব্বপ্রধান।

স্মরণ—কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার স্মরণের নামই—'স্মরণ'। স্মরণ পঞ্চবিধ—যৎকিঞ্চিৎ মনন বা অনুসন্ধানের নাম—'স্মরণ'; পূর্ব্ব বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করত সামান্যাকারে মনোধারণের নাম—'ধারণা'; বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনের নাম—'ধ্যান'; অমৃতধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন ধ্যানের নাম—'ধ্রুবানুস্মৃতি' এবং ধ্যেয়-বস্তুর স্ফূর্তির নাম—'সমাধি'। শ্রীবিষ্ণু-স্মরণের অপেক্ষা গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত জগতে নাই। স্মৃতি ও ধ্যানের ভেদ এই যে, 'স্মৃতি'তে নাম, মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদির কথঞ্চিৎ উদয় হয়। 'ধ্যানে' রূপ, গুণ ও লীলার সুষ্ঠুরূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম—'ধারণা'। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে 'নিদিধ্যাসন' হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে। স্মৃতি দুইপ্রকার—নাম-স্মৃতি ও মন্ত্র-স্মৃতি। তুলসী-মালায় সংখ্যা করিয়া যে, হরিনাম করা, তাহার নাম—নাম-স্মৃতি এবং করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায়, তাহার নাম—মন্ত্র-স্মৃতি।

অষ্টকাল-সেবার উদ্দীপন—"শিক্ষাষ্টক চিন্ত ; কর স্মরণ-কীর্ত্তন। ক্রমে অষ্টকাল-সেবা হ'বে উদ্দীপন। সকল অনর্থ যাবে, পাবে প্রেমধন। চতুর্ব্বর্গ ফল্গু-প্রায় হ'বে আদর্শন ॥"

পাদসেবন—'পাদসেবা' বা 'পরিচর্য্যা' ভক্তির চতুর্থ অঙ্গ। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-সহকারে পাদসেবা কর্ত্তব্য। পাদসেবা-কার্য্যে নিজের অকিঞ্চনত্ব, সেবায় অযোগ্যত্ব-বুদ্ধি এবং সেব্য-বস্তুর সচ্চিদানন্দঘনত্ব-বুদ্ধি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। পাদসেবা-কার্য্যে শ্রীমুখ-দর্শন, স্পর্শন পরিক্রমা, অনুব্রজন, ভগবন্মন্দির-গঙ্গা-পুরুষোত্তম-দ্বারকা-মথুরা-নবদ্বীপাদি তীর্থস্থান দর্শনাদি অন্তর্ভাব্য। শ্রীতুলসী-সেবাও সাধু-সেবাও এই অঙ্গের অন্তর্ভূত।

অর্চ্চন—নাম-সংকীর্ত্তনে সর্ব্বসিদ্ধি হয়, তথাপি ভক্তিময়-জীবনযাত্রার জন্য কিছু অর্চ্চন-ক্রিয়ায় বিশেষ উপকার হয়। অর্চ্চনমার্গে অধিকার ও প্রক্রিয়া-বিচার অনেক—শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণে নিযুক্ত হইয়াও যদি অর্চ্চনমার্গে শ্রদ্ধা উদিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়-পূর্ব্বক মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করত অর্চ্চন-প্রক্রিয়া-করিবে। দেহাদি-সম্বন্ধে জীব কদর্য্য-বিষয়ে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হওয়ায় সেই চিত্ত-সঙ্কোচকরণাভিপ্রায়ে মর্য্যাদামার্গে স-মন্ত্রার্চ্চন-বিধি নিরূপিত হইয়াছে। বিষয়ি-লোকের পক্ষে দীক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রে 'সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধাদি'-বিচারের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষাই জীবের পক্ষে অত্যন্ত শুভকর। জগতে যত মন্ত্র আছে, সকল মন্ত্র অপেক্ষা কৃষ্ণমন্ত্র প্রবল। সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্রলাভ করিবা-মাত্র অধিকারী জীবের কৃষ্ণবল লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব জিজ্ঞাসুকে অর্চ্চনাঙ্গ-সকল বলিয়া থাকেন। সংক্ষেপতঃ ইহাই জ্ঞাতব্য যে, শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম ; কার্ত্তিক-ব্রত, একাদশী-ব্রত, মাঘ-স্নানাদি—সকলই অর্চ্চনমার্গের অন্তর্গত। কৃষ্ণার্চ্চন-বিষয়ে একটী বিশেষ কথা আছে—কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণভক্তের অর্চ্চনও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত-শ্রীমূর্ত্তি-সেবা করিতে হইলে কৃষ্ণ-পূজা ও ভক্ত-সেবা,—দুইই এককালীন হওয়া উচিত। শ্রীগুরুকে আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ দিয়া পূজা করত অনুমতি লইয়া যুগল-পূজা করিতে হয়। পরে অগ্রে গুরুকে প্রসাদ, পানীয় ইত্যাদি দিয়া অন্য বৈষ্ণব ও দেবাদিকে অর্পণ করিতে হয়। পিতৃলোককেও প্রসাদ অর্পণ করিতে হয়। বিষ্ণু-পূজাতেই সর্ব্বদেবতার পূজা হয়, অতএব অন্য দেবের পৃথক পূজা করা অনাবশ্যক।

ভক্তিসাধনে দুইপ্রকার প্রবৃত্তি আছে ; একটী—অর্চ্চন-প্রবৃত্তি, অপরটী—স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি। উভয় সমীচীন হইলেও স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তিই ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবল। অনেক মহাজন নাম-মালাতেই কিয়ৎপরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎপরিমাণে নাম-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের বিশেষ লাভ এই যে, তাহাতে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন—এই তিন অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে।

বন্দন—'বন্দন'ই বৈধ-ভক্তির ষষ্ঠাঙ্গ—পাদসেবা ও কীর্ত্তনাদির মধ্যে বন্দন অন্তর্ভূত থাকিলেও তাহা পৃথক্ অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। নমস্কারই বন্দন। সেই নমস্কার দ্বিবিধ—'একাঙ্গ' নমস্কার ও 'অষ্টাঙ্গ' নমস্কার। নমস্কারে—একহস্ত-কৃত নমস্কার, বস্ত্রাবৃতদেহের সহিত নমস্কার, ভগবানের অগ্রে, পৃষ্ঠে, বামভাগে ও মন্দিরের অত্যন্ত নিকট-গর্ভে নমস্কার অপরাধরূপে গণ্য হইয়াছে।

দাস্য—'আমি কৃষ্ণ দাস'—এইরূপ অভিমানই দাস্য। দাস্য-সম্বন্ধের সহিত যে ভজন, তাহাই-শ্রেষ্ঠ। নমস্কার, স্তুতি, সর্ব্বকর্ম্মার্পণ, পরিচর্য্যা, আচরণ, স্মৃতি, কথা-শ্রবণ ইত্যাদি দাস্যের অন্তর্ভাব্য।

সখ্য—কৃষ্ণের হিতচেষ্টাময় বন্ধুভাব-লক্ষণই সাখ্য। সখ্য দুই প্রকার—বৈধাঙ্গ সখ্য ও রাগাঙ্গ-সখ্য। এস্থলে কেবল বৈধাঙ্গ-সখ্য গ্রহণ করিতে হইবে,—অর্চ্চা-মূর্ত্তি-সেবায় যে সখ্য সম্ভব হয়, তাহাই বৈধ সখ্য।

আত্মনিবেদন—দেহাদি শুদ্ধাত্মা পর্য্যন্ত কৃষ্ণে অর্পণ করার নামই—আত্মনিবেদন। নিজের জন্য চেষ্টাশূন্য হইয়া কৃষ্ণের জন্য চেষ্টাময় হওয়া আত্মনিবেদনের লক্ষণ,—বিক্রীত-গো যেরূপ স্বীয় পালনের চেষ্টা করে না, তদ্রূপ। কৃষ্ণের ইচ্ছার অনুগত থাকা এবং স্বীয় ইচ্ছাকে তদধীন করাও তল্লক্ষণ।

আত্মধর্ম্ম—যে বস্তুর যাহা নিত্য-স্বভাব, তাহাই তাহার নিত্যধর্ম্ম। বস্তুর গঠন হইতে ধর্ম্মের বা স্বভাবের উদয় হয়। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই গঠনের নিত্য সহচররূপ একটী স্বভাব হয়। সেই স্বভাবই সেই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম। পরে যখন কোন ঘটনা-বশতঃ বা অন্য বস্তু-সঙ্গে সেই বস্তুর কোন বিকার হয়, তখন তাহার স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়। পরবর্ত্তিত স্বভাব কিছু দিনে দৃঢ় হইলে নিত্য-স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তিত-স্বভাব 'স্বভাব' নয়, ইহারই নাম—নিসর্গ। নিসর্গ স্বভাবের স্থলে বসিয়া আপনাকে 'স্বভাব' বলিয়া পরিচয় দেয়। যথা—'জল' একটি বস্তু, তারল্যই ইহার স্বভাব, ঘটনা বশতঃ জল যখন শিলা হয়, তখন কাঠিন্য তাহার নিসর্গ হইয়া স্বভাবের ন্যায় কার্য্য করে। বস্তুতঃ নিসর্গ 'নিত্য' নয়, তাহা 'নৈমিত্তিক'। কেন না কোন 'নিমিত্ত' হইতে উহা উদিত হয় এবং সেই নিমিত্ত বিদূরিত হইলে উহা স্বয়ং বিগত হয়। কিন্তু স্বভাব নিত্য। বিকৃত হইলেও তাহা অনুস্যূত থাকে। কাল ও ঘটনা-ক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ-পরিচয় দিতে পারে। বস্তুর স্বভাবই বস্তুর নিত্যধর্ম্ম, বস্তুর নিসর্গই বস্তুর নৈমিত্তিক ধর্ম্ম।"

কৃষ্ণ—বৃহচ্চিদ্বস্তু এবং জীব—অণুচিদ্বস্তু। চিদ্ধর্ম্মে উভয়ের ঐক্য আছে; কিন্তু পূর্ণতা ও অপূর্ণতা-ভেদে উভয়ের স্বভাব-ভেদ অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ—জীবের নিত্য-প্রভু, জীব—কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা স্বাভাবিক বলিতে হইবে। কৃষ্ণ—আকর্ষক, জীব—আকৃষ্ট; কৃষ্ণ—ঈশ্বর, জীব—ঈশিতব্য; কৃষ্ণ—দ্রষ্টা, জীব—দৃষ্ট, কৃষ্ণ—পূর্ণ, জীব—দীন ও ক্ষুদ্র; কৃষ্ণ—সর্ব্বশক্তিমান্, জীব—নিঃশক্তিক; অতএব কৃষ্ণের নিত্য আনুগত্য বা দাস্যই জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম জীব জড়াতীত বস্তু। চৈতন্যই ইহার গঠন; প্রেমই ইহার ধর্ম্ম। কৃষ্ণ-দাস্যই সেই বিমল-প্রেম। অতএব কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই জীবের স্বরূপধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম লক্ষিত হয়, তাহা নিত্যধর্ম্ম। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, সে-সমুদায়-ধর্ম্মকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন,—নিত্য, নৈমিত্তিক ও অনিত্যধর্ম্ম। যে-সকল ধর্ম্মে ঈশ্বরের আলোচনা নাই ও আত্মার নিত্যত্ব নাই, সে-সকলই অনিত্য-ধর্ম্ম। যে-সকল ধর্ম্মে ঈশ্বর ও আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার আছে, কিন্তু কেবল অনিত্য উপায় দ্বারা ঈশ্বর-প্রসাদ লাভ করিতে চায়, সে-সকল 'নৈমিত্তিক'। যাহাতে বিমল প্রেমদ্বারা কৃষ্ণদাস্য লাভ করিবার যত্ন আছে, সেই ধর্ম্মই 'নিত্য'। নিত্যধর্ম্ম দেশভেদে, জাতিভেদে, ভাষাভেদে পৃথক্ পৃথক্ নামে পরিচিত হইলেও তাহা এক ও পরম উপাদেয়। ভারতে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাই নিত্যধর্ম্মের আদর্শ। আবার আমাদের হৃদয়নাথ ভগবান্ শচীনন্দন যে-ধর্ম্ম জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাই বৈষ্ণবধর্ম্মের বিমল অবস্থা বলিয়া প্রেমানন্দী মহাজনগণ স্বীকার ও অবলম্বন করেন। বিমল-প্রেম যে ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব, সেই ধর্ম্মই 'ধর্ম্ম'। মানবগণের ধর্ম্ম কখনও বহুবিধ হইতে পারে না। যে-ধর্ম্ম মানবের পক্ষে নিত্য, তাহা উত্তরকেন্দ্র বা দক্ষিণকেন্দ্র-ভেদে পৃথক্ পৃথক্ কখনও হইবে না। মূলে নিত্যধর্ম্ম 'এক' বই দুই নয়। জীব-মাত্রেরই একটি ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্মের নাম—বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। অনেকে নানা নামে জৈবধর্ম্মকে অভিহিত করেন; কিন্তু পৃথক্ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতে পারেন না। পরম বস্তুতে অণুবস্তুর যে নির্ম্মল চিন্ময় প্রেম, তাহাই জৈবধর্ম্ম অর্থাৎ জীব-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম। জীব-সকল নানা প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়ায় জৈবধর্ম্মটী কতকগুলি প্রাকৃত আকারের দ্বারা বিকৃত-রূপে লক্ষিত হয়। এইজন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম নাম দিয়া জৈবধর্ম্মের শুদ্ধাবস্থাকে অভিহিত করা হইয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মে যে পরিমাণ বৈষ্ণবধর্ম্ম আছে, সেই পরিমাণেই সে-ধর্ম্ম শুদ্ধ।

জগতে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম চলিতেছে; একটি—শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম, আর একটি—বিদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম। শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্ম তত্ত্বতঃ এক হইলেও রসভেদে চারি প্রকার—দাস্যগত, সখ্যগত, বাৎসল্যগত ও মধুর-রসগত বৈষ্ণবধর্ম্ম। বস্তুতঃ শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহার অন্য নাম—নিত্যধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম। "যজ্জ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতি"—এই শ্রুতি-বাক্য শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাগবত-প্রবৃত্তিক্রমে শুদ্ধ

সবিশেষ ভগবৎস্বরূপানুগত ভক্তিতত্ত্বে সমস্ত ভাগ্যবান্ জীবের রুচি হয়। ইঁহারা যে ভগবদারাধনাদি করেন, সে-সকল ক্রিয়া কর্ম্ম বা জ্ঞানাঙ্গ নয়—শুদ্ধ ভক্তির অঙ্গ। এই মতের বৈষ্ণবধর্ম্মই শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত-বচন যথা—১।২।১১ "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥" ইহাতে ব্রহ্ম-পরমাত্মাভিন্ন ভগবত্তত্ত্বই সমস্ত তত্ত্বের চরম। ভগবত্তত্ত্বই বিষ্ণুতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্বের অনুগত জীবই শুদ্ধজীব; তাঁহার শুদ্ধপ্রবৃত্তির নামই 'ভক্তি'।

ধর্ম্ম কেন বহুবিধ হইল? ইহার সদুত্তর এই যে, শুদ্ধ-অবস্থায় জীবের ধর্ম্ম একই প্রকার। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের ধর্ম্ম আদৌ দুই প্রকার হইয়াছে অর্থাৎ সোপাধিক ও নিরুপাধিক। নিরুপাধিক ধর্ম্ম কখনও দেশ-ভেদে পৃথক্ হয় না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে জড়োপাধিক প্রাপ্ত জীবের প্রকৃতির পার্থক্যক্রমে সোপাধিক-ধর্ম্ম দেশ-বিদেশ ও কাল-ভেদে সহজেই পৃথক্ হইয়া পড়ে। উক্ত সোপাধিক ধর্ম্মই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকার ও নাম প্রাপ্ত হয়। জীব যত উপাধি হইতে পরিষ্কৃত হন, ততই তাঁহার ধর্ম্ম নিরুপাধিক হয়। নিরুপাধিক-অবস্থায় সকল-জীবেরই এক নিত্যধর্ম্ম।

সত্যের লোপ নাই, এজন্য তাহারা লুপ্তপ্রায় থাকে। আত্মার নিত্যত্ব ও ব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রভৃতি সত্যসকল যুক্তিদ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না। কেন না, যুক্তির প্রপঞ্চাতীত বিষয়ে গতি নাই। আত্ম-প্রত্যক্ষই ঐ সকল সত্যের একমাত্র স্থাপক। ঐ আত্মপ্রত্যক্ষ বা সহজ-সমাধি দ্বারা জীবের নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ ও নিত্যক্রিয়া কৃষ্ণদাস্য সততই সাধুদিগের প্রতীত হয়। বিষয়রাগকে ভগবদ্রাগরূপে উন্নত করিবার আশয়ে প্রবৃত্তির পরাক্‌গতি পরিত্যাগ ও প্রত্যক্‌গতি সাধনের জন্য ভগবদ্ভাব-সকল বিষয়ে বিমিশ্রিত হইয়াছে। মনোযন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রিয়দ্বারা অতিক্রম করত আত্মা যে বিষয়াভিমুখে ধাবমান হন, তাহার নাম—আত্মার "পরাক্‌গতি"; ঐ প্রবৃত্তিস্রোত পুনরায় স্বধাম ফিরিয়া যাইবার নাম "প্রত্যক্‌গতি"। সুখাদ্য-লালসার প্রত্যক্‌ধর্ম্ম সাধনার্থ মহাপ্রসাদ-সেবন ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীমূর্ত্তি ও তীর্থাদি দর্শন-দ্বারা দর্শন বৃত্তির প্রত্যক্‌গমন সাধিত হয়। হরিলীলা ও ভক্তিসূচক গীতাদি শ্রবণদ্বারা শ্রবণ-প্রবৃত্তির প্রত্যক্‌গতি সম্ভব। ভগবদর্পিত তুলসী-চন্দনাদি সুগন্ধি-গ্রহণদ্বারা গন্ধ-প্রবৃত্তি বৈকুণ্ঠ-গতি সনকাদির চরিত্রে সিদ্ধ হইয়াছে। বৈষ্ণব-সংসার-সমৃদ্ধি-মূলক বিবাহিত ভগবৎপর পত্নী বা পতির সঙ্গম দ্বারা স্ত্রী বা পক্ষান্তরে পুরুষসংযোগ প্রবৃত্তির প্রত্যক্‌গতি মনু, জনক, জয়দেব, পিপাজি প্রভৃতি বৈষ্ণবের চরিত্রে লক্ষিত হয়। উৎসব-প্রবৃত্তির প্রত্যক্‌গতি সাধনের জন্য হরি-লীলোৎসবাদির অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয়। এই সকল প্রত্যগ্‌ভাবান্বিত-নরচরিত্র সর্ব্বদা সারগ্রাহীদিগের পবিত্র-জীবনে লক্ষিত হয়! বিষয়-রাগ ও ব্রহ্মরাগে সত্তার ভিন্নতা নাই, কেবল বিষয়ের ভিন্নতা মাত্র। ঐ রাগ যখন বৈকুণ্ঠাভিমুখ হয়, তখন প্রপঞ্চ বিষয়ে রাগ থাকে না, কেবল আবশ্যকমত তাহাতে প্রপঞ্চ স্বীকার ঘটিয়া থাকে। স্বীকৃত বিষয়সকলও তখন বৈকুণ্ঠভাবাপন্ন হয়; অতএব সমস্ত রাগই অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে।

শরণাগতি—শরণাপত্তি ও আনুগত্যই জীবের স্বভাব সিদ্ধ নিত্যধর্ম্ম। গীতার চরম-শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গঃত্যাগ করতঃ আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তিযোগ সিদ্ধ হয়। কেবল শাস্ত্র পড়িয়া বা সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিতে সক্ষম হয় না। তাদৃশ জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রয়াস পরিত্যাগ করত ভগবানের শরণাপন্ন হওয়াই বিশুদ্ধ-ভজনের মূল; তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম-পুরুষার্থ-লাভ হয়। শরণাগতি ব্যতীত জীবের জীবন বৃথা। সর্ব্বদা শরণাগত হইয়া জীব কৃষ্ণভজন করিবে। সাধকের সমস্ত জীবনই শরণাগতিতে মণ্ডিত থাকিবে। "শ্রীগুরু-বৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি। ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি॥ যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণে। শরণ লইনু আমি বৈষ্ণব-চরণে॥" ইহা-প্রতিষ্ঠা-ত্যাগের উপায়। শরণাগত শুদ্ধভক্তের প্রার্থনা—"অন্তর-বাহিরে, সম ব্যবহার, অমানী মানদ হ'ব। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে,

শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে সতত মজিয়া র'ব।" বৈষ্ণবদিগের যে-সকল ব্যবহার-দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নহে ; কিন্তু, বৈকুণ্ঠযাত্রীর পান্থ-দুঃখের ন্যায় অস্থায়ী এবং সুখবৎ কাটিয়া যায়।

শরণাগতি ছয় প্রকার—(১) অনুকূল্য-সঙ্কল্প, (২) প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন, (৩) কৃষ্ণ অবশ্য আমাকে রক্ষা করিবেন,—এই বিশ্বাস, (৪) কৃষ্ণই আমার পালয়িতা—এই বুদ্ধি, (৫) আত্ম-নিক্ষেপ, (৬) কার্পণ্য,—এই ছয় প্রকার শরণাগতিই কায়িক, বাচনিক ও মানস-ভেদে তিন-তিন-প্রকার। শরণাগতের আচার ও বিচার—"ভক্তি অনুকূল যাহা, তাহাই স্বীকার। ভক্তি-প্রতিকূল সব করি পরিহার॥ কৃষ্ণ বই রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই। কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন, ভাই॥ আমি আমার যত কিছু কৃষ্ণে নিবেদন। নিষ্কপট দৈন্যে করি জীবন যাপন॥" 'শরণাগতের দার্ঢ্য ও অনাসক্তি'—"ভজনের যাহা প্রতিকূল, তাহা দৃঢ়ভাবে তেয়াগিব। ভজিতে ভজিতে সময় আসিলে এ দেহ ছাড়িয়া দিব॥" "নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব, রহিব ভাবের ভরে। ভকতিবিনোদ, তোমারে পালক, বলিয়া বরণ করে॥" "তুমি জগতের পিতা, তুমি জগতের মাতা, দয়িত, তনয়, হরি তুমি। তুমি সুহৃন্মিত্র, গুরু, তুমি গতি কল্পতরু, ত্বদীয় সম্বন্ধমাত্র আমি॥" "নিমগ্ন হইনু যবে, ডাকিনু কাতর রবে, কেহ মোরে করহ উদ্ধার। সেই কালে আইলে তুমি, তোমা জানি' কূল-ভূমি, আশাবীজ হইল আমার॥" "যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ, তাই জান ভাল। ত্যজিয়া আপন-ইচ্ছা ঘুচাও জঞ্জাল॥ দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে। রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে॥ কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে করে বাসনা। তার ইচ্ছা নাহি ফলে, সে পায় যাতনা॥" 'গোপ্তৃত্বে বরণ'—"কৃষ্ণের চিৎকণ নিত্যদাস আমি, কৃষ্ণ ব্যতীত আর কেহ আমার রক্ষাকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা নাই ; আমি অতি দীন ও হীন ; কৃষ্ণনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে পূর্ব্ব কর্ম্মফল-ভোগরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে অবশ্য কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিব—এইরূপে কৃষ্ণ-সংসারে স্থিতির দ্বারা আমরা কৃষ্ণপ্রেম-ফল পাইয়া থাকি।" "কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন। আমি দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনও ছাড়িব না'—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তি-সাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। 'আত্ম-নিক্ষেপ'—'আজ হইতে আমি আমার নই,—আমি কৃষ্ণের'—এই বুদ্ধির নাম আত্মনিক্ষেপ। "পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল, সেবা-সুখ পেয়ে' মনে। আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে?" "তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ। সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ্, নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥" "অশোক, অভয়, অমৃত আধার, তোমার চরণদ্বয়। তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া, ছাড়িনু ভবের ভয়॥ তোমার সংসারে, করিব সেবন, নহিব ফলের ভোগী। তব সুখ যাহে, করিব যতন, হ'য়ে পদে অনুরাগী॥" এবং শরণাগতির অন্যান্য গীত।

নাম কীর্ত্তন—ইহা কেবল হৃদয় উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক প্রভুর নামোচ্চারণ। প্রথমে অত্যল্প কাল নির্জ্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামানুশীলনের নৈরন্তর্য্য এবং বিষয়-প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে। প্রতিদিন নির্জ্জনে কিয়ৎকাল বিষয়োৎপাত ত্যাগ পূর্ব্বক ভাবের সহিত নাম করিবে, ক্রমে-ক্রমে ঐ কার্য্যের সময়ের পরিমাণকে বৃদ্ধি করিবে। অবশেষে সকল-সময়েই এক অদ্ভুত-ভাব উদিত হইবে ; তখন উৎপাত নিকটে আসিতে ভয় করিবে। নিদ্রাকাল ব্যতীত দেহব্যাপারাদি নির্ব্বাহকালেও অন্য সময়ে সর্ব্বদা শ্রীনাম কীর্ত্তন করার নামই নিরন্তর নামকীর্ত্তন। তুলসী—হরিপ্রিয়-বস্তু, সুতরাং তৎসংস্পর্শে নামের অধিক বল অনুভব করা যায়। নাম করিবার সময় কৃষ্ণের স্বরূপ ও নামে অভেদ-বুদ্ধি-পূর্ব্বক নাম করিবে। নাম অধিক সংখ্যা হইবে—এই চেষ্টা অপেক্ষা নিরন্তর স্পষ্টাক্ষরে ভাবযুক্ত নামকীর্ত্তন হয়—ইহার জন্য যত্ন করা উচিত। জগতে যতপ্রকার ধর্ম্ম আছে, সে-সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক নামসংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম হইয়া পড়িবে,—ইহা নিশ্চয়-সত্য বলিয়া বোধ হয়। যে-সকল লোক কীর্ত্তন-বিরোধী তাহারা দেশের যে পরম শত্রু, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দর্শ পৌর্ণমাসী ; একাদশী গৌর-পূর্ণিমা, কৃষ্ণাষ্টমী, কার্ত্তিকমাস, বৈশাখ মাস ভগবানের যাত্রা-সকল, সংক্রান্তি, এই সকল পর্ব্বদিন অবলম্বন করিয়া

হরিকীর্ত্তন হইলে ভাল হয়। প্রাচীন মহাজনী সুরে খোল-করতাল ইত্যাদি প্রাচীন যন্ত্র লইয়া নিজে নিজে পবিত্র বৈষ্ণব-ভাবে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিলে সুফল লাভ সত্বর হইবে।" "(রাধা) কৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল, এইমাত্র ভিক্ষা চাই। (যায়) সকল বিপদ্, ভক্তিবিনোদ, বলেন, যখন এ নাম গাই ॥'

নামাভাস—নামাভাসের দ্বারা সর্ব্ব-পাপ ক্ষয় হয়। সর্ব্ব-পাপ ও অনর্থ দূর হইলে শুদ্ধ নাম ভক্তেরজিহ্বায় নৃত্য করেন; তখন শুদ্ধ নাম তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করেন। মায়াবাদীর মুখ হইতে যে কৃষ্ণনাম নিঃসৃত হয়, তাহা কৃষ্ণনাম নয়, তাহা কেবল কৃষ্ণ-নামের প্রতিবিম্ব আভাস-মাত্র। অতএব তাহা উচ্চারণ করিয়াও মায়াবাদী নামাপরাধ-দোষে পতিত। শাস্ত্রে অনেক-স্থানে নামাভাস, বৈষ্ণবাভাস, শ্রদ্ধাভাস, ভাবাভাস, রত্যাভাস, প্রেমাভাস, মুক্ত্যাভাস ইত্যাদি শব্দ-সকল পাওয়া যায়। এই 'আভাস' শব্দের একটী সুন্দর অর্থ আছে, তাহাই বিচারিত হইতেছে। প্রকৃত-প্রস্তাবে 'আভাস' দুইপ্রকার—স্বরূপাভাস ও প্রতিবিম্বাভাস, স্বরূপাভাসে বস্তুর পূর্ণ-কান্তি সঙ্কুচিত-ভাবে প্রকাশিত হয়; যথা—মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের স্বল্পকান্তিদ্বারা স্বল্প আলোক; প্রতিবিম্বাভাস—স্বরূপের বিকৃতি-মাত্র অন্যাকারে উদিত হয়; যথা—আভাসস্তু মৃষা-বুদ্ধিরবিদ্যা-কার্য্যমুচ্যতে'। জল হইতে প্রতিবিম্বিত-আলোক উচ্ছলিত হইয়া যেমন প্রকাশিত হয়, তদ্বৎ। নামসূর্য্য জীবের অজ্ঞান ও অনর্থরূপ কুজ্ঝটিকা ও মেঘকর্ত্তৃক যতক্ষণ আচ্ছাদিত, ততক্ষণ সেই সূর্য্যের সঙ্কুচিত অতি ক্ষুদ্র আলোক পরিদৃশ্য হয়। এই অবস্থায় জগতে নামাভাস অনেক শুভ ফল প্রদান করেন। সেই নাম-জ্যোতিঃ মায়াবাদ-হ্রদ হইতে প্রতিবিম্বিত হইলে প্রতিবিম্ব-নামাভাস হয়। তাহাতে সাযুজ্যাদি ফল হইলেও নামের চরম ফলরূপ প্রেম উৎপন্ন হয় না। এ নামাভাসটী একটি প্রধান নামাপরাধ, এইজন্য ইহাকে নামাভাস বলা যায় না। কেবল ছায়া-নামাভাসকেই নামাভাস বলিয়া চারি প্রকারে বিভক্ত করা হইয়াছে। হেয় প্রতিবিম্ব নামাভাসকে দূর করিয়া নামাভাসেরও পূজা সর্ব্বশাস্ত্রে দেখা যায়। অজ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস, দুষ্ট-জ্ঞানজনিত অনর্থ হইতে প্রতিবিম্ব-নামাভাসরূপ ভক্তিবাধক অপরাধ বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণবপ্রায় অর্থাৎ বৈষ্ণবাভাস ব্যক্তিকে বৈষ্ণব না বলিলেও তাহার মায়াবাদ অপরাধ না থাকা প্রযুক্ত তাহাকে কনিষ্ঠ বা প্রাকৃতভক্ত বলিয়া সম্মান করা যায়। কেন না, সৎসঙ্গে তাঁহার শীঘ্রই মঙ্গল হইতে পারে। সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাকে মিত্রবর্গগত বালিশ বলিয়া কৃপা করিবেন। বিদ্বেষী মায়াবাদীর ন্যায় তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না। তাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধায় অর্চ্চা-মাত্র-পূজা-প্রবৃত্তিকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া ভগবৎ-ভাগবতসেবোপযোগী সম্বন্ধ-জ্ঞান-সম্বলিত ভক্তি দান করিবেন। তবে যদি তাঁহার অচ্ছেদ্য মায়াবাদ-বিশ্বাস দেখা যায়, তবে তাহাকে অবশ্য উপেক্ষা করিবেন। নামাভাস জীবের প্রধান সুকৃতির মধ্যে গণ্য হয়। ধর্ম্ম, ব্রত, যোগ, হুতাদি সর্ব্বপ্রকার শুভকর্ম্মাপেক্ষা নামাভাস শ্রেষ্ঠফল-প্রদ। "অসতৃষ্ণা, হৃদয়দৌর্ব্বল্য, অপরাধ। অনর্থ—এ সব মেঘরূপে করে বাধ॥ নাম-সূর্য্য—রশ্মি ঢাকে, নামাভাস হয়। স্বতঃসিদ্ধ কৃষ্ণনামে সদা আচ্ছাদয়॥" সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ ও হেলা—এই চারি প্রকার কার্য্যের সহিত নাম উচ্চারিত হইলে নামাভাস হয়। অতএব সেই সেই কার্য্যসহযোগে নামাভাস চারি প্রকার। হেলা অপেক্ষা স্তোভ, স্তোভ অপেক্ষা পরিহাস এবং পরিহাস অপেক্ষা সঙ্কেত অল্প-দোষাবহ। "সম্বন্ধতত্ত্বের জ্ঞান যাবৎ না হয়। তাবৎ সে নামাভাস জীবের আশ্রয়॥"

"বৈকুণ্ঠাদি লোকপ্রাপ্তি নামাভাসে হয়। বিশেষতঃ কলিযুগে সর্ব্বশাস্ত্র কয়॥" (হঃ চিঃ)। 'ভক্ত্যাভাস', 'ভাবাভাস', 'নামাভাস', 'বৈষ্ণবাভাস' ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার আভাসই 'প্রতিবিম্ব' ও 'ছায়া'-ভেদে দুই প্রকার। 'বৈষ্ণব-প্রায়' শব্দের অর্থ—প্রকৃত বৈষ্ণবের ন্যায় মালা-মুদ্রাদি-ধারণ-পূর্ব্বক 'নামাভাস' করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত বা 'শুদ্ধ-বৈষ্ণব' ন'ন। শুদ্ধনাম না হইলেই 'নামাভাস' হইল। এই নামাভাস কোন অবস্থায় 'নামাভাস' ও কোন অবস্থার 'নামাপরাধ' বলিয়া উক্ত হয়। যে-স্থলে অজ্ঞতা-বশতঃ অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদ-বশতঃ নামের অশুদ্ধ লক্ষণ হয়, সে-স্থলে কেবল 'নামাভাস'; যে-স্থলে মায়াবাদাদি-জনিত ধূর্ত্ততা, মুমুক্ষা ও ভোগ-বাঞ্ছা হইতে অশুদ্ধ নামের উদয়,

সে-স্থলে নামাপরাধ হয়। দশটি নামাপরাধ যদি সরলতা, অজ্ঞতা হইতে হইয়া থাকে, তবে সে-সমস্তই 'নামাভাস' মাত্র। নামাভাস যতদিন অপরাধ-লক্ষণ না পায়, ততদিন নামাভাস বিদূরিত হইয়া শুদ্ধনামোদয়ের আশা থাকে, অপরাধ-লক্ষণ হইলে আর সহজে নামোদয় হয় না, নামাপরাধ ক্ষয়ের যে পদ্ধতি আছে, তদ্ব্যতীত আর কোন অন্য উপায়ে মঙ্গল উদিত হয় না। **সাঙ্কেত্য**—অজামিল মরণ সময়ে স্বীয় পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান করিয়াছিলেন—কৃষ্ণের নাম নারায়ণ বলিয়া অজামিলের সাঙ্কেত্য-নাম-গ্রহণের ফল লাভ হইয়াছিল। **স্তোভ**—অসম্মানপূর্ব্বক ও অন্যকে বাধা দিবার জন্য যে নামগ্রহণ। একজন শুদ্ধবৈষ্ণব হরিনাম উচ্চারণ করিতেছেন, তখন একজন পাষণ্ড আসিয়া কদর্য্য-মুখ-ভঙ্গি করত বলিল,—'হোঁ তোর হরিকেষ্ট সকলই করিবে'। ইহাই "স্তোভের উদাহরণ; তাহাতেও সেই পাষণ্ডের মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে,—নামাক্ষরের এরূপ স্বাভাবিক বল। "হেলন"—ধূর্ত্ততার সহিত হেলন হইলে 'অপরাধ', আর অজ্ঞতার সহিত হেলনে নামাভাস। ভুক্তি, মুক্তি, অষ্টাদশ সিদ্ধির অন্তর্গত সকল ফলই নামাভাস হইতে লাভ হয়,কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম-পুরুষার্থ নামাভাস হইতে লাভ হয় না। পণ্ডিতাভিমানী মুমুক্ষু ও অতত্ত্বজ্ঞ ম্লেচ্ছগণ, পরমার্থ-বিরোধী-অসুরগণ পরিহাস নামাভাসে মুক্তি লাভ করিয়াছে। (জৈবধর্ম্ম)।

নামাপরাধ—নাম যেরূপ সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সকল প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন। সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাশ্রয়-মাত্রেই দূর হয়, নামাপরাধ তত সহজে যায় না। পঞ্চবিধ পাপ কোটিগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না। (জৈঃ ধঃ)॥ নামাভাস ও নামের ভেদ না বুঝিয়া অনেকে মনে করেন যে, নাম —অক্ষরময়; অতএব শ্রদ্ধা না করিয়া নামাদি গ্রহণ করিলেও ফল হইবে। তাঁহারা অজামিলের ইতিহাস ও সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা' ইত্যাদি শাস্ত্র-বচনের উদাহরণ দেন। কিন্তু নাম—চৈতন্য-রসবিগ্রহ, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহেন। সে-স্থলে নিরপরাধে নামরস আশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের নামোচ্চারণ করার ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ নাম হইতে পারে। অতএব দুষ্টরূপে অর্থবাদ করিয়া নামকে জড়াত্মক অক্ষর-স্বরূপে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহারা নিতান্ত বহির্ম্মুখ ও নামাপরাধী। —'শ্রীহরিনাম'।

"কোনও ভিক্ষাশ্রমগত বৈষ্ণব-পুরুষ কোনও সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া লোভ করিয়া পাপ-প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়া স্থির করিল—যখন আমি নিরন্তর হরিনাম করি, তখন ঐ যুবতীকে হরিনাম-শিষ্য করিয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিলে যে কিছু পাপ হইবে, তাহা উভয়ের কৃত হরিনামে অবশ্যই ক্ষয় হইবে; বিশেষতঃ ঐ স্ত্রীলোক বৈষ্ণবী হইলে, বৈষ্ণব-সঙ্গ—দুর্ল্লভ, আবার উহার সঙ্গে গোপীভাবেরও অনেক শিক্ষা হইবে; এরূপ দুর্ল্লভ-সঙ্গ কোথায় পাওয়া যায়? —এই মনে করিয়া সেই স্ত্রীকে বৈষ্ণবী করিয়া বৈষ্ণব-সেবা গ্রহণ করিল। ইহা নামপরাধের পরাকাষ্ঠা হইল।" (সঃ তোঃ ৮।৯)॥ সেই সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন নাম দেহ, গেহ, অর্থ, জনতা, লোভ প্রভৃতি পাষাণ-মধ্যে পতিত হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। এই প্রতিবন্ধক সামান্য ও বৃহৎ-ভেদে দুই প্রকার। সামান্য প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাভাস' হয়, কিন্তু বিলম্বে ফলদান করে; বৃহৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে উচ্চারিত নাম 'নামাপরাধ' হয়, তাহা অবিশ্রান্ত নামোচ্চারণ ব্যতীত বিগত হয় না। (জৈঃ ধঃ)।

শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অনাদর, অসৎসঙ্গ, অর্থাৎ অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ ও অভক্তসঙ্গ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ভক্তিশাস্ত্রের নিন্দা, নাম-নামীতে ভেদ-জ্ঞান, অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত নামের সাম্য, জড়-দেহের অহংতা-মমতা-বশতঃ নামে প্রীতির খর্ব্বতা, নাম-বলে পাপাচরণ প্রভৃতি যে-সকল ভক্তি-বিরুদ্ধ আচার নিন্দিত আছে, তাহা যে-ব্যক্তিতে দেখা যাইবে, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণে অনন্যভক্তি লাভ করিয়াছেন,—এরূপ বলা যায় না। (সঃ তোঃ ৬।৭)॥ নামাপরাধ দশবিধ।

প্রথম নামাপরাধ—যে সকল সাধু সমস্ত কর্ম্ম, ধর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে নিন্দা, অবহেলা বা দ্বেষ করিলে বৃহদপরাধ

হয়; কেন না যাঁহারা নামের যথার্থ মাহাত্ম্য জগতে বিস্তার করিতেছেন, তাঁহাদের নিন্দা হরিনাম সহিতে পারেন না। নামপরায়ণ সাধুদিগের নিন্দা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকেই সর্ব্বোত্তম সাধু বলিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে নাম-কীর্ত্তন করিলে শীঘ্র নামের কৃপা হয়।

দ্বিতীয় নামাপরাধ—দুই প্রকার। প্রথম প্রকার—দেবাগ্রগণ্য সদাশিব ও বিষ্ণু ইহাঁদের গুণ-নামাদি সকলই বুদ্ধিদ্বারা পৃথগ্‌রূপে দেখিলে নামাপরাধ হয়, তাৎপর্য্য—সদাশিব একটী পৃথক্ স্বতন্ত্র-শক্তিসিদ্ধ ঈশ্বর এবং বিষ্ণু একটী পৃথক্ ঈশ্বর—এরূপ কল্পনায় বহ্বীশ্বরবাদ দোষে ভগবানের প্রতি অনন্য-ভক্তিতে বাধা জন্মে, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বর এবং তাঁহার শক্তি হইতেই শিবাদি দেবতার ঈশ্বরত্ব, তাঁহাদের পৃথক্ শক্তি-সিদ্ধতা নাই, এরূপ বুদ্ধির সহিত হরিনাম করিলে অপরাধ হন না। দ্বিতীয় অর্থ—শিবস্বরূপ অর্থাৎ সর্ব্বমঙ্গল-স্বরূপ শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাকে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বিগ্রহ হইতে পৃথক্ বলিয়া দেখিলে নামাপরাধ হয়। অতএব কৃষ্ণ-স্বরূপ, কৃষ্ণনাম, গুণ ও লীলা—সকলই অপ্রাকৃত ও পরস্পর অপৃথক্ এরূপে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণ নাম না করিলে নামাপরাধ হইবে। এইরূপে সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ করতঃ কৃষ্ণনাম করিবার বিধি। (জৈঃ ধঃ)

তৃতীয় নামাপরাধ—নামগুরু কেবল নামতত্ত্ব অবগত, কিন্তু আমরা বেদান্তাদি শাস্ত্র তাঁহাপেক্ষা অধিক অবগত—ইহা নামাপরাধ। বস্তুতঃ নামতত্ত্ববিদ্ গুরু অপেক্ষা আর উচ্চ গুরু নাই, তাঁহাকে লঘু মনে করিলে নামাপরাধ অবশ্যই হইবে। ইহা গুর্ব্ববজ্ঞারূপ নামাপরাধ। শ্রীগুরুতে সামান্য জীব-বুদ্ধি করিবে না,—কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি-পুষ্ট, 'কৃষ্ণপরিকর' বলিয়া গুরুকে ভক্তি করিবে। গুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করাও মায়াবাদীর মত,—শুদ্ধ বৈষ্ণবের মত নয়। (হঃ চিঃ)

চতুর্থ নামাপরাধ—সকল বেদাদি-শাস্ত্রে নামমাহাত্ম্য দৃষ্ট হয়, এই সকল শ্রুতির নিন্দা করিলে নামাপরাধ হয়। অনেকে দুর্ভাগ্য-বশতঃ শ্রুতির অন্যান্য উপদেশকে অধিক সম্মান করত নামার্থ-প্রতিপাদক শ্রুতির প্রতি যে অবহেলা করে, তাহাই তাহাদের নামাপরাধ; সেই নামাপরাধ-ক্রমে তাহাদের নামে রুচি হয় না।

পঞ্চম অপরাধ—যাহারা নাম-মাহত্ম্য-বাচক শাস্ত্রে অর্থবাদ আছে—ইহা বলে, তাহারা অক্ষয় নরকে পতিত হয়। নামে অর্থবাদ-কল্পনা—শাস্ত্র নাম-সম্বন্ধে যে মাহাত্ম্য বলিয়াছেন, তাহা প্রকৃত নয়, কেবল নামে মতি প্রদানার্থ ফলশ্রুতি মাত্র। এই অপরাধীর নামে রুচি হয় না। "তোমরা শাস্ত্রোক্ত বাক্যে বিশ্বাস-পূর্ব্বক হরিনাম গ্রহণ করিবে, যাহারা অর্থবাদ করে, তাহাদের সঙ্গ করিবে না; এমন কি হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিলে বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে।" ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। মায়াবাদী ও কর্ম্মজড়সকল মনে করেন—"পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম—নির্ব্বিকার ও নাম-রূপ-শূন্য। তাঁহার রাম-কৃষ্ণাদি নাম কার্য্যসিদ্ধির জন্য ঋষিগণ কল্পনা করিয়াছেন।" ইহা নামাপরাধ।

ষষ্ঠ অপরাধ—নামবলে পাপবুদ্ধি। নামের ভরসায় যে পাপ করা যায়, তাহা যম-নিয়ম দ্বারা শুদ্ধ হয় না। 'হরিনামও করি, পাপও করি, জমা খরচ হইয়া অবশেষে কিছুই পাপ থাকিবে না'—এই বিচারে নামাশ্রয়ের পর ইচ্ছা-পূর্ব্বক নূতন পাপাচারণকারী কপট ও নামাপরাধী। কিছু কিছু অপরাধ থাকায় উচ্চারিত নাম কেবল 'নামাভাস' হয়, শুদ্ধ নাম হয় না। নামাভাসেও পূর্ব্বে পাপের ক্ষয় হয় এবং নূতন পাপে রুচি জন্মে না, কিন্তু পূর্ব্ব-অভ্যাস-ক্রমে কিছু কিছু পাপাবশেষ থাকে, তাহা নামাভাসে ক্রমশ ক্ষয় পাইতে থাকে; কদাচিৎ কোন পাপ হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহাও নামাভাসে দূর হয়, কিন্তু যদি সেই নামাশ্রয়ী ব্যক্তি এরূপ মনে করে যে, নামের দ্বারা যখন সকল পাপ ক্ষয় হয়, আমি যদি কোন পাপ করি, তাহাও অবশ্য ক্ষয় পাইবে—এই ভরসায় পাপ করিলে অপরাধ হইয়া পড়ে।

সপ্তম নামাপরাধ—অন্য শুভক্রিয়াসাম্য—হরিনাম সাধনকালে উপায় হইলেও ফলকালে

স্বয়ং উপেয় ; অতএব হরিনামের সহিত অন্য কোন সৎকর্ম্মের তুলনা নাই। যাহাদের মনে অন্য সৎকর্ম্মের সহিত হরিনামের অনন্যবুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা নামাপরাধী। (জৈঃ ধঃ)।

অষ্টম নামাপরাধ—প্রমাদ বা অনবধান।—অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না। "প্রমাদ অনবধান—এই মূল অর্থ। ইহা হৈতে ঘটে প্রভু সকল অনর্থ॥ ঔদাসীন্য, জাড্য আর বিক্ষেপ—এ তিন। প্রকার অনবধান বুঝিবে প্রবীন॥" যাহারা বিক্ষেপরূপ প্রমাদাসক্ত, তাহারা নিরূপিত নামসংখ্যা যত শীঘ্র শেষ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করেন। নাম-সাধনে যাহাতে সেরূপ অযত্ন না হয়—ইহা বারংবার সতর্কতার সহিত দেখা আবশ্যক। **অনবধান**—"চিত্ত একদিকে, আর অন্যদিকে নাম। তাহার মঙ্গল কিসে হয় গুণধাম॥ লক্ষনাম পূর্ণ হৈল সংখ্যা মালা গণি'। হৃদয়ে নহিল রসবিন্দু গুণমণি॥ এই ত' অনবধান-দোষের প্রকার। বিষয়ি-হৃদয়ে প্রভু বড় দুর্নিবার॥" **জাড্য**—"অব্যর্থকালত্ব-ধর্ম্ম সাধুর চরিত। দেখিলে তাহাতে রুচি হইবে নিশ্চিত॥ মনে হ'বে আহা কবে ইহাঁর সমান। স্মরিব, গাইব নাম হয়ে' ভাগ্যবান্॥ সেই ত' উৎসাহ আসি' অলসের মনে। জাড্য দূর করে কৃষ্ণনামের স্মরণে॥" "কনক, কামিনী, আর জয়-পরাজয়। প্রতিষ্ঠাশা, শাঠ্যবৃত্তি তাহার নিলয়॥ এসব আকৃষ্টি হৃদে হইলে উদয়। নামেতে অনবধান স্বভাবতঃ হয়॥" (হঃ চিঃ)

নবম নামাপরাধ—অশ্রদ্দধানে নামোপদেশ—যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, অপ্রাকৃত-সেবায় বিমুখ এবং হরিনাম শ্রবণে রুচিহীন, তাহাদিগকে হরিনামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়।

দশম নামাপরাধ—অহংমম ভাবাপন্ন—যিনি এই জড়ীয় সংসারে 'আমি একজন এবং এই সমস্ত সম্পত্তি ও জনগণ আমার'—এরূপ বুদ্ধিতে মত্ত হইয়া থাকেন, কদাচিৎ কোন ক্ষণিক বিরাগ বা জ্ঞানের উদয় হইলে পণ্ডিতদিগের নিকট নাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, অথচ সেই নামে যে প্রীতি করা উচিত, তাহা করেন না, তিনিও নামাপরাধী (জৈঃ ধঃ)। দীক্ষিত হইয়াও অধিকাংশ বিষয়ী লোক এই জড়দেহে অহংতা ও মমতাবুদ্ধি করিয়া ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হন। তদুপায়—"নিষ্কিঞ্চনভাবে ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণ। বিষয় ছাড়িয়া করে নাম-সংকীর্ত্তন॥ সেই সাধুজনে অন্বেষিয়া তাঁ'র সঙ্গ। করিবে, সেবিবে ছাড়ি' বিষয়-তরঙ্গ॥ ক্রমে ক্রমে নামে মতি হইবে সঞ্চার। অহংতা-মমতা যাবে, মায়া হ'বে পার॥ (হঃ চিঃ)॥ নামাপরাধী যে ফল বাঞ্ছা করিয়া নামোচ্চারণ করেন, নাম সেই সকল ফল তাহাকে দিয়া থাকেন ; কিন্তু কখনই তাঁহাকে প্রেমফল দেন না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামাপরাধের ফলভোগ হয়। (জৈঃ ধঃ)॥ ক্ষয়ের উপায়—"কৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি-প্রতি অপরাধ করি'। নামাশ্রয়ে সেই অপরাধে যায় তরি'॥ নাম-অপরাধ যত নামে হয় ক্ষয়। অবিশ্রান্ত নাম লৈলে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (ভজন রহস্য।)

জীবে দয়া—সর্ব্বভূতে দয়া তিন প্রকার। জীবের স্থূল দেহ-সম্বন্ধে যে দয়া, তাহা সৎকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। ক্ষুধিত জীবকে ভোজন-দান, পীড়িত জীবকে ঔষধ-দান, তৃষিত জীবকে জল-দান, শীত-পীড়িত জীবকে আচ্ছাদন-দান—এই সকলই দেহ-সম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। বিদ্যা-দানই জীবের মনঃসম্বন্ধিনী দয়া হইতে নিঃসৃত। কিন্তু জীবের আত্মা-সম্বন্ধিনী দয়াই সর্ব্বোপরি। সেই-দয়া-প্রবৃত্তি হইতেই জীবগণকে কৃষ্ণভক্তি দিয়া সংসার-ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার যত্ন হয়। 'জীবে দয়া' এই কথাটি কেবল বদ্ধজীব-সম্বন্ধে—ইহা বুঝিতে হইবে। আবার বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া নয়, মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধজীবগণের মধ্যে যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ মূঢ়, তাঁহাদের প্রতিই দয়া করিতে হয়। কর্ম্মকাণ্ডী ব্যক্তিগণ জীবের নিত্যমঙ্গল ততদূর অন্বেষণ করেন না, কেবল দেহ-সম্বন্ধিনী ও মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অতিশয় শুভ বলিয়া মনে করেন। জ্ঞানকাণ্ডী ব্যক্তিগণ মনঃসম্বন্ধিনী দয়াকেই অধিক আদর করেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ

ভক্তিপ্রচার দ্বারা জীবের নিত্য-মঙ্গল সাধনের যত্ন করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের হৃদয়গত জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে-স্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে-স্থলে বৈষ্ণবতা নাই; যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিন্তু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে; সেখানে তত্তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃ প্রবৃত্তি হয়।

তোমাদের সাধু-চরিত্র অপরকে শিক্ষা দেও। তুমি ভাল কার্য্য করিতেছ, উত্তম। কিন্তু জগজ্জীব তোমার ভ্রাতৃগণ, তাহারা অসৎ কার্য্যের দ্বারা পতিত হইতেছে; তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তোমার সাধু-চরিত্র দেখাইয়া তাহাদিগকে তোমার চরিত্রের অনুকরণ করাও। নিষ্কপট বিষয়ি-জনের প্রতি কৃপা করা উচিত। দ্বারে-দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটি জীবও এক বৎসরে উদ্ধার পাইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ-কার্য্যে বিশেষ সুখ লাভ করেন। (সঃ তোঃ) ॥ দয়া কখনই রাগ হইতে ভিন্ন-বৃত্তি হইতে পারে না,—জীব-দয়া ও কৃষ্ণভক্তির সত্তার ভিন্নতা নাই। বৈকুণ্ঠাবস্থায় কেবল মৈত্রী এবং বদ্ধাবস্থায় পাত্র-বিশেষে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ভাব-সকল নিত্যস্বধর্ম্মগত দয়ার ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় মাত্র। সাংসারিক জীব-সম্বন্ধে দয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায় জীবের স্বদেহনিষ্ঠ, একটু প্রস্ফুটিত হইলে স্বগৃহবাসি-জীবনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্ববর্ণনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসি-স্বজাতিনিষ্ঠ; আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী সর্ব্বজননিষ্ঠ, আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্বমানবনিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্বজীবনিষ্ঠ আর্দ্রভাব বিশেষরূপে পরিচিত। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে প্যাট্রিয়টিজম (Patriotism) বলে, তাহা স্বদেশবাসী স্বজাতিনিষ্ঠ-ভাব-বিশেষ। যাঁহাকে ফিলান্থ্রপি (Philanthropy) বলে, তাহা সর্ব্বমানবনিষ্ঠ-ভাববিশেষ। বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত সঙ্কীর্ণভাবনিচয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতোদ্বেগরাহিত্যরূপা সর্ব্বজীবের প্রতি পরম আর্দ্রতা-স্বরূপা দয়াই একমাত্র বরণীয় ভাব। (চৈঃ শিঃ)

নামে রুচি—যে ব্যক্তির ভক্তি-সুকৃতি না থাকে, তাহার কখনই ভক্তি-তত্ত্বে শ্রদ্ধা হয় না। নামই ভক্তি-প্রকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতএব সুকৃতির অভাবে নামে রুচি জন্মে না। যখন সাধুসঙ্গ-সংস্কারদ্বারা চিদনুশীলন-রূপ হরিনামে রুচি হয়, তখন কর্ম্মাকারে আর সন্ধ্যা-বন্দনাদি থাকে না। হরিনাম সম্পূর্ণ চিদনুশীলন। সন্ধ্যা-বন্দনাদি কেবল উক্ত প্রধান কার্য্যের উপায় মাত্র—ইহা কখন সম্পূর্ণ-তত্ত্ব হয় না। সেই নামে রুচি হইবার প্রকার যথা—"প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া, সে নাম কীর্ত্তন করি। সিতপল যেন, নাশি' রোগ-মূল, ক্রমে স্বাদু হয় হরি॥ দুর্দ্দৈব আমার, সে নামে আদর, না হইল দয়াময়। দশ অপরাধ, আমার দুর্দ্দৈব, কেমনে হইবে ক্ষয়॥ অনুদিন যেন, তব নাম গাই, ক্রমেতে কৃপায় তব। অপরাধ যাবে, নামে রুচি হ'বে, আস্বাদিব নামাসব॥

বৈষ্ণব সেবা—"যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া, আদর করিব যবে। বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্ব-সিদ্ধি, অবশ্য পাইব তবে।।" এমত মনে করিবেন না—'আমরা সাধু বলিয়া অসাধুকে সেবা করিলেও সাধুসেবার ফল পাইব।' জীবমাত্রকে যদি বৈষ্ণব বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সেবা করিলে 'জীবসেবা' হইতে পারে। উহাকে মহাপ্রভুর নির্দ্দিষ্ট 'নামাপরায়ণ বৈষ্ণবসেবা' বলা যায় না। তীর্থস্থানে বর্ত্তমান প্রথা নিতান্ত অনিষ্টকর। তথায় একজন ছড়িদার গিয়া একশত বৈষ্ণব (?) নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া বৈষ্ণবগুলি (?) অপরাপর কার্য্য রহিত করিয়া তিলকাদি-দ্বারা সজ্জীভূত হইয়া 'অদ্য ভরপেট লুচি-মালপোয়া পাইব এবং তৎসহ সঙ্গে-সঙ্গে কিছু দক্ষিণাও মিলিবে'—এই আশায় ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে "ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপদ্যতে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এই সকল কার্য্যকে ভক্তি বলিয়া স্বীকার

করেন নাই। এই সকল কার্য্য যদি ভক্তি না হইল, তবে অনুষ্ঠাতাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। তীর্থস্থানে আজকাল প্রথা এই যে, যখন যাঁহার বৈষ্ণবসেবা করিতে ইচ্ছা হয়, তিনি কোন একটি প্রভু-সন্তানকে আনাইয়া তাঁহার পূজারী টহলিয়া-দ্বারা অন্ন-ব্যঞ্জন-পীঠাপানা প্রস্তুত করাইয়া 'বৈষ্ণব' বলিয়া কতকগুলি লোককে আমন্ত্রণ করত ভোজন করাইয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকে কখনও বৈষ্ণবসেবা বলিতে পারা যায় না। বৈষ্ণব সেবায় আশ্রম-সম্মানের প্রয়োজন নাই। ভক্তির তারতম্যই বৈষ্ণবের তারতম্য। বৈষ্ণবসেবাকে নিত্যধর্ম্ম-মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠার আশায় নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবকে সেবা করিয়া দক্ষিণাদি প্রদান করত ভক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে হইবে না। বৈষ্ণবকে ভোজন করাইয়া তাঁহার দক্ষিণা দেওয়া নিতান্ত কর্ম্মকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবের দক্ষিণা নাই। বৈষ্ণবের দক্ষিণা-প্রথাটি ব্রাহ্মণ-ভোজনের দক্ষিণা-প্রথা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক। হে ভক্তবৃন্দ! শুদ্ধ-নাম-পরায়ণ বৈষ্ণবকে সর্ব্বপ্রকারে তর্পণ করুন। কিন্তু বৈষ্ণবের ভোজন-দক্ষিণা দিয়া বৈষ্ণবসেবাকে কর্ম্মকাণ্ডের অধম করিবেন না। নিমন্ত্রণ করিয়া অনেকগুলি বৈরাগী-বৈষ্ণবকে (?) ভোজন করান প্রভুর মত নহে। ক্ষুধিত আতুর বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে আবশ্যক ভোজন করাইতে হইলে, অতিথি-ব্যবহারে তাহা সম্পন্ন করিবে, প্রীতিবিশেষ করিবার প্রয়োজন নাই; যত্ন কর, কিন্তু প্রীতি করিও না। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণকে প্রীতিসহকারে ভোজন করাইবে এবং আবশ্যক হইলে প্রীতিসহকারে তাঁহাদের প্রদত্ত প্রসাদ-ভোজন গ্রহণ করিবে। অনিমন্ত্রিত বৈরাগী-বৈষ্ণবের নাম—'অভ্যাগত'। ঘটনাক্রমে সেরূপ বৈষ্ণব দুই একটী গৃহে আসিলে, তাঁহাদের সেবা করা উচিত; ইহাতেই গৃহস্থের বৈষ্ণবসেবা হয়। অধিক বৈরাগীকে একত্র করিলে তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান হয় না, তাহাতে অপরাধ হয়। নিমন্ত্রণ করিবা-মাত্রই নিমন্ত্রিত বৈষ্ণবের অভ্যাগতত্ব ধর্ম্ম থাকে না; তাহাতে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষা দেওয়া হয় বটে, বৈষ্ণবসেবা হয় না। অতিথিসেবায় ও বৈষ্ণব-সেবায় এই ভেদ যে, অতিথিসেবাটি,—গৃহস্থ ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবসেবাটি বৈষ্ণব ধর্ম্ম। যিনি বৈষ্ণব হইয়াও গৃহস্থ, তিনি অবশ্যই অতিথি-সেবা করিবেন; কেন না, তিনি গৃহস্থ বলিয়া অতিথিসেবা করিবেন এবং 'বৈষ্ণব' বলিয়া বৈষ্ণবসেবা করিবেন। আজকাল 'মহোৎসব' বলিয়া একটী প্রথা চলিতেছে; তাহাকেই অনেকে বৈষ্ণবসেবা বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ শুদ্ধ বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত বৈষ্ণবসেবা হয় না। শুদ্ধ বৈষ্ণব যদি অল্প সংখ্যকও হন, তথাপি তাঁহাদের সেবাতেই বৈষ্ণবসেবা হইতে পারে। 'বৈষ্ণব আসিতেছেন' শুনিলে কিছু দূর গিয়া অভ্যর্থনা করিবে, আর বৈষ্ণবগণ যখন চলিয়া যান, তাঁহার সহিত কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করিবে। (সঃ তোঃ)

ইষ্টগোষ্ঠী—শুদ্ধভক্তসঙ্গ ব্যতীত ইষ্টগোষ্ঠী হয় না। ইষ্ট-শব্দে—অভিলষিত বিষয় এবং 'গোষ্ঠী' শব্দে—সভা। এই দুই শব্দ মিলিত হইয়া শুদ্ধভক্তি-পরায়ণ সাধুদিগের সভাকে ইষ্টগোষ্ঠী বলিয়া নামকরণ করা হয়। ইষ্টগোষ্ঠী দুইপ্রকার—আচার ও প্রচার। আচার-পালনে তাঁহারা (ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণ) শ্রীমদ্ভাগবতাদির পাঠ ও শ্রবণ এবং হরিনাম-কীর্ত্তনে রত। প্রচার-সময়ে ভগবত্তত্ত্ব, জীব, রসতত্ত্ব ও নাম-মহিমা অধিকারি-ভেদে প্রদান করেন। দুইজনে মিলিত হইয়া যে গোষ্ঠী হয়, তাহাকে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী বলে। সাধারণের সঙ্গে রসালাপে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, অত্যন্ত রসভঙ্গ হয়; ইষ্টগোষ্ঠীতে সেরূপ রসভঙ্গ হয় না। শুদ্ধভক্ত জগতে বিরল। অতএব তাঁহাদের মিলনরূপ ইষ্টগোষ্ঠীতে দুই চারি জন ব্যতীত একস্থানে অধিক পাওয়া যায় না। যে-স্থলে সর্ব্বপ্রকার লোকের সমাগম, সে-স্থলে গৌরাঙ্গের সামাজিক সভা হয়। যে-স্থলে কেবল ভক্তগণের সমাগম, সে-স্থলে বৈষ্ণব-সমাজ বা বৈষ্ণবদিগের ইষ্টগোষ্ঠী। যে-স্থলে দুই শুদ্ধভক্তের মিলন হয়, সে-স্থলে কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী। যে-স্থলে এক শুদ্ধভক্তের অবস্থান, সে-স্থলে কেবল নামাদির নির্জ্জন-ভজন।

প্রচার—বিবিক্তানন্দীগণ আচারপ্রিয় এবং গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সর্ব্বদা প্রচারপ্রিয়; তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয়প্রিয়-

ভাবেই আনন্দ ভোগ করেন। ভগবৎ-স্মরণই প্রেমভক্তের আচার এবং ভগবন্নাম-কীর্ত্তনই প্রেমভক্তের প্রচার-কার্য্য। মহাপ্রভু সকলকেই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার-ভার দিয়াছেন। অপাত্রকে সুপাত্র করিয়া নাম-উপদেশ দিবে। যে-স্থলে উপেক্ষার প্রয়োজন, সে-স্থলে এমত বাক্য বলিবে না—যাহাতে প্রচার-কার্য্যের ব্যাঘাত হয়। নগরে-নগরে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষা প্রচার করুন। হস্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া দ্বারে-দ্বারে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ও শিক্ষা প্রচার করুন। মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আজ্ঞা-টহল-প্রচারে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, আপনারাও সর্ব্বদেশে শ্রীগৌরাঙ্গের দাস হইয়া শ্রীআজ্ঞা-টহল-প্রচারে সৎপাত্রগণকে নিযুক্ত করুন। প্রচার-কার্য্য অসৎপাত্রের দ্বারা হয় না। অবিলম্বে একটী বৈষ্ণব-চতুষ্পাঠিতে শিক্ষিত করিয়া নগরে-নগরে ও পল্লীতে পল্লীতে শ্রীআজ্ঞা-টহল প্রচারের ভার অর্পণ করুন।

পূর্ব্বতন বৈষ্ণব ও গোস্বামিপাদেরা কেহ কেহ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ, কেহ কেহ নানা পদ-পদাবলী, কেহ কেহ বা ধর্ম্মপ্রচার ও হরিসঙ্কীর্ত্তন এবং কেহ কেহ আপনাদের পবিত্র চরিত্র ও অনুপম বৈষ্ণবতা দ্বারা বিশুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মালোকে জগৎ আলোকিত করিয়া রাখিতেন। কাল-প্রভাবে নানা উপধর্ম্ম-অন্ধকারে জগৎ আচ্ছন্ন হওয়ায় মহাপ্রভু আবার নিজ-শিক্ষা ও প্রেমবিস্তার এবং প্রকৃত বৈষ্ণব-আচার-ব্যবহার প্রচার করিবার কারণ অধুনা অনেকের মন-আকর্ষণ এবং কোন কোন ভক্ত-হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও আচরিত পবিত্র ধর্ম্মপুষ্পে যে-সকল কীট প্রবেশ করিয়াছে, সেই সকল অনিষ্টকারী কীটদিগকে ঐ ধর্ম্মপুষ্প হইতে দূরীভূত করিবার জন্য যত্ন করাও আমাদের উদ্দেশ্য। ঐ-সকল কীট ধর্ম্মপুষ্পের কেবল যে সৌগন্ধই হরণ করিতেছে, এমত নয়, উহারা উক্ত পুষ্পকে ক্রমশঃ কাটিয়া কাটিয়া নিঃশেষিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, প্রভু-নিত্যানন্দ এবং তৎপুত্র প্রভু বীরচন্দ্র বৈষ্ণব-সংসার পত্তন করিবার জন্য যে-সকল পবিত্র উপদেশ-বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা কোথাও বা উষর-ক্ষেত্রে পতিত হইয়া নিষ্ফল হইয়াছে, কোথাও বা অযথা ভূমিতে প্রোথিত হইয়া অযথা ভূতবৃক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে হইলে সমস্ত দৌরাত্ম্য দূর করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। যদি কোন দেশে ঐ সকল দুষ্ট-মত থাকে, তাহা হইলে সেই সকল মতকে শোধন করিবার যত্ন করিতে হইবে। ইহাতে ধূর্ত্ত ও তঞ্চক লোকের সহিত যদি মনোবাদও হয়, তাহা হইলে তাহাও শ্রীমন্মহাপ্রভুর খাতিরে স্বীকার করিতে হইবে। ভক্তির নাম করিয়া অনেক স্থলে অবৈধ ও ভক্তিবিরোধী ক্রিয়া-সমূহ আচরিত হয়। সেই সকল বিষয় স্পষ্টরূপে না দেখাইয়া দিলে শুদ্ধভক্তির জয় লাভ হয় না। শ্রীচৈতন্যের লীলা সকল ভাষায় লিখিত হওয়া প্রয়োজনীয়। অতিঅল্পদিনের মধ্যেই মহাপ্রভু সর্ব্বদেশ-ব্যাপী হইয়া একমাত্র উপাস্য-তত্ত্ব হইতেছেন। (সঃ তোঃ)॥ প্রেমসূত্রে মহাপ্রভুর প্রচারকগণ কার্য্য করিতেন; তাঁহারা কোন বেতন বা পুরস্কার আশা করেন নাই। বিশুদ্ধ-চরিত্র প্রচারক ব্যতীত বিশুদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার সম্ভব হয় না। এইজন্যই আজকাল অন্যান্য ধর্ম্মে বেতনগ্রাহী লোকেরা প্রচার করিতে থাকেন, অথচ তাহাতে যথেষ্ট ফল হয় না। (চৈঃ শিঃ)॥ কলিযুগপাবনাবতার অপার-কৃপা-পারাবার শ্রীমদ্‌গোদ্রুমচন্দ্র সন্ন্যাস করিয়া জগতে সর্ব্বত্র হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। প্রভু স্বয়ং শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বসিয়া উৎকলবাসী ও দাক্ষিণাত্যবাসীদিগকে পরমার্থ বিতরণ করেন। বঙ্গদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদ্‌অদ্বৈত প্রভুকে শ্রীনামও ভগবত্তত্ত্ব প্রকাশ করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাশ্চাত্য-ভূমিতে শুদ্ধভক্তি ও নাম-মহিমা প্রচার করিবার জন্য শ্রীমদ্ রূপ-সনাতনাদি গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা লাভ করিয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধনাম, শুদ্ধভক্তি ও শ্রীনাম-মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই নামরসাচার্য্য গোস্বামীপ্রবর যে নাম-মহিমাষ্টক রচনা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া নাম মহিমা অনুভব করুন। (বৈঃ সিঃ মাঃ)॥ শ্রীমহাপ্রভু কলি-জীবেরপ্রতি কৃপা করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ঘরে ঘরে নাম প্রচার করিতে আজ্ঞা দেন; অতএব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই গোদ্রুমস্থ নামহট্টের মূল মহাজন। নামহট্টের সমস্ত কর্ম্মচারীই

আজ্ঞা-টহলের অধিকারী হইলেও টহলদার পদাতিক-মহাশয়গণই এই কার্য্য বিশেষরূপে নিঃস্বার্থভাবে করিয়া থাকেন। প্রভু নিত্যানন্দ ও পদাতিক হরিদাসঠাকুর সর্ব্বাগ্রে নিজে-নিজে ঐ কার্য্য করিয়া উক্তপদের মহাত্ম্য দেখাইয়াছিলেন। পয়সা ও চাউলাদির আশায় টহলদারী, তাহা শুদ্ধ আজ্ঞা-টহল নয়।

টহলদার মহাশয় করতাল বাজাইয়া বলিবেন—হে শ্রদ্ধাবান্ জন! আমি তোমার নিকট কোন পার্থিব বস্তু বা উপকার চাহি না। আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে, তুমি প্রভুর আজ্ঞা পালন করত কৃষ্ণনাম কর, কৃষ্ণ ভজন কর ও কৃষ্ণ শিক্ষা কর। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! নামাভাস ত্যাগ-পূর্ব্বক শুদ্ধনাম গান করাই জীবের নিতান্ত শ্রেয়ঃ। কৃষ্ণ-নাম করিতে করিতে কৃষ্ণভজন কর। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন-দ্বারা অধিকার-ভেদে বিধিমার্গে বা রাগমার্গে ভজন কর। হে শ্রদ্ধাবান্ জন! দশ অপরাধ-শূন্য হইয়া কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণই জীবের মাতা, পিতা, সন্তান, দ্রবিণাদি ধন ও পতি বা প্রাণেশ্বর। জীব—চিৎকণ, কৃষ্ণ—চিৎসূর্য্য, জড়জগৎ—জীবের কারাগার। জড়াতীত-কৃষ্ণলীলাই আমাদের প্রাপ্য ধন। হে শ্রদ্ধাবান্ জীব! তুমি কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া মায়িক সংসারে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছ। এ অবস্থা তোমার যোগ্য নয়। চৌর্য্য, মিথ্যা-ভাষণ, কাপট্য, বিরোধ, লাম্পট্য, জীব-হিংসা, কুটীনাটী প্রভৃতি নিজের ও সমাজের অহিতকর কার্য্য—সমস্তই অনাচার। এই সমস্ত ছাড়িয়া সদুপায়ের দ্বারা কৃষ্ণের সংসার কর। সারকথা এই যে, সর্ব্বজীবে দয়া-পূর্ব্বক শুদ্ধ চরিত্রের সহিত তুমি কৃষ্ণনাম কর। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণরূপাদি তোমার সিদ্ধ-স্বরূপগত নয়নগোচর হইবেন। অল্পদিনের মধ্যেই তোমার চিৎস্বরূপ উদিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম- সমুদ্রে তুমি ভাসিতে থাকিবে। (বৈঃ সিঃ মাঃ ষষ্ঠ গুটী)।

আমরা আমলাজোড়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বরাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতে ৮টার সময় গ্রামস্থ ভক্তবৃন্দ মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌছিলেন। তথায় কীর্ত্তন-সময়ে বাবাজী মহাশয়ের যে-সকল ভাব উদিত হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। শতবর্ষের উর্দ্ধ বয়সেও যে প্রেমানন্দে সিংহের ন্যায় তাঁহার নৃত্যে এবং মধ্যে মধ্যে 'নিতাই কি নাম এনেছে রে। নাম এনেছে নামের হাটে শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে। দয়াল নিতাই আমার জগা'র মার খেয়ে প্রেম দেয় রে।'—ইত্যাদি ধূয়া অবলম্বন করিয়া তাঁহার অজস্র ক্রন্দন ও ভূমি-লুণ্ঠন-সময়ে তথায় একটি আশ্চর্য্য দৃশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয়ের ভাব দর্শন করিয়া এবং কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রু-পুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদগদ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেক-ক্ষণ পরে কীর্ত্তন স্থগিত হইলে সংক্ষেপে নামহট্ট-বিষয়ক একটি বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রপন্নাশ্রমের কার্য্য সেইদিন হইতে আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিপণিপতি মহাশয় শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যানুসারে তদ্দিবসেই প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময় সর্ব্বদেশে স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। ভক্ত-সমাজে তৎকালে উপস্থিত পরম পূজ্যপাদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠার সভাপতির আসন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে সুষ্ঠু। যে-যে গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠা এইরূপেই করা কর্ত্তব্য। (সঃ তোঃ)

রস-কীর্ত্তন—গৌরচন্দ্রের লীলা-গীতই সর্ব্বাগ্রে গান করা উচিত; বিশেষতঃ সাধুদিগের প্রথা এই যে, গৌরচন্দ্রের লীলা-গান না করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-গান করেন না। যে সঙ্গীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করিবার উদ্দেশ করে না, কিন্তু ভগবানের লীলা-বর্ণনের দ্বারা ভক্তি-বৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সঙ্গীত-বাদ্যাদিই শ্রবণ করিতে হইবে। যে সঙ্গীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয়রাগ-মাত্র সমৃদ্ধি করে, তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। শ্রীশ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর সময়েই গানের পারিপাট্য হয়। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীনিবাসাচার্য্য,

শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীশ্যামানন্দ,—এই তিন মহাত্মা কিছুদিন শ্রীজীব গোস্বামীর শিক্ষা-শিষ্যরূপে অবস্থিতি করেন। শ্রীজীব গোস্বামীর অনুমোদনে ইঁহারা কীর্ত্তন-পদ্ধতির ব্যবস্থা করিলেন। তিন জনেই সঙ্গীত-শাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। দিল্লীর কালোয়াতি বিদ্যায় তিন জনেই পারদর্শী। তিন জনেই পরস্পর এক-প্রাণ, একাশয় ও হৃদয়-বন্ধু। শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য কাটোয়া-প্রদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; তাঁহার প্রদেশটী মনোহরসাহী পরগণার অন্তর্গত। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম—'মনোহরসাহী' গান। শ্রীনরোত্তম দাস রাজসাহী জেলার গরাণহাটি বা গড়ের হাট পরগণার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামের অধিবাসী। এতন্নিবন্ধন তাঁহার প্রবর্ত্তিত গান-পদ্ধতির নাম 'গরাণহাটি'। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু মেদিনীপুর জেলার লোক। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গীত-পদ্ধতিকে 'রেণেটী' গান বলা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী গানাচার্য্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য শ্রীনিবাস আচার্য্যকে—'প্রভু' পদ, শ্রীনরোত্তম দাসকে-'ঠাকুর' পদ ও শ্রীশ্যামানন্দকে—'প্রভু' পদ দিয়াছিলেন। মহাজনের বাক্যে রসাভাস ও বৈষ্ণব-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত নাই। অরসজ্ঞ ব্যক্তি বা গায়ক অক্ষর সংযুক্ত করিলে কাজে-কাজেই রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে। "ব্যবসাদার লীলা-রস-গায়কগণ সকলেই নামে-রসিকমাত্র; রসবোধ-শূন্য এবং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-ভাষী। তাহাদের গানে রাগ-রাগিণী, রং ঢং যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈষ্ণবের শ্রোতব্য অধিক দেখা যায় না। তাহারা সমাগত স্ত্রীলোক ও মূর্খ লোকদিগকে রঞ্জন করিবার মানসে গানে এতদূর অক্ষর দেয় যে, মহাজনের পদটী কোথায় থাকে, তাহা জানা যায় না। মূর্খ লোক বাহবা দেয়, অর্থ দেয়, তাহাতেই তাহারা অহঙ্কারে পরিপূর্ণ।" জগতে অধিকাংশ মনুষ্যই বিকৃত; তাহারা রং ভালবাসে, প্রকৃত ভজনের নাম লইয়া যথেচ্ছাচার করিয়া থাকে। যে-পর্য্যন্ত এই কুপন্থা স্থগিত না হইবে, সে-পর্য্যন্ত শৃঙ্গার-রসের গাম্ভীর্য্য থাকিবে না। হে ভক্তবৃন্দ! স্বার্থপর গায়ক ও জড়ানন্দপর শ্রোতাদিগের সভায় আপনারা রস-গান শ্রবণ করিবেন না। শ্রাদ্ধ-সভা'ত দূরে, যাউক বৈষ্ণবদিগের আখড়ায়ও এ পদ্ধতি যাহাতে না থাকে, তাহার যত্ন করুন। সর্ব্বপ্রকার অধিকারী যেখানে উপস্থিত, সেখানে নাম ও প্রার্থনা এবং দাস্য-রসের গান হওয়াই উচিত। যেখানে অমিশ্র শুদ্ধ রসিক বৈষ্ণবমাত্র উপস্থিত থাকেন, সেখানে রস-গান শ্রবণ করুন এবং রস-গান শ্রবণ-সময়ে নিজ-সিদ্ধ-স্বরূপোচিত-ভজনভাব অনুভব করুন। ইহাতে গান-পদ্ধতি যদি উঠিয়া যায়, যাউক, তাহাতেও বৈষ্ণবদিগের মঙ্গল হইবে। অর্থ-লোভে ও ইন্দ্রিয়-সুখের প্রত্যাশায় যেখানে-সেখানে রস গানের প্রথা থাকিতে দেওয়া নিতান্ত কলির কার্য্য। (সঃ তোঃ)॥ যে-সকল ব্যক্তি স্থূল দেহগত সুখকে বহুমানন করত চিন্ময় দেহগত এই সকল আনন্দ-বৈচিত্র্য অবগত হন নাই, তাঁহারা এই সকল কথার প্রতি দৃষ্টিপাত, মনন ও আলোচনা করিবেন না; কেন না, তাহা করিলে ঐ সকল বর্ণনাকে মাংসচর্ম্মগত ক্রিয়া মনে করিয়া হয় অশ্লীল বলিয়া নিন্দা করিবেন, নয় আদর করিয়া সহজিয়া ভাবে অধঃপতন লাভ করিবেন। (চৈঃ শিঃ)

জীবের অধিকার—"কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তকৃপা যোগ্যতা-কারণ। জীবে দয়া সাধুসঙ্গে লভে ভক্তজন॥ জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগে সেই যোগ্যতা না হয়। শ্রদ্ধাবলে সাধুসঙ্গে করে জড় জয়॥ জড় জাল জীবেন্দ্রিয়ে ছাড়ে যেইক্ষণ। জীবচক্ষুঃ করে ধাম-শোভা দরশন॥ যোগ্যতা লভিয়া সব জীবেন্দ্রিয়গণ। চিন্ময়-বিশেষ-সুধা করে আস্বাদন॥ অযোগ্য ইন্দ্রিয় তাহা অস্বাদিতে নারে। ক্ষুদ্র জড় বলি তারে নিন্দে বারে বারে" ॥ "দুর্ভাগা না বুঝে রাসলীলা-তত্ত্বসার। শূকর যেমন নাহি চিনে মুক্তা-হার॥ অধিকারহীন-জন-মঙ্গল চিন্তিয়া। কীর্ত্তন করিনু শেষ, কাল বিচারিয়া॥" বিদ্যা ও বুদ্ধিতে যে উন্নতি, তাহা পারমার্থিক উন্নতি নয়। পারমার্থিক উন্নতি কেবল উত্তরোত্তর শুদ্ধভাব দ্বারা অর্জ্জনীয়। কোন নির্ব্বোধ মূর্খও ঈশ্বরপ্রসাদ অধিকপরিমাণে লাভ করিতে পারে। কোন সর্ব্ববিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতও নাস্তিকতা অবলম্বনপূর্ব্বক পশুভাবান্বিত ও ঈশ্বরপ্রসাদবিহীন হইতে পারে। অতএব ঈশ্বর-প্রসাদ-লাভে জাতি, বিদ্যা, ধন, বল, রূপ ও জড়ীয়কার্য্য-নৈপুণ্য কিছুই কার্য্য করিতে পারে না। মহাপণ্ডিত, মহাধুরন্ধর ও মহাধনুর্দ্ধর একদিকে মদগর্ব্বে ক্রমশঃ নরকের প্রতি ধাবমান হইতেছে, আর নিতান্ত মূর্খ ও বলবুদ্ধিহীন কোন

পুরুষ অন্যদিকে পরমেশ্বরে ভক্তি করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতেছে। যাহাদের ভক্তিতে অধিকার নাই, তাহাদের পক্ষে শ্রীহরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি শুদ্ধভক্তদিগের চরিত্র আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। অন্ধের পুস্তক পাঠ ও বধিরের গান-শ্রবণের ন্যায় অভক্তগণের পক্ষে ভক্ত-চরিত্রের অনুশীলন বিফল। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণদিগের কর্ম্মাদি-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদেই অধিকার। যে-পর্য্যন্ত জীবের পরমার্থ চেষ্টা না হয়, সে-পর্য্যন্ত ত্রিবর্গ-চেষ্টা ব্যতীত ধর্ম্মজীবনের অন্য উপায় কি ?"

স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থলবিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণ-শক্তিসম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ করতঃ যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়া থাকেন বা করেন, তাহা সাধারণতঃ কোমলশ্রদ্ধ, কোমলশরীর, কোমলবুদ্ধি স্ত্রীজাতির পক্ষে বিধি নয়। বাহ্য-দেহগত স্ত্রী-পুরুষগণ সর্বদাই পৃথক্ থাকিবেন। স্ত্রীলোকদিগের ভজনস্থান পৃথক্ থাকুক ; কেন না, একত্র হইলে রসতত্ত্বে প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্রমশঃ জড়ীয় স্ত্রীপুরুষগত বৈরস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন শাস্ত্রের অন্যার্থ করিয়া নিজের চরিত্রকে বাচাইবার চেষ্টায় উত্তম সাধুদিগের নিন্দা আসিয়া উপস্থিত হয় (সঃ তোঃ)॥

মর্কট-বৈরাগ্য—একটী প্রধান হৃদয়দৌর্ব্বল্য। ইহা যত্ন-পূর্ব্বক দূর করিলে ভজনে শক্তির উদয় হয় ; তখন জীবের কাপট্য, শাঠ্য, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি বদ্ধমূল শত্রুবর্গ পরাজিত হয় এবং শুদ্ধভক্তি উদিত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করে। যে-বৈরাগী নাট্যশালায় স্ত্রীলোক দর্শন করে এবং তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখে, সেও মর্কট-বৈরাগ্য আচরণ করে, সন্দেহ নাই। যাত্রা শুনিতে বা থিয়েটার দেখিতে যে বৈরাগী প্রবৃত্ত হয়, সে দোষী। (সঃ তোঃ)। 'বিরক্ত' বলিয়া পরিচয় দিলেই যে বিরক্ত হয়,—এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ। (চৈঃ শিঃ)। যদি স্ত্রীসম্ভাষণ-প্রবৃত্তি হৃদয়ের কোন দেশে অবস্থিতি করিতে থাকে, তবে যেন ভেক গ্রহণ না করেন। গৃহে থাকিয়া মর্কট-বৈরাগ্য দূর করত সর্ব্বদা কৃষ্ণ-নামানন্দে আত্মার উন্নতি সাধন করুন,—ব্যস্ত হইয়া অকালে বৈরাগ্য গ্রহণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ভক্তি-জনিত স্বাভাবিক বৈরাগ্য পূর্ণবলে উদিত হইবার পূর্ব্বে যে গৃহস্থ, গৃহস্থধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই মর্কট-বৈরাগ্য হইবার সম্ভাবনা। হৃদয়ে বিষয়চিন্তা, গোপনে স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস, বাহিরে কৌপীন, বহির্ব্বাস ইত্যাদি বৈরাগ্যের চিহ্ন,—এই সকলই মর্কটবৈরাগীর লক্ষণ। বৈরাগী হইয়া যিনি স্ত্রী-সম্ভাষণ করেন, তিনিই মর্কট-বৈরাগী। গৃহী ও অগৃহী-ভেদে মর্কট-বৈরাগী দুই প্রকার। গৃহীদিগের মধ্যে যাহারা অযথা গৃহত্যাগের জন্য ব্যাকুল, তাহারা অত্যাচারী। বৈরাগ্য-বেষাদি ধারণ করিলেই যে, বিষয়হীন ভক্ত হওয়া যায়,—এরূপ নয় ; কেন না, অনেক-স্থলে বৈরাগীগণ বিষয় অর্জ্জন ও বিষয় সঞ্চয় করেন। পক্ষান্তরে অনেক বিষয়ীপ্রায় ব্যক্তি হৃদয়ে যুক্তবৈরাগ্যের সহিত হরিভজন করেন। মুমুক্ষু হইয়া ক্রম ত্যাগ করিলে মর্কটবৈরাগ্য আসিয়া জীবকে কদর্য্য করিয়া ফেলে (সঃ তোঃ)। কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটন-বশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারই "অস্থির-বৈরাগী" ; তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাহারা অতি শীঘ্রই "কপট-বৈরাগী" হইয়া পড়ে। যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতির দ্বারা ভক্তি-লক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন-চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্য-লিঙ্গ ধারণ-পূর্ব্বক "ঔপাধিক বৈরাগী" হয় (চৈঃ শিঃ)। ভাগবতী রতি-জনিত বিরক্তি না হইতে হইতেই যিনি বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণ করেন, তিনি অবশ্যই জগতের উৎপাত ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কলঙ্কস্বরূপ। নিঃসঙ্গ বাবাজীদিগের স্ত্রীলোভ, অর্থলোভ, খাদ্যলোভ ও সুখলোভ অত্যন্ত বর্জ্জনীয়। কোন কোন নিঃসঙ্গ-লিঙ্গধারী বৈরাগীর সেই সকল দৌরাত্ম্য থাকায় সমস্ত নিঃসঙ্গ পুরুষের প্রতি বৈষ্ণব-জগতের অবিশ্বাস হইয়া পড়ে। আধ্ ডোরধারী বাবাজীদিগের

আখড়ায় স্ত্রীলোক-সেবিকা রাখাও একটি ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক প্রথা। কোন-কোন আখড়ায় বাবাজীর পূর্ব্বাশ্রমের বনিতা সেবিকারূপে অবস্থিতি করে। যে-আখড়ায় স্ত্রীলোক না হইলে চলে না, সে আখড়ায় যথার্থ বিরক্ত-পুরুষ কখনই থাকেন না। দেবসেবা ও সাধুসেবার ছল করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করাই কেবল ঐ সকল কার্য্যের মূলীভূত তত্ত্ব। (সঃ তোঃ ২।৭)

বিষয়রাগকে দমন করিলেই যে বৈকুণ্ঠ-রাগ হয়, তাহা নহে। অনেকে বৈরাগ্যাশ্রয়ে কেবল বিষয়রাগকে দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-রাগের সম্বর্দ্ধনের চেষ্টা করেন না; তাহাতে শেষে অমঙ্গলই ঘটে। প্রত্যাহারক্রমে ইন্দ্রিয়সংযম সাধিত হইলেও যদি প্রেমাভাব হয়, তবে তাহাকেও শুষ্ক ও তুচ্ছ বৈরাগ্য বলি; যেহেতু পরমার্থের জন্য ত্যাগ বা গ্রহণ,—উভয়ই তুল্যফলপ্রদ। নিরর্থক ত্যাগ কেবল জীবকে পষাণবৎ করিয়া ফেলে। (প্রেমপ্রদীপ)।। প্রবৃত্তি যখন পূর্ণরূপে অন্তর্ম্মুখী হয়, তখনই গৃহত্যাগের অধিকার জন্মে। তৎপূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিলে পুনরায় পতন হইবার বিশেষ আশঙ্কা। (জৈঃ ধঃ)

যোষিৎ সঙ্গ—স্ত্রীলোকে যে পুরুষের আসক্তি এবং পুরুষে যে স্ত্রীলোকের আসক্তি, তাহারই নাম 'যোষিৎসঙ্গ'। সেই আসক্তি ত্যাগ করিয়া গৃহস্থ লোক শুদ্ধ কৃষ্ণনামের আলোচনায় পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। যে-স্থলে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় নাই, সে-স্থলে কোন দুষ্ট বুদ্ধির সহিত স্ত্রীলোকের প্রতি সম্ভাষণাদি সমস্তই যোষিৎসঙ্গ; তাহা পাপময় ও ভক্তিবিরোধী। যাঁহারা শুদ্ধভক্তি পাইবার আশা করেন, তাঁহাদের পক্ষে অভক্তসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গরূপ সংসর্গদ্বয় একেবারেই বর্জ্জনীয়। রক্তমাংসগঠিত শরীরে যাঁহারা অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রীসঙ্গ একপ্রকার নিসর্গজনিত ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। এই নিসর্গকে সঙ্কুচিত করিবার জন্যই বিবাহ-বিধি। বিবাহ-বিধি হইতে যাঁহারা মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহারা প্রায়ই পশুবৎ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত। তবে যাঁহারা সৎসঙ্গ-জনিত ভজনবলে নৈসর্গিক বিধি অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত-বিষয়ে রতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে স্ত্রী-পুরুষ-সঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ। স্ত্রীসঙ্গে যাহাদের প্রীতি, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী। কনক-কামিনী-মুগ্ধ সংসারী জীব, তথা ললনা-লোলুপ সহজিয়া, বাউল, সাঁই প্রভৃতি ছলধর্ম্মিগণ এবং বামাচারী তান্ত্রিকগণ—ইহারা সকলেই স্ত্রীসঙ্গীর উদাহরণস্থল। মূল কথা,—যে-সমস্ত পুরুষ স্ত্রীতে প্রীতি করে এবং যে-সমস্ত স্ত্রী পুরুষে আসক্ত, তাহারাই স্ত্রীসঙ্গী বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈষ্ণবজন সর্ব্বপ্রযত্নে তাদৃশ স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন,—ইহাই মহাপ্রভুর আজ্ঞা। গৃহীই হউন বা ত্যাগীই হউন, বৈষ্ণব চিৎসুখের অভিলাষী। গৃহস্থ-বৈষ্ণব সর্ব্বদাই চিৎসুখকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় গৃহিণীর সঙ্গে একযোগে সকল কার্য্য করেন। সকল কার্য্য করিয়াও তিনি স্ত্রৈণ হন না। এইরূপ জীবনে তাঁহার যোষিৎসংসর্গ হইতে পারে না। অবৈধ-স্ত্রী-সম্ভাষণ এবং বৈধ-স্ত্রীসঙ্গে অপারমার্থিক স্ত্রৈণ-ভাব তিনি একেবারে পরিত্যাগ করেন। কেহ যেন স্ত্রৈণ না হন; স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বনাশ হয়। গৃহস্থের পক্ষে বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গ কোন ভজনের অঙ্গ নয়। অতএব কেবল সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য তাহা নিষ্পাপ বলিয়া স্বীকৃত হয়। স্ত্রীভক্তগণের পক্ষে বহির্ম্মুখ পতিসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। বহির্ম্মুখ পুরুষকে পতি মনে করাই কষ্ট; কেন না, স্ত্রীসঙ্গক্রমে স্ত্রীত্ব লাভ হয়; তাহা বিত্ত-আপত্য-গৃহ-প্রদ। সেই মায়া-পুরুষই বৃষভের ন্যায় আচরণ করত পতিত্ব অভিমান করিতেছে। শুদ্ধবৈষ্ণবমতে পুরুষ-সাধকগণ স্ত্রী-সাধক হইতে পৃথক্-মণ্ডলী হইয়া ভজন করিবেন এবং স্ত্রী-সাধকগণ কোন পুরুষকে তাঁহাদের ভজন-মণ্ডলীতে আসিতে দিবেন না। ভজন সম্পূর্ণ চিন্ময় কার্য্য, একটু জড়ভাব প্রবেশ করিলেই নষ্ট হয় (সঃ তোঃ)। যাহারা যোষিৎসঙ্গী, তাহাদের সঙ্গ নিতান্ত ভক্তিবাধক। (হঃ চিঃ)। ভেকধারী বৈষ্ণব যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক স্ত্রীলোক দর্শন করেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জন্মে নির্দ্দোষ হইবার অভিপ্রায়ে ত্রিবেণীতে ডুবিয়া মরাই প্রায়শ্চিত্ত। (অঃ প্রঃ ভাঃ অঃ ২।১৬৫)।

প্রতিষ্ঠাশা—অভ্যাসিয়া অশ্রুপাত, লম্ফ-ঝম্প-অকস্মাৎ, মূর্চ্ছা প্রায় থাকহ পড়িয়া। এ লোক বঞ্চিতে রঙ্গ,

প্রচারিয়া অসৎসঙ্গ, কামিনী-কাঞ্চন লভ গিয়া॥ (কঃ কঃ ১৮) "সর্ব্বত্যাগ করিলেও ছাড়া সুকঠিন। প্রতিষ্ঠাশা-ত্যাগে যত্ন পাইবে প্রবীণ॥" (ভঃ রঃ)

যাহারা শঠ, তাহারা নিজ-স্বভাবকে গোপন করিয়া মহতের স্বভাব অনুকরণ করত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেরূপ অনুকরণ স্থায়ী হয় না, দুই চারি দিবসের মধ্যে তাহাদের নিজ স্বভাবের পরিচয় দিতে অবশ্যই বাধ্য হয়। যতদিন প্রতিষ্ঠার আশা ত্যাগ করিতে না পারি, তত দিন 'বৈষ্ণব হইয়াছি,'—এরূপ মনে করিতে পারি না। কেবল কথায় দৈন্য করিলে হয় না। আমি বলিয়া থাকি,—আমি বৈষ্ণবদিগের দাসের দাস হইবার যোগ্য নই'; কিন্তু মনে মনে করি 'শ্রোতৃগণ এই শুনিয়া আমাকে শুদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া প্রতিষ্ঠা দান করিবেন!" হায় প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না। প্রতিষ্ঠার আশা গৃহস্থলোকের অধিক হইবে বলিয়া শান্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ সংসার ছাড়িয়া ভেক গ্রহন করে; কিন্তু সেই অবস্থায় আবার প্রতিষ্ঠাশা অধিক বলবতী হইয়া উঠে। প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে (সঃ তোঃ ৮।৩)। আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমির ন্যায় কার্য্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎসবে সম্মান পাইবার জন্য অনেকেই কাপট্য স্বীকার করত ভাগবতী রতির অনুকরণে নৃত্য, স্বেদ, পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি, কম্প এবং কখনও কখনও ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই (চৈঃ শিঃ)। আমি ত 'বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী॥

কুটীনাটী।—'কুটীনাটী'-শব্দে 'কুটী' ও 'না-টী' এই দুইটী কথা আছে। শুচিবায়ু-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ সকল বিষয়েই 'কু-টী' দৃষ্টি করেন অর্থাৎ একটী জলাশয়ে স্নান করিলেন, কিন্তু তন্নিকটে কোন মল-ক্ষেত্র থাকায় সেই জলাশয়ের 'কু-টী' মনে করিয়া সমস্ত দিন সেই আলোচনায় ব্যস্ত থাকেন, কোন ভাল বিষয় আলোচনা করিতে পান না। 'শুচিবায়ু' একপ্রকার কুটী-নাটীর স্থল। যাহাদের ঐ প্রকার বায়ু আছে, তাহারা পৃথিবীর কোন স্থলকেই পবিত্র মনে করিতে পারে না, কোন সময়কেই শুদ্ধ মনে ক'রিতে পারে না এবং কোন ব্যক্তিকেই শুদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করে না। শুদ্ধভক্তের স্মার্ত্তবিরুদ্ধ কোন আচার দেখিলে তাহারা আর বৈষ্ণব মনে করিয়া সঙ্গ করে না। এইস্থলে 'কু'-টীর উপরে 'না'-টী উপস্থিত হইল। নীচবর্ণের সাধুলোকের প্রতিষ্ঠিত ভগবন্মূর্ত্তির প্রসাদ না পাওয়া একটী কুটীনাটী। কুটীনাটী প্রবল থাকিলে কোন খাদ্যদ্রব্যে সুখলাভ হয় না। কুটীনাটী একপ্রকার মানসিক পীড়া; সেই পীড়া থাকিলে কৃষ্ণভক্তি হওয়া সুকঠিন। বৈষ্ণবসেবা ও বৈষ্ণবসঙ্গ কুটীনাটী গ্রস্তের পক্ষে বড়ই কঠিন। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে যে কুটীনাটী পরিত্যাগে বিশেষ পরামর্শ আছে, তাহাতে কোন-স্থলে নিষিদ্ধাচার, জীবহিংসা, প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি ভক্তি বাধক বস্তুর মধ্যেই কুটীনাটীকে ধরিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'কুটীনাটী' শব্দের অর্থ 'এই ভাল এই মন্দ' শব্দের দ্বারা করিয়া দিয়াছেন। কুটীনাটী-গ্রস্ত ব্যক্তির বর্ণাভিমান ও সৌন্দর্য্যাভিমান প্রযুক্ত মহামহাপ্রসাদে, ভক্তপদ-ধূলিতে ও ভক্তপদজলে দৃঢ়বিশ্বাস হয় না। তিনি সর্বদা বৈষ্ণবাপরাধ ও নামাপরাধে দোষী; অতএব তাঁহার মুখে হরিনাম হওয়া কঠিন। কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের পীড়াসময়ে ঘৃণা প্রকাশ করেন; কিন্তু মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"হে সনাতন! তোমার দেহে যে কণ্ডুরসা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবের ঘৃণা হয় না। যে-স্থলে তাপের কেবলমাত্র শরীরাশ্রয়-লক্ষণ, সে-স্থলে ভণ্ডতাই ধর্ম্ম।" (সঃ তোঃ ৬।৩ ও ২।১)

নৈবেদ্য খাদ্যসামগ্রী, বিশেষতঃ ছাগ-মাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দেবদেবীর নিকট বহুতর ধূর্ত্তলোক রতিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদাহরণস্থল হইয়া উঠে। (চৈঃ শিঃ)। ধন-শিষ্যাদির উদ্দেশ্যে যে ভক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহা শুদ্ধভক্তি হইতে সুদূরবর্ত্তী, অতএব তাহা ভক্তির অঙ্গ নহে। (জৈঃ ধঃ)।

জীবহিংসা—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি'—এই বেদ-বাক্যের দ্বারা পশুহিংসার নিষেধ হইতেছে। যে-পর্য্যন্ত মানবগণ সাত্ত্বিক হইয়া পশুবধ, স্ত্রীসঙ্গ-লালসা ও আসব-সেবা পরিত্যাগ না করে, ততদিন তাহারা সেই সেই প্রবৃত্তি খর্ব্ব করিবার উপায়-স্বরূপ বিবাহের দ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞে পশু হনন এবং বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াতে সুরা পান করুক। ঐ ঐ উপায় দ্বারা প্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইলে ক্রমশঃ ঐসকল ক্রিয়া হইতে তাহাদের নিবৃত্তি ঘটিবে,—বেদের এইমাত্র তাৎপর্য্য। পশুবধ করা বেদের আদেশ নয়। (জৈঃ ধঃ)॥ পাপাসক্ত ব্যক্তি তদ্বিপরীত আচরণ করত অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা করিয়া থাকে। হিংসা একটী বৃহৎ পাপ। হিংসা পরিত্যাগ করা সকলেরই উচিত। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায়, সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্য দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-হিংসা, জ্ঞাতি-হিংসা, স্ত্রী-হিংসা, বৈষ্ণব-হিংসা, গুরু-হিংসা—এই সকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপযুক্ত। পশু-হিংসাও সামান্য পাপ নয়। উদর-পরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থ-বশতঃ যে পশু-হিংসার বিধান করে, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব-প্রবৃত্তির পরিচালন-মাত্র। পশু-হিংসা হইতে বিরত না হইলে নর-স্বভাব উজ্জ্বল হয় না। (চৈঃ শিঃ ২।৫)॥ জীব-মাংস ভোজন করিতে হইলে অবশ্য পরহিংসা করিতে হয়, সুতরাং যে কার্য্যে জীব-হিংসা আছে, তাহা-ভক্তির প্রতিকূল। পর-হিংসা সর্ব্ব-পাপের মূল, সুতরাং পাপ অপেক্ষা অধিক গুরুতর। যাঁহারা ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরহিংসা প্রবৃত্তি থাকে না। যাহাতে পরোপকার আছে, সেই কর্ম্মই ভক্তি-সম্মত এবং যে-কর্ম্মে পরহিংসা আছে, তাহাই ভক্তিবিরুদ্ধ। (সঃ তোঃ ৯।৮)॥ হিংসা তিন প্রকার, যথা—নরহিংসা, পশুহিংসা, ও দেবহিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি করার নামই—রাগ এবং কোন বিষয়ে বিরক্তি করার নামই—দ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্য-মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। দ্বেষ—রাগের বিপরীত ধর্ম্ম। উচিত দ্বেষও পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অনুচিত দ্বেষই হিংসা ও ঈর্ষার মূল। বেদাদি-শাস্ত্রে যে পশু-যাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সে কেবল উক্ত পাশব-প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলতঃ পশুহিংসা পশুরই ধর্ম্ম ; নরধর্ম্ম নয়। নিষ্ঠুরতা দুইপ্রকার ; নর-প্রতি ও পশু-প্রতি। নর-নারীর প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়, দয়াজগৎ পরিত্যাগ করে এবং নির্দ্দয়তা-রূপ অধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করে। আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্ত্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়-লোলুপ লোকেরা গাড়ীর গরু ও ঘোড়াকে যে-প্রকার কষ্ট দেয় তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে (চৈঃ শিঃ ২।৫)।

অপরাধ:—না জানিয়াও অসাধুসঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতে হয়। বৈষ্ণবজীবের অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। পাপসমূহ সামান্য প্রায়শ্চিত্তেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ—স্থূল ও লিঙ্গশরীরনিষ্ঠ। আর অপরাধ—জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ। অতএব যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে অপরাধ হইতে বিশেষ আশঙ্কা থাকা আবশ্যক (সঃ তোঃ)। সাধু ও ঈশ্বরের প্রতি (পাপ, পাতক, মহাপাতকাদি) কৃত হইলে তাহাদিগকে 'অপরাধ' বলে। অপরাধ—সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জ্জনীয়। (চৈঃ শিঃ)

"বহু জন্ম কৃষ্ণ ভজি 'প্রেম' নাহি হয়। অপরাধ-পুঞ্জ তা'র আছয়ে নিশ্চয়॥ অপরাধ শূন্য হ'য়ে লয় কৃষ্ণ নাম। তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম॥ (নাঃ মাঃ)॥ ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাশাদ ভক্তিবাধক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করে, তাহারা ভক্তদেবীর নিকট অপরাধী।" (সঃ তোঃ)। মধ্যম-বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা। তিনিই বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচারের অধিকারী ; কেন না, শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব-বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের অপরাধ হয়। বৈষ্ণব-অবমাননা

অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না। সঃ তোঃ। যিনি জাতিবুদ্ধি করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের অধরামৃত-সেবনে পরাঙ্মুখ হন, তিনি সদবুদ্ধিরহিত কপট ব্যক্তি; তাহাকে 'বৈষ্ণব' মধ্যে গণনা করা যায় না। যে-সকল লোক জাত্যাভিমান করে, মহোৎসবের অধরামৃতই তাহাদের পরীক্ষার স্থল (প্রেঃ প্রঃ)। যিনি আত্মবঞ্চনাকে ভয় করেন, তিনি বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিবেন না। (সঃ তোঃ)

যিনি বৈষ্ণবের জাতিদোষ, প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায়-দোষ, ও শরণাগতির পূর্ব্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব-নিন্দক; তাহার কখনও নামে রুচি হইবে না। যিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাঁহাতে লক্ষিত হইতে পারে; তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। বৈষ্ণব জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর পদধুলি দেহে ভক্তি-পূর্ব্বক মৃক্ষণ করিবে। ইহা ভক্তি-লাভের সহজ উপায়।

"দেব বিষ্ণু) মন্দিরে বিষ্ণু-দেবতা ভিন্ন অন্য কাহাকেও অভিবাদন করিবেন না; কেবল স্বীয় গুরুদেবকে অবশ্য করিবেন।" "কৃষ্ণসংসারে কোনপ্রকার শাঠ্য নাই, সম্পূর্ণ সরলতা বর্ত্তমান, সেখানে অপরাধ নাই।

অবৈধ ভিক্ষাব্যবসায়ীদিগকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া গৃহস্থগণ অপরাধ করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাহাদের ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। এখন সমাজ-সংস্কারের সময় এই কুপ্রথাটী রহিত করা আবশ্যক। তাহা হইলে সদ্‌গৃহস্থের অবস্থা ভাল হইবে, উপযুক্ত ভিক্ষুকের দুঃখ নাশ হইবে এবং সংসারের সাধারণ উন্নতি হইবে। 'অপাত্রে দীয়তে দানং তদ্দানং তামসং বিদুঃ'— এই ভগবদ্বাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক সকলকেই সুপাত্রে দান করা কর্ত্তব্য। (সঃ তোঃ ৬।৩)॥

শ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গার-লীলার গীত ও শ্রবণ, উভয়ই প্রধান উপাসনা ও নিত্য-ভজন। এই ভজন-লীলা সর্ব্ব-সাধারণের নিকট গান করা অনুচিত ও অপরাধ। 'আপন ভজন-কথা, না কহিবে যথা-তথা'—এই আচার্য্য বাক্য বিশ্বাস করিলে অর্থ-ব্যবসায়ী গায়কদিগের মুখে রস-গান শ্রবণ করা অপরাধ হইয়া উঠে। (সঃ তোঃ ৬)। জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্যান্য অনেক উপায় আছে; তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। হরিনাম বিক্রয় করিয়া পয়সা সংগ্রহ করা ও সেই পয়সাকে সংসার নির্ব্বাহের বৃত্তি-স্বরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায় ও ভক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য। ইহাতে নামদাতা ও শ্রোতা উভয়েরই প্রেমফল-লাভের সম্ভাবনা থাকে না; প্রত্যুত পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। পয়সা হরিনামের মূল্য নয়। একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য, অতএব শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তন ও শ্রবণ করাই সকলের উচিত। (সঃ তোঃ ৮।৮)॥

ভগবত-পাঠ ব্যবসায়টী সহসা পরিত্যাগ কর। তুমি রস-পিপাসু; রসের নিকট আর অপরাধ করিবে না। 'রসো বৈ সঃ' (তৈঃ আঃ ২।৭)—এই বেদ-বাক্যে রসই কৃষ্ণ-স্বরূপ। শরীর নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত অনেক প্রকার ব্যবসায় আছে, তাহার একটী অবলম্বন কর। সাধারণের নিকট ভাগবত পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করিবে না। যদি রসিক শ্রোতা পাওয়া যায়, তবে বেতন বা দক্ষিণা না লইয়া পরমানন্দে ভাগবত শ্রবণ করাইবে। (জৈঃ ধঃ ২৮)॥

অপরাধ বহুবিধ হইলেও প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত হয়—বৈষ্ণবাপরাধ, সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। বৈষ্ণবা-পরাধ, যথা স্কান্দে,—"হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি। ক্রুদ্ধতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥" বৈষ্ণবের হনন করা, নিন্দা করা, দ্বেষ করা, অভিনন্দন না করা, বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা এবং বৈষ্ণব-দর্শনে হর্ষযুক্ত না হওয়া এই ছয়টি অপরাধে জীবের মহাপতন হয়। কোন ভজন-প্রয়াসীর যেন এই অপরাধ না হয়। সেবা-অপরাধ শ্রীমূর্ত্তি-সেবা-সম্বন্ধেই বিচার্য্য। নামাপরাধ—দশবিধ। (সঃ তোঃ ১১)

বৈষ্ণব-শরীরে কর্ম্মগতিকে যে-কিছু অভদ্র দেখা যায়, তাহাকে 'অভদ্র' মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বৈষ্ণবের স্মৃতি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কোন বিশেষ দুরাচার দেখিলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিতে হইবে নতুবা নামাপরাধ হইবে। (সঃ তোঃ ৬।৭)

সেবাপরাধগুলি শ্রীবিগ্রহসেবা-সম্বন্ধেই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির সেবা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ, যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতকগুলি অপরাধ, যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে যান, তাঁহাদের সম্বন্ধে কতগুলি অপরাধ এবং সকলের পক্ষে কতকগুলি অপরাধ নির্দ্দিষ্ট আছে ; তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। (হঃ চিঃ)

বৈষ্ণব-নিন্দা—বৈধভক্তগণ ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত-নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করিবেন না। যদি কোন সভায় সেইরূপ নিন্দা হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের ফল না হইবে, সেখানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন। তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে, তৎক্ষণাৎ সে-স্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি গুরুদেবের মুখেও ঐরূপ নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীত-ভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্ত-পক্ষে বৈষ্ণবদ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন। (চৈঃ শিঃ) ॥ সাধক কৃষ্ণনিন্দা ও বৈষ্ণবনিন্দা কর্ণে শুনিবেন না। যে স্থানে সেরূপ নিন্দা হয়, সেখান হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। যাহাদের হৃদয় দুর্ব্বল, তাহারা লোকাপেক্ষায় কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিয়া ক্রমে ভক্তি হইতে চ্যুত হন। সিদ্ধান্ত করিয়া সাধু-বৈষ্ণবের সম্মান ও অসাধুর সঙ্গত্যাগ অবশ্য অবশ্য করিবেন। সাধু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে হৃদয়ে কখনও নামতত্ত্বের উদয় হইবে না। যে মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবের নিন্দা করে, সে তাহার পিতৃলোকের সহিত মহারৌরব-নামক নরকে পতিত হয়। যে বৈষ্ণবকে হনন করে, নিন্দা করে, বিদ্বেষ-করে, বৈষ্ণবকে দেখিয়া অভিনন্দন না করে, ক্রোধ করে বা বিমর্ষ হয়, তাহার পক্ষে এই ছয়টি গর্হিত আচার তাহার পতনের কারণ হয়।

যে-স্থলে ভগবানের বা বৈষ্ণবের নিন্দা হইতেছে ; যিনি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া না যান, তিনি সমস্ত সুকৃতি হইতে চ্যুত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হন। যদি পাপের আদর দেখা যায়, তবে তাহাকে বৈষ্ণব-মধ্যে পরিগণিত করা যায় না। কণিষ্ঠ বৈষ্ণবেরও পাপ ও পুণ্যে রুচি থাকে না। যিনি শুদ্ধবৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার দোষ নাই ; অতএব নিন্দাও নাই। যিনি তাঁহার নিন্দা করিবেন, তিনি বৈষ্ণবের প্রতি মিথ্যা অপবাদই আরোপ করিবেন।

বৈষ্ণবের তিনপ্রকার কথা লইয়া দুষ্ট লোকে বিদ্বেষ-পূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে-সকল দোষ ছিল, তাহা দুষ্ট লোকের একপ্রকারে আলোচ্য হয়। ভক্তির উদয় হইলে দোষ-সমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে-কিছু কাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে দ্বিতীয় প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষ স্পৃহা না থাকিলেও কখনও দৈবাৎ কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়, দুষ্ট লোকের ইহা তৃতীয় প্রকারে আলোচ্য বিষয়। সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্ট লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া ভীষণ বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়।

বৈষ্ণবের ভক্তি-উদয়ের পূর্ব্বে যে-সমস্ত দোষ ছিল, তাহা সদুদ্দেশ্য ব্যতীত কখনই আলোচনা করিবেন না। পূর্ব্ব-দোষের ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ লইয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না। নিসর্গপ্রায় যে-সকল দুরাচার ভক্তি জন্মিবার পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে, তাহা দিন-দিন ভক্তিবলে খর্ব্ব হইয়া স্বল্পকালের মধ্যেই নষ্ট হইয়া পড়ে। তাহা লইয়া সদুদ্দেশ্য ব্যতীত আলোচনা করিলে বৈষ্ণবনিন্দার অপরাধ হয়। দৈবাৎ আপতিত দোষ দেখিয়াও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন না। তাহাতেও বৈষ্ণব-নিন্দার অপরাধ হয়। মূল-কথা এই যে, বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ ও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার (প্রাগুৎপন্ন, ক্ষয়াবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্ন) দোষ লইয়া আলোচনা করিলে নামাপরাধ হয়, তাহাতে নাম-স্ফূর্ত্তি হয় না। নাম স্ফূর্ত্তি না হইলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না।

সদুদ্দেশ্যের সহিত যে পরদোষের আলোচনা, তাহা শাস্ত্রে নিন্দিত হয় নাই। সদুদ্দেশ্য—তিন প্রকার ; যে-ব্যক্তির পাপ লইয়া আলোচনা করা যায়, তাহাতে যদি তাহার কল্যাণ উদ্দিষ্ট হয়, তবে সেই আলোচনা শুভ।

জগতের মঙ্গল-সাধনের জন্য যদি পাপীর পাপ আলোচনা করা যায়, তবে তাহা শুভকার্য্যের মধ্যে গণিত। শিষ্য গুরুদেবকে বৈষ্ণব নির্দ্দেশ করিতে প্রার্থনা করিলে গুরুদেব শিষ্যের ও জগতের মঙ্গল-কামনায় অসদাচারীদিগকে অবৈষ্ণব বলিয়া সাধুবৈষ্ণবের নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সাধু-বৈষ্ণবের পদাশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে অসৎ ধর্ম্মধ্বজী লোককে পরিত্যাগ করাতে সাধুনিন্দা বা বৈষ্ণবাপরাধ হয় না। (সঃ তোঃ ৫।৫)॥

মনোধর্ম্ম—ধ্যান—মনের ধর্ম্ম। মন যতক্ষণ শুদ্ধ চিন্ময় না হয়, ততক্ষণ ধ্যান কখনও চিন্ময় হইতে পারে না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, আত্মা প্রথমে মনুষ্যাকারে এই স্থূল জগতে সৃষ্ট হইয়াছে; সংসারের উন্নতিরূপ ধর্ম্মাচরণ করত ক্রমশঃ আত্মার উচ্চ-গতি হইবে—এই অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই জড়-জগৎ নরবুদ্ধি দ্বারা স্বর্গপ্রায় হইয়া পরমানন্দ-ধামস্বরূপ হইয়া উঠিবে। কেহ কেহ আত্মার দেহান্তর ঘটিয়া পরে নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ হইবে—এরূপ স্থির করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত অন্ধকর্ত্তৃক হস্তীর আকার নিরূপণের ন্যায় বৃথা তর্কমাত্র। সারগ্রাহিগণ এই সকল বৃথা-তর্কে প্রবেশ করেন না; যেহেতু নরবুদ্ধিদ্বারা এ সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না। (কৃঃ সঃ উঃ)

নিঃস্বার্থবাদের স্থিতি অসম্ভব। Mirabeau নামে Von Holbach—System of Nature নামক যে গ্রন্থ ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে প্রচার করেন, সেই গ্রন্থে তিনি বিশেষ বিচারের সহিত লিখিয়াছেন যে, জগতে নিঃস্বার্থপরতাই নাই; পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকেই আমরা ধর্ম্ম বলি। আমরাও দেখিতেছি যে, নিঃস্বার্থপরতা একটি আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক বাক্য-বিশেষ। নিঃস্বার্থপরতার প্রয়োজন এই যে, অক্লেশে নিজ-সুখ সাধিত হয়। 'নিঃস্বার্থ' শব্দ শুনিলে অন্য স্বার্থপ্রিয় লোক তাহাতে শ্রদ্ধা করিলে আমার প্রিয় সাধন সহজে হইয়া উঠিবে। মাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুতা ও স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি কি নিঃস্বার্থপর? যদি ঐ সকল কার্য্যে নিজানন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কেহই তাহা করিত না। কোন কোন ব্যক্তি আনন্দ-লাভের জন্য নিজ-জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করেন। (তঃ বিঃ ১।৯-১২)॥ 'সয়তান' বলিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার কল্পনা না করিয়া অবিদ্যাতত্ত্বকে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। (জৈঃ ধঃ ১১)

পৌত্তলিকতা—ঈশ্বরের প্রাকৃত মূর্ত্তি নাই, সত্য; কিন্তু সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ অবশ্যই স্বীকৃত। ঐ সচ্চিদানন্দের পূর্ণাবির্ভাব বদ্ধজীবে সম্ভব নহে, অতএব মনুষ্য পরমেশ্বরের যে কোন ভাব ধ্যান করে, তাহাই অসম্পূর্ণ পৌত্তলিক ভাব হইবে। বাক্যের দ্বারা পৌত্তলিকতা সহজেই পরিত্যক্ত হয়, কিন্তু উপাসনাকাণ্ডে তাহা সম্ভব হয় না। (তঃ সূঃ ৩৫)॥ শ্রীগৌরাঙ্গদেব চাঁদ-কাজীকে বলিয়াছেন যে, কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্ত্তিরই নিষেধ; শুদ্ধ মুজররিদি মূর্ত্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্ত্তি পয়গম্বর সাহেব নিজ অধিকার-মতে দেখিয়াছিলেন; অন্যান্য রসের ভাবসকল অবগুণ্ঠিত ছিল। (জৈঃ ধঃ ৬)॥ অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ্ স্যাটার্ণ প্রভৃতি গ্রহের পূজক গ্রীসদেশীয় ব্যক্তিগণ—প্রথমশ্রেণীর পৌত্তলিক। জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত নির্ব্বিশেষ-ভাবকে যখন 'ঈশ্বর' বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয়-শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তি-সকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্যস্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকা-মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে 'পঞ্চোপাসনা।' বলা যায়, তাহা এই তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তি-ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। যাঁহারা জীবকে 'ঈশ্বর' বলিয়া পূজা করেন, তাঁহারা—পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক। (চৈঃ শিঃ ৫।৩)॥ শ্রীমূর্ত্তিসেবন ও পৌত্তলিক মতে অনেক ভেদ আছে। পরমার্থ-তত্ত্বের নির্দ্দেশক শ্রীমূর্ত্তিসেবন দ্বারা পরমার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু নিরাকারবাদরূপ

ভৌতিক তত্ত্বের ব্যতিরেক ভাবকে পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করা অথবা মায়িক কোন বস্তু বা গঠনকে পরমেশ্বর বলিয়া জানাই 'পৌত্তলিকতা' অর্থাৎ ভগবদিতর বস্তুতে ভগবন্নির্দ্দেশ। (কৃঃ সং ৬।১২)

সমন্বয়বাদ—নবগৌরাঙ্গবাদী, সমন্বয়বাদিগণ বলেন—"যিনি চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কেবল বৈষ্ণবমতের অনুকূল ছিলেন, তিনিই আবার আসিয়া সেই মতের পরিবর্ত্তে সর্ব্বমত-সামঞ্জস্যকারী একপ্রকার মত প্রচার করিলেন। এই ধর্ম্মই জগতের সাধারণ ধর্ম্ম হইবে। তাঁহারা আরও বলেন,—কোন মত আশ্রয় করিলে বিশ্বপ্রেম স্থান পায় না। সমস্ত মতকে এক করিয়া রাখিতে পারিলে জগজ্জীবের বিশ্বপ্রেম উদিত হয়। (সঃ তোঃ ৮।১)

যাঁহাদের যে স্বভাব, তাঁহার সেই স্বভাবের দেবভাব, তদনুগত শাস্ত্রবাক্য এবং তদবলম্বী সঙ্গী ভাল লাগে। 'সমশীলা ভজন্তি বৈ'—এই ন্যায়ানুসারে জগতে ভিন্ন ভিন্ন দেবভাব, ভিন্ন ভিন্ন সাধনা ও ভিন্ন ভিন্ন আচার স্বভাবতঃ হইয়া পড়ে। উপাস্যবস্তু এক বই দুই নহে। (সঃ তোঃ ১১) । নিত্যবস্তুনিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতেই নাই। যদি সর্ব্বনিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ হয়, তবে জগতে আর অশ্রেষ্ঠ কি আছে? যে যাহাতে নিষ্ঠা করে, তাহাই যদি ভাল, তবে ভালমন্দের বিচার কি? মুড়িমিশ্রি তবে একই হইয়া পড়ে। জীবের আর সাধনভজনের কিছুই প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে বেশ্যানিষ্ঠ লম্পট এবং তৎসঙ্গনিস্পৃহ পরমহংস—এ দুইয়ের ভেদ কি? তাহা হইলে অতৎ ও তৎ দুইই এক! অতএব সদ্বস্তু-নিষ্ঠাই—শ্রেয়ঃ, অসন্নিষ্ঠাই—দোষ। সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে ভাল বলা যায় না; বরং সৎসাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য। (সঃ তোঃ ২।৬)॥

সভ্যতা—সভ্যতা শব্দের অর্থ—সভায় বসিবার যোগ্যতা, তাহাই সরল ভদ্রতা। ভিতরের দুষ্টতা আচ্ছাদন করিবার যে প্রথা, তাহারই বর্ত্তমান নাম—সভ্যতা (?)। ধূর্ত্ত-লোকের সভ্যতার গৌরব কেবল বৃথা-তর্ক ও দেহ-বলের দ্বারা পরিরক্ষিত হয়।" (জৈঃ ধঃ ৯) ॥ "ভক্তিমুদ্রা দরশনে, হাস্য করিতাম মনে, 'বাতুলতা' বলিয়া তাহায়। যে সভ্যতা শ্রেষ্ঠ গনি, হারাইনু চিন্তামণি, শেষে তাহা রহিল কোথায়?"(কঃ কঃ ২) ॥ লোকরঞ্জন বস্ত্রপরিধান করিলেই যদি সভ্যতা হয়, তবে বেশ্যাগণ সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য! মদ্য-মাংস স্বভাবতঃ অপবিত্র, তাহা ভোজন করিয়া যে 'সভ্যতা' হয়, তাহা কেবল পাপাচারমাত্র। আজকাল যে অবস্থাকে 'সভ্যতা' বলে, তাহা কলিকালেরই সভ্যতা। (জৈঃ ধঃ ৯)

সমাজনীতি—উত্তমরূপে সমাজ রক্ষা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আর্য্যগণের মধ্যে বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগ-রূপ সামাজিক বিধি স্থাপিত হইয়াছে। সমাজ রক্ষিত হইলে সৎসঙ্গ ও সদালোচনাক্রমে পরমার্থের পুষ্টি হয়। এতন্নিবন্ধন বর্ণাশ্রম সর্ব্বতোভাবে আদরণীয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি লাভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব এই সমস্ত অর্থগত ব্যবস্থারই একমাত্র মূল তাৎপর্য্য—'পরমার্থ', যাহার অন্যতম নাম—শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি। (কৃঃ সং ৫।৭) ॥ যাঁহারা সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে ইহাই সিদ্ধান্ত করেন যে, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামাজিক ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইলে জীবের প্রকৃতি লোপ পাইতে পারে না; বরং তৎসাহায্যে অনেক অবকাশ ও সুবিধার সহিত ভগবৎ প্রেমালোচনার কার্য্য হইতে পারে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মই বৈষ্ণবের বদ্ধদশায় একমাত্র সমাজ। (সঃ তোঃ ২।৭) ॥ ইউরোপে যাহাদের বণিক্ স্বভাব, তাহারা বাণিজ্যই ভালবাসে এবং বাণিজ্য-দ্বারা উন্নতি সাধন করিতেছে; যাহাদের ক্ষত্রস্বভাব তাহারা সৈনিকক্রিয়া অবলম্বন করে এবং যাহাদের শূদ্রস্বভাব তাহারা সামান্য সেবা-কার্য্য ভালবাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতে বর্ণসম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতিনিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত হইলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক-রূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই।

বৈষ্ণব সমাজ ও ইতর-সমাজের ভেদ এই যে, বৈষ্ণব-সমাজের একমাত্র চরম-উদ্দেশ্যই ভগবৎপ্রেম এবং ইতর-

সমাজের উদ্দেশ্যই স্বার্থপর কাম। ইতর-সমাজে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, নীতি, জড়ীয় বিজ্ঞান-আলোচনার দ্বারা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারক বিষয়াবিকার এবং জড়ীয় ক্লেশের ক্ষণিক নিবৃত্তিরূপ কার্য্যকেই জীবনের ও সমাজের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জানেন। তন্মধ্যে কেহ-কেহ মরণান্তর সুখকে, কেহ কেহ পারত্রিক-ভোগকে এবং কেহ-কেহ জীবের অস্তিত্বনাশরূপ নির্ব্বাণকে বহুমানন করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসমাজস্থিত জীবসকল দেহপুষ্টি, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, বিজ্ঞান, নীতি ও জড়দুঃখ-নিবৃত্তির দ্বারা ভগবৎপ্রীতির অনুশীলনের আনুকূল্য লাভ করেন। উভয় সমাজের আকৃতি—এক, কিন্তু প্রকৃতি—ভিন্ন।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে পুনরায় স্বাস্থ্যলক্ষণে আনিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিধিকে পুনঃ প্রচলিত করিতে হয়, যথা—(১) কেবল জন্ম বশতঃ কোন ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা হইবে না। (২) বাল্যসঙ্গ ও জ্ঞান-সংগ্রহক্রমে যে স্বভাব যাহাতে প্রবল দেখা যায়, সেই স্বভাবানুসারে প্রতি-ব্যক্তির বর্ণ নির্ণয় করা উচিত। (৩) বর্ণনির্ণয়কালে স্বভাব ও রুচির সহিত পিতা-মাতার বর্ণ সম্বন্ধে একটু বিচার করিয়া বর্ণ নির্ণয় করিতে হইবে। (৪) পুরুষের উপযুক্ত বয়স হইলে অর্থাৎ পনর বৎসর বয়সের পর কুলপুরোহিত, ভূস্বামী, পিতা-মাতা ও গ্রামস্থ কতিপয় নিঃস্বার্থ বিদ্বান্ ব্যক্তি বসিয়া বর্ণ নির্ণয় করিবেন। (৫) প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের কি বর্ণ হওয়া উচিত—এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু পিতৃবর্ণ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করিয়াছে কি না?—এইরূপ প্রশ্ন উঠিবে। (৬) যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তদনুরূপ সংস্কার করা যাইবে। যদি দেখা যায় যে, উচ্চবর্ণ লাভের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহাতে তাহার সংস্কার হইবে। যদি দেখা যায় যে, পিতৃবর্ণের অধম বর্ণের যোগ্যতা হইয়াছে, তবে বালককে আরও দুই বৎসর সময় দেওয়া যাইবে। (৭) দুই বৎসরের পর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বিচারপূর্ব্বক তাহার বর্ণ নিরূপণ করা যাইবে। (৮) প্রতি-গ্রামে একটি সমাজ-সংরক্ষক-বিধান ভূস্বামী ও পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত রাখিতে হইবে। (৯) এই সমস্ত কার্য্য যাহাতে যথাবিধি প্রচলিত থাকে, তজ্জন্য সম্রাটের সাহায্য লইতে হইবে। সম্রাট্ই বাস্তবিক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক। (১০) যাহার যে বর্ণ হইবে, তাহার তদনুরূপ বিবাহাদি-সংস্কার ও অন্যান্য অধিকার হইবে। তদ্ব্যতিক্রমকারীর প্রতি রাজদণ্ড বিধান করিতে হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, সামাজিক লোককে 'বৈষ্ণব' বলা যায় না; এরূপ সিদ্ধান্ত একটি ভ্রম। সমাজ বাস্তবিক তিন প্রকার (১) বিষয়ি-সমাজ, (২) মুমুক্ষু-সমাজ ও (৩) মুক্ত-সমাজ। জীব কোন-সময়েই সমাজশূন্য হয় না,—জীবের স্বভাবই সামাজিক; জড়মুক্ত হইলেও জীবের শুদ্ধ-ভক্ত-সমাজ অনিবার্য্য। অতএব জীব বনেই থাকুন, বা গৃহেই থাকুন, বা বৈকুণ্ঠে থাকুন, তিনি সর্ব্বদাই সামাজিক। বৈষ্ণবজীব ও ইতর-জীবের ভেদ এই যে, বৈষ্ণবজীবের বৈষ্ণব-সমাজ এবং ইতরজীবের ইতর-সমাজ। এস্থলে এইমাত্র সিদ্ধান্ত হইল যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজে কোন প্রকার ভেদ নাই।

দুই দিকেই বিপদ্। একদিকে কুসংস্কার-কীট আমাদের সমাজকে নিঃসার করিতেছে; চুপ করিয়া থাকিলে অমঙ্গল বই মঙ্গল নাই। আমাদের সামাজিক বল-বীর্য্য ও সৌভাগ্য—সকলই ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতেছে। যে আর্য্যবংশের প্রতাপে বহুকালাবধি বসুন্ধরা কম্পমানা ছিল, সেই আর্য্যসন্তানগণ এখন ম্লেচ্ছগণ অপেক্ষাও হীন হইয়াছে এবং ক্রমে ক্রমে অধিকতর হীন হইতেছে। যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি এই সকল আলোচনা করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। যাহাদের হৃদয় নাই তাহারা নিশ্চিন্ত হইয়া ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করিতেছে। অন্যদিকে দৃষ্টি করিলেও নানাবিধ বিপদ্ দেখা যায়। বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ত্যাগ করিয়া নূতন সমাজ করিলে আর্য্যত্ব থাকে না, যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমাজ তিরোহিত হয়। বৌদ্ধ, জৈন, দেশীয় খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি বর্ণাশ্রমরহিত ব্যবস্থা-সমূহ কখনই ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। কেহই কোন কাজে লাগিল না। কখনই এই বিজ্ঞানপীঠ

ভারতে কোন কাজে লাগিবে না। সহসা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সংস্কার আরম্ভ করিলে আরও হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। সকল দিকে অন্ধকার দেখা যাইতেছে। (সঃ তোঃ ২।৭)

দৈব-বর্ণাশ্রম—শ্রীবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবেতরের পার্থক্য নাই জানিয়া মধ্যে মধ্যে অনেকে শ্রীবৈষ্ণবকে তাঁহার বর্ণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সামাজিকগণের ন্যায় তাঁহাকে চারি-আশ্রমের একটীর মধ্যে প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন,—এই চেষ্টা নিতান্ত অবৈষ্ণবোচিত ও সামাজিক চেষ্টা-বিশেষ। আহা! সর্ব্বজাতির শাসনকর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্যজাতি, তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা যে কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে, এমত নয়; কিন্তু অবৈধ বর্ণবিধানক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্বজীবের ও সর্ব্ববিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল-সংস্থাপনে সমর্থ, সেই একমাত্র পরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। ঋষিদিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ-বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল,—ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন। (চৈঃ শিঃ ২।১)॥ বর্ণধর্ম্মই সামাজিক মানবের জীবনস্বরূপ। বর্ণাশ্রম দূর হইলে মানবের বৈজ্ঞানিক সমাজ বিনষ্ট হইবে এবং মানব 'পুনর্মূষিকো ভব' এই পুরাতন অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া স্বেচ্ছাচারী ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় অবৈধ জীবনের সুবিধা লাভ করিবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিনাশ করা কোন দেশহিতৈষী ব্যক্তির অভিপ্রেত নয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে যে মল প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দূর করাই কর্ত্তব্য। (সঃ তোঃ ২।৭)॥ গৃহস্থাশ্রমই হউক বা বানপ্রস্থাশ্রমই হউক বা সন্ন্যাসই হউক, যে আশ্রমকে তৎকালে প্রেমারুরুক্ষু প্রেমসাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বসিয়াই তিনি ভজন করিবেন এবং যে আশ্রমকে প্রতিকূল দেখিবেন, তাহাকে তিনি তৎকালে ত্যাগ করিবেন। (চৈঃ শিঃ ৬।৪)। শম, দম, তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতভক্তি ও সত্য যে ব্যক্তিতে নাই, তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলা যায় না। (সঃ তোঃ ৪,৬)। যাঁহারা স্বীয় স্বীয় পূর্ব্ব বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ-তীর্থে অর্থাৎ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, নবদ্বীপধামে বা মথুরাদি-মণ্ডলে একক বা সপরিবারে পরমার্থবুদ্ধির সহিত বাস করেন, তাঁহাদের আশ্রমকে 'ক্ষেত্র-সন্ন্যাস' বলে। এ আশ্রম কলিকালের উপযুক্ত বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম। গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগের মধ্যে অনেকেই মস্তক মুণ্ডন ও কৌপীন ধারণ করিয়া স্বগৃহে বাবাজী হইয়া থাকেন। ইহা অপেক্ষা আর অনর্থ কি আছে? তাঁহাদের এরূপ আশ্রমসাঙ্কর্য্যের প্রয়োজন কি? যদি বিরক্তি হইয়া থাকে, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে নিঃসঙ্গ ভেক গ্রহণ করুন। যদি বিরক্তি না হইয়া থাকে, তবে এরূপ লিঙ্গ-গ্রহণের দ্বারা কি লাভ হইবে?—কেবল বৈষ্ণবধর্ম্মকে লোকের নিকট কলঙ্কিত করাই হইতেছে। অবশ্য পরলোকে ইহার ফল ভোগ করিবেন। (সঃ তোঃ ২।৭)।

যখন দেখা যাইতেছে যে, জাতি কেবল সাংসারিক তারতম্য, তখন জাতিবিচারে যে দোষ ব্রাহ্মেরা দেখাইয়া থাকেন, সে কেবল বৈদেশিক ভ্রম মাত্র। (প্রেঃ প্রঃ ৭)

ঘটনাক্রমে আপাততঃ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নির্ণীত হওয়ায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অপদস্থ হইয়াছে। সাংসারিক ব্যবহার-নির্ব্বাহের জন্য বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম চলিতেছে; তাহাতে পরমার্থধর্ম্মের সংস্রব নাই। পরমার্থধর্ম্ম চিরদিনই ব্যক্তিনিষ্ঠ। (সঃ তো ৯।৯)। ভারতের আর্য্যগণ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন হইয়াও পূর্ব্ব বীরপুরুষদিগের অভিমান রাখেন। কারণ কেবল বর্ণাশ্রমবিধান বলবান্ থাকায়, তাঁহাদের জাতিলক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছ-হত রাণা এখনও শ্রীরামচন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকেন। (চৈঃ শিঃ ২.৩)। মানুষের জন্ম, সংসর্গ ও শিক্ষা হইতে স্বভাবের উদয় হয়। স্বভাবানুসারে বর্ণ স্বীকার না করিলে জীবনযাত্রায় কেহ চতুর হইতে পারেন না। স্বভাব বহুবিধ হইলেও মূলবিভাগে চারিপ্রকার—ঈশ্বর ও বিদ্যা যাঁহাদের স্বভাবগত বিষয় তাঁহারা ব্রাহ্মণ; শৌর্য্য ও রাজ্যশাসন যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য-ক্রিয়া যাঁহাদের স্বভাবগত কর্ম্ম, তাঁহারা বৈশ্য এবং ত্রিবর্ণের সেবা-মাত্রই যাঁহাদের স্বভাব, তাঁহারা শূদ্র। নিজ নিজ বর্ণধর্ম্মে ও অবস্থাক্রমে আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সুন্দররূপে জীবন-নির্ব্বাহের দ্বারা বিষ্ণুকে আরাধনা করিতে

করিতে মানবের নৈসর্গিক উন্নতি হয়। বিপরীত আচারে নৈসর্গিক পতন হয়। সুতরাং ধর্ম্মজীবনই মানবের সকল উৎকর্ষের মূল। (অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৮।৫৮)

ব্রাহ্মণত্বই বৈষ্ণবত্বের অধিকার বা সোপান এবং বৈষ্ণবত্বই ব্রাহ্মণত্বের ফল ! (সঃ তোঃ ৪.৬)। অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি বর্ণধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব ও প্রেমাদি লাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। ব্রাহ্মণত্বের অবজ্ঞা করিয়া কেহ বৈষ্ণব হইতে পারেন না এবং বৈষ্ণবত্বের অবজ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ কখনই চরিতার্থ হইতে পারেন না। ব্রাহ্মণ দুই প্রকার—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক। ব্যবহারিক ব্রাহ্মণত্ব কেবল জাতিনিবন্ধন এবং পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব গুণনিবন্ধন। পারমার্থিক ব্রাহ্মণত্ব লাভ না করিতে পারিলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করা যায় না। তাঁহারা আবার স্বভাবসিদ্ধ ও কেবল জাতিসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। স্বভাবসিদ্ধ ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই বৈষ্ণব, অতএব তাঁহাদের সম্মান সর্ব্ববাদিসম্মত। জাতিসিদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের ব্যবহারিক সম্মান আছে। (জৈঃ ধঃ ৬)। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে পর্য্যন্ত সংস্কৃত হইয়া প্রকৃতিস্থ না হয়, সে পর্য্যন্ত সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অমঙ্গলসমূহ আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিবে। সমস্ত মঙ্গলের নিধানস্বরূপ ভগবান্ই সেই মঙ্গল বিধান করিবেন। জন্মবশতঃ কোন ব্যক্তিই বাস্তবিক ব্রাহ্মণ বা শূদ্র হয় না, কেবল ব্যবহারিক সঙ্গ প্রাপ্ত হয় মাত্র। পক্ষান্তরে তত্ত্বজ্ঞান শমদমাদিবিহীন বিপ্রসন্তানদিগকে তাঁহাদের গুণ-কর্ম্মানুসারে 'ক্ষত্রিয়' 'বৈশ্য' বা 'শূদ্র' বলা যাইতে পারে, তাহা মনুও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। (তঃ সূঃ ৪৪)॥

শ্রীবৈষ্ণব বর্ণচতুষ্টয় ও আশ্রমচতুষ্টয়ের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত ন'ন। তাঁহার ক্রিয়া বর্ণবিধি অতিক্রম করিল বা আশ্রম-নিষেধ মানিল না ; এজন্য তিনি কাহারও নিকট সঙ্কুচিত নহেন, যেহেতু ভগবদ্ভক্তি-বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্যেই তাঁহার ক্রিয়া-সমূহ ন্যস্ত। শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হউন বা ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল হউন, একই কথা। গৃহস্থ হউন বা ভিক্ষু হউন, তাঁহার গৌরব বা অগৌরব নাই। ভগবদ্ভক্তির জন্য শ্রীবৈষ্ণব নরকলাভ করুন বা স্বর্গলাভ করুন, একই কথা। তাহারা কখনও কখনও বা কায়, বাক্ ও মনকে দণ্ড করিবার জন্য ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য্যের একদণ্ড-ধারণ-বিধি। (সঃ তোঃ ১১।১০ ও অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ৫।১৪৩)

যুক্ত-বৈরাগ্য। অশ্বকে বশীভূত করার ন্যায় মনকে কিছু কিছু অলক্ষিত বিষয়াদিতে ভুলাইয়া আত্মবশে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য—ইহাই যুক্ত-বৈরাগ্য ; ইহার দ্বারাই ভজনের উপকার। যথার্থ বৈরাগ্য উদিত হইলে, সন্ন্যাসাশ্রমবিহিত বৈরাগ্যাচরণ করিবে ; অথবা ভগবৎসেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হস্থ্য চেষ্টাসমূহ খর্ব্ব করিবে,—ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য। ভক্তি যে পরিমাণে শুদ্ধভাবে উদিত হয়, সেই পরিমাণে শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্য অবশ্য বাড়িতে থাকিবে। 'যথাযোগ্য বিষয় স্বীকার কর'—এই আজ্ঞার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য বিষয় গ্রহণ করা উচিত নয়, কেবল আত্মার কৃষ্ণসম্বন্ধস্থাপনের জন্য যতটা বিষয় স্বীকার করিতে হয়, তাহা কর। (চৈঃ শিঃ ১।৭)। ভক্তিজনিত সম্বন্ধজ্ঞান ও ইতর বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেস্থলে উহারা উৎপন্ন হয় না, সেস্থলে ভক্তির অভাব ; সুতরাং তাহাকে 'কপটভক্তি' বলিতে হইবে। বৈরাগ্যে—আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধজ্ঞানে—আত্মার পুষ্টি এবং ভক্তিক্রিয়ায়—ক্ষুন্নিবৃত্তি।" কৃষ্ণসেবা সম্বন্ধে দেহকে সিদ্ধির অনুকূল জানিয়া আদর করেন। দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভজনানুকূল দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজনপ্রতিকূল সমস্ত দেহগেহাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন। এই প্রকার ভাবই যুক্ত-বৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা। (শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৭।২১)

দৈন্য। আমি কৃষ্ণদাস, অকিঞ্চন—আমার কিছুই নাই, কৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব—এস্থলে যাহা ভক্তি, তাহাই দৈন্য। সর্ব্বদা হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই। দৈন্য সবল হইলে অবশ্য কৃষ্ণকৃপা হয়। তাহা হইলে বলদেব-ভাবের আবির্ভাবে উহারা (ভারবাহিত্বরূপ 'ধেনুকাসুর' ও স্ত্রীলাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা-রূপ প্রলম্বাসুর)

ক্ষণমধ্যেই নষ্ট হয়। তাহা হইলেই ক্রমশঃ অন্বয় অনুশীলনের বিশেষ উন্নতি হয়। এই প্রক্রিয়াটি স্বভাবতঃ গূঢ় এবং সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক।

আমি চিন্ময় জীব, নিজ কর্ম্মদোষে সংসারে নানা ক্লেশ ভোগ করিতেছি, আমি দণ্ড প্রাপ্তির উপযুক্ত, পাত্র। কৃপাময় কৃষ্ণের নিত্যদাস হইয়া তাঁহার চরণাশ্রয়-বিস্মৃতিবশতঃই আমার কর্ম্মচক্রে প্রবেশ ও এত ক্লেশ! আমার ন্যায় হতভাগ্য আর কে আছে? আমি সর্ব্বাপেক্ষা হীন, দীন ও অকিঞ্চন। (সঃ তোঃ ৪।৯)। "কর্ম্ম নাই, জ্ঞান নাই, কৃষ্ণভক্তি নাই। তবে বল কিরূপে ও শ্রীচরণ পাই॥ ভরসা আমার মাত্র—করুণা তোমার। অহৈতুকী সে করুণা—বেদের বিচার॥" "বিষয়-কুম্ভীর তাহে ভীষণ-দর্শন। কামের তরঙ্গ সদা করে উত্তেজন॥ প্রাক্তন বায়ুর বেগ সহিতে না পারি। কাঁদিয়া অস্থির মন, না দেখি কাণ্ডারী॥" "শ্রীরূপগোস্বামী মোরে কৃপা বিতরিয়া। উদ্ধারিবে কবে যুক্ত বৈরাগ্য অর্পিয়া॥ কবে সনাতন মোরে ছাড়া'য়ে বিষয়। নিত্যানন্দে সমর্পিবে হইয়া সদয়॥ শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে। নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥" "গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে। দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥ কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম। সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম।" (কঃ কঃ)

সহিষ্ণুতা। কেহ অতিবাদ করিলে, সহ্য করিতে হইবে; কাহাকেও কদাচ অপমান করিতে নাই। এই দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও প্রতি বৈর সাধন করিতে নাই। কাম যে কলির স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। "কৃষ্ণ সেবার কাম—অপ্রাকৃত, তাঁহার নামই—'প্রেম'।" ইন্দ্রিয়সেবার কাম—প্রাকৃত, তাহাই কলির স্থান; তাহা অবশ্যই ত্যজ্য। (সঃ তোঃ ১৫।২)। যাহারা ভিন্ন প্রণালীর প্রতি দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া বা নিন্দা করেন, তাহারা নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভালবাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন। (চৈঃ শিঃ ১।১)। যাঁহাদের কাম্যভক্তি আছে, তাহারা ক্রোধকে জয় করিতে পারেন না; কেবল বিবেকের দ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায় না। বিষয়রাগ অতি অল্পকালেই বিবেককে নিস্তব্ধ করিয়া স্বীয় রাজ্যে ক্রোধকে স্থান দিয়া থাকে। ভজনশীল ব্যক্তিগণের পক্ষে ধৈর্য্যর নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা। ধৈর্য্যগুণ যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই ধীর। ধৈর্য্যগুণের অভাবে মানব চঞ্চল হইয়া উঠে। যাহারা অধীর, তাহারা কোন কার্য্যই করিতে পারে না। ধৈর্য্যগুণের দ্বারা সাধক আপনাকে আপনি বশ করিয়া অবশেষে জগৎকে বশ করেন। (সঃ তোঃ ১১।৫)। "বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন। প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন॥" তরোরপি সহিষ্ণুনা ইতিবাক্যেন তরুঃ সংছেদকস্যাপি ছায়াফলদানেনোপকরোতি, কৃষ্ণভক্তস্তু তদপেক্ষোচ্চপ্রবৃত্ত্যা দয়য়া সর্ব্বান্ শত্রুমিত্রানুপকরোতীতি সূচিতম্। অনেন হরিনামকৃতাং নির্ম্মৎসরতালঙ্কৃতং দয়ারূপং দ্বিতীয়লক্ষণং ভবতি। (শ্রীশিঃ,—সঃ ভাঃ ৩।)

অমানিত্ব। 'আমি ব্রাহ্মণ, আমি সম্পন্ন, আমি শাস্ত্রজ্ঞ, আমি বৈষ্ণব, আমি গৃহত্যাগী'—এইরূপ অভিমান করিবে না। সেই সেই অবস্থায় যে সম্মান আছে, তাহা অপরে করুন, আমি সেই অভিমানে অপরের পূজা আশা করিব না—আমি আপনাকে দীন, হীন, অকিঞ্চন ও তৃণাধিক সুনীচ বলিয়া জানিব (জৈঃ ধঃ ৮)। "তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন ছার। আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার (শিঃ ৩ গীঃ)॥" আপনাকে দীনজ্ঞানে সকলের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া আপনাকে অমানী করিবে। (শ্রীমঃ শিঃ ১০)। মানবদেহ—কেবল কারাগার মাত্র। ইহার সহিত আত্মার অনিত্য সম্বন্ধ, অতএব ইহাতে যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করা যায়, ততদিনই মানব তৃণ অপেক্ষাও আপনাকে নীচ জ্ঞান করিবেন। "তৃণস্তু বস্তুত্বাভিমানো ন ন্যায়বিরুদ্ধঃ কিন্তু বিকৃতস্বরূপস্য মমাত্র বস্তুত্বাভিমানো ন সুন্দর ইতি তৃণাদপি মম সুনীচত্বং বাস্তবম্। (তঃ সূ' ২৩ ও শ্রীশিঃ সঃ ভাঃ৩)

'অমানী' শব্দের তাৎপর্য্যঃ—'অমানিনা' শব্দেনাস্য মিথ্যাভিমানশূন্যতারূপং তৃতীয়লক্ষণং নির্দ্দিষ্টম্। বদ্ধজীবের স্থূল-লিঙ্গ দেহদ্বয় সম্বন্ধে যোগৈশ্বর্য্য ভোগৈশ্বর্য্য-ধন-রূপ-জাতিবর্ণ-বল-প্রতিষ্ঠাধিকার ইত্যাদি জনিত যে সকল মিথ্যাভিমান—

তাহা জীবস্বরূপবিরোধধর্ম্ম হইতে জাত। সেই সেই অভিমান শূন্যতাই মিথ্যাভিমানশূন্যতা। এই প্রকার মিথ্যাভিমানশূন্য হইয়া সর্ব্বদা সত্য ও তত্ত্বাভিমান হেতু ক্ষান্তিগুণভূষিত হইয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। গৃহে থাকিয়াও ব্রাহ্মণত্বাদি অহঙ্কারশূন্য, বনে থাকিয়াও বৈরাগ্য চিহ্নাহঙ্কারশূন্য হইয়া কৃষ্ণৈকচিত্ত ভক্ত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন। (শ্রীশিঃ সঃ ভাঃ ৩)

মানদত্ব। 'মানদ'-শব্দে যথাযোগ্য সকলকে মানদানরূপ চতুর্থ-লক্ষণ। সকলজীবই কৃষ্ণদাস জানিয়া কেহ কখনও কাহারও প্রতি বিদ্বেষ করিলে তাহার প্রতিবিদ্বেষ না করিয়া মধুরবাক্যে জগন্মঙ্গলকর কার্য্যের দ্বারা তাহাদিগকে তোষণ করিতে হইবে। (শ্রীশিঃ সঃ ভাঃ ৩)॥ বৈষ্ণবেরই সম্মান; বৈষ্ণব সন্তান যদি শুদ্ধবৈষ্ণব হন, তবে তাঁহার ভক্তিতারতম্যক্রমেই সম্মানের তারতম্য; আর বৈষ্ণবসন্তান যদি কেবল ব্যবহারিক মনুষ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্যবহারিক মনুষ্যমধ্যেই গণনা করিবে, বৈষ্ণব বলিয়া গণনা বা সম্মান করিবে না। যিনি বৈষ্ণব, তাঁহাকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করিবে; যিনি বৈষ্ণব নহেন, তাঁহাকে মানবোচিত সম্মান করিবে। অন্যের প্রতি মানদ না হইলে হরিনামে অধিকার জন্মে না। (জৈঃ ধঃ ৮)। 'নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে হ'বে অভিমান-ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইব পূজা ক'র॥ (কঃ কঃ)

ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কার্য্য দ্বারা রক্ষা নাই বা আর কেহ রক্ষাকর্ত্তা নাই,—একান্তভক্ত এইমাত্র বিশ্বাস করেন। ব্যবহারিক দুঃখে কর্ত্তব্য—"ভক্ষ্য আচ্ছাদন যদি সহজে না পায়। অথবা পাইয়া কোন গতিকে হারায়॥ নামাশ্রিত ভক্ত অবিক্লবমতি হঞা। গোবিন্দ-শরণ লয় আসক্তি ছাড়িয়া॥ (ভঃ রঃ ৪ যাম সাধন)॥ পরামুক্তি ও পরা ভক্তিতে কিছুমাত্র ভেদ নাই, বরং যাঁহারা ভেদ দৃষ্টি করেন, তাঁহারা তদুভয়ের মধ্যে কোনটিকেই উপলব্ধি করেন নাই—ইহাই প্রতীত হয়। (তঃ সূঃ ১৯)

একান্ত কৃষ্ণভক্তদিগের শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রিয়; প্রায়শঃ তাঁহারা ঐ দুই অঙ্গ ব্যতীত আর কোন অঙ্গে ব্যস্ত হন না। (সঃ তোঃ ১০।৬)। যিনি নামসাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার তিনটি বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, সুনির্জ্জন এবং নিজের সুদৃঢ়ভাব বা পরাকাষ্ঠা, ইহাকে 'নির্ব্বন্ধ' বলা যায়। 'নির্ব্বন্ধ'-শব্দের অর্থ এই যে, সাধক ১০৮ সংখ্যক তুলসীমালায় এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর জপ করিবেন। চারিবার মালা ফিরিলে একগ্রন্থ হয়। একগ্রন্থ নিয়ম করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে করিতে ১৬ গ্রন্থে একলক্ষ নামের নির্ব্বন্ধ হইবে। ক্রমশঃ তিন লক্ষ করিলে অখিল-কাল নামেতেই যাপিত হইবে। সমস্ত পূর্ব্বমহাজনগণ প্রভুর এই আদেশ পালন করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক,—নামগ্রহণের সময়ে যেন অন্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ব্যবধান আসিয়া ব্যাঘাত না করে। (হঃ চিঃ)। নাম গ্রহণ করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া থাকুক—অজাতপক্ষ পক্ষিশাবকসকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পাইবার জন্য প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয়ব্যক্তির ধ্যানে প্রিয়া যেরূপ বিষণ্ন হইয়া থাকে, আমার মনও সেইরূপ তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক। কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে হইবে, এবং নাম মাহাত্ম্যসূচক শ্লোক, দৈন্য, আর্ত্তি, বিজ্ঞপ্তি ও প্রার্থনাময়ী শ্লোক ও গীতসকল মধ্যে মধ্যে পাঠ করিলে সত্বর নাম ভজনের ফল পাওয়া যায়। যাঁহারা নাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্ম-জ্ঞানের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১৩.১৭)॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয়টী চিত্তপ্রবৃত্তির অপব্যবহার হইতেই পাপ হয়। যিনি নামকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কোন পাপ করেন না। কৃষ্ণকথায় ও কৃষ্ণসেবামূলক ও বৈষ্ণবসেবামূলক বৈষ্ণব-সংসারে কামকে নিযুক্ত করিয়া পরস্ত্রীসংগ্রহ, প্রয়োজনাধিক অর্থ সংগ্রহ, প্রতিষ্ঠাতৎপরতা, বঞ্চনা ও চৌর্য্য ইত্যাদি দুষ্ট কর্ম্ম আর করেন না; কৃষ্ণ-বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধকে নিযুক্ত করিয়া বহির্ম্মুখ সংসর্গ দূর করেন; সুতরাং

পরপীড়ন ও নির্য্যাতনরূপ ক্রিয়া হইতে বিরত থাকেন,—ক্রোধ সে স্থলে তরুধর্ম্মের ন্যায় সহিষ্ণুতায় পরিণত হয়, কৃষ্ণরসাস্বাদনে লোভকে নিযুক্ত করিয়া আর ভাল খাওয়া পরা ও সুন্দরী স্ত্রীসঙ্গ ও অপর্য্যাপ্ত অর্থসঞ্চয়ের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না; মোহকে চিদ্রসে নিযুক্ত করিয়া কৃষ্ণলীলাসৌন্দর্য্য ও বৈষ্ণবচরিত্রে মোহিত হন; ধনজন ও জড় সুখাদিতে মোহপ্রাপ্ত হন না;—অসৎসিদ্ধান্তে মোহিত হইয়া মায়াবাদ বা নাস্তিক্যবাদ ও কুতর্কপ্রিয়তা ইত্যাদিতে মনোনিবেশ করেন না; মদকে কৃষ্ণদাস্যাভিমানে নিযুক্ত করিয়া জাতিমদ, ধনমদ, রূপমদ, বিদ্যামদ, জনমদ ও বলমদকে দূরে পরিত্যাগ করেন। মাৎসর্য্য অর্থাৎ পরহিংসা দ্বারা আত্মোৎকর্ষসাধন একেবারে ত্যাগ করেন। এইরূপ নিয়মিত জীবনে পাপের উদয় হয় না, পাপপ্রবৃত্তি নির্ম্মূলিত হয়। তবে কখনও কাহারও ঘটনাক্রমে কোন পাপ ঘটিয়া উঠিতে পারে; তাহা বিনা প্রায়শ্চিত্তেই প্রশমিত হয়। (সঃ তোঃ ৮।৯)॥ যেরূপ ঔষধি ও মন্ত্রের বীর্য্য অবগত না হইয়াও রোগী ফল প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নামফল পান। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটতা আশ্রয় করিলে নাম তাহাদিকে কপটতানুরূপ যে ফল দিবার শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, প্রেমাদি উচ্চ ফল আর দেন না। (শ্রীভঃ মঃ মাঃ ১৩ ২৪)॥ অপ্রাকৃত ভাবের সহিত নির্জ্জনবাসই 'ব্রজবাস'। সংখ্যার সহিত হরিনাম করিতে অষ্টকালীয় সেবা করিবে। সমস্ত দেহযাত্রা যাহাতে বিরোধী না হয়—এইরূপ বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে সমস্ত ক্রিয়া সেবানুকূলভাবে যথানুরূপ করিবে। (চৈঃ ধঃ ৪০)

শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি—গূঢ় ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব,—একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া না পড়িলে বোধগম্য হয় না। আহারাদির পর শয়ন করিয়া উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠের ন্যায় এই সকল প্রবন্ধ পাঠ করিলে হইবে না। এই সকল শিক্ষাই বেদ-বেদান্ত-শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব;—শ্রদ্ধা-সহকারে বিশেষ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক, অন্যান্য সাধুদিগের সহিত সমালোচনাপূর্ব্বক ধীরে-ধীরে পাঠ করিলেই এইসকল তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। (শ্রীমঃ শিঃ)॥ শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-সার "দশমূলরূপে" ব্যক্ত হইয়াছে। অচিন্ত্য-ভেদাভেদই ভক্তিসিদ্ধান্ত। ইহার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই—ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এবং (২) রসাভাস অর্থাৎ রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে; কিন্তু রস নয়। এই দুই প্রকার বস্তু হইতে বৈষ্ণবদিগের দূরে থাকা কর্ত্তব্য; কেন না, মায়াবাদাদি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্য গুনিতে শুনিতে জীবের পতন হয়, রসাভাস আলোচনা করিতে করিতে সহজিয়া বাউল ও জড়রসাসক্ত হইয়া পড়ে। এই দোষে যাহারা দূষিত, তাহাদের সঙ্গ নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ ম ১০।১১৩)॥ শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র প্রণবকেই মহাবাক্য বলিয়াছেন; তাহাতে যে অর্থ, তাহা উপনিষদ্‌গুলিতে জাজ্জ্বল্যমান আছে। উপনিষৎ যাহা শিক্ষা দেন, তাহা ব্যাসসূত্রে সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ব্যাসসূত্রের ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্মধন। এই ধর্ম্মধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণ-বিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে লুক্কায়িত হইয়াছে; তাহাতেই জীবের সংসার-দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য-ঘটনা-ক্রমে জীব যদি 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই কথাটি স্মরণ করেন, তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্য বিধান অবশ্যই করিবে। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন যে, যাঁহারা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজরস বর্ণন করেন বা শ্রবণ করেন, তাঁহারাই অচিরে পরভক্তিরূপ প্রেম লাভ ও জড়োদিত হৃদ্‌রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন—ইহাই মহাপ্রভুর চরম শিক্ষা। (চৈঃ শিঃ ১।৩)।

কতিপয় উপদেশ—"মনুষ্যদেহ—দুর্ল্লভ ইহার একদিনও যেন অপব্যয়িত না হয়। এই জগতে ধর্ম্মধনাপেক্ষা ধন নাই। শরীর—ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছে, কাল নাই। আমাদের পরম দয়াল প্রভু কৃপা করিয়া এই জগৎকে যে নাম ও প্রেমধন দিয়াছেন, তাহা সাধু-গুরুর নিকট সংগ্রহ করিবে। জগতের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত

ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই দুইখানি গ্রন্থ অমূল্য রত্ন। যত্ন করিয়া তাহা আলোচনা করিবে। লোককে বিদ্যা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। লোককে ভক্তিধন দান করিবে। নিষ্পাপ জীবনে ধর্ম্মের সহিত অর্থোপার্জ্জন করিয়া আপনাকে ও আপনার নিজজনকে প্রতিপালন করিবে; কিন্তু কোন সময়েই কৃষ্ণনাম ভুলিবে না। বৃথাকাল নষ্ট না করিয়া নিরন্তর নিষ্কপট ভক্তির সহিত হরিনাম কর। কোটি কোটি প্লেগ আসিয়াও তোমার কিছুই করিতে পারিবে না।" সঃ তোঃ ১০।২)।

"জগতে সকল-জীবের সম্মান করুন, সকল জীবের দুঃখ নিবারণের জন্য যত্ন করুন, সকল জীবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা করুন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের পরম অনুসরণীয় চরিত্র ও মহা সারগত উপদেশ কখনও ভুলিবেন না। (সঃ তোঃ ১১।৩)। জীবের সার্থকতা সম্বন্ধে—"কৃষ্ণ-নিত্য-দাস যার, শোক কভু নাহি তার, অনিত্য আসক্তি সর্ব্বনাশ। আসিয়াছ এ সংসারে, কৃষ্ণ ভজিবার তরে, নিত্যতত্ত্বে করহ বিলাস॥ (শোকশাতন)। "সংসার নির্ব্বাহ করি যাব আমি বৃন্দাবন, ঋণত্রয় শোধিবারে করিতেছি সুযতন, এ আশায় নাহি প্রয়োজন। এমন দুরাশা বশে, যা'বে প্রাণ অবশেষে, না হইবে দীনবন্ধু-চরণ-সেবন। যদি সুমঙ্গল চাও, সদা কৃষ্ণনাম গাও, গৃহে থাক, বনে থাক, ইথে তর্ক অকারণ।।" তোমার পরমায়ুর দিবস অধিক নাই; যে কয়েকদিন আছে, তাহাও নানা বিঘ্নে পরিপূর্ণ। অতএব, ভাই, বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত এই ভাগবতীয় রস পান করিতে থাক।—সিদ্ধপ্রেমরস মধুরিমা॥ "বৈষ্ণবের পরিচয়, আবশ্যক নাহি হয়, আড়ম্বরে কভু নাহি যাও। বিনোদের নিবেদন, রাধাকৃষ্ণ গুণগণ, 'ফুকারি ফুকারি' সদা গাও॥ ফোঁটা দীক্ষা মালা ধরি', ধূর্ত্ত করে সুচাতুরী, তাই তাহে' তোমার বিরাগ। মহাজন-পথে দোষ দেখিয়া তোমার রোষ, পথ প্রতি ছাড় অনুরাগ॥ এখন দেখহ ভাই, স্বর্ণ ছাড়ি লৈলে ছাই, ইহকাল পরকাল যায়। 'কপট' বলিল সবে, ভকতি বা পেলে কবে, দেহান্তে বা কি হ'বে উপায়॥" "যদি চাহ নিত্যানন্দ-প্রবাহ সেবিতে অবিরত, গুরুপদাশ্রয় কর জীব। নীরস ভজন সমুদয় পরিহরি' ব্রহ্মচিন্তা আদি যত, সদা সাধ রতি, কুসুমিত বৃন্দাবনে শ্রীরাসমণ্ডলে। পুরুষত্ব অহঙ্কার নিতান্ত দুর্ব্বল তব। তুমি শুদ্ধ জীব! আস্বাদ্য স্বজন, শ্রীরাধার নিত্যসখী! পরানন্দ রস অনুভবি'। মায়াভোগে তোমার পতন!" (কঃ কঃ)। বেদান্তশাস্ত্র ও রসশাস্ত্রের ন্যায় যত্ন-সহকারে সদ্‌গুরুর নিকট শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মহাগ্রন্থ পাঠ করিতে হয়। (অঃ প্রঃ ভাঃ)। যে গ্রন্থ পাঠ করিবেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাঠ করিবেন, নতুবা কেবল নিরর্থক বাদপরায়ণ হইয়া অবশেষে তার্কিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবেন। (চৈঃ শিঃ)। কেবল পুঁথির আলোচনায় আবদ্ধ থাকিবেন না; সাধুবৈষ্ণবের চরণাশ্রয়ে সাধন, ভাবভক্তি ও প্রেম—এই সকল তত্ত্বের যথাযথ পার্থক্য অনুভব করিবেন। বৈষ্ণবধর্ম্ম পুঁথিগত তত্ত্ব নয়। "নির্গ্রন্থ" শব্দদ্বারা শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবদিগকে গ্রন্থাতীত বলিয়াছেন; অতএব বৈষ্ণবতত্ত্ব—একটি রহস্য। (সঃ তোঃ ৬।২)।

সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন যে, এ কালটি কলিকাল। যিনি শুদ্ধভক্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন. কলি তাঁহার তৎকার্য্যে বাধা দিবার জন্য অনেক কুপন্থা সৃষ্টি করে। মহাপ্রভুর চরিত্র ও উপদেশানুসারে যাহা করিবেন, তাহাতে কলির অধিকার নাই, (সঃ তোঃ ৬।১)। তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসদ্‌বাক্যি বঞ্চিতই করুক, হিংসা, তাড়না, আবদ্ধ, সম্পত্তি হরণ, থুৎকার, শরীরে মূত্রত্যাগ করুক এবং অজ্ঞব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ়রূপে শ্রেয়স্কাম হও এবং মনকে ভক্ত্যাশ্রিতা বুদ্ধির দ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। করুণাময় মহাপ্রভুর কৃপায় অবিলম্বে সমস্ত সামাজিক অমঙ্গল দূরীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অকৃত্রিমরূপে সেই মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলে আর কোন বিষয়ে চিন্তা থাকিবে না। (সঃ তোঃ ২।৭)। "স্বীয়-স্বীয়-অধিকারে স্থির থাকিতে পারিলেই জীবের ক্রমোন্নতি হয় এবং অধিকারচ্যুত হইলেই পতন হয়।" "যতদিন ভক্তিবিপরীত বাসনা বিদূরিত না হয়, ততদিন তাহাদিগকে যত সদুপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহা সমস্তই

তাহাদিগের কর্ণ-পথ হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, হৃদয়ে প্রবেশ করিবে না। অতএব তোমরা যত ভক্তিধর্ম্ম প্রচার কর না কেন, যত ভক্তিকথা আলোচনা কর না কেন, তাহাদের নিজ-কর্ম্মদোষে কোন সুফল প্রদান করিতে পারিবে না। সুতরাং তোমাদিগের বক্তৃতা বা আলোচনায় কিছুই ফল হইবে না। দুর্গতজীবের কল্যাণকামী হইয়া তোমরা অনুক্ষণ শ্রীনাম-মহিমা কীর্ত্তন কর। সেই নাম-মহিমার শ্রবণে তাহাদিগের যে সুকৃতি সমুদিত হইবে—নামের মাহাত্ম্যে যে বিশ্বাসের সঞ্চার হইবে, তাহারই ফলে নামের কৃপাক্রমে জন্ম-জন্মান্তরে তাহাদিগের শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে নিষ্কপট শ্রদ্ধা হইবে। (সঃ তোঃ ১৫ ১)।

নৈরপেক্ষ্যাদি গুণসকলের নামই—'শ্রী'; সুখ-দুঃখ বিনাশের নামই—'সুখ'; কামসুখাপেক্ষার নামই—'দুঃখ', ; বন্ধমোক্ষবিদ্ ব্যক্তিই—'পণ্ডিত'; যাঁহার দেহাদিতে অহং-বুদ্ধি, তিনিই 'মূর্খ'; শ্রীকৃষ্ণের নিগম বা আজ্ঞাই—'পন্থা'; চিত্তবিক্ষেপই—'উৎপথ', ; সত্ত্বগুণোদয়ই—'স্বর্গ'; তমো-গুণ-বৃদ্ধির নামই—'নরক'; শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র—বন্ধু ও গুরু; মনুষ্য-শরীরই—গৃহ'; গুণাঢ্য ব্যক্তিই—'আঢ্য'; অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই—'দরিদ্র'; অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই—'কৃপণ'; যিনি গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত-গুণসমূহে অনাসক্ত, তিনিই—'ঈশ'; যিনি প্রাকৃত গুণসঙ্গী, তিনি—অনীশ (শ্রীভাঃ মঃ মাঃ ১।৪৪-৪৭)।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎকার হইলে ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার হইয়া বিষয়ের প্রতিবিম্ব অন্তঃপুরে প্রবেশ করে। তথায় কোন একটী অন্তরেন্দ্রিয় ঐ প্রতিবিম্বকে স্থান দান করিয়া যত্নপূর্ব্বক রাখে; এই বৃত্তিকে 'ধারণা' বলা যায়। পরে ঐ অন্তরেন্দ্রিয়ের কোন দুইটি বৃত্তির দ্বারা ধৃত ভাব-নিচয়ের অনুকল্প ও বিকল্প-সাধনার দ্বারা কল্পিত পদার্থ-সকলের অনুভূতি হয়। সেই অন্তরেন্দ্রিয় ঐ সমস্ত পদার্থের উপর স্বীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করত ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার করিতে থাকে; ঐ বিচারকে 'যুক্তি' কহা যায়। এই সমুদয় প্রক্রিয়ার বিশেষ বিচার করিলে ইহাকে ইন্দ্রিয়-মূলক বলা যায় (তঃ সূঃ ১৬ সূঃ)।

অপক্ক চিকিৎসক যেরূপ অযথা ঔষধ-প্রয়োগের দ্বারা সমস্ত শারীরিক পীড়া নিবৃত্তি করিতে প্রতিজ্ঞা করেন, সেইরূপ আমাদের নব্য জড়বিৎ পণ্ডিতাভিমানিগণ জৈব-জীবনের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব সিদ্ধান্ত করিবার অভিপ্রায়ে ক্ষুদ্র জড়বাদান্তর্গত বিধিসকল প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রমাদ-জনিত ক্লেশ না বুঝিয়া অমূলক স্বপ্নবৎ বিদ্যার উপর বিশ্বাস করিয়া সকল বিষয়েরই তথ্য অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। (সঃ তোঃ ৭।৭)। "অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যসমূহ বিচার করিবার বিষয় নয়,—আস্বাদন করিবার বিষয়। যাঁহাদের হৃদয়ে সেই অপূর্ব্ব আস্বাদন উদিত হয় নাই, তাঁহারা কেবল কথায় অপ্রাকৃত তত্ত্ব বলিয়া থাকেন, তাহা যে কি, তাহা বুঝিতে পারেন না। (সঃ তো ৬।২)। স্বরূপ-সিদ্ধিকালে মহাজনগণ এবং কৃপা-দর্শন-সময়ে ব্রহ্মাদি দেবগণ কখনও কখনও দর্শনানুসারে স্তবাদিতে ভগবানের বর্ণনা করেন, কিন্তু তাঁহাদের বাক্যাভাবে তাহা সংক্ষিপ্ত হয় এবং নিম্নাধিকারিগণের পক্ষে অস্ফুটরূপে তাহা প্রকাশ পায়। সে-সকল বিচারে ভক্তের প্রয়োজন নাই। (জৈঃ ধঃ ৪০)। "অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা প্রায়ই লোকে ধরিতে পারেন না; অপ্রাকৃত বস্তুর জ্ঞানাভাবই ইহার কারণ।' "জড়ীয় ত্রিগুণ ও ত্রিকালগত পরিচ্ছেদই—'ত্রিশূল'। (ব্রঃ সঃ ৫।৫)

শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বকৌশল-দর্শনের নামই—চিত্রপট-দর্শন। মায়িক বিশ্বটি চিদ্বিশ্বের হেয় প্রতিভাত ছবি—ইহা যাহার বোধগম্য হইল, তিনি চিত্রপট দর্শন করিয়াছেন, বলা যায় (কৃঃ সং ৯।১৭)। জড়-কর্ত্তৃক অথবা শুষ্ক চৈতন্য-কর্ত্তৃক যদি সৃষ্টি হইত, তাহাতে এরূপ বিচিত্রতা দেখা যাইত না। ইন্দ্রিয়-সকলের সহিত বিষয়-সকলের অচিন্ত্য সম্বন্ধ, শারীরিক অভাবানুযায়ী পদার্থের ব্যবস্থা, জল-স্থল-বিভাগের দ্বারা মানবজাতির বাস-স্থানের সমৃদ্ধি, গ্রহ-নক্ষত্র ও তারাগণের কার্য্য বিভাগের দ্বারা সৌরজগতের সৌন্দর্য্য ও কার্য্যোপযোগিতা, ঋতুদিগের নিয়ম-সংস্থাপনের দ্বারা কালাকাল-নিরূপণ এবং মানব-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা বদ্ধাবস্থার অভাব-পূরণ প্রভৃতি অপূর্ব্ব কার্য্য-সকল

কি শুষ্ক চৈতন্য হইতে উদিত হইতে পারে? পরমেশ্বরের বিলাস-ভাব স্বীকার না করিলে কখনই সন্তোষকর সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। (তঃ সূ ৬)।

ঈশ্বর-বিশ্বাস মানব-জাতির একটি সাধারন ধর্ম্ম। অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস-সেবনের দ্বারা কালাতিপাত করিলেও সূর্য্য ও চন্দ্র, বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত-সকল, তথা বড় বড় নদ-নদী এবং প্রকাণ্ড তরু-সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করে। (চৈঃ শিঃ ১।১) ॥ "জগতে যতপ্রকার ভক্তি-পোষক ধর্ম্ম আছে, সে-সমুদয় ধর্ম্মে কিয়ৎপরিমাণে বৈষ্ণবতত্ত্ব লক্ষিত হইবে।" "চার্ব্বাকাদি অতি পাষণ্ড ব্যক্তিও হিন্দু, কিন্তু বৈষ্ণব নহেন। আমরা বৈষ্ণব হিন্দু, কেবল হিন্দু নই অর্থাৎ আমাদের সমাজ হিন্দু, কিন্তু আমাদের ধর্ম্ম—বৈষ্ণব ; তদ্রূপ হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি পূজনীয় পুরুষগণ 'হিন্দু' নহেন, কিন্তু সর্ব্বলোক নমস্কৃত 'বৈষ্ণব'। বেদশাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সর্ব্বজাতিকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া উপদেশ করেন। (সঃ তোঃ) ॥ বৈষ্ণবতত্ত্বে সূক্ষ্মবুদ্ধির নিতান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া অখণ্ড বৈষ্ণবতত্ত্বকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা স্থূলবুদ্ধি। বৈষ্ণবধর্ম্ম অনন্ত-উন্নত-গর্ভ থাকায় যাঁহারা বৈধকাণ্ডে আবদ্ধ থাকিয়া রাগতত্ত্বের অনুভব করিতে যত্ন না পান, তাঁহারা সামান্য কর্ম্মকাণ্ডপ্রিয় জনগণের তুল্য হইয়া পড়েন। (--কৃঃ সং ৮।২০) "শাস্ত্রসমূহের দুইপ্রকার বিষয়—'উদ্দিষ্ট' ও 'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়। যে-বিষয়টী যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার 'উদ্দিষ্ট' বিষয় ; আর যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট-বিষয়কে লক্ষ্য করা হয়, সেই বিষয়ের নাম 'নির্দ্দিষ্ট' বিষয়। (গীঃ—রঃ রঃ ভাঃ ২।৪৫) ॥ বৈধ ব্যবস্থাপক যদি রাগানুগের জন্য ব্যবস্থা করিতে যায়, তাহা হইলে 'কামারের দই পাতা'র ন্যায় তাঁহার ব্যবস্থা কখনও ভাল হইবে না। কোন রাগানুগ ভক্ত বৈধদিগের অনুষ্ঠেয় কোন বিধির নিন্দা করিলে যেরূপ অবিচার হয়, অনুরাগীর সম্বন্ধে মন্ত্রাচার্য্যের বিধি নির্ম্মাণ করাও সেইরূপ অনধিকার-চর্চ্চা হইয়া উঠে। (সঃ তোঃ ৪।১)।

সত্যের প্রতিরোধ করা সহজ নয়। যাঁহারা সত্যের প্রতিরোধে কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহারা মিথ্যার আশ্রয়ে থাকিয়াও অতি শীঘ্র কালগ্রাসে পতিত হন। মিথ্যার আশ্রয়—নিতান্ত মিথ্যা। এই জগত প্রপঞ্চময় ; এখানে যতদূর সত্যস্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের জয় হয়, ততদূরই মায়াজনিত মিথ্যা বিদূরিত হয়। আবার, ইহাও দেখা গিয়াছে যে, যেখানে সত্যের উন্নতির যত্ন হইতে থাকে, মিথ্যা আসিয়া সেখানে অগ্রসর হয় এবং সত্যের প্রতিরোধে নানাপ্রকার দুষ্ট আচরণ করিয়া থাকে,—ইহাও ভগবানের ইচ্ছা ; কেন না, বিপরীত বস্তুর ক্রিয়ার উদয় না হইলে যথার্থ তত্ত্ববল লাভ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার না আসিলে আলোকের আদর জানা যায় না ; তদ্রূপ মিথ্যাশ্রিত ব্যক্তি-গণের উদ্যম না হইলে সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের জয় ও সুখলাভ হয় না। (সঃ তোঃ ৮।১)

আজকাল কতকগুলি লোকের এমত একটী বদ্ধমূল বিশ্বাস হইয়াছে যে, মৎস্য-মাংস ভোজন না করিলে বহুদিন পর্য্যন্ত নর-শরীরের বল ও ইন্দ্রিয়-শক্তি থাকে না। বিলাতী ডাক্তার দিগের পরামর্শ, মৎস্য-মাংস-ভোজীদিগের প্রবৃত্তি এবং নানাবিধ বৈদেশিক কুসংস্কার হইতে ঐ বিশ্বাসটি জন্ম লাভ করিয়াছে। বিশেষতঃ অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র ব্যক্তিগণ ভোগলালসা-প্রযুক্ত ঐ মতের নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া অস্মদ্দেশীয় যুবকবৃন্দের মৎস্য-মাংস-ভোজনের প্রবৃত্তিকে উত্তেজন করেন। তাহাতে ফল এই হইতেছে যে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে আর্য্য-সন্তানগণ পৈতৃক খাদ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিজাতীয় দ্রব্য-সকল আহার করত ক্রমশঃ হীনবল ও বিগত-বীর্য্য হইতেছেন। (সঃ তোঃ ২।৮)। যাহা স্বাভাবিক, তাহাই স্বার্থ ; যেহেতু 'স্বভাব' শব্দে স্বীয় অর্থকে বুঝায়। স্বার্থই—স্বভাব ; নিঃস্বার্থ-নিতান্ত অস্বাভাবিক। (তঃ বিঃ ১ অ ৯।১২) ॥ বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহত্যাগ হয়, সুতরাং বিষয়ত্যাগ—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূপই হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না। (সঃ তোঃ ১০।৯)

গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে, এরূপ নয় ; কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমানসূচক ব্যবহারের দ্বারা

তাঁহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশও করিবে না। মিষ্টবচন, নম্রতা, উপযুক্ত-সময়ে বিনয়পূর্ণ বিচারের দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে। (চৈঃ শিঃ ২।২)॥ স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধ দৈহিক। দেহের নাশ হইলে পরস্পরের প্রেম আর কোথায় থাকিবে? এক আত্মা স্ত্রী এবং অপর আত্মা পুরুষ—এরূপ নিত্যভাবে আছে, এমত বোধ হয় না, যেহেতু স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব কেবল শরীরগত ভেদ মাত্র, আত্মগত নয়। সেস্থলে মরণ পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষের প্রেম থাকিতে পারে। যদি বৈদান্তিকদিগের ন্যায় জন্মান্তরবাদ ও স্বর্গবাদ স্বীকার করা যায় এবং সেই অবস্থায় ঐ আকৃত্রিম প্রেমের চরিতার্থতা লাভ হয়, এরূপ বিশ্বাস করাও যায়, তথাপি সম্পূর্ণ মোক্ষাবস্থায় স্ত্রী-পুরুষের প্রেম অবস্থিতি করিতে পারে না। (প্রেঃ প্রঃ ৯)॥ সুখ-দুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, তাহার নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তিদ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও দ্বেষ খর্ব্ব করিবার বিধানও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেক প্রকার যথা,—রাজনীতি, দণ্ডনীতি, বণিক্-নীতি, প্রয়োজনবিজ্ঞান, শ্রমবিভাগ, শারীর-নীতি, সংসার-নীতি, জীবন-নীতি, ভাবসাধন ইত্যাদি। কেবল নৈতিক জ্ঞানে পরলোক-জ্ঞান বা ঈশ-জ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক-জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া উহাকে নিশ্চয়-জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব-প্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞান দ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে নাম-মাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশঃ বা অযশঃ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই এবং আশাও নাই। (চৈঃ শিঃ ৫।৩)॥ নিজ-দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ,—নিষ্ঠালাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্য দেশে সেইরূপ বিবাদজনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়; তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না। (চৈঃ শিঃ ১।১)॥

জ্ঞানিগণের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ—ভাই! অগ্রসর হও, চিন্মাত্র-প্রতিভা ভেদ করিয়া চিদ্ধামে প্রবেশ কর, তথায় পরব্রহ্ম ও তদীয় চিদ্বিলাস দেখিতে পাইবে, তখন অখণ্ড ব্রহ্মরস কি বস্তু, তাহার আস্বাদন পাইবে, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় আত্মার অপগতি আর করিবে না। (চৈঃ শিঃ ৬।৩)।

সর্ব্বজীব প্রতি—হে ভ্রাতৃবর্গ! নিরপেক্ষতা বিষয়-সম্বন্ধেই থাকুক, ভগবৎ-সম্বন্ধে উহাকে চিত্ত হইতে দূর কর। ভগবানের নিত্যলীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিত্য স্বরূপ লাভ কর। সাধনভক্তিদ্বারা ভাবভক্তি ও তদ্দ্বারা নির্গুণ প্রেমভক্তি লাভ কর; ঈশ্বর বা পরমাত্মাদি সাম্বন্ধিক স্বরূপ অতিক্রম করতঃ নিত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে প্রীতিসূত্রে লাভ কর। (সঃ তোঃ ২।৬)।

রাগানুগ সাধকগণের ভগবদনুশীলন প্রকার ভেদ

প্রকার	বিবরণ
১। চিদ্গত অনুশীলন	(১) প্রীতি ও (২) সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনানুভূতি
২। মনোগত অনুশীলন	(১) স্মরণ, (২) ধারণা, (৩) ধ্যান, (৪) ধ্রুবানুস্মৃতি বা নিদিধ্যাসন, (৫) সমাধি, (৬) সম্বন্ধতত্ত্ব-বিচার, (৭) অনুতাপ (৮) যম ও (৯) চিত্তশুদ্ধি
৩। দেহগত অনুশীলন	(১) নিয়ম, (২) পরিচর্য্যা, (৩) ভগবদ্ভাগবতের দর্শন-স্পর্শন, (৪) বন্দন, (৫) শ্রবণ, (৬) হৃষীকার্পণ, (৭) সাত্ত্বিক বিকার ও (৮) ভগবদ্দাস্যভাব।
৪। বাগ্‌গত অনুশীলন	(১) স্তুতি, (২) পাঠ, (৩) কীর্ত্তন, (৪) অধ্যাপন, (৫) প্রার্থনা, ও (৬) প্রচার।

প্রকার	বিবরণ
৫। সম্বন্ধগত অনুশীলন	(১) শান্ত (২) দাস্য, (৩) সখ্য, (৪) বাৎসল্য ও (৫) কান্ত ; সম্বন্ধগত প্রবৃত্তি দুই প্রকার—ভগবদ্‌গত ও ভগবজ্জনগত প্রবৃত্তি।
৬। সমাজগত অনুশীলন	১। বর্ণ—মানবগণের স্বভাবানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং উহাদের ধর্ম্ম, পদ ও বার্ত্তা-বিভাগ। (২) আশ্রম—মানবগণের অবস্থান অনুসারে সাংসারিক অবস্থা বিভাগ—গৃহস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। (৩) সভা, (৪) সাধারণ উৎসবসমূহ ও (৫) যজ্ঞাদি কর্ম্ম।
৭। বিষয়গত অনুশীলন	চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ভগবদ্ভাববিস্তারক নিদর্শন (অদৃশ্যকাল-বিজ্ঞাপক ঘটিকা-যন্ত্রবৎ)—(১) চক্ষুর বিষয় —শ্রীমূর্ত্তি, মন্দির, গ্রন্থ, তীর্থ, যাত্রা ও মহোৎসবাদি। (২) কর্ণের বিষয়—গ্রন্থ, গীত, বক্তৃতা ও কথা ইত্যাদি। (৩) নাসিকার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত তুলসী, পুষ্প, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধ দ্রব্য। (৪) রসনার বিষয়—ভগবন্নিবেদিত সুখাদ্য, সুপেয়-গ্রহণ-সঙ্কল্প ও কীর্ত্তন। (৫) স্পর্শের বিষয়,—তীর্থবায়ু, পবিত্রজল, বৈষ্ণব শরীর, কৃষ্ণার্পিত কোমল শয্যা, ভগবৎসম্বন্ধি সংসার-সমৃদ্ধিমূলক সতী সঙ্গিনী-সঙ্গাদি। (৬) কাল—হরিবাসর ও পর্ব্বদিন ইত্যাদি (৭) দেশ—বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, পুরুষোত্তম ও নৈমিষারণ্য প্রভৃতি। (কৃঃ সং উপসংহার)

রাগানুগ ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয় তাহাদের ভগবদনুশীলনের প্রকার ও ভেদ প্রদর্শিত হইল। রাগাত্মিকা ভক্তিতে যাঁহাদের লোভ হয়, তাঁহারা ব্রজজনের কার্য্যানুসারে সাধকরূপে বাহ্য ও সিদ্ধরূপে অভ্যন্তর সেবা করিবেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ মঃ ২২।১৫৪)

বিলাপকুসুমাঞ্জলিতে যেরূপ 'সেবার ব্যবস্থা' আছে, সেইরূপ 'সেবা' করিবে এবং 'ব্রজবিলাস'-স্তোত্রে যেরূপ 'ব্যবহার' লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ পরস্পর ব্যবহার করিবে ; বিশাখানন্দাদি-স্তোত্রে যেরূপ 'লীলাদি' বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপ 'লীলাচেষ্টা অষ্টকালীয় লীলার মধ্যে দর্শন করিবে ; 'মনঃশিক্ষায়' যে পদ্ধতি দিয়াছেন, সেই পদ্ধতিক্রমে চিত্তকে কৃষ্ণলীলায় মগ্ন করিবে এবং 'স্বনিয়মে' যে ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ নিয়মের দৃঢ়তা করিবে।

শ্রীঅর্থপঞ্চক—(শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিত) শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীলোকাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংসারিজীবের তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির জন্য এই অর্থপঞ্চক নিতান্ত আবশ্যক। স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ উপায়স্বরূপ ও বিরোধীস্বরূপ রূপ পাঁচটী অর্থের জ্ঞান ও তদ্বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ
জীবের স্ব-স্বরূপ	ঈশ্বরের পরস্বরূপ	পুরুষার্থস্বরূপ	উপায়স্বরূপ	বিরোধী স্বরূপ
১। নিত্য	১। পর	১। ধর্ম্ম	১। কর্ম্ম	১। স্বরূপবিরোধী
২। মুক্ত	২। ব্যূহ	২। অর্থ	২। জ্ঞান	২। পরতত্ত্ববিরোধী
৩। বদ্ধ	৩। বিভব	৩। কাম	৩। ভক্তি	৩। পুরুষার্থবিরোধী
৪। কেবল	৪। অন্তর্য্যামী	৪। আত্মানুভব	৪। প্রপত্তি	৪। উপায়বিরোধী
৫। মুমুক্ষু	৫। অর্চ্চাবতার	৫। ভগবদনুভব	৫। আচার্য্যাভিমান	৫। প্রাপ্যবিরোধী

ক, (১) নিত্যজীব ;—সর্ব্বদা সংসারসম্বন্ধদোষ রহিত, ভগবৎ আনুকূল্যমাত্র ভোগযুক্ত, বৈকুণ্ঠনাথের মন্ত্রণা-যোগ্য, ঈশ্বর নিয়োগ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার করণে সমর্থ, ঈশ্বরের সর্ব্বাবস্থায় কৈঙ্কর্য্যশীল বিশ্বক্‌সেনাদি অমরবৃন্দ।

ক-(২) মুক্তজীব ;—ভগবৎপ্রসাদে যাঁহাদের প্রকৃতিসম্বন্ধজনিত ক্লেশমল নিবৃত্তি হইয়াছে, ভগবদানন্দে উৎফুল্ল, স্তবপরায়ণ, সন্তোষানন্দ বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান মুনিগণ। ক-(৩) বদ্ধজীব—পাঞ্চভৌতিক অনিত্য সুখদুঃখানুভবী, আত্মদর্শনে স্পর্শনে অযোগ্য, অশুদ্ধ, অজ্ঞান, অন্যথাজ্ঞান ও বিপরীত জ্ঞানজনক দেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত, স্বদেহ পোষণে রত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিরুদ্ধ অসেব্য সেবা, ভূতহিংসা, পরদার পরদ্রব্যাপহরণ করতঃ সংসার বর্দ্ধক ভগবদ্বিমুখ চেতনগণ। ক-(৪) কেবল জীব ;—একক। ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া অন্যবস্তুর অভাবে আপনাকে আপনি ভক্ষণ পান করেন। যোগাদি বাসনাজ্জিত কৈবল্য প্রাপ্ত জীবই কেবল জীব। ক-(৫) মুমুক্ষু ;—মুমুক্ষু জীবসকল সংসার দাবাগ্নি তপ্ত হইয়া সংসার-দুঃখনিবৃত্তির জন্য জ্ঞানদ্বারা প্রকৃত আত্ম বিবেক লাভ করত প্রকৃতিকে দুঃখাশ্রয় হেয়পদার্থ সমূহ স্বরূপ, আত্মাকে প্রকৃতি হইতে পরতত্ত্ব স্বরূপ এবং স্বয়ং প্রকাশ, স্বতঃসুখী, নিত্য অপ্রাকৃত স্বরূপ জানেন। আনন্দময় পরমাত্ম-বিবেককে অশক্ততা বশতঃ প্রকৃতির অল্পরসে আপনাকে পূর্ব্বে দুঃখিত থাকা বোধ করেন। আত্মপ্রাপ্তি সাধক জ্ঞানযোগ নিষ্ঠাফল স্বরূপ আত্মানুভবই একমাত্র পুরুষার্থ-বোধে সিদ্ধ অপ্রাকৃত শরীর প্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই জগতে বর্ত্তমান থাকেন। মুমুক্ষুগণ উপাসক ও প্রপন্ন ভেদে দ্বিবিধ।

খ-(১) পরতত্ত্ব—পরশব্দে পরমেশ্বর। নিত্যবর্ত্তমান আদি জ্যোতিরূপ পরবাসুদেব। খ(২) ব্যূহতত্ত্ব,—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকর্ত্তা সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। খ(৩) ; 'বিভবতত্ত্ব, রামাদি অবতার। খ-(৪) অন্তর্য্যামিতত্ত্ব,—দুইপ্রকার। দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। বাসুদেব আমার প্রাণস্বরূপ এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীরসহিত বর্ত্তমান পরমসুন্দর নারায়ণ। খ, (৫) অর্চ্চাবতার ;—দাসগণের অভিমত নাম ও রূপ বিশিষ্ট উপাস্য মূর্ত্তি। সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্তপ্রায় ; পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায় ; স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বামিপ্রায় মন্দিরে বর্ত্তমান।

গ,-১,-ধর্ম্ম ;—প্রাণিরক্ষার একমাত্র উপায়রূপ বৃত্তির নাম ধর্ম্ম। গ, ২,-অর্থ;—বর্ণাশ্রমানুরূপ ধনধান্য সংগ্রহপূর্ব্বক দেবতা পিতৃ কর্ম্মে ও প্রাণিরক্ষা বিষয়ে উৎকৃষ্ট দেশকাল পাত্র বিচার পূর্ব্বক ধর্ম্মবৃদ্ধিতে ব্যয় করার নাম অর্থ। গ, ৩, কাম,—কাম দুই প্রকার, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। পিতৃ, মাতৃ, রত্ন, ধন, ধান্য, অন্ন, পানীয়, দারা, পুত্র, মিত্র, পশু, গৃহ, ক্ষেত্র, চন্দন, কুসুম, তাম্বুল, বস্ত্রাদি পদার্থে শব্দাদি বিষয়ানুভব জনিত সুখস্পৃহা। গ, ৪, আত্মানুভব,—দুঃখ নিবৃত্তিমাত্র অনুভব কেবলাত্মানুভব হয়। ইহাই এক প্রকার মোক্ষ। গ, ৫, ভগবদনুভব,—ভগবদনুভবই পরমপুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষানুভব। প্রারব্ধ-কর্ম্ম ও পুণ্য পাপনাশে, অস্তি, জায়তে, পরিণমতে, বিবর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি, তাপত্রয়াশ্রিত এই ছয় বিকার রহিত হইলে ভগবৎস্বরূপ আবরণপূর্ব্বক বিপরীত জ্ঞানোৎপাদক সংসারবর্দ্ধক স্থূলশরীর পরিত্যাগ করত সুষুম্নানাড়ী দ্বারে শিরঃ কপাল ভেদপূর্ব্বক নির্গত হইয়া সূক্ষ্মশরীরে অর্চ্চিরাদি মণ্ডলে প্রবেশপূর্ব্বক বিরজা স্নানে সূক্ষ্ম শরীর ও বাসনা রেণু দূরকরতঃ, সকল তাপ নিবর্ত্তক শ্রীবিগ্রহকরস্পর্শ লাভ করেন। তখন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ পঞ্চোপনিষন্ময়, জ্ঞানানন্দজনক ভগবদনুভবপর তেজোময় অপ্রাকৃত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কিরীটযুক্ত অমরগণমধ্যে মহামণিমণ্ডপে ভূ-শ্রীলীলা-সহিত বর্ত্তমান পরব্যোমনাথকে নিত্য অনুভবপূর্ব্বক তদীয় নিত্য-কৈঙ্কর্য্যে বর্ত্তমান থাকেন।

ঘ, ১, কর্ম্ম,—যজ্ঞ, দান, তপঃ, ধ্যান, সন্ধ্যাবন্দন, পঞ্চমহাযজ্ঞাদি, অগ্নিহোত্র, তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্রবাস, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ, পুণ্যনদীস্নান, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, ফলমূলাশন, শাস্ত্রাভ্যাস, ভগবৎ সমারাধন, জপ, তর্পণ, কায়শোষণ ও পাপনাশাদি কার্য্যে শব্দাদি বিষয় গ্রহণকে কর্ম্ম বলা যায়। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধিরূপ অষ্টাঙ্গযোগও কর্ম্মাঙ্গ। ঘ, ২, জ্ঞান,—আত্মতত্ত্বালোচনার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যোগের সহকারী ঐশ্বর্য্যের প্রধান স্থান হৃদয়-মণ্ডল ও আদিত্য মণ্ডলে বর্ত্তমান সর্ব্বেশ্বরকে লক্ষ্মী সহিত পদ্ম, শঙ্খ, চক্র, গদাধারীরূপে অনুভব। এই শেষোক্ত জ্ঞান ভক্তিযোগের সহকারী।

ঘ, ৩, ভক্তি,—তৈলধরার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভগবৎ স্মৃতি-বিস্তাররূপ অনুভবকে প্রীতিরূপে আনিবার যোগ্য-বৃত্তির নাম ভক্তি। ভক্তির স্বরূপ এই যে তাহা প্রারব্ধ কর্ম্ম নিবৃত্তি উপায়রূপ সাধ্য-সাধন অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মার সঙ্কোচ বিকাশ করিতে যোগ্য হয়। ঘ, ৪, প্রপত্তি;—ভক্তি উপায়স্বরূপ হইয়া ভগবদ্বিষয়ানুভবরূপ যে উপেয় ভাবকে উৎপন্ন করে তাহা প্রপত্তি। প্রপত্তি দুই প্রকার, আর্ত্তরূপপ্রপত্তি ও দৃপ্তরূপপ্রপত্তি। নির্হেতুক ভগবৎ প্রসাদে শাস্ত্রাভ্যাসে, আচার্য্যোপদেশক্রমে জ্ঞানোৎপত্তি হইলে ভগবদনুভব হয়। তখন ভগবদনুভবের বিপরীত দেহসম্বন্ধ, দেশসম্বন্ধ ইত্যাদি দুঃসহ হইয়া উঠিলে শ্রীবেঙ্কটনাথের গর্ভ-জন্ম-জরাদি-ব্যাধি-মরণাদি নিবর্ত্তকত্ব বিচারপূর্ব্বক গত্যন্তরশূন্য আমি দাস এই বাক্যের সহিত শ্রীবেঙ্কটনাথের শরণাগত হইয়া নমস্কার করত নিজ আর্ত্তি জ্ঞাপন পূর্ব্বক একান্ত অনুগত হওয়ার নাম আর্ত্তরূপ প্রপত্তি। দৃপ্ত প্রপত্তি যথা,—দৃপ্ত-প্রপন্ন পুরুষ স্বর্গ-নরকে বিরক্তিপূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তি মানসে আচার্য্যোপদেশক্রমে উপায় স্বীকারপূর্ব্বক বিপরীত প্রবৃত্তিনিবৃত্তিপূর্ব্বক বেদবিহিত বর্ণাশ্রমানুষ্ঠান বাচিক মানসিক ও কায়িক ভগবৎকৈঙ্কর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। ঈশ্বরের শেষিত্ব, নিয়ন্তৃত্ব, স্বামিত্ব, শরীরীত্ব, ব্যাপকত্ব, ধারকত্ব, রক্ষকত্ব, ভোক্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব, সম্পূর্ণত্ব, পূর্ণকামত্ব এবং নিজের শেষত্ব, নিয়াম্যত্ব, স্বত্ব, শরীরত্ব, ব্যাপ্যত্ব, ধার্য্যত্ব, রক্ষ্যত্ব, ভোগ্যত্ব; অজ্ঞত্ব, অশক্তত্ব, অপূর্ণত্ব অবগত হইয়া ঈশ্বরের কৃপানুসন্ধান করেন। ঘ, ৫, আচার্য্যাভিমান—আমি অশক্ত ও দীন এই বুদ্ধিতে উপযুক্ত ভাগবত আচার্য্যের নিকট আপনার দুঃখ জানাইয়া তাঁহার সহিত দৃঢ়সম্বন্ধে ভগবদ্ভজন করার নাম আচার্য্যাভিমান।

ঙ, ১, স্বরূপবিরোধী,—দেহাত্মাভিমান অর্থাৎ এই জড়দেহে-আত্মাভিমান, ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে না জানা এবং নিজের স্বতন্ত্রতা এই কয়টী স্বরূপবিরোধী। ঙ, ২, পরতত্ত্ববিরোধী—দেবতান্তরে পরত্বপ্রতিপত্তি, সমত্ব প্রতিপত্তি, ক্ষুদ্র দেবতাবিষয়ে শক্তি যোগ প্রতিপত্তি, অবতারে মনুষ্যত্ব প্রতিপত্তি, অর্চ্চাবতারে অশক্তিযোগ প্রতিপত্তি, এইগুলি পরতত্ত্ববিরোধী। ঙ, ৩, পুরুষার্থবিরোধী—ভগবৎকৈঙ্কর্য্যে অনিচ্ছা এবং ভুক্তি মুক্তিরূপ পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা এই দুইটী পুরুষার্থ-বিরোধী। ঙ, ৪, উপায়বিরোধী—উপায়ান্তরে প্রতিপত্তি ও উপায়ে লাঘব বুদ্ধি এবং উপেয়তত্ত্বে গৌরব এই তিনটী উপায়বিরোধী। ঙ, ৫, প্রাপ্তিবিরোধী,—প্রারব্ধ শরীরে দৃঢ় সম্বন্ধ, অনুতাপ-শূন্যগুরূপসত্তি, ভগবদপচার, ভাগবদপচার, গুরুতর অন্যোপচার প্রভৃতি প্রাপ্তিবিরোধী।

এই প্রকার অর্থপঞ্চকে জ্ঞানোৎপন্ন হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষসিদ্ধি পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমানুরূপ অশনাচ্ছাদন স্বীকার-পূর্ব্বক সকল পদার্থ ভগবন্নিবেদিত করিয়া প্রসাদ প্রতিপত্তি দ্বারা জীবনধারণ করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদক গুরুর নিকট তাঁহার অভিমত আচরণ করিবেন। ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা দৈন্য, আচার্য্যের নিকট নিজে অজ্ঞতা; বৈষ্ণবের নিকট স্বীয় পারতন্ত্র্য, সংসারীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিবেন। প্রাপ্যসাধনে অধ্যবসায়, বিরোধী বিষয়ে ভয়, ইতরবিষয়ে অরুচি, স্বদেহে অরুচি, স্বরূপজ্ঞান সংরক্ষণে আসক্তি করিবেন।

শ্রীমদ্‌গৌড়ীয় মতে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দাস্যরস বিচারে এই সমস্ত উপদেশই গ্রাহ্য। ঐশ্বর্য্যমিশ্র নারায়ণ-দাস্যরস ও মাধুর্য্যমূলক কৃষ্ণদাস্যরসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকেরা অবগত আছেন। কৃষ্ণদাস্য রসে ও এই অর্থপঞ্চকের উপদেশ সকল সামান্য ভাবান্তর করিয়া লইলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। এই দাস্যরসে বিশ্রম্ভ ভাব হইলে সখ্যরস হয়। তাহাতে আবার স্নেহযুক্ত হইলে বাৎসল্য হয়। সেইভাবে অসঙ্কোচ স্বাত্মনিবেদন জন্মিলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট মধুর ভাব হয়। সুতরাং শ্রীমদ্রামানুজস্বামীর সিদ্ধান্ত সমূহ আমাদের গৌড়ীয় প্রেমমন্দিরের ভিত্তি-স্বরূপ জানিয়া আমরা তাঁহাকে বারবার দণ্ডবৎ প্রণাম করি।

শ্রীলশ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভক্তি সন্দর্ভে ১৯৮ সংখ্যায় অর্থপঞ্চকের বিষয় বলিয়াছেন। তাহা গৌড়ীয় শ্রীরূপানুগ ভজন প্রয়াসীর জ্ঞাতব্য।

প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়তত্ত্ব বিচার

প্রয়োজনতত্ত্বলাভের জন্য যে অনুষ্ঠান করা যায়, তা'কে অভিধেয় বলা হয়। "বেদশাস্ত্র কহে—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'। "কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি'—প্রাপ্যের সাধন ॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৪) ॥ 'বেদশাস্ত্র' যা'কে শ্রুতি বলা হয়, সেই জিনিষটীতে "সম্বন্ধজ্ঞানে"র কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হ'য়েছে। শ্রুতিভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে "অভিধেয়ে"র কথা আলোচিত হ'য়েছে। মহাভারতাদি গ্রন্থ রচনা ক'র্‌বার পরও শ্রীব্যাসের যে অবসাদ ও শ্রীনারদের সেই অবসাদের কারণ-নির্দ্দেশ, তন্মধ্যে জানা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণের কথার সম্যক্ আলোচনার অভাবেই শ্রীব্যাসের ঐরকম অবস্থা হ'য়েছিল। অনেকে মনে ক'র্‌তে পারেন, ব্যাসদেব ত মহাভারতে ও অন্যান্য পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের কথা যথেষ্ট ব'লেছেন, তাঁর শ্রীকৃষ্ণকথা আলোচনার অভাব কিসে হ'ল ? মহাভারতের মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণের কথা আলোচিত হ'য়েছে, তা' নারায়ণের কথা—বিষ্ণুর কথা। মহাভারতে অভিধেয়-বিচারেরও সুষ্ঠুতা প্রকাশিত হয় নাই। অর্জ্জুনগীতায় সম্বন্ধজ্ঞানের কথা আছে; অভিধেয়ের প্ররোচনা মাত্র আছে, কিন্তু সম্যগ্‌ভাবে বর্ণনা নাই। তাই ভারতার্থ-বিনির্ণয়ের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার।

শ্রুতির অধিকাংশ বাক্যসমূহেই শান্তরসের কথা আছে। অশান্তভাব নষ্ট হ'য়ে গেলে এই শান্তরসের উদয় হয়। পারমার্থিক রাজ্যের প্রথম পথিকগণের পক্ষে এই শান্তরসই প্রথম পাঠ। শ্রুতির ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতে সেই সকল কথা আরও অধিক প্রস্ফুটিতরূপে বিবৃত হ'য়েছে। শ্রুতির কথাই বোধসৌকর্য্যার্থ কিঞ্চিৎ ভাষান্তরিত ও বিস্তৃত হ'য়ে বর্ণিত হ'য়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে।

সাধনভক্তি-পর্য্যায়ে শ্রদ্ধাই মূল; ভাবভক্তি-পর্য্যায়ে রতি ও প্রেমভক্তি-পর্য্যায়ে প্রীতি বা রসই মূল বিষয়। এখানে প্রপঞ্চে চিদ্রস পাওয়া যায় না। সাহিত্য-দর্পণাদি অলঙ্কার-গ্রন্থে যে রসের বিচার, তাহা জড়রসের কথা। যেখানে কুণ্ঠধর্ম্ম প্রবল, আমরা সেই দেশের অধিবাসী হ'য়ে প'ড়েছি ব'লে নিগমকল্পতরুর গলিতফলের আস্বাদ পাচ্ছি না। যাঁ'রা মনে করেন—শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা পরিত্যাগ ক'রে তাঁ'কে জীবকোটির অন্তর্গত বিচার ক'রেও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝা যায়, সেইরূপ চিন্ত্য-ভেদাভেদবাদিগণ কখনও নিগম-কল্পতরুর অপ্রাকৃত রসাস্বাদ ক'র্‌তে পারেন না। যা'রা আধ্যক্ষিক, তা'রা কৃষ্ণভোগী বা গৌরভোগী, তারা জড়সম্ভোগবাদী।

প্রয়োজনবোধের বিপরীত ভাবই অনর্থ। শ্রীরামানন্দরায়, শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু যে পথ গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন, শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যের চরিত্রে সেইরূপ আদর্শের অভিনয় নাই। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা পৃথগ্‌ভাবে বরণের অভিনয় ক'রেছেন। তিনি সাক্ষাৎ ঔদার্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সেবা ক'রেও জালিয়াকে কৃষ্ণ মনে ক'রে সেই ভ্রান্ত-কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য লালায়িত হ'য়েছিলেন। ব্রজে অবস্থান ক'রেও মকর-স্নানের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছিলেন; যে গৌরসুন্দর সাধুগণের অগ্রণী, রাধাকৃষ্ণ-অভিন্নতনু, তাঁর পাদপদ্মসেবার অভিনয় ক'রেও কর্ম্ম-মিশ্রা সেবার আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছিলেন। এই আদর্শের দ্বারা শ্রীমন্ মহাপ্রভু জানালেন—ভোগপরা বুদ্ধি বা কর্ম্মমিশ্র-বিচারে সেবা ক'রতে গেলে গৌরসুন্দরের সেবা হয় না। যে লোকের ভোগের দ্রব্য সংগ্রহ ক'রে দেয়, লোকের জিহ্বালাম্পট্যের প্রশ্রয় দান করে, সেইরূপ মৎস্যসংগ্রহকারী ধীবরকে কৃষ্ণজ্ঞানরূপ বিবর্ত্তবুদ্ধি—ইহাই আধ্যক্ষিকতা। জগতের লোক প্রকৃত কৃষ্ণ পরিত্যাগ ক'রে এরূপ কৃষ্ণ দেখ্‌বার জন্যই প্রমত্ত। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের আদর্শগ্রহণকারী ব্যক্তিগণ জড়চক্ষে কৃষ্ণদর্শন ও গুরুদর্শন ক'রবার জন্য ব্যস্ত এবং তারা অভক্ত হ'য়েও ভক্তখেতাব পাওয়ার জন্য ব্যগ্র। ভক্তিমান্ হওয়া এক জিনিষ, আর ভক্তব্রুব হওয়া আর এক জিনিষ। "য আত্মানং ভক্তং ব্রবীতি স এব ক্ত ব্রুবঃ।" অভক্তদিগকে ঘুষ দিলেই ভক্তব্রুব হওয়া যায়।

দশটাকা খরচ ক'র্‌লেই ক'লকাতা থেকে মথুরামণ্ডলে আস্‌তে পারি—এই বিচার বৈষ্ণবের বিচার নহে। মাথুরমণ্ডলকে দৃশ্য ও ভোগ্য বিশ্ব-জ্ঞান, মাথুরমণ্ডল দর্শন নহে। আমি ৪৮ সংস্কার-যুক্ত স্মার্ত্ত, আমি জগতের খুব প্রধান-ব্যক্তি—এরূপ বিচার জড়গুণান্তর্গত বিচার মাত্র। শ্যামানন্দ-কুলগৌরব গোপীবল্লভপুরের বিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামীজীর সন্দর্ভ ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ব'ল্‌তেন—যা'রা চামড়ার গৌরবে বৈষ্ণব-বিদ্বেষে নিযুক্ত, তা'রা চর্ম্মকারশ্রেণীর। সাধু তুলসীদাসজীও এরূপ কথা ব'লেছেন—"হরি না ভজে তো চারো চামার।"

যাঁ'রা 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' শ্লোক পর্য্যন্ত টিকেট কিনেছেন, তাঁ'দের অপ্রাকৃত দর্শন হয় নাই, তাঁ'দের কর্ম্মমার্গের বিচারই প্রবল। তার সঙ্গে ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আমেজ আছে মাত্র। যা'রা অহং-মমাপরাধে অপরাধী, তা'দের মুখে কখনও শুদ্ধ হরিনাম উচ্চারিত হ'তে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত শুন্‌ব না, কেবল আমার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ভাগবত-শ্রবণের যে অভিনয়, তাহা ভাগবত-শ্রবণ নয়। রসিকের নিকট হ'তে ভাগবত শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে—জড়রসিকের নিকট নয়। আর যদি অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তিযোগ বিহিত না হয়, তা'হ'লেও পণ্ডশ্রম হ'য়ে যাবে। আমরা কোথায় এসেছি?—শ্রীরাধাকুণ্ডে হরিভজনের আশা নিয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট উপস্থিত হ'য়েছি। কিন্তু উপনীত হওয়ার কার্য্য থেকে অন্যমনস্ক হ'য়ে যদি বিপথগামী হই, তা'হ'লে ভীষণ অমঙ্গল হ'বে। এজন্য শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মকে কিরূপভাবে বন্দনা ক'রেছেন, শ্রবণ করুন। "নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্। রাধাকুণ্ডং গিরিবর মহো! রাধিকা-মাধবাশাং প্রাপ্তো যস্য প্রথিত কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

আমাদের বড় আশা—শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-লাভ। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এই আশা সম্বর্দ্ধিত করেন। আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ কালোময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে প্রাণৈর্ব্রজে ন চ বরোরু বকারিণাপি॥" নামসেবা-দ্বারাই শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভ হয়। শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবালাভ ও নামসেবা পৃথক্ বস্তু নয়। নামসেবা কেবলমাত্র সাধন নয়—তাহা সাধ্য। আমাদের নামাপরাধ ক'র্‌তে হ'বে না, নামাভাসও আমাদের আদর্শ বা লক্ষ্য নয়। নামাভাসে মুক্তি হয়। মুক্তিস্পৃহা ভাগবতধর্ম্মের বিরোধী। "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং...ইত্যাদি (ভা ১।১।২)

কৃষ্ণকে ঘোড়া ক'র্‌ব,—পঞ্চোপাসকের এইবিচার কর্ম্ম জড়-স্মার্ত্তের দৌরাত্ম্য। ইহা কি প্রশমিত হ'বে না? যে সকল লোক স্মার্ত্তানুগত বা পঞ্চোপাসকের অনুগত হ'য়ে নিজ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন বা আপনাদিগকে পণ্ডিত মনে করেন, আপনাদিগকে ভাগবতব্যাখ্যাতা বলেন, তাঁ'রা কৃষ্ণকে ও ভাগবতকে ঘোড়া ক'র্‌তে চাহে। যে সকল কৃষ্ণভোগি-সম্প্রদায় হ'তে আমরা সহস্রযোজন দূরে অবস্থিত থাক্‌ব।

শ্রীরাধামাধবের সেবার আশা সকলের চেয়ে বড় আশা। সেই আশায় সফলতা লাভ ক'র্‌তে হ'লে কুণ্ডতীরে ভজন ছাড়া আর কিছুতেই হয় না। তাহা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন, শ্রীরূপের ভৃত্যসূত্রে শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুও জানিয়েছেন। যে গুরুপাদপদ্ম নামাভাস বা নামাপরাধ দেন না,—শ্রীনাম দেন, তিনিই প্রকৃত গুরুদেব; আর যে গুরু শ্রীনাম-ভজনেরই সর্ব্বসাধন-শ্রেষ্ঠত্ব বলেন না, যে গুরু নাম-ভজনের জন্য মন্ত্র দেন না, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে জানিয়ে দেন না, তাঁ'র দ্বিতীয় স্বরূপ স্বরূপদামোদরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দেন না, শ্রীরূপের অপ্রাকৃত পাদপদ্ম-সেবার অধিকার দেন না, অথচ 'গুরু' নামে পরিচিত হ'য়ে ঐরূপ লঘু-ক্রিয়া প্রকাশ করেন, সেইরূপ লঘু আচরণ-কারীর সঙ্গের দ্বারা আমাদের মঙ্গল হ'বে না।

গৌড়মণ্ডল সাধক বা প্রবর্ত্তক ভূমি মাত্র—এই কথা শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু বলেন না। ব্রজমণ্ডল ও গৌড়-মণ্ডলের অভিন্নতা দর্শনই ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা।

ভাগবতের বিচার পরিত্যাগ ক'র্‌লে সামান্য নৈয়ায়িক, পতঞ্জলি ঋষির কোন সামান্য শিষ্য, যে কোন ভাসা বৈদান্তিক, যে কোন প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নাস্তিকের নিকট পরাভূত হ'তে হ'বে। কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌ব—জীবনের শেষ দিন, শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ব'ল্‌ব। আমাদের গুরুদেবের কথা, পরমগুরুদেবের কথা, পরাৎপর গুরুদেবের কথা চিরদিনই ব'ল্‌ব। তা' হ'তে একচুলও ভ্রষ্ট হ'ব না। এতদ্ব্যতীত অপরের সঙ্গ ক'র্‌ব না। তাদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'ব না। যে কয়দিন বেঁচে থাকি, যেন সমগ্র বিশ্বের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী সহস্র মুখে কীর্ত্তন ক'র্‌তে পারি। গুরুবর্গ এই আশীর্ব্বাদ করুন। সমগ্র জগতের নিকট এই প্রার্থনা করি, শ্রীরাধামাধবের আশা যেন লাভ হয়। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের রেণু যদি লাভ হয়, তা' হ'লে জগতে আর কোন ধর্ম্ম থাক্‌তে পারে না। তা' হ'লে প্রাকৃত-সহজিয়াগিরি ছেড়ে যাবে। মায়াবাদ, নানাপ্রকার নাস্তিক্যবাদ, অধিক কি মুক্তির কামনা, এমন কি, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যপর বিচার পর্য্যন্ত শ্লথ হ'য়ে যাবে, শ্রীরাধামাধবের আশাই হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী হ'বে। কৃষ্ণনাম মুখ দিয়ে বেরোবে না, যে পর্য্যন্ত আমরা অন্যবিচারবিশিষ্ট থাক্‌ব।

যে বস্তু আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না, তদ্‌বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁহার সান্নিধ্য-প্রাপ্তি ও তাঁর সেবায় নিযুক্ত হওয়া এস্থান হ'তে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় (ঐহিক) শক্তি তাৎকার্য্যে (তৎপ্রাপ্তি চেষ্টায়) নিযুক্ত ক'র্‌লেও আমরা সফল-মনোরথ হ'ব না। কারণ আমরা সীমা-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান ক'র্‌তে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা ক'র্‌তে গেলেও সেই অধোক্ষজ বস্তুর কথা অক্ষজজ্ঞানগম্য হয় না। তা'ছাড়া আমরা রোগ শোকাদির দ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। ইহজগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আমাদের এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার ক'র্‌তে পারেন ; একমাত্র শ্রীহরির পরমপ্রিয় নিজজন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেন না।

যেহেতু আমি দেখ্‌ছি, "যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ"—সুর ও অসুরগণ যে দেবতার সন্ধান পান না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত চিত্তে যাঁকে দর্শন করেন, বেদ সকল সামগানে যাঁ'র অভ্যর্থনা করেন, ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দিব্য স্তবে যাঁ'র স্তুতি করেন, ক্ষুদ্র জীব আমার পক্ষে কি তাঁ'র অনুসন্ধান সম্ভব ? কিন্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় তাঁ'র প্রাপ্তি সম্ভাবনা হ'য়েছে। যে জিনিষটির কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, তাঁ'র সম্বন্ধে নাম, মন্ত্র প্রভৃতি এত গুলি ব্যাপার যাঁ'র কৃপায় পাচ্ছি, তাঁ'র উপাস্য কি ? তা'তে আমরা জানি—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমার্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিষয়ের মীমাংসা ক'রেছেন, তাঁ'র বিরোধী বিচার জগতে থাক্‌তে পারে না। জগতের অন্যান্য মতবাদ নানা বিবাদমান চিন্তাস্রোতের মধ্যে আবদ্ধ। চেতনের ভাব উন্মেষিত হ'লে যে বিষয় উদ্ভাসিত হয়, তা' আমরা শ্রীচৈতন্যের কৃপায় পেয়েছি। শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ কথা ভাগবত হ'তে সংগ্রহ ক'রেছেন ?—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ।" "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্"—শাস্ত্রে যত রকম নিয়োগ আছে, সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষ কথা—ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। যে কাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যে কাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার—'কর্ত্তাহহং' অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিযান ক'র্‌তে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হ'য়ে নানারূপ কল্পনা করি এবং তত্তদ্রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লভ্য হয়। সুতরাং এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। তিনি কোন লৌকিক বাদ-প্রতিবাদ করেন নাই, পরমার্থ ব্যতীত অন্য কথায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, জীবের পরম মঙ্গলের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন নাই। তিনি বলেন—"আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন।"—তিনি বলেন, সকল আরাধনার একমাত্র আরাধ্য বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। তা' মথুরেশ দ্বারকেশ বিচারে মাত্র আবদ্ধ নয়। তিনি ব্রজবাসীর উপাস্য—যাঁ'রা ব্রজে যেতে

পেরেছেন, তাঁ'দেরই উপাস্য। তাঁ'দের সেবা 'নেতি নেতি' বিচারে—স্বানুভবানন্দ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কুরূপে প্রতিষ্ঠিত কোন অনিত্য বিচারই গ্রহণীয় নহে। ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারাবলীর মূল আশ্রয় অর্থাৎ বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি বৈভবাবতার-সমূহ যাঁ'র অংশ-কলা, ইহাঁদের সকলের ভগবত্তা যাঁ' হ'তে, সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। বৃন্দাবনে তাঁ'র লীলার পরম চমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশ হ'য়েছে। যাঁ'রা সাধারণ কাব্যামোদী বা দর্শনামোদী, তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় আবদ্ধ না থেকে বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথের ক্রীড়াগুলি আমাদের আলোচ্য হ'ক। অগ্রজ বলদেব, শ্রীদামাদি সখাগণের সেবা-বিচার যাঁ'র প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবা-গ্রহাতিশয্য যাঁ'র জন্য, গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যামুনসৈকত-কদম্ব প্রভৃতিরও সেব্য যিনি, সেই নন্দনন্দনের ক্রীড়াগুলিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হ'ক। কৃষ্ণের লীলার অনুকূল মুকুন্দদয়িত বস্তুসকল আমাদের পরমপূজ্য হ'ক, প্রাকৃত তৃণ-গুল্ম-বিচারের হেয়ত্ব আমাদিগকে গ্রাস না করুক, বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের দ্রষ্টৃ-হিসাবে তাহাদের ভোগকর্ত্তা আমি,—এই প্রকার যে সকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ গ্রাস ক'রেছে, অহঙ্কার-বিমূঢ় ক'রে যে দুর্দ্দৈবে আবদ্ধ রেখেছে, তা' হ'তে পরিত্রাণ নিজ চেষ্টায় হয় না। কারণ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" ভগবান্ ও মায়া স্বতন্ত্র। ভগবান্ বাস্তব সত্য। মায়া নশ্বর-ধর্ম্মী। মায়ারচিত জগতের নশ্বর ধর্ম্ম বদ্ধজীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। "কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্। বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যে-দদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ লৌকিক দর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন দ্বারা জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে সেই সংগৃহীত জ্ঞানের উপর যে প্রত্যক্ষানুমান ও শব্দের বিচার করি, সে সবই আমাদের অমঙ্গলের হেতু। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম বজায় রেখে যে বেদানুশীলন, তা' অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাপরা চেতি॥' পরা ব্যতীত যে বিদ্যা, তা' ভোগ্য বিদ্যা—অপরা বিদ্যা। তা'তে বিমূঢ় হ'য়ে যে অমঙ্গল বরণ করি, তা' থেকে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। বিরিঞ্চি-লোক পর্য্যন্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। বিপশ্চিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে, এটা নশ্বর। বর্ত্তমান দৃশ্য জগতের—চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত মানবের চেষ্টাধীন যে সকল ব্যাপার, তা' প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে প্রতারিত করে—বিবর্ত্ত-গর্ত্তে ফেলে দেয়,—"তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ" বিচার অনুধাবন ক'র্‌লে জানা যায় যে আপাত দর্শন অনেকস্থলে বস্তুর প্রকৃত দর্শনে ব্যাঘাত করে। ভগবানের অনুগ্রহ না হ'লে প্রকৃত দর্শন হয় না। সুতরাং আমাদের বিচার করা আবশ্যক—আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়াক্ষেত্র—শ্রীধাম বৃন্দারণ্য সেই জিনিষটা কৃপা ক'রে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল। সেখানে সেব্য বিষয় এক, আর তাঁর পাঁচ প্রকার আশ্রয় জাতীয় সেবক। ইহ জগতে সেবা-বিমুখ হ'য়ে নিজে সেব্যভাবে বিরাজমান হেতু কর্ম্মাগ্রহিতা, কিন্তু তা'র মূল্য অন্ধকপর্দ্দক। কর্ত্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয় পরিচালনায় নানা দোষযুক্ত অবস্থা এসে আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যাঁদের করুণায় আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটে, তাঁ'দের করুণার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। পঞ্চপ্রকার সেবকের সর্ব্বক্ষণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তির নবনবায়মান সেবা ব্যতীত ইতর চেষ্টা নাই। পঞ্চরসরসিক ব্যতীত তাঁ'র সেবা আর কেউই বুঝেন না। এমন কি, স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব, যিনি সকল ব্যূহ, অবতার, অন্তর্য্যামী প্রভৃতির একমাত্র মালিক—মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত চতুর্ব্ব্যূহতত্ত্ব, কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-বারিতে অবস্থিত পুরুষাবতারত্রয় এবং মৎস্যাদি বৈভব-অবতার-সমূহ যাঁ'র অংশ, সেই বলদেব প্রভুরও সেব্য—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। যাঁ'র ভগবত্তা হ'তে অন্যের ভগবত্তা প্রকাশিত হয়, সেই মূল পদার্থ স্বয়ং ভগবান্‌ই আমাদের একমাত্র আরাধ্য হউন।

ভগবানের পঞ্চপ্রকার সেবকগণের মধ্যে "ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজবধূগণ যে সেবা ক'রেছেন, তা'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁদের মত সেবা আর কেউ করেন নাই। যেমন উদ্ধব ব'লেছেন—"আসামহো চরণরেণুজুষামহং

ভাগবতের বিচার পরিত্যাগ ক'র্‌লে সামান্য নৈয়ায়িক, পতঞ্জলি ঋষির কোন সামান্য শিষ্য, যে কোন ভাস্য বৈদান্তিক, যে কোন প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নাস্তিকের নিকট পরাভূত হ'তে হ'বে। কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতের কথাই পুনঃ পুনঃ ব'ল্‌ব—জীবনের শেষ দিন, শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ব'ল্‌ব। আমাদের গুরুদেবের কথা, পরমগুরুদেবের কথা, পরাৎপর গুরুদেবের কথা চিরদিনই ব'ল্‌ব। তা' হ'তে একচুলও ভ্রষ্ট হ'ব না। এতদ্ব্যতীত অপরের সঙ্গ ক'র্‌ব না। তাদের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হ'ব না। যে কয়দিন বেঁচে থাকি, যেন সমগ্র বিশ্বের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, শ্রীগৌর-সুন্দরের বাণী সহস্র মুখে কীর্ত্তন ক'র্‌তে পারি। গুরুবর্গ এই আশীর্ব্বাদ করুন। সমগ্র জগতের নিকট এই প্রার্থনা করি, শ্রীরাধামাধবের আশা যেন লাভ হয়। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর পাদপদ্মের রেণু যদি লাভ হয়, তা' হ'লে জগতে আর কোন ধর্ম্ম থাক্‌তে পারে না। তা' হ'লে প্রাকৃত-সহজিয়াগিরি ছেড়ে যাবে। মায়াবাদ, নানা-প্রকার নাস্তিক্যবাদ, অধিক কি মুক্তির কামনা, এমন কি, বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যপর বিচার পর্য্যন্ত শ্লথ হ'য়ে যাবে, শ্রীরাধামাধবের আশাই হৃদয়ের সম্রাজ্ঞী হ'বে। কৃষ্ণনাম মুখ দিয়ে বেরোবে না, যে পর্য্যন্ত আমরা অন্যবিচার-বিশিষ্ট থাক্‌ব।

যে বস্তু আমাদের বর্ত্তমান ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না, তদ্‌বিষয়ে জ্ঞানলাভ, তাঁহার সান্নিধ্য-প্রাপ্তি ও তাঁর সেবায় নিযুক্ত হওয়া এস্থান হ'তে কখনও সম্ভবপর হয় না। আমাদের যাবতীয় (ঐহিক) শক্তি তাৎকার্য্যে (তৎপ্রাপ্তি চেষ্টায়) নিযুক্ত ক'র্‌লেও আমরা সফল-মনোরথ হ'ব না। কারণ আমরা সীমা-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রজীব, অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের পথ অনুসন্ধান ক'র্‌তে পারি না। মঙ্গলের কথা নিজে নিজে আলোচনা ক'র্‌তে গেলেও সেই অধোক্ষজ বস্তুর কথা অক্ষজজ্ঞানগম্য হয় না। তা'ছাড়া আমরা রোগ শোকাদির দ্বারা প্রপীড়িত, পরাপেক্ষাযুক্ত। ইহজগতে অন্য কেহ নাই, যিনি আমাদের এ বিপদ্ হ'তে উদ্ধার ক'র্‌তে পারেন ; একমাত্র শ্রীহরির পরমপ্রিয় নিজ-জন ব্যতীত মঙ্গলের পরামর্শ আর কেউ দিতে পারেন না।

যেহেতু আমি দেখ্‌ছি, "যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণাঃ"—সুর ও অসুরগণ যে দেবতার সন্ধান পান না, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত চিত্তে যাঁ'কে দর্শন করেন, বেদ সকল সামগানে যাঁ'র অভ্যর্থনা করেন, ব্রহ্মা-বরুণ-ইন্দ্র-রুদ্র-মরুতাদি দিব্য স্তবে যাঁ'র স্তুতি করেন, ক্ষুদ্র জীব আমার পক্ষে কি তাঁ'র অনুসন্ধান সম্ভব ? কিন্তু শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় তাঁ'র প্রাপ্তি সম্ভাবনা হ'য়েছে। যে জিনিষটির কোন সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়, তাঁ'র সম্বন্ধে নাম, মন্ত্র প্রভৃতি এত গুলি ব্যাপার যাঁ'র কৃপায় পাচ্ছি, তাঁ'র উপাস্য কি ? তা'তে আমরা জানি—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমার্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীচৈতন্যদেব যে বিষয়ের মীমাংসা ক'রেছেন, তাঁ'র বিরোধী বিচার জগতে থাক্‌তে পারে না। জগতের অন্যান্য মতবাদ নানা বিবাদমান চিন্তাস্রোতের মধ্যে আবদ্ধ। চেতনের ভাব উন্মেষিত হ'লে যে বিষয় উদ্ভাসিত হয়, তা' আমরা শ্রীচৈতন্যের কৃপায় পেয়েছি। শ্রীচৈতন্যদেব কোন্ কথা ভাগবত হ'তে সংগ্রহ ক'রেছেন ?—"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ।" "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরাধ্যনং পরম্"—শাস্ত্রে যত রকম নিয়োগ আছে, সকল ব্যাপারের একমাত্র শেষ কথা— ভগবানের আরাধনা। ভগবান্ পূর্ণবস্তু। যে কাল পর্য্যন্ত আমরা অপূর্ণের দিকে আকৃষ্ট থাকি, যে কাল পর্য্যন্ত আত্মম্ভরিতা, অহঙ্কার—'কর্ত্তাহহং' অভিমান প্রবল থাকে, ততদিন পূর্ণের দিকে অভিযান ক'র্‌তে পারি না। আমরা ভ্রান্ত হ'য়ে নানারূপ কল্পনা করি এবং তত্তদ্রূপে আকৃষ্ট হওয়ায় অপূর্ণতারই ফল লভ্য হয়। সুতরাং এবিষয়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে নির্ভর করাই একমাত্র উপায়। তিনি কোন লৌকিক বাদ-প্রতিবাদ করেন নাই, পরমার্থ ব্যতীত অন্য কথায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, জীবের পরম মঙ্গলের কথা ব্যতীত অন্য কথা বলেন নাই। তিনি বলেন—"আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন।"—তিনি বলেন, সকল আরাধনার একমাত্র আরাধ্য বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন। তা' মথুরেশ দ্বারকেশ বিচারে মাত্র আবদ্ধ নয়। তিনি ব্রজবাসীর উপাস্য—যাঁ'রা ব্রজে যেতে

পেরেছেন, তাঁ'দেরই উপাস্য। তাঁ'দের সেবা 'নেতি নেতি' বিচারে—স্বানুভবানন্দ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত নয়। কুরূপে প্রতিষ্ঠিত কোন অনিত্য বিচারই গ্রহণীয় নহে। ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আরাধ্য। যিনি সকল অবতারাবলীর মূল আশ্রয় অর্থাৎ বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্যূহ, কারণার্ণবশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার এবং মৎস্যকূর্ম্মাদি বৈভবাবতার-সমূহ যাঁ'র অংশ-কলা, ইহাঁদের সকলের ভগবত্তা যাঁ' হ'তে, সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। বৃন্দাবনে তাঁ'র লীলার পরম চমৎকারিতা ও পূর্ণতা প্রকাশ হ'য়েছে। যাঁ'রা সাধারণ কাব্যামোদী বা দর্শনামোদী, তাঁদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টায় আবদ্ধ না থেকে বৃন্দাবনে শ্রীগোপীনাথের ক্রীড়াগুলি আমাদের আলোচ্য হ'ক। অগ্রজ বলদেব, শ্রীদামাদি সখাগণের সেবা-বিচার যাঁ'র প্রতি বিহিত, রক্তক-পত্রক-চিত্রকাদির সেবা-গ্রহাতিশয্য যাঁ'র জন্য, গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যামুনসৈকত-কদম্ব প্রভৃতিরও সেব্য যিনি, সেই নন্দনন্দনের ক্রীড়াগুলিই আমাদের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হ'ক। কৃষ্ণের লীলার অনুকূল মুকুন্দদয়িত বস্তুসকল আমাদের পরমপূজ্য হ'ক, প্রাকৃত তৃণ-গুল্ম-বিচারের হেয়ত্ব আমাদিগকে গ্রাস না করুক, বহির্জ্জগতের বস্তুদর্শনের দ্রষ্টৃ-হিসাবে তাহাদের ভোগকর্ত্তা আমি,—এই প্রকার যে সকল চেষ্টা আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ গ্রাস ক'রেছে, অহঙ্কার-বিমূঢ় ক'রে যে দুর্দ্দৈবে আবদ্ধ রেখেছে, তা' হ'তে পরিত্রাণ নিজ চেষ্টায় হয় না। কারণ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।" ভগবান্ ও মায়া স্বতন্ত্র। ভগবান্ বাস্তব সত্য। মায়া নশ্বর-ধর্ম্মী। মায়ারচিত জগতের নশ্বর ধর্ম্ম বদ্ধজীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। "কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্। বিপশ্চিৎ নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ॥ লৌকিক দর্শনে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মন দ্বারা জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে সেই সংগৃহীত জ্ঞানের উপর যে প্রত্যক্ষানুমান ও শব্দের বিচার করি, সে সবই আমাদের অমঙ্গলের হেতু। কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব-ধর্ম্ম বজায় রেখে যে বেদানুশীলন, তা' অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরাপরা চেতি॥' পরা ব্যতীত যে বিদ্যা, তা' ভোগ্য বিদ্যা—অপরা বিদ্যা। তা'তে বিমূঢ় হ'য়ে যে অমঙ্গল বরণ করি, তা' থেকে পরিত্রাণের উপায় থাকে না। বিরিঞ্চি-লোক পর্য্যন্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। বিপশ্চিৎ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ জানেন যে, এটা নশ্বর। বর্ত্তমান দৃশ্য জগতের—চতুর্দ্দশ ভুবনান্তর্গত মানবের চেষ্টাধীন যে সকল ব্যাপার, তা' প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদিগকে প্রতারিত করে—বিবর্ত্ত-গর্ত্তে ফেলে দেয়,—"তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ" বিচার অনুধাবন ক'র্‌লে জানা যায় যে আপাত দর্শন অনেকস্থলে বস্তুর প্রকৃত দর্শনে ব্যাঘাত করে। ভগবানের অনুগ্রহ না হ'লে প্রকৃত দর্শন হয় না। সুতরাং আমাদের বিচার করা আবশ্যক—আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের ক্রীড়াক্ষেত্র—শ্রীধাম বৃন্দারণ্য সেই জিনিষটা কৃপা ক'রে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হ'লেই আমাদের মঙ্গল। সেখানে সেব্য বিষয় এক, আর তাঁর পাঁচ প্রকার আশ্রয় জাতীয় সেবক। ইহ জগতে সেবা-বিমুখ হ'য়ে নিজে সেব্যভাবে বিরাজমান হেতু কর্ম্মাগ্রহিতা, কিন্তু তা'র মূল্য অন্ধকপর্দ্দক। কর্ত্তৃত্বাভিমানে ইন্দ্রিয় পরিচালনায় নানা দোষযুক্ত অবস্থা এসে আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যাঁ'দের করুণায় আমাদের সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ঘটে, তাঁ'দের করুণার আশ্রয় ব্যতীত আমাদের অন্য কোন উপায় নাই। পঞ্চপ্রকার সেবকের সর্ব্বক্ষণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তির নবনবায়মান সেবা ব্যতীত ইতর চেষ্টা নাই। পঞ্চরসরসিক ব্যতীত তাঁ'র সেবা আর কেউই বুঝেন না। এমন কি, স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব, যিনি সকল ব্যূহ, অবতার, অন্তর্য্যামী প্রভৃতির একমাত্র মালিক—মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত চতুর্ব্যূহতত্ত্ব, কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-বারিতে অবস্থিত পুরুষাবতারত্রয় এবং মৎস্যাদি বৈভব-অবতার-সমূহ যাঁ'র অংশ, সেই বলদেব প্রভুরও সেব্য—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। যাঁ'র ভগবত্তা হ'তে অন্যের ভগবত্তা প্রকাশিত হয়, সেই মূল পদার্থ স্বয়ং ভগবান্‌ই আমাদের একমাত্র আরাধ্য হউন।

ভগবানের পঞ্চপ্রকার সেবকগণের মধ্যে "ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজবধূগণ যে সেবা ক'রেছেন, তা'ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁদের মত সেবা আর কেউ করেন নাই। যেমন উদ্ধব ব'লেছেন—"আসামহো চরণরেণুজুষামহং

স্যাং বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্। যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।" (ভাঃ ১০।৪৭।৬১) শ্রুতিগণ বিশেষরূপে যাঁ'কে অনুসন্ধান করেন, সেই যে মুকুন্দ-পদবী, পরম মুক্তাবস্থায়ও যিনি সেব্য, তাঁ'কে সেবা ক'র্‌বার জন্য গোপীসকল স্বজন পরিত্যাগ ক'র্‌তেও প্রস্তুত হ'য়েছিলেন। আমরা স্বজন পরিত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত নই—ব্রজে যাবার জন্য ব্যস্ত হই না। 'স্বজন' বলি যা'দের, তা'রা তাৎকালিক স্বজন। স্বজনাখ্য ব্যক্তিগণকেও গোপীগণ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন, তাঁ'রা আর্য্যপথ, তা' পর্য্যন্ত ত্যাগ ক'রে মুকুন্দপদবী গ্রহণ ক'রেছিলেন। ব্রজের গুল্ম-লতা-ওষধি-সমূহের মধ্যে অবস্থান ক'র্‌লে গোপীপদরেণু লাভ ঘটে। বৃন্দাবনের তৃণগুল্মাদি চিন্ময়; সে সব আত্মজগতের কথা, অনাত্মজগতের কথা নয়; তা'দিগকে জড়ের বিচারদ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে নষ্ট করা উচিত নয়। বৃন্দাবনের চিন্ময় ব্যাপারে ইহ জগতের ব্যাপারের সাদৃশ্য থাক্‌লেও উহা তা' নয়। ইহ জগতের ভোক্তৃ-ভোগ্যাভিমানে যে জগদ্দর্শন হ'চ্ছে, তা'তে বৃন্দাবনের চিন্ময় বস্তুগুলিকে দর্শন কর্‌তে গেলে প্রাকৃত সহজিয়ার ধর্ম্ম হ'বে, অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম হ'বে না।

"রম্যাকাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা"—ব্রজবধূগণ যেরূপে কৃষ্ণসেবা ক'রেছেন,—তটস্থ হ'য়ে বিচার ক'র্‌লে জানা যায়, সেইটিই সর্ব্বোত্তম। এটার প্রমাণ কি? না, শ্রীমদ্ভাগবতই অমল প্রমাণ। 'প্রমাণ' ব'লে অসংখ্য কথা বেদ ও বেদানুগ শাস্ত্রে কথিত হ'য়েছে, কিন্তু অপরা বিদ্যার অনুশীলনকারীর বিচার মলযুক্ত ব'লে তা' গ্রহণীয় নয়। অনেকের বিচারে নির্ব্বিশেষবাদই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সেটি সমল—অশুদ্ধ; কিন্তু ভাগবত অমল প্রমাণ, ইহাতে অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতামূলে আবরণের বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা রূপ জাল-জুয়াচুরী কৈতব নাই। পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা যাঁ'রা বেদের সংহিতা-ব্রাহ্মণ-উপনিষদাদির ব্যাখ্যা করেন, তাঁরা অপস্বার্থপরতায় দীক্ষিত ব'লে তাঁ'দের প্রমাণ কৈতবযুক্ত; সুতরাং তাঁ'দের কথা গ্রাহ্য নয়।

ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং" আমাদের আলোচ্য হউক। ভগবতেই সকল শাস্ত্রের আলোচনা হ'য়েছে—ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের অধ্যয়ন প্রয়োজন নাই, ভাগবতেই সব আছে, তাতেই সব পাব। 'শুশ্রূষুভিঃ' ব'লে একটি বিষয় ব'লেছেন; শুশ্রূষু অর্থাৎ সেবাধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তি। "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"—ঘোড়ার সেবা ক'র্‌লে 'সহিস্', কুকুরের সেবা ক'র্‌লে 'ভাঙ্গী', লোহার কাজ ক'র্‌লে 'কামার', স্বর্ণের কাজ ক'র্‌লে স্বর্ণকার হ'ব, আর ভগবানের সেবা ক'র্‌লে 'ভক্ত' হওয়া যাবে। জগতে যে-সকল কথা নিয়ে মনুষ্যজাতি ব্যস্ত, সেই সমস্ত পরিচ্ছিন্ন পদার্থ-গ্রহণাভিলাষী হ'য়ে 'ভাগবত'কে পণ্যজ্ঞান না ক'রে ভাগবত হ'য়ে যাওয়া দরকার। কিন্তু 'ভাগবত হ'য়ে গেছি—ভাগবত প'ড়ে ফেলেছি মনে ক'রলে সর্ব্বনাশ। অনন্তকোটি জীবনেও ভাগবত পড়া হয় না। এটা পুতুল খেলা নয়—অভিনয় মাত্র নয়। ভগবৎ-সান্নিধ্য—বাস্তবসত্যের সান্নিধ্য লাভ ক'র্‌তে হ'বে—তাঁর সেবায় নিযুক্ত হ'তে হ'বে। আমি ভোক্তা, দ্রষ্টা, শ্রবণকারী, আস্বাদনকারী, চিন্তাকারী প্রভৃতি দুর্ব্বুদ্ধি হ'লে সীমাবিশিষ্ট পদার্থের আলোচনা হ'য়ে যায়; ভক্তির দ্বারাই ভগবান্ লভ্য হ'ন। মায়ারচিত ব্যাপারকে ভক্তি ব'লে কর্ম্মাধিকার, জ্ঞানাধিকার, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্র যোগাধিকার বা অন্যাভিলাষিতায় বাস ক'র্‌লে অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ হয় না। যতক্ষণ বুঝে নেবো মনে করি, ততক্ষণ ভাগবতের কাছে যেতে পারি না। বৈয়াকরণ লিঙ্গবিচারোত্থ অনুস্বার-বিসর্গপড়া ভাষাজ্ঞান—শব্দ-শব্দীতে ভেদবুদ্ধি নিয়ে ভাগবত পড়া হ'বে না। যাঁ'রা ২৪ ঘণ্টা ভগবৎসেবা কচ্ছেন, তাঁ'দের কাছে গিয়ে ভাগবত পড়তে হ'বে—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" তাঁ'দের কাছে জান্‌তে হ'বে ভাগবত কি জিনিষ, কোন্ কোন্ অক্ষরাত্মক হ'য়ে কোন্ কোন্ শাস্ত্রে ভাগবতের বিচার আছে; কোন্‌গুলি ভাগবতের কথা নয়, তা'ও বুঝা যা'বে।

এই ভাগবত কাহার প্রিয়, কি বস্তু, তাঁহাতে কিরূপ জ্ঞানপ্রদত্ত হয়, জ্ঞানবিরাগভক্তিযুক্ত নৈষ্কর্ম্য বিচার

ইহাতে আছে কি না এবং ভক্তিসহকারে শ্রবণ-পঠন-বিচারন-ফলে বিশেষ মুক্তি লাভ হয় কি না প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষেই এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়—"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে। যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।" অভক্তি-দ্বারা বিমুক্তি বা বিশেষ মুক্তি হ'বে না। সেইজন্য 'ভক্ত্যা' অর্থাৎ ভক্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক-এই কথা ব'লেছেন। কৃষ্ণ, "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" একথা যে অর্জ্জুনকেই ব'লেছেন, তা'র পরে আর সেটার কোন মূল্য থাক্‌বে না তা' নয়। সেবাবৃত্তি সহকারে শ্রবণ ক'র্‌তে হ'বে। অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ"। সেবোন্মুখ জিহ্বায় অর্থাৎ ভক্তিমানের জিহ্বায় ও ওষ্ঠে স্বয়ং প্রকাশিত হ'বেন। স্বয়ংরূপ স্বয়ং প্রকাশ বস্তু এমন ন'ন, যে অন্য কাহারও দ্বারা পরিচিত হ'বেন।

বেদান্তভাষ্যকার ব'লেছেন—"অনন্তকল্যাণগুণৈকবারিধিবিভুশ্চিদানন্দঘনো ভক্তৎপ্রিয়ঃ।" উহা রজঃ-সত্ত্বাদিগুণের কথা নয়। গুণাতীত, 'নির্গুণ' শব্দে যাঁ'কে ব'লেছে। তাহা এই গুণকে থামিয়ে দেওয়া নয়—অসদ্‌গুণ-নিরাসমাত্র নয়। হরির ক্রিয়াকে কালক্ষোভ্য ক্রিয়ার অন্তর্গত মনে ক'র্‌লে "অধোক্ষজ" বলা হ'চ্ছে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ বা অপরোক্ষ বিচারের অতীত অধোক্ষজের কথা। 'হরি' শব্দে ময়ূরের ডাল, সিংহ, চোর ইত্যাদি কোষোক্ত শব্দ লক্ষ্য ক'র্‌লে হ'বে না। 'নির্গুণ হরি' ব'ললে সিংহকে বুঝতে হ'বে না,—হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ। নৃসিংহ, মৎস্যাদিকে 'হরি' বলাই সঙ্গত। তাঁদিকে 'হরি' বল্‌লে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের মল দূর হয়।

"প্রেমা পুমার্থো মহান্" পুরুষের অর্থ—'প্রেমা'। মায়িকজগতের চিন্তাস্রোত বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা নিয়ে যাঁ'রা ব্যস্ত অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানপন্থী সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণ বিচারমাত্র পরমপুরুষার্থ নহে। পরমপুরুষার্থ—বাস্তব, তাহা নশ্বর অবাস্তব ছায়াবাজী নয়। জড়জগতের দাম্পত্য-প্রেম, বাৎসল্য-প্রেম, ইত্যাদি চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ থাকা 'প্রেম' শব্দের লক্ষীভূত বস্তু নয়, অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ভগবদ্‌বস্তুর প্রীতি আকর্ষণ করাই 'প্রেম'।

"তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।" ভাগবত শ্রবণ ক'রে নিজে পাঠ ক'র্‌তে হ'বে। অমুকে পাঠ ক'র্‌বে, আমি শুনে কিছু পুণ্য সঞ্চয় ক'র্‌বো, তা' নয়। স্মরণাগ্রহে পরিপাক ক'র্‌তে হ'বে, অবিস্মৃতির বিচার করা দরকার। শুধু বিচার নয়, তৎসহকারে ভক্তি লাভ হ'লে বিমুক্তি হ'বে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি বিমুক্তি নয়। "মুক্তির্যঃ প্রস্তরত্বায় শাস্ত্রমূচে মহামুনিঃ। গোতমং তং বিজানীথ যথাবিথ তথৈব সঃ।।"

শ্রীমদ্ভাগবত অমল প্রমাণ। ইহাতে মলযুক্ত কথা প্রবেশ ক'রে পুরাণ হ'য়েছে তা' নয়। ইহা বিষ্ণুভক্তের প্রিয়, জগতে অন্য কোন বস্তু তাঁ'দের প্রিয় নয়; বিষ্ণুপাদপদ্মই একমাত্র প্রিয়। নিত্যত্বের যাঁ'রা ভিক্ষুক, চেতনের, পূর্ণত্বের বিচারকারী যাঁ'রা, তাঁ'রা বৈষ্ণব। তাঁ'রা শ্রীমদ্ভাগবতকে একমাত্র প্রমাণ ব'লে অবলম্বন ক'রেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে বেদশাস্ত্র আলোচনা কর্‌তে হবে। ঈশ-কেন-কঠাদি শ্রুতিসকল ব্রাহ্মণ-সংহিতাদি, শিক্ষাকল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ আলোচনা করা যাবে—যদি ভগবান্ স্মরণপথে আসেন, নচেৎ অপরা বিদ্যা হ'য়ে যাবে। "যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে" সমল মনুষ্যজাতির চিন্তাস্রোতের জ্ঞান দ্বারা ভাগবত বিদিত হ'ন না। তাহাতে অমল জ্ঞানের কথা আছে। অন্য পুঁথিতে সেরূপ "পরং জ্ঞানের" কথা নাই। যা'তে নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ আবিষ্কৃত হ'য়েছে। "বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেৎ" যা'রা দেখ্‌ছেন, তাহাদের নৈষ্কর্ম্ম্য হচ্ছে না। জ্ঞানবিরাগভক্তি সহিতই নৈষ্কর্ম্ম্য। ভগবানের সেবা ব্যতীত কিছু ক'র্‌ব না। ভক্তিতে যদি নির্ব্বিশেষরাহিত্য এসে যায় ত' হলে চিৎসাহিত্য হ'ন না। অজ্ঞব্যক্তি যে ভক্তি করেন, তার কথা ভাগবতে বলেন নাই। সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর ব্যক্তির যে সেব্যের উপলব্ধি, তাহাই ভক্তি। অমুক ব্যক্তি বড় ভক্ত, কিন্তু জড়বিলাসী—এরূপ কথা সোনার পাথরবাটীর মত। জড়বিলাসযুক্ত ভাগবত পাঠ হ'লে তদ্বিনিময়ে বিদ্যাসুন্দর পাঠ করাই ভাল। মূর্খের ভাগবত পাঠ ও দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট জড়বিলাসীর ভাগবত পাঠ সম্পূর্ণ উল্টো কথা। এ প্রসঙ্গে "ভক্তি পরেশানুভবো বিরক্তিঃ"

শ্লোকটি আলোচ্য। এক এক গ্রাস গ্রহণ ক'র্‌লে যেমন তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি অনুপাতে হ'তে থাকে, সেইরূপ ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য একত্রে উদিত হয়। যিনি কৃষ্ণে আসক্ত, তিনি কৃষ্ণেতর পদার্থে বিরাগযুক্ত, কিন্তু কোন জিনিষ প্রাপঞ্চিক বিচারে ছেড়ে দেন না। যে কাল পর্য্যন্ত জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি উদিত না হ'বে, ততদিন কর্ম্মাগ্রহিতা যাবে না। ভগবদিতর বস্তুর সেবাকে 'ভক্তি' বলে না। দেশভক্তি, অধ্যাপক ভক্তি, খণ্ডপদার্থের প্রতি ভক্তি—অন্য রকম কথা। ভজনীয় বস্তুর প্রতি ভক্তি হওয়া, চাই, যাতে নিত্যত্ব আছে, আনন্দ আছে, খণ্ডিত নয়। যে পরিমাণে ভক্তি হ'বে, সেই পরিমাণে জ্ঞান বৈরাগ্য স্বতই উদিত হ'বে।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রার্থী কপটতাযুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বর্গাভিলাষীর পাঠ্য নহে। তাহা পঞ্চমবর্গের সৌন্দর্য্য দর্শনে লোলুপ ব্যক্তির পাঠ্য। আমরা ভাগবতালোচনায় অবকাশ দিচ্ছি কোথায়? ভক্তির দ্বারা তা'র আলোচনা হ'বে। নচেৎ ভোগীর অনুভূতিতে আমাদের বিপন্ন ক'রবে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্‌লে সেই বস্তুর অনুসন্ধান পাওয়া যায়, ব্রহ্মা-বরুণেন্দ্রাদিও যে বস্তুর অন্ত পান না। আর তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, দ্বাদশরসে তাঁ'র সেবা হ'য়ে থাকে। তাঁ'র অবতারগণ পূর্ণরসের সেব্য নন। যিনি তাঁর সেবা করেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে পাঁচ প্রকার ভক্তির অঙ্গ প্রধান। "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চঅঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥" ঐ গুলিই আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাঁচের অল্পসঙ্গ হ'তেই ভজনীয় বস্তুর অনুশীলন ক'রতে পারি। পাঁচের অল্পসঙ্গ-প্রভাবে ভগবদ্‌বস্তুর লাভ ঘটে। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে ভাগবত-শ্রবণ ব'লে একটা কার্য্য প'ড়েছে। এমন গ্রন্থ শুনে লোকের বেশী কি লাভ হ'বে, কি প্রয়োজন সিদ্ধ হ'বে—এ সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের আলোচনা হওয়া আবশ্যক—বিষয়টি ভাল ক'রে জানা দরকার।

অতি পূর্ব্বকালে জীবের হৃদয়ে উপাসনার বিচার ছিল, তাঁ'রা উপাস্যবস্তু-নির্ণয়ের প্রয়োজন বুঝ্‌তেন। কিন্তু কালে দেখা গেল, সকলের উপাস্য, আরাধ্য এবং উপাসনা বা আরাধনা এক নয়, তাঁ'দের অনেকগুলি গন্তব্য স্থান, প্রাপ্য বস্তুও রকম রকম। এজন্য বহু দেবতার উপাসনা প্রচলিত হ'ল। অতি প্রাচীনকালে 'হংস' ব'লে একটি মাত্র জাতি ছিলেন। তাঁ'রা এই জগতে বাস ক'রে ভিন্ন ভিন্ন উপাস্যের উপাসনা, পূজ্যের পূজা ক'র্‌তেন। তাঁ'দের মধ্যে যা'রা শ্রেষ্ঠ, তাঁ'রাই 'পরমহংস' অর্থাৎ পরমার্থ-পথের পথিক ব'লে অভিহিত হ'তেন। পূর্ব্বে বৈষ্ণব-গণের নাম ছিল পরমহংস। ভাগবত-সম্প্রদায়ের অতি পূর্ব্বকালের কথা আলোচনা ক'রলে আমরা এই 'হংস' ও 'পরমহংসের' কথা জান্‌তে পারি। এঁদের পদ্ধতি ছিল—একায়নপদ্ধতি। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ সেই প্রাগ্‌বৈদিক-যুগেরও আলোচ্য বিষয় ছিল ব'লে শ্রীমদ্ভাগবতকে পারমহংস্য বা পারমহংসী সংহিতা, সাত্বত সংহিতা প্রভৃতি বলা হয়। 'সংহিতা' অর্থে সঙ্কলিত গ্রন্থ, পরমহংসগণের আলোচ্যবিষয় সংগৃহীত হ'য়েছে যা'তে। একায়নীদিগের মধ্যে পাঁচ জায়গা হ'তে যে জ্ঞান সংগ্রহ হ'ত, তাঁ'কে 'পঞ্চরাত্র' বলা হয়। পুষ্কর, হয়শীর্ষ, নারদ-পঞ্চরাত্র প্রভৃতি পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থ। শ্রীমদ্‌ভাগবত একায়নপদ্ধতির একমাত্র গ্রন্থ; ইহাকে পাঞ্চরাত্রিক গ্রন্থও বলা হয়।

একায়ন-স্কন্ধ ও বহ্বয়ন শাখাগুলি—এই দুই প্রকার বেদের স্কন্ধ-শাখা। চ্যুতগোত্রীয় ঋষিগণ বহ্বয়ন-শাখা-বলম্বী, অচ্যুত-গোত্রীয়গণই একায়নপন্থী। একায়ন পদ্ধতিতেই পূর্ণ সমন্বয় বিচার ও একপথের বিচার। সত্যযুগে যে কথা ভাগবত ব'লেছেন, সেই কথার বিচার ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে এলে বেদবিভাগ ও বর্ণবিভাগাদি আরম্ভ হয়। একপাদ-ধর্ম্মক্ষয়ে বেদ বিভক্ত হইয়া ঋক্, সাম, যজুঃ প্রভৃতি সংহিতা, উপনিষদ্ এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বৃত্তবিচারে বর্ণবিভাগ হ'য়েছিল। ত্রেতার পূর্ব্বে বর্ণবিভাগ ছিল না, সকলেই এক হংসজাতির অন্তর্গত ছিলেন। নিষ্ক্রিয় হ'য়ে যাঁ'রা পরমার্থপথে অগ্রসর হ'তেন, তাঁ'রাই পরমহংস। বৈষ্ণববিদ্বেষী মত ক্রমশঃ প্রবল হ'বার সঙ্গে সঙ্গে ঋক্-সামাদি বেদবিভাগ ও হংসজাতির মধ্যে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ আরম্ভ হয়। প্রাগ্‌বৈদিকযুগে বিষ্ণুভক্তির কথা ছাড়া অন্য কথা

ছিল না, ত্রেতারম্ভ হইতেই অন্যান্য কথা বিস্তার লাভ ক'রেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশে সাত্বতব্রাহ্মণের ছিলেন, তাঁ'দের মধ্যে বিষ্ণুভক্তির কথাই প্রবল ছিল। তাঁ'দেরই বংশধর—এখন 'সাত্বতী' কথা থেকে তা'র অপভ্রংশ 'সাতশতী' বা শাশ্বতী ব'লে আপনাদিগকে পরিচয় প্রদান করেন। কান্যকুব্জ হ'তে পঞ্চব্রাহ্মণ আস্‌বার পূর্ব্বে বঙ্গে সাত্বত বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ বাস কর্‌তেন। প্রত্যক্ষ জড়বিচারপর বৌদ্ধরাজগণের প্রবল পরাক্রমে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ন্যূনাধিক স্তব্ধীভূত হয়। বুদ্ধের সময় থেকে বেদবিরোধী বিচার প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে, কল্কির সময় তা' থাম্‌বে, রৌহিণেয় রামের পরে একটি (বুদ্ধ) হ'য়েছেন, আর একটি (কল্কি) হ'বেন। ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্তের বশবর্ত্তী হ'য়ে বিষ্ণুর এই সকল অবতার-প্রাকট্য। এঁ'রা নিত্য বৈকুণ্ঠে আছেন। কিছুকালের জন্য আমাদের প্রতি কৃপালু হ'য়ে তাঁ'দের এদেশে আসা বা জীবহৃদয়ে অবতরণই—অবতার। কিন্তু তাঁ'দের অপ্রকটলীলা-ভূমিকা পার্থিব প্রাকৃত অবর-ভূমিকা নহে। বৈকুণ্ঠবস্তুতে কোন প্রকার অবরতা আরোপিত হ'তে পারে না। যাবতীয় অবরতা ঐহিক সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ। হিরণ্যকশিপু নিত্য বৈকুণ্ঠে নাই। তবে তা'র ভাব সেখানে নিয়ে গেলে বিষ্ণু-কর্ত্তৃক লীলাপোষণ জন্য তা'র ভাববিধ্বংস পরিজ্ঞাত হ'তে হয়। হিরণ্যকশিপু এদেশের অচিৎ পার্থিব ত্রিগুণান্তর্গত পদার্থবিশেষ, সেদেশের লীলা-পুষ্টি জন্য তত্তচ্চিন্ময়ভাবমাত্র বর্ত্তমান; তথায় জড়াধিষ্ঠান নাই। প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা ব'লে দু'টি কথার বিচার আছে। প্রকটলীলায় জড়জগতে বৈভবাবতার-সমূহের প্রাকট্য হ'লেও অপ্রকট বৈকুণ্ঠে তাঁহারা পূর্ণভাবে আছেন। এটা জড়জগৎ, উহা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূমিকার পার্থক্য-বিজড়িত হ'য়ে এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। সেখানে কোন অনুপাদেয় অবরাবিরোধিধর্ম্ম নাই। সব ভাবই তথায় আছে, কিন্তু তা'তে বৈচিত্র্যসত্ত্বেও প্রপঞ্চের ন্যায় প্রেমের অভাব নাই, প্রত্যেক কার্য্যই বিষয়ের প্রীতিজনক; অচেতন, অপূর্ণ ও আনন্দবাধময় নহে। বিরোধ, অভাব, অনুপাদেয়, হেয়, পরিচ্ছিন্নের অবরতা আপেক্ষিকতা ব'লে কোন কথা বৈকুণ্ঠরাজ্যে নাই। এই দুষ্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠকথা প্রচার করা দরকার, যা'তে ক'রে ভাগবতের কথা লোকের কর্ণে প্রবিষ্ট হ'য়ে অন্য কথায় বৃথা শ্রদ্ধা থেমে যায়। ভাগবতবিরোধিসম্প্রদায়ের নানা বিতণ্ডা একবার ভাগবত আলোচনা ক'র্‌লে থেমে যায়। বর্ত্তমানে হরিকথার মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত হ'য়েছে। এজন্য ভাগবতের প্রচুর পরিমাণে আলোচনা হওয়া দরকার। ভাগবতকে যেন পণ্যদ্রব্য করা না হয়। সাংসারিক প্রয়োজন-সরবরাহের উপায়রূপে সময় কাটাবার অন্যতম জ্ঞানে বা অর্থ বিনিময়ে ভাগবতশ্রবণের বিচার হ'লে তা'তে ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি বা আশানুরূপ ফল হ'বে না। শুদ্ধ সারস্বত-শ্রবণ-সদনের যত বৃহত্ত্ব লক্ষ্য ক'র্‌ব, যত আলোচনা বাড়বে, যত বড় বড় টাউন হল, বড় বড় অট্টালিকা ভাগবত শ্রবণ-সদন হ'বে, ততই লোকের মঙ্গল হ'বে, সকলে হরিকথা আলোচনা ক'র্‌বে, সর্ব্বত্র হরিকথাময় হ'য়ে যাবে—সেদিনই বিশ্ব পূর্ণ-সুখময় হ'বে। "মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাঃ যস্মিন্", পরমার্থ-শিক্ষা-সদনই ভাগবত মঠ। শিক্ষাশিরোমণি পরমার্থানুশীলন ব্যতীত মঠের আর কোন কার্য্যই নাই। ভক্তিমঠে ভগবৎ-সেবানুরাগবিশিষ্টগণই বাস করুন্, সেবাবিমুখ বা সেবাবিরোধীর এস্থানে প্রয়োজন নাই, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মি-জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তগণ এখানে বাসের সদুদ্দেশ্য বুঝ্‌বেন্ না। ভক্তিমঠে পঞ্চরাত্রবিধিতে মন্ত্রদ্বারা বিবিধ উপচারে ঠাকুরের অর্চ্চন হয়, ভোগ হয়, ভগবদ্ভোগ্য বস্তু তাঁ'তে সমর্পিত হইলে তদুপভুক্ত বিচারে প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ভগবানের কথাদ্বারাই সব সুবিধা হ'বে। এক ভাগবত মাত্র বজায় রেখে আর সমস্ত চিন্তা বাদ দিলেও চল্‌বে। "কিংবাপরৈঃ"। শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বপক্ষরূপে সমস্ত বিরুদ্ধকথার অবতারণা ক'রে তার সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্যতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন।

মানুষের ভাগ্য এত খারাপ হ'য়েছে যে, তা'রা 'বিদ্যাসুন্দর' পাঠের স্থানে বা বারবণিতাদিগের নর্ত্তনকীর্ত্তন-স্থানে ভাগবত পাঠ লাগিয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার গ্রহণ ক'রেছে, যেন ভাগবতও তা'দের ন্যায় অনর্থবৃদ্ধিকারি-জনগণের ঐজাতীয় কর্ণরসায়নের বস্তু! মানুষের ভগবানের সেবাবিচার এতটা ক'মে গিয়েছে যে, শতকরা

৯৯'৯৯.........পর্য্যন্ত বলিলেও ভ্রম হ'বে না। ভাগবতের কথাই যেন অনর্থ উৎপাদনের বা অনাদরের বস্তু (Negligible)। কোথায় অন্য সব কথা বাদ দিয়ে শতকরা শত ভাগই ভাগবতের কথা—নিত্যমঙ্গলের কথা প্রবল হ'বে, তা' না হ'য়ে উল্টো বিচার হ'য়ে উঠেছে। জীবের যাবতীয় সঙ্কীর্ণ বিচার থেমে যাক্। ভাগবতের কথা আলোচনা না ক'র্‌লেই আমরা অন্যান্য বিষয়ে মন দিব, বিশ্ব ব'লে—সংসার ব'লে ব্যাপারগুলি উপস্থিত হ'বে। যাঁ'রা জন্ম-জন্ম ধ'রে ভগবৎ-প্রসঙ্গবিমুখ হ'য়ে সংসারে দুঃখ কষ্ট—অশান্তি ভোগ ক'র্‌ছেন, তাঁ'রা কি এখনও স্বাস্থ্য-লাভ করার জন্য চেষ্টা ক'র্‌বেন না? প্রবৃত্তিমার্গে নানাপ্রবৃত্তি-দ্বারা চালিত হ'য়ে পদে পদে অশান্তি ভোগ ক'র্‌তে হয়, একমাত্র ভগবৎকথাশ্রয়েই পরমা শান্তি লাভ হ'তে পারে, মনুষ্যজাতির একথা কি এখনও বিচার্য্য হ'বে না?

ভক্তির কথাই কালপ্রভাবে প্রলয়ে বিনষ্ট হ'য়েছিল। ভগবৎকর্ত্তৃকই আদিকবি বিরিঞ্চির নিকট বেদনামে পরিচিত ভাগবতধর্ম্ম সৃষ্টি-প্রারম্ভে কথিত হ'য়েছিল। তাঁহাদিগের হইতে—পিতৃগণ হইতে দেবদানব-গুহ্যকগণ, মনুষ্য, সিদ্ধগন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিন্নর, কিংদেব-নাগগণ, রাক্ষসগণ, কিম্পুরুষগণ লাভ ক'রে স্ব-স্ব রজঃসত্ত্বতমো-গুণজাত প্রকৃতিবিচারে বিচিত্র বিচারপুষ্ট কাব্যসকল ব'লেছেন। বিভিন্ন প্রকৃতির অধিষ্ঠানক্রমে ভূতপতি-গণের মধ্যে বিভিন্ন বেদবিচারে বিভিন্নতা এসেছে। এদিকে কর্ম্মকাণ্ডীয়েরা বেদত্রয়ীর মধুপুষ্পিতবাক্যে আচ্ছন্ন হ'য়ে বেদের আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়নাদি শাখা নির্ণয় ক'রে তাই নিয়ে ব্যস্ত হ'লেন; সবচেয়ে বুদ্ধিমান্ ভাগ্যবান্ যাঁ'রা, তাঁ'রা সুপ্রাচীন একায়ন পদ্ধতি আশ্রয় ক'র্‌লেন।

ভাগবত-সম্প্রদায়ের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। এক সনৎকুমার হ'তে আর এক ব্রহ্মনারদাদি অস্মদ্ গুরুপারম্পর্য্য হ'তে। ধরা দ্বারা গঠিত শ্রীমূর্ত্তি—পরম ঐশ্বর্য্যময়ী মহালক্ষ্মী-পূজার বিচার থেকে যে অর্চ্চনপথ,—ঈশ্বরভাব যা'র অনুগত, সেই পদ্ধতি সনৎকুমার হ'তে এসে পৌঁছেছে।

অচ্যুতগোত্র ভাগবত পরমহংসকুল, আর চ্যুতগোত্র ঋষিকুল। এঁ'রা উভয়েই পরম সম্মানিত। এঁ'দের উভয়েরই মধ্যে পরজগতের আলোচনা ছিল। যাঁ'দের পরজগতের কথা আলোচনা আছে, তাঁ'দের খাজনা দিতে হ'ত না, তাঁ'রা বিনামূল্যে মঠমন্দিরে বাস ক'র্‌তেন। আলাদা ক'রে বিত্তসংগ্রহের প্রয়োজন হ'ত না। পৃথিবীতে সকলেরই কর্ত্তব্য স্বাধ্যায়নিরত ব্রাহ্মণ ও ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবের সেবা করা। পৃথুমহারাজের সময়ে এই বিচার ছিল। তিনি সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। ঋষিবংশের কোন দণ্ড নাই। কিন্তু তাই ব'লে ব্রাহ্মণ ব'লে পরিচয় দিয়ে ব্রাহ্মণেতর আচারে প্রবৃত্ত হ'লে বড়ই কলঙ্কের কথা। পৃথুমহারাজের সময় তা' ছিল না। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ বৈদিক আচারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, শ্রৌতগৃহ্যসূত্রানুসারে চল্‌তেন। আর অচ্যুত-গোত্রীয় বৈষ্ণবগণের পরমার্থানুশীলনই প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব কেউই ফৌজদারী বা দেওয়ানী কোন অপরাধই ক'র্‌তেন না। ইহা আমরা ভাগবতে পাই। ভাগবতালোচনা ঋষিবংশের মধ্যেও ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ভাগবতের পক্ষের লোক ব'লে যাঁ'রা পরিচয় দিচ্ছেন, তাঁ'রা আবার ভাগবতকে পণ্যদ্রব্য ক'রে ফেল্‌তে চান। শ্রোতার রুচির অনুকূলে বিমর্দ্দিত হ'য়ে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী কখনও ভাগবতের সেবক হ'তে পারেন না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা যাঁ'রা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদি চেষ্টা হ'তে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, ভাগবত তাঁ'দেরই আরাধ্য, তাঁ'রাই ভাগবতের আরাধনা জানেন। ভাগবতকে অর্থ-উপার্জ্জন, পুণ্য-সংগ্রহ বা দুঃখ-নিবৃত্তির দাওয়াইখানা মাত্রে পর্য্যবসিত করা ভাগবতের সেবা নয়।

শ্রীচৈতন্যদেব যখন জগতের দুঃখ জান্‌লেন, তাঁ'র পরমপ্রিয় সনাতন, রূপ, জীবগোস্বামিগণ যখন জগতের দুঃখে দুঃখিত হ'লেন, তখন তাঁ'রা ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত ক'র্‌তে বাধা দিলেন। ভাগবতকে কালিদাস, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভারবী, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি লিখিত বা অন্যান্য কাব্য বা পুরাণ-গ্রন্থের অন্যতমরূপে অথবা ভাগবতের আলোচনাকে

কালাপহারিণী ব্যবস্থা বিশেষে নিযুক্ত হ'তে দিলেন না। শ্রীচৈতন্যদেব—"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ। স্বরূপ-রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে গায়, শুনে পরম আনন্দে॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২।৭৭)॥ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের কথাগুলি বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে পাঁচালী আকারে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থও মহাপ্রভু আদর ক'রেছেন। হরিলীলা-শিখরিণী, মুক্তাফল প্রভৃতি ভাগবতের প্রাচীন টীকা আছে। শ্রীমাধ্বের নিজলিখিত টীকা আছে, মধ্বসম্প্রদায়ের বিজয়ধ্বজ প্রভৃতি ৮।১০ জন ভাগবতের টীকা লিখেছেন। রামানুজসম্প্রদায়ের বীররাঘবাদি আরও দু'জন ভাগবতের ব্যাখ্যা ক'রেছেন। কেবল কেবলাদ্বৈতবাদীর কেহই ভাগবতের টীকা লেখেন নাই। তাঁ'রা কেবল কপটতা ক'রে ব'লে বেড়ান ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের কথা আছে। কিন্তু আমরা ত' ভাগবতের কোথাও কেবলাদ্বৈতবাদের কথা দেখি না। ভাগবত থেকে শত সহস্র যোজন দূরে থাকে, এরূপ ধরনের কোন ব্যক্তি ভাগবতের কথা লিখ্‌বে বা জান্‌বে, ইহা কখনই সম্ভব নয়। মধুসূদন সরস্বতী ভাগবতের পক্ষের লোক নয়; তিনি অদ্বৈতবাদী। অঘবকপুতনাও কৃষ্ণের পক্ষের লোক ব'লে পরিচয় দিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে ১৮টী অসুর নিধন করেন এবং দ্বারকায় বাসকালে জরাসন্ধাদি আর ১৮টী অসুর ধ্বংস ক'রেছিলেন। অসুরগণের কৃষ্ণকে ধ্বংস করাই প্রধান চেষ্টা, কিন্তু কৃষ্ণ তা'দের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ ক'রে দেন। গীতা যদিও বৈষ্ণবদেরই পূজ্য গ্রন্থ, কিন্তু উহাকে পঞ্চায়িতী আখ্‌ড়ার লোক তা'দের প্রধান পুজ্য বস্তু ব'লে নানা টীকা টিপ্পনী রচনা ক'রে বৈষ্ণবধর্ম্মের সরল বিশ্বাসের প্রতি আক্রমণ ক'র্‌ছে। ভাগবতকেও ঐ রকম আপনার ক'র্‌তে গিয়ে তারা বিরুদ্ধ কথা প্রচার ক'রেছে।

ভাগবতের কথাকে লোকচক্ষু হ'তে আবৃত করবার জন্য, চেতনের বিলাসকে জড়বিলাসে পরিণত ক'রে যা'রা ভাগবতের সঙ্গে আত্মীয়তা দেখাতে যান, ভাগবত উপহার দিতে যান, তাঁ'রা যা'তে ঐ প্রকার দুশ্চেষ্টা হ'তে নিবৃত্ত হন্, ভাগবতকে কদর্থিত ক'র্‌তে প্রবৃত্ত না হন, এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব তাঁ'দের নিকট থেকে ভাগবতকে রক্ষা ক'রেছেন। শেক্‌সপীয়ার, কালিদাস প্রভৃতি জড়কবির পার্থিব জড়রসের কাব্যসাম্যে ভাগবত নিয়ে খেলা করা', তাঁ'কে পণ্যদ্রব্যে পরিণত ক'র্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি ত' অত্যন্ত অপরাধের কার্য্য। কতকগুলি লোক আবার শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত ব'লে পরিচয় দিয়েও ভাগবতের উদ্দেশ্য নষ্ট, কলঙ্কিত, কলুষিত ক'র্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়েছে, তা'দের নিকট হ'তে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা সংরক্ষণ করা, উজ্জ্বল ও পুষ্ট করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'য়ে প'ড়েছে। পাঁচের অল্পসঙ্গ হ'তেই যা'তে জীব শুদ্ধভক্তি অবলম্বন করতে পারেন, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের অভ্যুদয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত বিশ্রম্ভভাব-পোষণকারী অনেক গ্রন্থ আছেন। ছয় গোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থগুলি পরবর্ত্তিসময়ে গৌরানুগত সম্প্রদায়ে আলোচিত হ'য়েছে। শ্রীলচক্রবর্ত্তীপাদের ও শ্রীলবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর গ্রন্থ ও টীকা শ্রীবল্লভের সুবোধিনী, পুরুষোত্তম মহারাজকৃত গ্রন্থ ও টীকা এবং ঐ সম্প্রদায়ের আরও ২।৩টী ভাগবত টীকা আছে। এঁ'রা অবশ্য শ্রীচৈতন্যানুগত ন'ন। শ্রীচৈতন্যানুগতগণের ব্যাখ্যা একভাবে, আর চৈতন্যের কথা যা'রা শ্রবণ করেন নাই তাঁদের ব্যাখ্যা অন্য প্রকার। যাই হোক সকলেরই একমাত্র ভাগবতগ্রন্থই আলোচ্য।

শ্রীজীব গ্রন্থ রচনা ক'রে এদেশে পাঠিয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য, ঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দ এদেশে সেই গ্রন্থ প্রচারে প্রচুর যত্ন ক'রেছেন। কিন্তু সাধারণ ব্যক্তিগণ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বিরুদ্ধাচারকে বৈষ্ণবাচার ব'লে চালাচ্ছেন ও কলুষিত ক'র্‌বার অনেক যত্ন ক'রেছেন। বাঙ্গালাদেশে প্রাকৃতসহজিয়ার প্রবল দৌরাত্ম্য চ'লেছে, ভাগবতবিরোধী কথা শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত পরিচয়ে থাপিয়ে দিচ্ছে। লোককে খোসামোদ করার জন্য ভাগবতবিরোধী উল্টা কথা চালান' কতদূর অবিচার, কিরূপ দৌরাত্ম্য, তা' ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সেজন্য আমরা ব'ল্‌ছি—ভারতে, কেবল ভারতে নয়, সমগ্র জগতে ভাগবতের কথা প্রচারিত হ'ক, অন্য সব কথা থেমে যাক্। ভাগবতের কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের কথা। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হ'লে লোকের নিত্যমঙ্গল

লাভ হ'বে। অনন্তকালসঞ্চিত—জন্মজন্মান্তরের সকল অনর্থ—সকল অসুবিধা দূর হ'বে। এই শ্রীচৈতন্যবাণী—শ্রীমদ্ভাগবত-কথাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাচার্য্য বিষয়।

পাঁচেক অল্পসঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। একদিকে ভজনীয় বা সেব্যবস্তু ভাগবত, অপর দিকে ভাগবতের পাঠক ও শ্রোতারূপ সেবক এবং মধ্যবর্ত্তিস্থানে ভক্তি বা ভাগবতকথা-শ্রবণাদি সেবা। অমলজ্ঞান ভাগবতকথার সুষ্ঠুভাবে আলোচনা আবশ্যক। সমলজ্ঞানে ভাগবতকথা আলোচ্য হয় না। শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের ভাগবতের কথা ব্যতীত অন্যকথা নাই, তাঁ'দের কাছেই ভাগবত আলোচ্য। বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যের অনুগত দাস পরিচয়ে কি অন্যায় কার্য্যই না চ'ল্ছে। "ওরা জগতের কোন মঙ্গলই ক'র্তে পারে না। গোপীবল্লভর রাস-লীলার নায়কের কথা কিভাবে বুদ্ধিমান্ নামধারিগণের দ্বারাও কদর্থিত হচ্ছে—তাঁ'রা উহার সমালোচনা-দ্বারা প্রকৃত কথা গোপন ক'রে কিরূপ অন্যায় ক'র্ছেন; মনুষ্যজীবনের সার্থকতা নাশ ক'রে লোককে বিপথে নিয়ে যাচ্ছেন তা' ব'লে শেষ করা যায় না।

কতকগুলি দুর্ভাগা লোক আজ ভগবৎকথা ভুলে গিয়ে কৃষ্ণকে রূপক বা ঐতিহাসিক নায়করূপে কল্পনা ক'রে, নানা অশ্রাব্য কথা আলোচনা ও আদর্শনীয় চিত্র অঙ্কিত ক'রে নিজেরা ত' খারাপ হ'চ্ছেনই, পরন্তু কত লোকের কপাল খারাপ ক'চ্ছেন। জয়দেব চণ্ডীদাস প্রভৃতি, যা' মহাপ্রভু তাঁ'র নিতান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ-সঙ্গে পরমপ্রীতির সহিত আলোচনা ক'রেছেন, তা'র নানাপ্রকার কদর্থ ক'রে হাটে ঘাটে যেখানে সেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু ক'রে ফেলেছে। কি দুর্দ্দৈবের কথা! অতি উচ্চস্থানীয় লোকের আলোচ্য বিষয়গুলি উচ্চতা বা যোগ্যতা লাভ ক'র্বার পূর্ব্বেই সাধারণ্যে আলোচনা করা অত্যন্ত অন্যায়। মূর্খ বা পণ্ডিতাভিমানী কাহারও পক্ষে এসব কথা শোভা পায় না। তা'রা এ সব আলোচনা কর্বার দাম্ভিকতা ক'র্তে গিয়ে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহুলোকের সর্ব্বনাশ ঘটাবেন। যে কথা মনুষ্যমাত্রেরই প্রয়োজনীয়, মানুষ কি তা' শুন্বেন? যাতে আপাত আনন্দ—ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাই শুন্বার জন্য ব্যস্ত। বিবর্ত্তবাদীর কথা শুনাই মানুষ প্রয়োজন ব'লে মনে ক'রে নিয়েছে। হরিকথা শুন্বার লোক পাওয়া যাবে না। ভক্তির সহিত বিরোধকারী অভক্ত, মহাজ্ঞানী, পরম-সন্ন্যাসী "মহাব্রাহ্মণ" ও মায়াবাদী যা'রা তা'রাই ভক্ত বা পাণ্ডিত্যটা তা'দেরই মধ্যে আছে ব'লে লোক ঠকিয়ে লোকের অমঙ্গল করেন। যা'দের কপাল খারাপ তা'রা তা'দের কবলে গিয়ে পড়েন। যারা ভক্তির নিত্যত্ব স্বীকার করে না, তা'রা অঘবক-শাখায় উদ্ভূত, এদের সঙ্গ ক'রে কোন দিনই মানুষের মঙ্গল হবে না। অপ্রাকৃত পঞ্চরসাশ্রিত সেবকধারার চিত্তবৃত্তির প্রতি লোভ এলেই মানুষের মঙ্গল। তাঁ'রা পরমমুক্তপুরুষ। আজ তাঁদেরই কথার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। সন্মুখনিঃসৃত হৃৎকর্ণরসায়ন কথায়ই মানুষের গ্রহণে যত্ন হো'ক। শ্রীকপিলদেব ব'লেছেন,—নির্ম্মৎসর সাধুদিগের সর্ব্বতোভাবে সঙ্গকারিজনগণ আমার প্রবলবিক্রমের পরম প্রয়োজনীয় কথা জানেন। যাঁ'রা তাঁ'দের বাক্যে শ্রদ্ধাবস্ত, তাঁ'রাই ভগবৎস্বরূপ ও তাঁর লীলা উপলব্ধি ক'র্তে সমর্থ। ভাগবৎকথা নির্ম্মল হৃদয়ে রসপূর্ণ ক'রে আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ভগবদ্ভক্তকথিত হরিকথামৃতদ্বারা জীবের অনর্থ বিনষ্ট হ'লে ইতর কথা ও ভাবাদিতে শ্রদ্ধাহীন, ইহার পর হরিনাম-রূপ-গুণাদিতে বিপুলতর বিশ্বাস জাত হয়। তৎপ্রভাবেই ভাব ভক্তির নিদর্শন স্থায়িভাবরতিতে জীবের প্রতিষ্ঠান এবং সামগ্রীসহযোগে রসোদয়ে প্রেমভক্তি লাভ ঘটে।

বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞান তাঁ'কে স্পর্শ ক'র্তে পারে না। ভোগী বা ত্যাগীর নিকট প্রতিভাত বস্তুগুলি ভোগ্য পদার্থ—সেবকজাতীয়। কিন্তু সেব্যজাতীয়, পূজ্য না হওয়ায় সেইসকল বস্তুদ্বারা তাঁ'র স্মৃতির সম্ভাবনা থাকে না। আমরা যা' ভোগ্যবিচারে, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে গ্রহণ করি, তা' কখনই সেব্য হ'তে পারে না। এজন্য ভগবদ্বস্তুকে 'অধোক্ষজ'-শব্দে উদ্দেশ করা হ'য়েছে অর্থাৎ যেবস্তু আপনাকে জৈবজ্ঞানের—বদ্ধজীবের জ্ঞানের সীমা অতিক্রম ক'রে সর্ব্বক্ষণ অবস্থিত রাখ্তে পারেন, তিনিই অধোক্ষজ। তিনি আরোহ, অধিরোহপন্থীদের প্রাপ্যবস্তু নহেন।

তিনি যখন স্বেচ্ছাক্রমে অবতরণ করেন, তখনই আমাদের দৃগ্‌গোচর হ'ন। এজন্য শ্রুতি বলেন—"নায়মাত্মা"—ইত্যাদি।

ভগবানের তত্ত্ব কেহ এই চক্ষুর্দ্বারা দর্শনে সমর্থ হ'ন না। এই প্রকার চক্ষুর্দ্বারা সীমাবিশিষ্ট বস্তু দেখা যায়। তিনি বৈকুণ্ঠবস্তু বিধায় তাঁ'কে দেখা যায় না। এই কর্ণদ্বারা তাঁ'র কথা শোনা যায় না, এই নাসাদ্বারা তাঁ'র নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণ লওয়া যায় না, এই জিহ্বাদ্বারা তাঁর উচ্ছিষ্ট আস্বাদন ক'রতে পারা যায় না, এই মনে তাঁ'র চিন্তা হয় না। তিনি যদি তাঁ'কে সর্ব্বকাল সর্ব্বতোভাবে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তিপরিচালন-যোগ্য ভূমিকা হ'তে পৃথক্ না রাখ্‌তেন, তবে বাহ্য ভোগ্যবস্তুরই অন্যতম হ'তেন। তা'হলে তিনি পূজ্য, আমাদিগকে তাঁ'র আশ্রয় নিতে হ'বে—এসকল কথা মনোমধ্যে উদিত হ'ত না। এজন্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই তিনি অধোক্ষজ, অর্থাৎ বদ্ধজীবের জ্ঞান-ভূমিকার ব্যাপারবিশেষ ন'ন। এখানে কথা হ'তে পারে—'অপরোক্ষ'-শব্দেও ত' তাঁ'কে বুঝা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নয় যা', তাই অপরোক্ষ। তাঁ'তে একত্বের সমাধান আছে, কিন্তু বহুত্ব নাই। যেখানে বিচিত্রতার বহুত্ব আমাদের চিন্তাস্রোতকে রোধ করে—সীমাবিশিষ্ট পদার্থ আমাদের আলোচ্য হয়—দ্রষ্টৃ সূত্রে সেই বস্তুকে ভোগ করি—তাঁ'কে দৃশ্যমাত্র জ্ঞান করি, শ্রীমূর্ত্তির নিকট এসে এই পোড়া চোখ দিয়ে তাঁ'কে দেখ্‌তে প্রয়াস করি, সেখানে আমাদের অক্ষজজ্ঞানপ্রয়াস ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সেজন্য অধোক্ষজবস্তুই দ্রষ্টব্য। ভগবদ্‌বস্তু সাক্ষী, কেবল, চেতা, নির্গুণ। তিনি দয়াপূর্ব্বক যদি আমাদিগকে দর্শন করেন, আমরাও যদি তাঁ'র দেখার উপযোগী হ'য়ে যেতে পারি, তবেই তাঁ'র দর্শন সম্ভব হ'তে পারে। শ্রীবিগ্রহকে যদি ভোগ্যজ্ঞান করি, পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, অপরাধক্ষালনের জন্য, ভবরোগের ঔষধ জ্ঞান ক'রে দর্শন ক'রতে যা'ই, তবে তিনি আমাদের মলিনচিত্ত দেখে দুঃখিত হ'য়ে দর্শন না ক'রতেও পারেন। সেজন্য চিত্তের মলিনতাকে পরিমার্জ্জিত ক'রে গেলেই ভাল হয়। চিত্তের মলিনতা পরিমার্জ্জিত কি ক'রে হয়? শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ এই—"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥ তিনি উপদেশক জগদ্গুরুসূত্রে মলিনহৃদয় আমাদের মঙ্গলের জন্য ব'লেছেন—শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত হউন। কীর্ত্তন অর্থে—যাঁর বর্ণনে জীবের বৈকুণ্ঠবস্তুর শ্রবণাধিকার হয়। যদি বৈকুণ্ঠবস্তু কীর্ত্তিত হ'ন, তবেই শ্রবণ ক'রতে পারি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা এমনই সেবাবিমুখ-বুদ্ধিতে বাস করি যে, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি না হ'লে কীর্ত্তন শুন্‌তে প্রস্তুত ন'ই। এজন্য তৌর্য্যত্রিকগণের মঙ্গলার্থ কৃষ্ণকথা কর্ণরসায়ন হ'বে ব'লে গীতিমুখে কীর্ত্তনের ব্যবস্থা। যা'রা গীতি ব্যতীত সাধারণ সাহিত্য শুনতে বিমুখ, তা'দের জন্য বিভিন্ন Decoration দিয়ে (যেমন চিনির দ্বারা তিক্ত বস্তুকে আবৃত ক'রে দেওয়া হয়, সেইভাবে) হরিকথা কীর্ত্তন করি। যদি তা'রা আগে থাক্‌তেই ঠিক করে রাখে—কৃষ্ণকথা শুন্‌বো না, শুনলে আমাদের ভোগবুদ্ধি হ্রসিত হ'বে, হরিকথা বাদে আর যা কিছু শুন্‌তে উৎকর্ণ আছি, প্রভুসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে লোকের নিকট ভোগের দাবী করার কথা শুনতে প্রস্তুত আছি, তা'দের মঙ্গলার্থ ই হরিকীর্ত্তন। যেমন গরু খড় খেতে না চাইলে খইল নুন মেখে দেওয়া হয়, সেরূপ হরিকথা সহ কিছু রোচমানা প্রবৃত্তির ভাব সংযুক্ত ক'রে দেওয়া হয়। তা' হ'লে গান-শোনা-প্রবৃত্তি থেকে কিছু রাইকানুর গান শুনতে পারি। শ্রবণকে আকর্ষণ ক'র্‌বার জন্য কীর্ত্তন।

কেউ কেউ বল্‌তে পারেন, কৃষ্ণ একটি দুর্নৈতিক, ঐতিহাসিক নায়ক, তাঁ'র কথা শুনে কি হ'বে, তা' ছেড়ে নেপোলিয়ানের বীরত্বের কথা শুন্‌বো। সেরূপ বিভিন্ন ধর্ম্মে অবস্থিত থাক্‌লে যাবতীয় মলিনতা দূর ক'র্‌বার জন্য কৃষ্ণকীর্ত্তন আবশ্যক হয়। যেমন গানে হরিণের ও সাপের চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ হয়, সেই প্রকার গীত-যোগে হরিকথা কীর্ত্তিত হ'লে কাব্য-রসামোদিগণেরও চিত্ত হরিকীর্ত্তনে আকৃষ্ট হয়। সম্যক কীর্ত্তন ব'ললে নীরস,

বিরস, রসরহিত পথের পথিক যাঁ'রা, তা'দের বিচার-প্রণালীকে বাদ দেওয়া। এমন কি বেদের শিরোভাগ উপনিষদে যে বিরাগ-কথা আছে, বিরাগ উপস্থিত হ'লেই প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিবে, তাহারও মূল্য সংকীর্ত্তনের নিকট তুচ্ছ। জড়ের সীমাবিশিষ্ট কথা আমাদের আদরের বিষয়। তদ্‌বিপরীত ভাবটি বিরাগ, উহা বিলাস-রহিত। জড়েন্দ্রিয়-বিলাসের স্তব্ধতাই বিরাগ। আমাদের আনন্দবর্দ্ধন হ'বে জেনে আমরা বিলাসে ধাবমান্ হই, কিন্তু বিলাসের পরবর্ত্তি-ফল ক্লেশের ভূমিকা ব'লে যখন আমরা বুঝ্‌তে পারি, তখন বিলাসকে স্তব্ধ বা সংযত ক'রে থাকি, উহাই বিরাগ।

উপনিষদ্ পাঠ ক'র্‌লে জড়বিলাস ত্যাগ ক'রে জড়বিরাগের উৎকর্ষ ধর্ম্মে চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। তখন মনে করি---ত্যাগটা বড় জিনিষ, ভোগ ক্লেশপ্রদ, ত্যাগই দরকার, সেইটিই আমাদের বেশী উপযোগী। কিন্তু পরক্ষণেই দেখি, ত্যাগের বাসনা বেশী হ'লে আত্মহত্যা হ'য়ে যায়। তাই ভাগবত বলেন---"ন নির্ব্বিণ্ণো নাতি-সক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" উহা অত্যন্ত বিলাস বা বিরাগ নয়। অতি আসক্তি বা অতি বৈরাগ্য অপ্রয়োজনীয়। আবার বিরাগ অপ্রয়োজনীয় ব'লে কি আসক্ত হ'য়ে যাব? এর একটি সুষ্ঠুবিচার ব'লেছেন—কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ক'র্‌তে হ'বে; সেই ভক্তির প্রথম সোপান—নাম-সংকীর্ত্তন। 'কাঁহার কীর্ত্তন' বল্‌তে গিয়ে শ্রীচৈতন্য-দেব বলেছেন—শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন। সকলে মিলে যে কীর্ত্তন, উহাই সংকীর্ত্তন—'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্।' যদি কেউ বলে, নির্জ্জনে ব'সে ধ্যান কর্‌বো, কিন্তু তা'তে বহু বিরুদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমান। গমনের ভিন্ন ভিন্ন সরণি আছে, কোন্‌টী গ্রহণ ক'র্‌ব জানি না। যখন আমরা ধ্যান ক'রবার জন্য কপাট বন্ধ ক'রে বসি, তখন অন্যান্য প্রবৃত্তিসকল আমাদিগকে টেনে নেয়—পূর্ব্বসঞ্চিত অবিচারের কথা প্রবলতা লাভ ক'রে আমাদের সর্ব্বনাশ করে। যেমন শ্রবণসদনটী—গিরি-গহ্বর বা ভোগাগার নয়। এখানে আমরা বহু লোক একত্র হ'য়ে কীর্ত্তন ক'র্‌তে পারি। বহু লোকের বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি, তা'তে যে অভাব আছে, সেটা পূর্ণ হ'তে পারে—সংকীর্ত্তনে। যখন সকলে একতাৎপর্য্যপর হ'য়ে প্রপূজ্য বস্তুর কীর্ত্তনমুখে শব্দ উচ্চারণ করি, তখন প্রত্যেকেরই হৃদ্‌গতভাব এই যে, কা'কে ডাকছি, কি জন্য ডাকছি এবং এর ফল কি? ধ্যানাদিতে পরের সাহায্য পাই না। বধির না হ'লে—হরিকথা শুন্‌বার কাণ থাক্‌লে আমরা জান্‌তে পারি—সম্যক্ কীর্ত্তন দরকার। উহা বৈকুণ্ঠকথা, গ্রাম্যকথা আলোচনা নহে। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। তাঁ'র কীর্ত্তনই সম্যক্-কীর্ত্তন। নৃসিংহলীলার কীর্ত্তন ক'র্‌লে—ভক্তবৎসল, ভক্তবিঘ্নবিনাশন ভগবানের করুণ, বৎসললীলার কীর্ত্তন ক'র্‌লে বল—দৃঢ়তা লাভ ক'র্‌তে পারি; কিন্তু তা'তে ভক্তবৎসল ভগবানের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না—ভক্তবৎসলের সমগ্র কৃপালাভে যত্নের ত্রুটী থাকে। যদি জান্‌তে চাই, নৃসিংহদেব কা'র অবতার? কেউ বল্‌তে পারেন—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অবতার, তা' নয়। জয়দেব—'বেদমুদ্ধরতে' ইত্যাদি শ্লোকে ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় বলেছেন। এই দশাবতার—শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার—তাঁ'র অংশকলা হ'তে জাত। কিন্তু এঁদের দ্বারা সকল রসের সমাধান হয় না। গীতায় ভগবান্ বলেছেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর—সকল ভাবেই ভগবানের উপাসনা ক'র্‌তে পারা যায়। ভিন্ন ভিন্ন উপাসকগণ ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যভেদে নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা ঐ বস্তুরই উপাসনা করেন। শান্তরসের রসিকগণ অবতার-বিশেষের উপাসনা করেন। দাস্যরসে মারুতি-বজ্রাঙ্গজী রামচন্দ্রের উপাসনা করেন। সখ্যরসে অর্জ্জুন, বাৎসল্যরসে বসুদেব-দেবকী কৃষ্ণচন্দ্রের উপাসনা করেন। উপাস্যবস্তুর যতরকম আকার হ'য়েছে, সে সকল স্বয়ংরূপের আকার থেকে কিছু পার্থক্য লাভ ক'রেছে। কিন্তু তা'তে পূর্ণতমতার অভাব আছে। এইজন্যই ভগবত ব'লেছেন—"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্॥" অর্জ্জুনের কৃষ্ণসান্নিধ্য গৌরবসখ্যযুক্ত। তদপেক্ষা শ্রীদামসুদামাদির বিশ্রম্ভসখ্যের পরিচয় পেয়ে থাকি। তাঁ'রা, কান্তাগণ, পিতৃমাতৃবর্গ, চিত্রকপত্রক প্রভৃতি দাসবৃন্দ, তাঁ'র সিংহাসন, ব্যজন, পাঁচনবাড়ি যে প্রকার

সেবা করেন, সেই সকল সেবাধর্ম্মে যে কীর্ত্তন আছে, সব একত্রিত হ'লে সম্যক্ কীর্ত্তন হয়। পঞ্চরসিক একত্র হ'লে সম্যক্ কীর্ত্তন হয়। কেনা টিকিটের শেষগতি পর্য্যন্ত না গেলে তা' হ'তে দূরের কথা জান্‌তে পারা যায় না।

ইহজগতেও আমরা পঞ্চরসের রসিক হ'য়ে বাস ক'রছি, রসকে generate (রসোৎপত্তি) ক'র্‌ছি; কিন্তু তা'তে কৃষ্ণ নাই। কৃষ্ণে যে পূর্ণরস আছে, যদি তার ভিক্ষুক হই—রসগ্রহণের ভাণ্ডার অন্য জিনিষে পূর্ণ না করি—সম্পূর্ণ রিক্ত রাখি, তবে কৃষ্ণরস পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি ক'র্‌তে পারবো। শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন, চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, সাংসারিক বিপৎ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারা। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি-কৃষ্ণ-লীলা-শ্রবণ-দ্বারাই সম্যক্ কীর্ত্তন হ'বে, অন্য অবতারের কথা শুন্‌লে হ'বে না। লক্ষ্মীনারায়ণের কীর্ত্তন অপেক্ষা—রামের কীর্ত্তন অপেক্ষা—কৃষ্ণকীর্ত্তন, মথুরেশ অপেক্ষা—ব্রজেন্দ্রনন্দনের কীর্ত্তনই সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত। কৃষ্ণকীর্ত্তন হ'লেই পূর্ণতমতার বাকী থাকে না, যত অভাব আছে, সকল অভাব থেকেই অবসর প্রাপ্তি হয়। দশমস্কন্ধে—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন পূর্ণমাত্রায় আছে। তা' হ'লে দশমটি লিখ্‌লেই ত' হ'ত, অন্যান্য স্কন্ধের কি প্রয়োজন? তারতম্য-নির্দ্দেশের জন্য মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন-রাম-রাম রাম- সকল অবতারেরই কথা বর্ণিত হ'য়েছে। রৌহিণেয় রামের রাস-পর্য্যন্ত বর্ণিত আছে। কিন্তু কৃষ্ণের কথা পূর্ণভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥" রসবিচারে কৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ দেখান হ'য়েছে। কাব্যশাস্ত্র আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বর্ণিত হ'য়েছিল। তা'তে 'উরুক্রম'—'গুরুক্রম' বা 'ত্রিবিক্রম' শব্দে কৃষ্ণকেই উদ্দেশ করা হ'য়েছে। সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিরাজ্যে যাঁ'র পাদপদ্ম পূজিত—"ত্রেধা নিদধে পদম্ সমূঢ়মস্য পাংশুলে তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।" তিনি কাষ্ঠের মৃগের ন্যায় অচেতনের মত ব'সে না থেকে তিনটী পা ফেলেছিলেন। 'নিদধে'—লিটের পদ। লীলাময় তিনি উরুক্রম। এই উরুক্রমকে কেউ নির্ব্বিশেষ ক'র্‌তে পারে না। "আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" —ব্রহ্মানন্দ-সুখমগ্ন মুনিগণ ক্রোধাহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অমিত-বিক্রম শ্রীহরির ফলাভিসন্ধান-রহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। কেন না শ্রীহরি এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সেই উরুক্রমের চরণ-প্রাপ্তির উপায়—শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ" ইত্যাদি বাক্যে। কপাল-পোড়া 'উরুদাম্নি বদ্ধাঃ' জীব আমরা, উরুদাম শক্ত দড়ি দিয়ে আষ্টে পিষ্টে মায়িকরাজ্যে আমাদিগকে মায়া বেঁধে রেখেছে। এ থেকে ছুটি কিরূপে হ'বে, তদুত্তরে ব'লেছেন—নৈষাং মতিস্তাবৎ ইত্যাদি। এখানে একটি ভাল কথা ব'লেছেন—"নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ"। যাঁ'রা জগতে কিছু আছে মনে ক'রে দৌড়াচ্ছেন, তা'দের কথা নয়—নিষ্কিঞ্চনগণের কথা। তাঁ'রা ইহজগতের কিছু দান ক'র্‌তে আসেন না, সেই জগতের জিনিষ, যা' ইহজগতে নাই, তাই দিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত। তাঁ'দের পায়ের ধূলিতে যে মুকুট প্রস্তুত হ'বে, তা' প'রবার জন্য যাঁ'দের আকাঙ্ক্ষা, তাঁ'রা 'উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-স্পর্শাধিকার' পাবেন। উরুক্রমের অঙ্ঘ্রি, যাঁ'র কথা গৌরসুন্দর চৌষট্টিপ্রকার ব্যাখ্যা ক'র্‌লেন, তাহা যে-কালপর্য্যন্ত স্পর্শ ক'র্‌বার না যোগ্যতা হয়, ততদিন অনর্থের শান্তি হ'বে না—Impersonalism থাম্‌বে না। চেতনময় সবিশেষ পাদপদ্ম, যে পা দিয়ে চ'লে বেড়ান, সেই পায়ের আঙ্গুল-স্পর্শযোগ্যতা না হ'লে তাপত্রয়ের উন্মূল হ'বে না। বদ্ধজীব যে মুক্তির জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা-বিশিষ্ট, সেটা "মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভম্"—উরুক্রমের অঙ্ঘ্রিলাভই প্রকৃত মোক্ষ। ভাগ্যহীন জীব সেই পাদপদ্ম পরিত্যাগ ক'রে নরকের পথে—জড়বিলাসের পথে অগ্রসর হ'চ্ছে, চেতনময় কৃষ্ণবিলাসে যোগদানের যে বৃত্তি, সেইটিই উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-লাভ। যে পাদপদ্ম ত্রিজগদ্‌ব্যাপ্ত, সেই চরণ ব্রজজনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বস্তু। "আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন, মনে বনে এক করি' জানি। তাঁ'হে তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়, তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥"

বাস্তববস্তুর বিচার পরিত্যাগ ক'রে যখনই অবাস্তব দর্শন হ'চ্ছে, তখনই ভোগ-বিলাসিতা বৃদ্ধি হ'চ্ছে—প্রভুত্ব করার যত্ন হ'চ্ছে, সেব্যভাব গ্রহণ ক'রে তাঁ'কে সেবক বিচার ক'রে ব'স্ছি। 'তিনি আমাদের সেবক, আমাদের ভক্ত'—এ দুর্ব্বুদ্ধি হ'লে অসুবিধা, তাঁ'র ভক্ত হ'লে সকল সুবিধা। তিনি ব'লছেন—তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় আমার পাদপদ্মে দাও। তোমার ইন্দ্রিয়দ্বারা আমাকে সুখ আস্বাদন করাও, তা' হ'লে তোমাকেও আনন্দের আস্বাদন করা'ব। আর যা'রা কলা দেখা'বেন, নির্ব্বিশেষ হ'বেন, তাঁ'র শিরশ্ছেদ, হস্তপদাদি খণ্ড খণ্ড ক'রে অস্তিত্ব ধ্বংস ক'রে দেবেন—চোখ গেলে দেবেন, হাত পা কেটে ফেল্‌বেন, তা'রাই সর্ব্বাপেক্ষা পরম শত্রু। তা'দের পরিণাম—"সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ।" তা'থেকে আরও অধিক শত্রু—যা'রা বিচার ক'র্‌ছে, নাভিদেশ হ'তে মস্তক পর্য্যন্ত সেবার জন্য থাকুক আর নীচের অঙ্গগুলি অন্যসেবার জন্য থাকুক। তা'রা 'বর্ণাশ্রমাচারবতা' বিচারে রাধাগোবিন্দের লীলাকে আক্রমণ ক'রছে। তা'দের এই নির্ব্বুদ্ধিতা, মূঢ়তা দূর হ'লে ভক্তিসাচার জান্‌বে—রূপসনাতনের কথা জান্‌তে পা'রবে। মহাপ্রভু দক্ষিণদেশে গেলে বহু-মতবাদের লোক তাঁ'কে আক্রমণ ক'রেছিল। শ্রীসম্প্রদায়, বৈষ্ণবনামধারী মধ্ব-সম্প্রদায় কত না বাগাড়ম্বর ক'রে অপরাধ ক'রেছিলেন।

পরমকরুণাময় চৈতন্যদেব রাধাগোবিন্দের কথা দক্ষিণদেশে দিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু আজকাল তাঁ'রা 'যে তিমিরে সে তিমিরে।' আবার প্রচারের আবশ্যক। সেগুলি পুনর্জ্জীবিত করা দরকার। চৈতন্যদেবের কথা তা'রা একেবারে ভুলে গিয়েছে। তা'রা বলে, আমরা খুব যুক্তিবাদী— rational বুদ্ধিমান, বাঙ্গালীদের মত Emotional নই। কিন্তু রাধাগোবিন্দের কথা তা'দের মধ্যে একেবারে নাই। মাদ্রাজের লোক পার্থসারথীর কথা নিয়ে ব্যস্ত, রাধাগোবিন্দের কথা জানে না। উত্তরভারতে মহাপ্রভুর পার্ষদ-ষড়্‌গোস্বামিপ্রকটিত সেবাসৌখ্যদর্শনের যোগ্যতা তা'দের হ'চ্ছে না, ইহা তা'দেব বড়ই দুর্ভাগ্য। সুব্বারাও নামক জনৈক মধ্বসম্প্রদায়ী ভাগবতের অনুবাদ ক'রেছেন। কিন্তু তা' অসম্পূর্ণ। চৈতন্যদেবের কথা যাঁ'দের শুনা হয় নাই, চৈতন্যদেবের অনুগ্রহ যাঁ'দের নিকট পূর্ণমাত্রায় পৌছায় নি, তাঁ'রা ভাগবতের আলোচনাই বুঝ্‌বেন না। যাঁ'রা এ পথের পথিক নয়, তা'দের দ্বারা ভাগবতের অনুবাদ হয় না।

ভাগ্যহীন একজন পশ্চিমদেশীয় মথুরার পণ্ডিত প্রশ্ন ক'রেছিলেন, ভাগবতে যখন রাধার নাম নাই, তখন গৌরসুন্দর ঐ নাম কোথায় পেলেন? কিন্তু আমরা বলি—কা'র জন্য থাকবে, বুদ্ধিকম লোকের জন্য থাক্‌বে? মহাপ্রভু "গোপী" "গোপী" জপ ক'রেছিলেন। সব নাম পাবে দেখা হ'লে। কা'র নাম আছে? ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জরী প্রভৃতি কারো নাম নাই ব'লে তাঁ'রা কি কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় পূর্ণাধিকার লাভ করেন নাই? চন্দ্রার নামও ত' নাই? কা'র জন্য থাক্‌বে? আমাদের মত নির্ব্বোধের জন্য? নাম নিয়েই বা তা'রা কি ক'র্‌ছে? সাধারণের পাঠের জন্য ব্যাসশুকাদি ঐ নাম গোপন ক'রেছেন। যাঁ'দের যোগ্যতা হ'বে, তাঁ'রা যত্ন ক'র্‌লে দেখ্‌তে পাবেন। ভাগবতের অধোক্ষজ আর উরুক্রমের কথা আলোচনা হ'ল। উহাতে নির্ব্বিশেষ-বাদ নিরস্ত হ'য়েছে। তিনি অচেতন ন'ন। জড়জগতের জীবগণকে চৈতন্য দান ক'র্‌বার জন্য আশ্রয়ের ভাব-গ্রহণ ক'রে শ্রীচৈতন্যদেব এসে শ্রীচৈতন্যকথা ব'লে গিয়েছেন এজন্য তাঁ'র নাম 'চৈতন্য।' আশ্রয়ের আনুগত্য ব্যতীত, গুরু-পাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত লঘুর কোন সুবিধা হয় না। গৌরসুন্দর-রচিত "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং"-শ্লোকে নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ভক্তি—একথা বলা হ'য়েছে, এই নাম কীর্ত্তনের অভ্যন্তরেই রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকর কীর্ত্তন। কপটতা পূর্ব্বক নামকীর্ত্তন ত্যাগ ক'রে রূপাদি কীর্ত্তন ক'রলে চিত্তদর্পণ মলিনই থাক্‌বে। তা'হ'লে ভাগবত পড়াশুনা হ'বে না। চৈতন্যদেবের আনুগত্যে শুন্‌তে হবে। তা হ'লেই ভাগবত লাভ ক'রতে পারব।

উরুক্রম, পুরুষোত্তম, অধোক্ষজ ভগবানের পরিবর্ত্তে অপরোক্ষ, অতীন্দ্রিয়, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি যে সমস্ত শব্দ

পাওয়া যায়, সেগুলি অপূর্ণতার জ্ঞাপক বলিয়া অমন্দ উদয় করাইতে অসমর্থ। তা'তে বাস্তবিক ভগবানের দয়া লাভ হয় না। কিন্তু দামোদর স্বরূপ—যিনি বেদান্তশাস্ত্রে পরম পারঙ্গত, যাঁ'র পূর্ব্ব নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, যিনি বেদান্ত অধ্যয়ন-জন্য কাশীতে গিয়েছিলেন, তাঁ'র বিচার ছিল মানবের মঙ্গলসাধন করা; কিন্তু যখন জানলেন চতুর্ব্বর্গ-প্রয়াস যেকাল-পর্য্যন্ত জীবহৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, তৎকাল পর্য্যন্ত ভগবদ্বস্তুর কথা স্থান পায় না ও জীবের কখনই মঙ্গল হ'তে পারে না। তখন হৃদয়ে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের স্ফূর্ত্তিক্রমে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয়ার্থ পুরুষোত্তমে গিয়ে তাঁ'র নিকট ঐ অমন্দোদয়া দয়া প্রার্থনা ক'রেছিলেন। সেই দয়া নয় প্রকারে উপস্থিত হয়—(১) হেলোদ্ধূলিত-খেদা, (২) বিশদা, (৩) প্রোন্মীলদামোদা, (৪) শাম্যাচ্ছাস্ত্রবিবাদা, (৫) রসদা, (৬) চিত্তার্পিতোন্মাদা, (৭) শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা, (৮) শমদা, এবং (৯) মাধুর্য্যমর্য্যাদা।

"আসামহো⋯ভেজুর্মুকুন্দপদবীম্" শ্লোকে যে মুকুন্দপদবীর কথা আছে; যাহা শ্রুতির বিশেষ অনুসন্ধানের পাত্র, যা' বেদান্তের একমাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, যে বস্তুটি লাভের জন্য শ্রুতি সকল অত্যন্ত ব্যস্ত, সেই বস্তু মুকুন্দপদবী। তাঁ'র ভজনা কখন্ বা কা'র দ্বারা সম্ভব? আর্য্যপথ ও স্বজন-পরিত্যাগের শক্তি যাঁ'দের হ'য়েছে, যাঁ'রা তাৎকালিক স্বজনকে নির্ভর ক'রে কৃষ্ণপ্রতি নির্ভরতা পরিত্যাগের বিচার বিশিষ্ট ন'ন। সেই আর্য্য-পথ ও স্বজন-পরিত্যাগকারী ব্যক্তিই মুকুন্দপদবীসেবনেসমর্থ। সেইটী সকল শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের বর্ত্তমান সময়ে যে জ্ঞান, তা' অনেক সময় নানা অজ্ঞানে আচ্ছাদিত। অনেক সময় "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ" শ্লোকে কথিত বিচারে প্রতারিত ও বিমূঢ় হ'য়ে আমি খুব বুঝেছি মনে ক'রে অহঙ্কার-বিমূঢ় হই। তৎপ্রতীতির কর্ত্তৃত্বাভিমানে প্রকৃত সত্য বুঝ্‌তে পারি না। আমি প্রকৃতপ্রস্তাবে মঙ্গল-প্রার্থী হ'লে শ্রীচৈতন্যদেব আমার মঙ্গলবিধান করেন। প্রত্যেক চেতনধর্ম্মে অবস্থিত ব্যক্তিরই তিনি মঙ্গল-বিধাতা। যাঁ'রা নিত্য-মঙ্গলের পরিবর্ত্তে সাধারণ-মঙ্গল লাভে তৎপর, তা'দের চিন্তাস্রোতে আস্বাদন বা রসবিপর্য্যায় ঘটায়—ইহ জগতে ভগবদ্রস-রহিত হ'য়ে জড়রসকে বহুমানন ক'রে তা'তে উন্মত্ত হ'লে চেতনময় রসকে, চেতনে যে রসের উদয় হয়, তা' হ'তে বঞ্চিত হ'তে হয়।

দুই প্রকারে রস পাওয়া যায়—একটী প্রেয়ঃপন্থায়, অপরটী শ্রেয়ঃপন্থায়। প্রেয়ঃপন্থায় জড়ভোগ-কারীর কাব্যশাস্ত্রে যে রসাস্বাদনের কথা আছে; তা' আস্বাদন ক'র্‌তে গিয়ে বিচারভ্রান্তি উপস্থিত হয়। আস্বাদন-কারীর হৃদয়ে মল-প্রবেশ-হেতু অমল রস আস্বাদিত হ'ন না। শ্রেয়ঃপন্থায় চিদ্-রসই আস্বাদনের বিষয়। যেমন শ্রীরূপপ্রভু উপদেশামৃতে—"স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি সিতাঽপ্যবিদ্যাপিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু। কিন্ত্বা-দরাদনুদিনং খলু সৈবজুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী॥" মানুষের যখন ব্যাধি থাকে, তখন আস্বাদনকারীর জিহ্বা নানা অসুবিধার মধ্যে থাকে। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ—এপ্রকার বিচার এসে ব্যাঘাত উপস্থিত করে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় রসবিচারে প্রেয়ঃপন্থী হ'লে শ্রেয়ঃপন্থিগণ বলেন যে, তাদৃশ জড়রসভোগ হ'তে বিরাগই আশ্রয়ণীয়। বর্ত্তমান সময়ে জড়েন্দ্রিয়ই আমাদের সম্পত্তি, সেই ইন্দ্রিয়পরিচালনা হ'তে যে জড়বিলাস, তা' থেকে পৃথক্ বা তা'র বিপরীত বিরাগ; কিন্তু তা আমাদের প্রয়োজনীয় নয়। জড়বিলাস ও জড়বিরাগকে অপরভাষায় ভোগ ও ত্যাগ বলা হয়। ভাগবত ব'লেছেন—'নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থ-পদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।" যে কিছু কাজ ক'র্‌বো, তা' ধর্ম্মের জন্য না হয়; আবার ধর্ম্ম ক'রলেও তা' ভোগের জন্য সম্পন্ন হউক, বিরাগ ভাল নয়; বিরাগ ও আবার তীর্থপদসেবার জন্য না লাগুক; এই রকম বিচার যতদিন থাকে, ততদিন—"জীবন্নপি মৃতো হি সঃ"। সেইকালে চেতনের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ক'র্‌তে থাকি। তা'কে জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থা বলা হ'য়েছে। প্রেয়ঃপন্থা-দ্বারা চালিত হ'য়ে—ঈশ-সেবা-বৈমুখ্য অবলম্বন ক'রে জড়রসে প্রমত্ত হ'য়ে পড়ি আধ্যক্ষিকতাই কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় মনে হয়। আনন্দলাভের পন্থা দুই প্রকার

—প্রেয়ঃ ও শ্রেয়ঃ। প্রেয়ঃপন্থায় আনন্দলাভের যে দোষ, সেটা বিরাগের পন্থায় স্খালিত হয়। আমরা কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম-বশে যে কর্ম্মের আবাহন করি, তা'তে যে রসের উদয় হয়, শ্রেয়ঃপন্থী বলেন—তা' ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বিলাসের বিপরীত কথা বিরাগ। শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়া এ উভয় বিচারের অতীত। শ্রুতিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের পদার্থ যে মুকুন্দপদবী, তাঁকে ভজন ক'রেছিলেন মহামহাবৈদান্তিকাগ্রগণ্যা, বিশুদ্ধচেতনে অবস্থিতা পরমসিদ্ধা সর্ব্বোত্তমা গোপীগণ। ইন্দ্রিয়লোলুপ ব্যক্তিগণ নিজ নিজ জড়রস আস্বাদন-জন্য যে বিচার-মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে থাকেন, তাদৃশ প্রেয়ঃপন্থার অনুসরণ না ক'রে, স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ ক'রে অধোক্ষজবিচারে আশ্রয়-জাতীয় গোপীগণ আত্মাভিজ্ঞান লাভ ক'রেছেন। গুণজাত সত্ত্ব-প্রধান-বিচারে যেটা নির্ণীত হয়, তা'কে পরিত্যাগ করার শক্তি বিরাগে কোথায়? যাঁ'রা নৈসর্গিকী নিত্যা উৎকট প্রীতিচেষ্টার বশে ভগবৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হ'য়ে সেবার জন্য যত্নবিশিষ্ট, বাস্তববস্তুবিচারে যাঁ'দের বাস্তব রস হৃদয়ে প্রাকট্য লাভ ক'রেছে, রজস্তমঃ বাদ দিয়ে—সত্ত্ব-গুণের ভাল কথা পর্য্যন্ত বাদ দিয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রেছেন, তাঁ'রাই শ্রেয়ঃ পন্থী। যাঁ'দের জ্ঞানটি অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত, যাঁ'রা বিবর্ত্তগ্রস্ত হ'য়ে 'ভগবজ্‌জ্ঞান ছোট এবং স্বকপোলকল্পিত, জড়সবিশেষরহিত নির্ব্বিশেষজ্ঞানই বড়'—এই মায়ামরীচিকায় ঢুকেছেন, তাঁ'দের মঙ্গলের জন্য চৈতন্যদেবের নিত্যদাস শ্রীচৈতন্যের পূর্ণা দয়াকে অমন্দোদয় দয়া ব'লেছেন। ভাগবতের অনুশীলনদ্বারাই সেই বস্তু প্রাপ্তব্য। এজন্য "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—আদি শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা কীর্ত্তিত হ'য়েছে। জড়াবিশেষটা অপ্রয়োজনীয়। জড়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা হ'লে ভোগের বিচার হ'তে পরিত্রাণ-জন্য 'নেতি নেতি' বিচার এনে ভোগ থেকে অবসর নেয়। যেহেতু সুখভোগে দুঃখ; প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ ক'রলে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা পাই, সুতরাং বোধরাহিত্যই শেষ কথা বা বোধসাহিত্যের বিশেষানুসন্ধান-রাহিত্যই চরম পদবী—এতাদৃশ বোধ যাঁ'দের, তাঁ'রা অজ্ঞান-শ্রেণীরই অন্যতম ও অন্তর্ভুক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্ত ব্যক্তি বিবর্ত্তবাদ আশ্রয় ক'রে জড়তাকে বা জড়কে চিদ্‌ভ্রান্তিক্রমে গ্রহণ করেন। তা'তে বাস্তব বস্তু কিছুই নাই। উরুক্রমের পাদস্পর্শযোগ্যতা হ'লে আধ্যক্ষিকগণের বিচারনৈপুণ্যের ফল্গুত্ব উপলব্ধি ক'র্‌তে পা'রবো।

'হেলোদ্ধূলিতখেদয়া'—জীবহৃদয়ে যে সব অসুবিধা—তাপত্রয়াদিজনিত মলিনতা উপস্থিত হ'চ্ছে, তা' হ'তে পরিত্রাণ পাবার জন্য যত্ন করা দরকার। কেউ কেউ মনে করেন, জড়জগতের অমঙ্গল মধ্যেই থাক্‌ব, যদি জড়জগতের অমঙ্গের মধ্যেই ঘুরে ফিরে আস্‌তে থাকি, তা' হ'লে ভবিষ্যতে সুখভোগলাভের সুবিধা হ'বে। কিন্তু পরমমুক্ত-পুরুষের বিষয় তা' নয়। ভোগরূপ ঘুমের ঘোর ছেড়ে মানুষ যদি চেতনবিশিষ্ট হ'ন, নিজের পরিচয়, আত্মার পরিচয় পা'ন, তা' হ'লে অনাত্মপ্রতীতির অসুবিধা থেকে অবসর লাভ করেন। যে সময়ে মায়া সৃষ্ট হয় নাই—অচিৎপরিণাম প্রবৃত্ত হয় নাই, তখনও চিৎ-শক্তির দ্বারা প্রকটিত বৈকুণ্ঠের সকল বিচিত্রতা অবস্থিত ছিল, আছে এবং পরেও থাক্‌বে। আধ্যক্ষিকবিচারে আপেক্ষিকতা। ঈশ্বরকৃষ্ণের বিচার,—"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্ব-সম্ভবাভাবাৎ।"

ভাগবতসম্প্রদায়ে সাংখ্যায়ন, সনৎকুমার প্রভৃতি বিভিন্ন বিচার ক'রেছেন। নিরীশ্বর—সংখ্যা—বহুবস্তুর সমাবেশ; বহ্বীশ্বরবাদ, Polytheism প্রভৃতি নানা বিরোধি-সম্প্রদায়েরও অভাব নাই। যখন সত্যযুগে একায়ন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তখন একমাত্র নারায়ণের পূজা ছিল। 'একায়ন' মানে সংখ্যারহিত। যখন সে বিচার শুদ্ধ হ'ল, তখনই ত্রেতায় ধ্যাননিষ্ঠা বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে জীবের দুর্গতি হয়েছে। ত্রয়ী উৎপত্তি লাভ ক'রে কর্ম্মকাণ্ড সৃষ্টি হ'ল পুরূরবার কাছ থে'কে। একথা ভাঃ ৯।১৪।৪৮-৪৯ শ্লোকে বর্ণিত হ'য়েছে। বর্ত্তমান সময়ে হরিকীর্ত্তনই একমাত্র সম্বল। তা'তে জান্‌বো বাস্তব বস্তু কি? সত্যপ্রতিম বস্তুর সাহায্যগ্রহণ প্রয়োজনীয় নয়।

'বিশদা'—নির্ম্মলা, 'আমোদ'—সৌগন্ধ প্রকৃষ্টরূপে উন্মীলিত হ'য়েছে যা'তে; সৌগন্ধ নেই যা'তে, এমন দয়া নয়—নির্ব্বিশিষ্ট হওয়া নয়। সুরভযুক্তি পদার্থ। ভগবদ্দয়ারূপ বায়ুতে সমস্ত ধূলো অনায়াসে

উড়ে যায়—ঝাঁট দেওয়া হ'য়ে যায়। কর্ম্মমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগেরই যত কষ্ট। তদ্বিপরীতবাদীর বিচার—অব্যক্ত। "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্। অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥" কৃষ্ণচেতা যাঁ'রা নয়, তাঁ'দের দুঃখ অবর্ণনীয়, তাঁ'রা নিজের বিচারানুসারেই দুর্গতি লাভ ক'রেছে। তা' থেকে অবসর পাওয়া দরকার। পুরূরবার কাম হ'তে বেদত্রয়ী আরম্ভ হ'ল। পুরূরবা উর্ব্বশীর রূপদর্শনে মোহিত হ'য়ে কর্ম্মকাণ্ড আরম্ভ ক'রেছিলেন। রূপরসাদি বাজে জিনিষে আকৃষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণ-দর্শনে ব্যাঘাত ঘটে। শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়া দয়ার মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডের প্রশ্রয় নাই। জীব যা'তে ঐহিক আমুষ্মিক ভোগে রত না থাকে, তা'র জন্য চেষ্টা ক'রেছেন।

"শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদা"—জ্ঞানী শ্রেণীর যে চিন্তাস্রোতে—"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন, সেই গুরু পর্য্যন্ত ধ্বংস হ'য়ে যায়—গুরু ও আমি আলাদা নই, গুরু নিত্য নয়, আমি ঈশ্বরে বিলীন হ'য়ে যাব," বাস্তব সত্যের সন্ধান না পেয়ে হাত্ড়ান' বুদ্ধিতে যে প্রয়াস, উহা অকর্ম্মণ্য। 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য, শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য, যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ, নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং' প্রভৃতি ভাগবতীয় শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,—ঐকার্য্যে অগ্রসর হ'য়ে পরিণামে বিফলমনোরথ হ'তে হয়—বাস্তবিক অজ্ঞানেই স্থায়িভাবে থেকে যেতে হয়। মুক্তিকামী কপটতা আশ্রয় ক'রে পঞ্চোপাসনায় সময় কাটিয়ে নির্ব্বিশেষবাদী হ'য়ে নিজের নিজত্ব—গুরুর গুরুত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে ফেলেন। শ্রীচৈতন্যদেব এই সকল বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য ক'রে দিয়েছেন। ভাগবত আলোচনা ক'র্‌লে শাস্ত্রীয় বিচার থেকে দূরে গমনের যে অবস্থা, তা' থেকে অবসর হয়। 'রসদা' -জড়রসের সঙ্গে চিদ্রসের যে পার্থক্য আছে, সেইটী বুঝিয়ে দিয়ে প্রকৃত চিদ্রস দান করেন। উদ্বেলিত খেদ হ'তে বিবাদমান বিচারের শান্তি হ'লে ভক্তিরস উপস্থিত হয়। চিত্তে রস এলে উন্মাদ অর্পিত হয়, আস্বাদন-মত্ততা আসে, ব্রহ্মরসজ্ঞান প্রবল হয়। প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বিষয় সকল অধিরোহবিচারে বুঝ্‌তে গিয়ে যে অমঙ্গল হয়, তা'র হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে চিত্তার্পিতোন্মাদা অবস্থা হয়। "শশ্বদ্ভক্তবিনোদা"—সেই দয়া নিরন্তর সেবাপ্রবৃত্তি-দান-কারিণী।

'শমদা'—যা' 'মন্নিষ্ঠতা' (ভবন্নিষ্ঠতা) বুদ্ধি দান করে। "জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞান-সমন্বিতম্"—ভগবৎ পরমাত্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে 'মে জ্ঞানং' অর্থাৎ ভগবজ্‌জ্ঞান পরম, অন্যগুলি সাধারণ—মধ্যম ও ইতর। বিশেষ জ্ঞান নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মে নাই। কিছু পরমাত্মায় আছে, কিন্তু রহস্য নাই। ভগবজ্‌জ্ঞানে তদঙ্গ, রহস্য, বিজ্ঞান-সমন্বিত জ্ঞান বিরাজমান। গোলে হরিবোল দিয়ে ব্যাপকতাধর্ম্মে জড় ভোগপরতা ভগবদ্ভক্তিতে আরোপ করা উচিত নহে। যোগীদিগের বিচার-প্রণালীতে ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদা আছে, বিভূতির আলোচনা আছে, কিন্তু মাধুর্য্য-বিজ্ঞানের অভাব থাকায়,—পরমৈশ্বর্য্য তাঁ'দের প্রয়োজনীয় ব্যাপার। ঐশ্বর্য্যের শ্রেষ্ঠতা দরিদ্রের নিকট আছে। দরিদ্র ধনবান্ হ'লে ধনে ঔদাসীন্য—বীতরাগ আসে। মধুরিমায় আকর্ষণ বৃদ্ধি হ'লে সে-ভাব থাকে না। ভক্তি-দ্বারা ঐশ্বর্য্যের কিছু পেতে পারি, কিন্তু পরক্ষণেই মাধুর্য্য প্রবল হ'লে ঐশ্বর্য্যের অপূর্ণতায় বাধ্য হই না। আমি বড় হ'ব, অন্যে বশ্য থাক্, এটা ঘুরে ফিরে অভক্তি। ভাগবতে যত শ্লোক আছে, তা'র সার নয়প্রকার উপলক্ষণে বিচার ক'রে বৈদান্তিকশিরোমণি স্বরূপদামোদর প্রভু এই স্বরচিত শ্লোকদ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয় ক'রেছেন, তাঁহার দয়ার সর্ব্বোত্তমতা জানিয়েছেন। অধোক্ষজের সেবকই ঐ সকল কথা বুঝতে পারেন, অর্দ্ধপক্ক রসহীন জ্ঞানীর উহা বুঝ্‌বার যোগ্যতা নাই।

চরমে নির্ব্বিশেষকামী পঞ্চোপাসকগণ মূলের সঙ্গতি রেখে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ক'র্‌তে পারেন না। ক'র্‌তে গেলে নিজেদের চিন্তাস্রোতের সর্ব্বনাশ হয় জেনে একটা শ্লোকেরও টীকা ক'রতে পারেন নি। যদি কেউ টীকা

ক'রতে যান, তার কিছু ভক্তির বিচার আস্‌তে পারে, কিন্তু চরমে নির্ব্বিশেষ-স্থাপন-প্রয়াস ব্যর্থ হয় মাত্র। ভাগবতে কেবলাদ্বৈতবাদের গন্ধও নাই শুদ্ধাদ্বৈতবাদের কথা ব'লেছেন, তাহাই পরম প্রয়োজনীয়, তা'তে ভুল নাই, উহা ভক্তিপূর্ণ। শুদ্ধদ্বৈতবাদও জড়ভোগনাশী ও ভক্তিপূর্ণ, দ্বৈতবাদ যেখানে জড়বিচারে পূর্ণ, সেখানে উহা শুদ্ধ নয়, বিদ্ধদ্বৈতবাদ—আধ্যক্ষিকতা। ভাস্কর প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর বিচার জড়ভোগবিচারাশ্রিত ব'লে ভ্রমপূর্ণ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেও অসম্পূর্ণতা আছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে অচিন্ত্যভেদাভেদ বিচার দেখিয়েছেন, উহাতে অসম্পূর্ণতা ও বিবাদমানতা নাই, উহাই সম্পূর্ণ বিচার। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারের কথা যা'দের হজম হয় নাই, তা'রা সদর্থের পরিবর্ত্তে কদর্থ ক'রে প্রতিমুহূর্ত্তে সত্যের অপলাপ ক'রতে যত্ন ক'রছেন। তা' শুনতে গিয়ে ভাগবতের ভাল কথাগুলো ভুল্‌তে হ'বে না। তিনি পুরুষোত্তম, উরুক্রম; অপরোক্ষ শব্দমাত্রদ্বারা উদ্দিষ্ট নহেন, তদতিরিক্ত 'অধোক্ষজ', প্রাকৃত নহেন 'অপ্রাকৃত'। চেতন ও অচেতনের রস এক ক'র্‌তে হ'বে না। ঈশ্বর-বিমুখ ব্যক্তিগণ কর্ম্মফলে যেস্থান লাভ ক'রেছেন, এটা কারাগৃহ। এস্থানে 'অনয়া মীয়তে' বিচার—মেপে নেওয়া ধর্ম্মই প্রবল। ভগবানের অঙ্গ নাই—যা'দের বিচার, রহস্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তা'রা অজ্ঞান ব'লেন, তা'দের অজ্ঞতা জন্য অসুবিধা আছে।

চতুঃশ্লোকীঃ—ভগবদ্বস্তু যাহা, ভগবানের ভাবসমূহ যাহা, ভগবানের রূপ যাহা, গুণসমূহ যাহা এবং বিক্রমসমূহ যাহা, সেই সমস্তই ভগবদনুগ্রহক্রমে প্রকৃতপ্রস্তাবে মুক্তজীবের অনুভবের বিষয় হয়। কৃপার অযোগ্য ভগবদ্বিরোধী অবজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি অবৈকুণ্ঠ বস্তুতে, ভোগ্য ভাবাদিতে, ভোগ্য রূপ, ভোগপর গুণ এবং জড়ানন্দপর বিক্রান্তি-সমূহে অবস্থিত থাকায় অহঙ্কারবিমূঢ়তা-হেতু মায়াবাদী হইয়া পড়েন। কালের খণ্ডধর্ম্মানুভূতির পূর্ব্বে ভগবানের অধিষ্ঠান এবং পরেও তাঁহারই অধিষ্ঠান। জড়সত্তা ও জড়ভোগাতীত অধিষ্ঠান হইতে তিনি পৃথগ্‌ বস্তু হইয়াও ব্রহ্ম বা পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌ নহেন।

ভগবদ্বস্তুর প্রতীতির অভাবে যাহা অনুভূত হয়, ভগবদ্বস্তু ব্যতীত যাহার অনুভূতিগত অস্তিত্ব নাই, পরমাত্মবস্তুতে যাহার অনুভূতি নাই—তাহাই মায়া। মায়ার পরিচয় দ্বিবিধ—জীবমায়া আলোকময়ী ও অন্ধকারময়ী গুণমায়া। শক্তিমদ্বস্তু ও শক্তির বিচারে ভ্রান্তিনিরসনার্থ এই সংজ্ঞা।

অভিধেয়-বিচারে জিজ্ঞাসার উদয়। অতাত্ত্বিকের জানিবার চেষ্টা নাই। অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবদ্বয় দ্বারা সর্ব্বদা সকল স্থানে সেই ভগবদ্বস্তুর শ্রবণাদি বিধেয়। যেরূপ মহাভূতসকল নীচোচ্চ প্রাণিসমূহে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট-প্রতিম হয়, সেইপ্রকার ভক্তহৃদয়ে নিত্য প্রবিষ্ট হইয়াও ভগবদধিষ্ঠানের স্বতন্ত্রতারক্ষণ দ্বারা প্রেমভক্তির নিত্য প্রাপ্তির বিষয়ে অজ্ঞান ও বিজ্ঞ-ভেদে অনধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিত এই উভয় পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।

বাস্তবিক অভক্তগণ কখনই ভাগবত প'ড়তে পারে না। তা'রা ভুক্তি ও মুক্তি পিপাসু—কর্ম্মী ও জ্ঞানী। "ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখাস্বোধেঃ কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥" কর্ম্মিজ্ঞানীর বিচারে ভক্তির স্বরূপনির্ণয়ে ব্যাঘাত উপস্থিত হ'বে। প্রেয়ঃপন্থী মনোধর্ম্ম-চালিত হ'য়ে 'এই ভাল, এই মন্দ' বিচারে ব্যস্ত। 'দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম'। জড়নির্ব্বিশেষ, জড়সবিশেষ পরিত্যাগ ক'রে যুগপৎ চিন্নির্ব্বিশেষ ও চিৎসবিশেষ বিচারই গ্রাহ্য, উহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচার।

ভক্তিযোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্যগ্‌রূপে সমাহিত হইলে ব্যাসদেব কান্তি, অংশও স্বরূপশক্তিসমন্বিত শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া জীব সত্ত্ব-রজস্তম-গুণত্রয়াত্মক জড়াতীত হইয়াও আপনাকে জড়দেহ ও মনোবুদ্ধি জ্ঞান করে। তাদৃশ ত্রিগুণাত্মক অভিমান হইতে জাত-কর্ত্তৃত্বাদিমূলে সংসার-বাসনা লাভ করে।

শ্রীব্যাসদেব দেখিলেন যে, ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত বিষ্ণুতে অব্যবহিত ভক্তি অনুষ্ঠিত হইলে, সংসার-ভোগদুঃখ

নিবৃত্ত হয়। এই সমুদয় দর্শন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ বেদব্যাস এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকের মঙ্গলের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত নামক পারমহংসী সংহিতা রচনা করিলেন। ইহা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক-মোহ-ভয়-নাশিনী ভক্তির উদয় হয়। ভাগবত না পড়া পর্য্যন্ত জীব আধ্যক্ষিক থাকে। ভাগবত—পরমহংসী সংহিতা। পরমহংসগণ—পরমমুক্ত নিষ্কিঞ্চনগণ কি ব'ল্‌ছেন, তা' জান্‌তে হ'লে, দশমস্কন্ধ আলোচনা ক'র্‌তে হ'বে। পরে একাদশস্কন্ধ না প'ড়্‌লে অধঃপতন হ'বে। সেজন্য ভাগবত-শ্রবণই আমাদের একমাত্র কার্য্য, ইহাদ্বারা অন্যান্য অঙ্গ-চতুষ্টয়—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তির অঙ্‌ঘ্রিসেবা, মথুরাবাস হ'বে। মথুরা—জ্ঞানভূমিকা, পূর্ণজ্ঞানে বাস, অচেতন ভূমিকায় বাস না করার নাম মথুরাবাস। 'নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ' প্রভৃতি পঞ্চরাত্রের অঙ্‌ঘ্রিসেবার পদ্ধতিসমূহও ভাগবতে আছে।

চৈতন্যের চরণাশ্রয় ক'র্‌লে 'আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে' বিচার উপলব্ধি হ'বে, তখন রসবোধ হ'বে। জড়রসবোধ থাক্‌লে চিদ্রসমূর্ত্তি ভগবান্‌কে বুঝা যায় না। নির্ব্বিশেষবিচারে জড়রস ধ্বংস হয় মাত্র। তা' থেকে অব্যাহতি নিয়ে যা'তে আবার জড়রস প্রবল না হয়, তজ্জন্য চিদ্রসের আলোচনা দরকার। সেটী নামকীর্ত্তন হ'তেই সম্ভব। নামই রস-বিগ্রহ। "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ।।" রসবিপর্য্যয়ে যে রসদর্শন, জড় অলঙ্কার-শাস্ত্রে যে রস, কাব্যপ্রকাশ, ভরতমুনি প্রভৃতির যে বিচার—উহা শুদ্ধ নহে। উজ্জ্বল-নীলমণি, অলঙ্কারকৌস্তুভ প্রভৃতি পাঠে চিদ্রসের উপলব্ধি হয়! চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হ'লে সকল অমঙ্গল দূর হ'বে। জড়নায়ক-নায়িকার বিচার থেকে অবসর পেতে হ'বে। দু'টীকে এক ক'র্‌তে হ'বে না। জড়ের সঙ্গে চিদ্রসের সাম্য বিচার যাঁ'রা করেন, তাঁ'রা অপরাধী। পরবর্ত্তিসময়ে সিদ্ধ হ'য়ে যা'ব বিচার ক'রে তাঁ'রা 'সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ' শ্লোকের উদ্দিষ্ট হ'ন। ভগবান্ তাঁ'দের রসরহিত নীরস ব্রহ্মবিচার-ধ্বংস ক'রে দেবেন। যেমন কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতির অবস্থা।

সচ্চিদানন্দবিগ্রহ তাঁ'র রসের উরুক্রমতা দেখালে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মনুষ্যের মস্তিষ্কে যে আধ্যক্ষিকতা, মহাজ্ঞানী মহাকর্ম্মীর যে অহঙ্কার সব ধূয়ে যাবে। চৈতন্যদেব ব'লেছেন যে, "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" ২৪ ঘণ্টা ভাগবত আলোচনাকারীর নিকট ভাগবত পড়্‌তে হ'বে, শুন্‌তে হ'বে। বিপথগামী হ'লে প্রথমে নির্ব্বিশেষবাদী, তা'র পরে জড় সবিশেষ। পাব পাব ক'রে প্রত্যেক নির্ব্বিশেষবাদীর শেষে সর্ব্বনাশ—অধঃপতন হ'বে। সবই মায়াময় ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে বৈকুণ্ঠকে পর্য্যন্ত মেপে নেওয়ার চেষ্টায় শেষে তিন এর Dimensionএ প্রবিষ্ট হ'য়ে জড়তা লাভ ক'রে বিষম ক্লেশের মধ্যে পড়্‌বেন। ক্লেশঘ্নী ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না ক'রলে—ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না ক'রলে সর্ব্বনাশ। ভোগী ভাগবত পাঠ ক'র্‌তে পারে না। তা'র মুখে ভগবন্নাম আস্‌তে পারেন না; পঞ্চোপাসকের বা অঘ, বক, পুতনার অনুগতজন-মুখে ভাগবত শুন্‌তে নাই। ব্রজভজনবিরোধী আঠার প্রকার অসুরের ভৃত্যবর্গের অনুসরণে কৃষ্ণকে বিনাশ ক'র্‌বার অঘ-বকপূতনাদির চেষ্টা, রূপ পাষণ্ডমত কৃষ্ণ তা' ধ্বংস ক'রে দেবেন। অসুরদের অনুগমন বা তা'দের বহুমানন কর্ত্তব্য নয়, তা'দের অনুগ্রহ প্রার্থনীয় নহে। যে যে নামে দেবতা আছেন, তত্তন্নামে অসুরও আছে! তা'রা মানুষকে ভ্রান্ত ক'রে চেতনধর্ম্ম-রহিত ক'রে দেয়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তের চরণরেণুই একমাত্র পরম প্রয়োজনীয় বস্তু।

ভাগবতে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা ব'লেছেন। বেদশাস্ত্র যে সম্বন্ধের কথা ব'লেছেন, সেই সম্বন্ধ নির্ণীত হ'য়েছে প্রথম শ্লোকে 'সত্যং পরং ধীমহি' বাক্যে। সেই পরম ও সত্যবস্তু আমাদের ধ্যানের বিষয় হউক। ভোগ্য জগৎ ধ্যান ক'র্‌তে ক'র্‌তে আমাদের বহু জন্ম কেটে গেছে। ভাগবতলেখক ব্যাসদেব বলেন,—"ধীমহি"—আমরা সকলে মিলে ধ্যান করি। ধ্যানের যোগ্যতা আমাদের আছে; কিন্তু যেকাল পর্য্যন্ত সেব্য পরমেশ্বর ব্যতীত ভোগ্যজগতের কোন ইতর বিষয়ের ধ্যান করি, তৎকাল পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের ধ্যান হয় না, ভোগ হয় মাত্র। যা' আমাদের অধীন-

বস্তু, যা'কে ভোগ বা ত্যাগ ক'র্‌তে পারি, তা'রই ধ্যান হ'য়ে যায়। 'আমাদের'—বহুবচনের পদ। আমরা অনেক, কিন্তু সেব্য এক। 'পরম্‌'—একবচন। একমাত্র বস্তু তিনিই ধ্যেয়। আমরা সকলে ধ্যেয়পদার্থের সেবা করি। ধ্যাননিষ্ঠা সত্যযুগের ব্যাপার। যখন একপাদ ধর্ম্মও হ্রাস হয় নাই, দ্বিপাদ বা ত্রিপাদ ধর্ম্ম নাশ হয় নাই, তখন ধ্যাননিষ্ঠাই ছিল, কিন্তু তা'তে ব্যাঘাত হ'য়েছে ভগবদ্বিস্মৃতি-হেতু।

সত্যের প্রারম্ভে ভক্তিপরের পরমেশ্বর বিষ্ণুর ধ্যানের সম্ভাবনা ছিল। তখন সর্ব্বকালভোগ্য ইতরবস্তু ধ্যেয় ছিল না ব'লে নারায়ণের ধ্যান সম্ভব হ'ত। কিন্তু পাপ প্রবেশ করায়—একপাদ ধর্ম্মের হানি হওয়ায় জীবের সত্যের ধ্যাননিষ্ঠা কিছু বিপন্ন হ'য়েছিল। তা'তে যজ্ঞের ব্যবস্থা। তখন কতকগুলি লোকের সৎকর্ম্মনিষ্ঠা প্রবল হ'য়েছিল। জীবের নিত্য কৃত্য কর্ম্মনিষ্ঠার মধ্যে যজ্ঞদ্বারা যজনকার্য্য হ'ত। একপাদ-ধর্ম্মক্ষয়ে ধ্যান ক'র্‌তে হ'লে যজ্ঞসাহচর্য্যে পূর্ণতা লাভ ক'র্‌ত। পরবর্ত্তিকালে দ্বাপরে পরিচর্য্যা—শ্রীমূর্ত্তিসেবার বিচার প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এই হস্তের দ্বারা অর্চ্চার সেবা ক'রে সেবোন্মুখতা প্রকাশ ক'র্‌তে পারি। হস্তের দ্বারা আহৃত উপকরণ দিয়ে পূজা ক'র্‌তে পারি। অর্চ্চা পঞ্চমস্তরে অবস্থিত ভগবৎ-প্রকাশমূর্ত্তি। যেকালে অর্চ্চনীয় বিচারে সচ্চিদানন্দবস্তুর নিকট উপস্থিত হই, তখন অসৎ, অচিৎ, নিরানন্দের কল্পনা সেই ভগবদ্‌বস্তুতে আরোপ করি না। অর্চ্চনের পূর্ব্বে 'ভূতশুদ্ধি' ব'লে একটা ব্যাপার আছে, যা'তে ক'রে বর্ত্তমান অর্চ্চার অধিষ্ঠানটি সেবনোপযোগী ভাবে পরিণত হয়। উপচার-গুলির প্রোক্ষণকার্য্য দরকার হয়। অর্চ্চা ভগবান্‌ই; কিন্তু পাঁচটি স্তর অতিক্রম ক'র্‌লে পরতত্ত্বের ধ্যান হয়। পরিচর্য্যাবিধানে পাঞ্চরাত্রিক অর্চ্চন-পদ্ধতি। সকল বস্তুর অভ্যন্তরে অন্তর্যামিসূত্রে ভগবদধিষ্ঠান। তিনি অপর ভাষায় পুরুষাবতার ব'লে কথিত।

অর্চ্চার উপাসনা সব সময়ে ক'র্‌তে পারি। সাক্ষাদ্‌-বিগ্রহজ্ঞানে কালোচিত সেবা করার যোগ্যতা আমাদের সকলের আছে. কিন্তু অন্তর্য্যামীকে সবসময় চিত্ত ধারণা ক'র্‌তে সমর্থ হয় না। অর্চ্চা প্রত্যক্ষের উপযোগী। সেব্য-অর্চ্চা ভোগ্য বা ত্যাজ্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, তাঁ'তে সেব্যবিচার থাকা দরকার। যেমন বিগ্রহ-সমক্ষে চেঁচিয়ে কথা ব'ল্‌লে, বিষয়কার্য্য ক'র্‌লে, তাঁ'র সম্মুখে ভোজ্যদ্রব্য গ্রহণ ক'রলে অপরাধ হয়, কোন বেয়াদবি চলে না। সেবাপরাধ ৩২ প্রকার বিচার্য্য হয়। যখন তাঁর ধ্যান নানাপ্রকারে বিপন্ন হ'য়েছিল, তখন অর্চ্চনের বিধান হ'য়েছে। যদিও উপরিচর বসু সত্যযুগে শ্রীবিগ্রহের উপাসনা ক'রতেন, কিন্তু দ্বাপরেই উহা প্রসার-লাভ ক'রেছে। অর্চ্চনে ধ্যান ব'লে একটা ব্যাপার আছে, উহা অন্তর্য্যামী, বৈভব ও ব্যূহ অতিক্রম ক'রে পরতত্ত্ব-জ্ঞানসহ সেবা। ভোগের চিন্তা না ক'রে সেব্যের চিন্তা ক'রলে ধ্যান সুষ্ঠু হওয়া সম্ভব। অর্চ্চাকে পার্থিব ব্যাপারে গঠিত মনে ক'র্‌লে ভোগ্যবিচার আসে। যখন ধর্ম্মকে ত্রিপাদ অধর্ম্মে গ্রাস করে, তখন একমাত্র কীর্ত্তনই গতি। উদর-ভরণজন্য অর্চ্চার পূজায় ব্যস্ত থাক্‌লে বিপথগামী না হই, এটা দেখা দরকার। দ্বাপরীয় অর্চ্চন যখন নানাপ্রকার তর্কের দ্বারা অভিভূত হ'য়েছিল, তখন হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হ'য়েছে—"কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ"। হরিকীর্ত্তনেই অর্চ্চন হয়, তদ্দ্বারাই যজ্ঞ ও ধ্যানের সুষ্ঠুতা সম্পাদিত হয়। কলিতে ত্রিপাদধর্ম্মের বিপর্য্যয়হেতু একমাত্র হরি-কীর্ত্তনেরই ব্যবস্থা। তৎপ্রভাবে সবই হয়, ধ্যাননিষ্ঠাও লাভ হয়।

আমরা কীর্ত্তন ক'রতে ক'রতে সেই পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হ'তে পারি। ধ্যাননিষ্ঠা, যজননিষ্ঠা, অর্চ্চন-নিষ্ঠা—সবই কীর্ত্তনে হয়। 'কলি' অর্থ বিবাদ। যে কোন কথা বলা যায়, তা'র প্রতিবাদ-যোগ্যতা আছে। একপক্ষ অপর পক্ষকে আক্রমণ ক'র্‌বে। কলি দোষসমুদ্র। তা'র বহু দোষ থাক্‌লেও একটী মহাগুণ আছে যা' সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ছিল না। অত্যন্ত অযোগ্য ব'লে দুর্ব্বলের জন্য যে ঔষধি, সেটি এমন তীব্রশক্তিসম্পন্ন যে, ঐ ত্রিপাদ ধর্ম্মের অযোগ্যতা পর্য্যন্ত বিনষ্ট ক'রে ফল প্রদান ক'র্‌তে সমর্থ হয়। কৃষ্ণলীলা দ্বাপরান্তে গুপ্ত হ'য়েছিল। কৃষ্ণকীর্ত্তন সকল লোকেই জান্‌তে পেরেছিল। যেমন কা'লকের সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত, আজকের সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্ত

লক্ষ্য ক'রলে খুবই টাট্‌কা মনে হয়, সেরূপ দ্বাপরের শেষে কলির প্রবৃত্তিতে কৃষ্ণ নিত্যপ্রকটলীলা সঙ্গোপন ক'রে বর্ত্তমানে কীর্ত্তন-মুখেই অবস্থান ক'রছেন। অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণপ্রাকট্যকালে কৃষ্ণের নিত্য গুণ, লীলা, পরিকর, রূপ ও নাম—এইগুলি সৌভাগ্যবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের চেতনের দর্শনে দেখ্‌বার সুবিধাই হ'য়েছিল। কলি-প্রবৃত্ত হওয়ার পরে কৃষ্ণের কীর্ত্তন-দ্বারাই কর্ম্ম বা জ্ঞান-প্রবৃত্তিরূপ সমস্ত অমঙ্গল হ'তে অনায়াসে মুক্ত হ'য়ে নিত্য রূপ, গুণ, লীলা, পরিকরাদির দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে। আমরা জড়জগতে মেপে নেওয়া ধর্ম্মে আষ্টে পিষ্টে বাঁধা প'ড়েছি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সব বাঁধন কেটে যাবে। কীর্ত্তন হ'লে দর্শন, শ্রবণের যোগ্যতা হয়। নির্ম্মাল্যঘ্রাণে কি সৌগন্ধ আছে, তা' কৃষ্ণকীর্ত্তনে বুঝতে পারি। যেমন সনকাদি ভগবানের গুণে মুগ্ধ হ'য়ে ভগবৎসুরভির গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিলেন। কীর্ত্তনের দ্বারা সবই সম্ভব। 'প্রোন্মীলদামোদয়া'—'আমোদ'-শব্দে সুগন্ধ, সুরভি। কীর্ত্তনের দ্বারা সেই সুরভির লাভ হয়, ভোগের উপকরণ এসেন্স-আতরাদি শোঁকা দুর্ব্বুদ্ধি নষ্ট হয়। তৎপ্রভাবে মুক্তসঙ্গ হ'য়ে সেই পরমপুরুষের নিকট যাওয়া যায় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবোন্মুখতা লাভ হয়। সেবোন্মুখচিত্তে কীর্ত্তনপ্রভাবে স্বয়ংরূপ আপনা হইতেই দেখা দেন। কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনুভূতি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের অভিধেয় শ্লোক—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র···।" (ভাঃ ১।১।২) যিনি ভক্তিপথ আশ্রয় ক'রবেন, তিনি প্রহ্লাদোক্ত—'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ'—এই শ্লোকটির অবলম্বন ক'রবেন। সমস্ত শাস্ত্র-শ্রবণের ফলই হ'চ্ছে জীবের ভক্তিমান্ হওয়া—অভক্তির পথ আশ্রয় না করা। এইজন্য অভিধেয়-বিচারের কথা অসম্প্রসারিত বীজের ন্যায় এই "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ শ্লোকে বীজীভূত আছে। ইহা সূত্রাকারে অভিধেয়-বিচার। যাঁ'রা সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট হয়ে অভিধেয়ে অগ্রসর হ'ন, তাঁদের সম্বন্ধজ্ঞান পূর্ণতা লাভের পূর্ব্বে সঙ্গে সঙ্গে অভিধেয়-বিচার হওয়া দরকার। কেবল সম্বন্ধজ্ঞান হ'য়ে থা'ক্‌লে অভিধেয় বিচারের সুষ্ঠুতা হয় না। কেবলজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের যে বিচার, তা'তে অভিধেয়ের বিচার অস্থায়ী হ'য়ে গেছে। যদিও কর্ম্মকাণ্ডকে তা'রা অভিধেয়রূপে নির্ণয় করে, কিন্তু নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ—ফলকামনা'-রাহিত্যই তাঁ'দের উদ্দেশ্য। তা'তে যে ফল-কামনা-সাহিত্য যথেষ্ট আছে, তা' সুচতুর ভক্তগণ তাদের নয়নে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে থাকেন। মুমুক্ষা-ধর্ম্মে যে শান্তির প্রয়াস তা' কৃষ্ণভাববর্জ্জিত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত কিছুই নয়। যেহেতু জড়জগতে ত্রিবিধতাপে সন্তপ্ত থাকতে হয়, সুতরাং গুণজাত জগতের অমঙ্গলের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার—ত্রিপুটীবিনাশ ক'রলে—জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃবিচার না থাক্‌লে আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবে না, আত্মবিনাশ সুষ্ঠুভাবে হ'তে পা'রবে"—এর নাম মায়াবাদ। মাপতে মাপতে মাপা ছেড়ে দিতে গিয়ে জ্ঞাতৃস্বধর্ম্ম রহিত হ'য়ে যাওয়া। যেমন শাক্যসিংহের বিচার—চেতনধর্ম্মরহিত হওয়াই মুক্তি; কিন্তু চেতন-ধর্ম্মের পূর্ণবিকাশ সেই বাস্তববস্তুতে এখনও আছে, পরেও থাকবে। এদের বদ্ধ অবস্থা কিরূপে হ'য়েছিল, মুক্ত অবস্থায়ই ব কি হবে, তা' এঁরা বুঝতে পারেন না। তাঁ'দের যে মুক্তির বিচার, সেকথা আদৌ সঙ্গত নহে। এজন্য ভাগবতে—"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥"

ভক্তের বিচার ক্ষুদ্র নয়। অহংগ্রহোপাসনা তাৎকালিক বিচার মাত্র, জগতের আহৃত জ্ঞানের দ্বারা বহির্জ্জগতের বিচার অবলম্বন ক'রে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ জগতের তিক্ত অভিজ্ঞতা নি'য়ে অগ্রসর হ'য়ে তা'র পরিহারেচ্ছা। পরিশেষে উহাতে কিছুই থাক্‌বে না—এই সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণজ্ঞানময় বস্তু আছেন এবং নিত্যকাল থাক্‌বেন। ইহার বিরুদ্ধে অভিযানে প্রবৃত্ত হওয়া সমীচীন নহে। সূর্য্যের আলোককে নষ্ট করা যায় না বা আবরণ-দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা সম্ভব নয়, ছাতা দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদন করা যায় না। ছাতার বহির্ভাগে রশ্মি আসে। আর ছাতাকে সূর্য্যের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না। ব্রহ্ম অজ্ঞ হ'য়ে জীব হ'য়ে গেছেন, এরূপ কথা নয়। যেহেতু তা'

হ'লে ব্রহ্মাতিরিক্ত অজ্ঞতার দ্বিতীয় অধিষ্ঠান স্বীকার ক'রতে হয়। জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদে যে অজ্ঞতা, যা' রামানুজ বেদার্থসংগ্রহে "পরোপাধ্যালীঢ়ং, ভ্রমপরিগতং প্রভৃতি মত বর্ণন ক'রেছেন, তা'তে ব্রহ্মবস্তু মায়ার দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার দরুণ অজ্ঞতা লাভ ক'রেছেন, সেরূপ কথা নয়। তা' থেকে মানবজাতিকে অবসর দেওয়া উচিত। তা'দের বুদ্ধি প্রসারিত হ'ক—তা'রা ভক্তির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করুক। "তথা ন তে মাধব" শ্লোক আলোচনা ক'রলে জান্‌তে পারি যে, ভগবান্ জীব-নিত্যসত্তাকে চিরদিনই সংরক্ষণ করেন।

আমরা ইহ জগতে বিঘ্নবিনাশের জন্য গণপতির উপাসনা করি, বিঘ্ন বিনষ্ট হ'লে ভোগেরই পূর্ণতা লাভ হ'বে; কিন্তু সেটা ভক্তিপ্রতিকূল বিচার। এজন্য মহাবিষ্ণু নৃসিংহদেবের আনুগত্য ক'র্‌লে জড়জগতের বিঘ্ন-নিবারণ-চেষ্টাকে বালচাপল্য মাত্র ব'লে জানা যায়। গণেশের পূজা ক'রলে সিদ্ধি, তাতে জগতের অসুবিধা বাদ দিয়ে অর্থ-প্রাপ্তি—জাগতিক প্রয়োজনলাভ অর্থাৎ ভাল রকম ভোগী হ'তে পারি। জগৎ বুদ্ধিমান্ লোকের থাকার জায়গা নয় ব'লে গল্প শুন্‌লে হ'বে না। এখান থেকে অবসর নেওয়া দরকার। আর যদি অবসর না নিয়ে ইহজগতের উন্নতিকামী হ'য়ে উদয়াস্ত পরিশ্রম করি, তা' হ'লে কি পাব ? কনক, কামিনী—না হয় সাধু ব'লে সম্মান পা'ব। কিন্তু এই তিনটাই ত' ঘৃণ্য জিনিষ। ভক্তি উদয়ের পূর্ব্বেই মানুষ সমঝ্‌দার হ'য়ে বুঝতে পারে, এই তিনটাই অপ্রয়োজনীয় জিনিষ। মোক্ষই বা কি জন্য ? তা'তে আমারই সুবিধা হোক্, অন্যে অসুবিধায় থাক্—এ রকম দুরাশার বশেই মুক্তিপিপাসা হয়। সাযুজ্য ব্যতীত অন্য প্রকারে লোকের মুক্তি হ'লে পাছে তার প্রতিযোগী হয়, অন্যলোক ঈশ্বর হলে ওর মুস্কিল, এজন্য তাদের মুক্ত করার চেষ্টা নাই। যেমন বাউল সম্প্রদায়ে ভোগ্য-বস্তু নিয়ে পরস্পরে, প্রতিযোগিতা। কিন্তু সাপত্ন্যভাব একেবারে পরিহৃত হ'য়েছে রাসস্থলীতে। প্রত্যেক গোপী তাঁদের ভজনীয় বস্তুকে নিয়ে আনন্দে মণ্ডলীনৃত্য ক'রেছেন। অনূঢ়া, পরোঢ়া প্রভৃতি গোপীগণ আর্য্যপথ, স্বজন পরিত্যাগ ক'রে কৃষ্ণপাদ-পদ্মে এসে উপস্থিত। মায়াবাদীর কপটতা ধরা প'ড়েছে এই রাসস্থলীতে। পাওয়া জিনিষটার মাধুর্য্য কিরূপ, তা মুক্তাবস্থায় বুঝতে পারা যায়। কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুগ্রহ কা'র প্রতি তা' জানা দরকার। গোপী বা যূথেশ্বরী হওয়ার অভিমান ক্ষুদ্র চেষ্টা; কিন্তু রাধিকার পাল্যকিঙ্করী অভিমানই বড় কথা। ভক্তি প্রচুর পরিমাণে লাভ হ'লে কুণ্ডতীরে নিত্যস্থান আছে জান্‌তে পারি। শ্রীচৈতন্যদেব যে সকল কথা বলেছেন, সেটা ঐ স্থলে জান্‌তে পারি। অবশ্য এ সকল কথা ভাগবতে ভাল করে প্রবেশের পরের কথা।

অনেকেই ভাগবতে রাধিকার নামের অনুসন্ধান নিয়ে ব্যস্ত হন। কেউ ভ্রমে প'ড়বেন না যে, ভাগবতে রাধার নাম নাই; ত'ার থেকে ঢের বেশী বিচার আছে। "যদি ও'র নামটা পাই, তা'হলে সব অধিকার লাভ ক'রেছি, ভাগবত পড়া হ'য়ে গেছে"—এ রকম দুর্ব্বুদ্ধি আসে। যদি "অনয়ারাধিতো নূনং" বা রাসস্থলীর তাৎপর্য্য বোঝা হ'য়ে থাকে, তা'হলে তা'পরিপাকের পর জীর্ণ-জাতীয় ত্যাগের বস্তু হ'য়ে যাবে। যা' খাই, তা' নির্গত হ'য়ে যায়, ওগুলো পড়া হ'য়ে গেলে—'বাজি মেরে দিয়েছি' বিচার হলে কৃষ্ণনিত্যানুশীলন খতম হ'য়ে যাবে। তা' অপেক্ষা আস্বাদ্য পদার্থ ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করা ভাল। যেমন Saccharin আল্‌কাতরার মত জিনিষ, খুব বেশী মিষ্ট, একেবারে খেতে বিস্বাদ হয়, dilute ক'রে ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করার দরকার, Sound এর Vibration অতিরিক্ত বা কম হ'লে শুনা যায় না, Range অনুসারে শ্রবণের সুবিধা হয়; অতিরিক্ত ভোজনে উদরাময় হয়, যোগ্যতানুসারেই গ্রহণ করা দরকার। 'যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥'

ভাগবত আলোচনা করার নাম পরিপঠন, তৎপূর্ব্বে সংশ্রবণ; ত'ার পর বিচারণপরতা সর্ব্বক্ষণ। স্মৃতিপথে থাকুক এইটিই বিচারণপরতা। ত'াতে লক্ষ্য করি, ভাগবত-শ্রবণ-পঠন-চিন্তন—ভক্তির প্রধান সাধন; ভাগবত বল্‌তে ভগবান্ ও তদনুগত ভক্তকে বুঝায়। এক ভাগবত বড় ভাগবতশাস্ত্র। আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥

শব্দব্রহ্ম গ্রন্থাকারে শ্রীমদ্ভাগবত ; আর তিনি যখন ভক্তের আচরণে—কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টার মধ্যে
আসেন, তখন তাঁ'র পূজা করেন যাঁ'রা, তাঁ'রা ভক্ত-ভাগবত। সুতরাং আমাদের বিচার—শব্দব্রহ্মের উপাসনাই
ভাগবতের কীর্ত্তন। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু ; তাঁ'তে ভগবদবতারসমূহের লীলাতারতম্যে কৃষ্ণলীলাই সুষ্ঠুভাবে
কীর্ত্তিত হ'য়েছে। সুতরাং ভাগবতের অঙ্ঘ্রিসেবা প্রয়োজন। অর্চ্চাবিগ্রহে রূপে শ্রীমদ্ভাগবত-অর্ক উদিত।
এই সূর্য্যের উপাসনা হওয়া দরকার। কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন-মুখেই ভাগবত-সূর্য্যের পূজা—অঙ্ঘ্রিসেবা। পাঁচটি
অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ কীর্ত্তন। নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তন ভাগবতে সুষ্ঠুভাবে বর্ণিত হ'য়েছে। আমাদের
সেই ভাগবতের বর্ণনটাই আদরের বিষয় হ'ক। কিন্তু এর অধিকারী কে? "যত ছিল নাড়াবুনে সব হ'ল
কীর্ত্তনে। কাস্তে ভেঙ্গে গড়া'ল করতাল"—যদি সকলে মিলে এইরূপ হই তা'তে সুবিধা হ'বে না ; অধিকার লাভ
ক'রে ভাগবত অধ্যয়ন ক'রতে হ'বে। তা' না হ'লে বিচার হ'বে—ভাগবত থেকে কেবলাদ্বৈতবাদ বের ক'রে নেওয়া
যা'ক, তা' হ'লে ভক্তের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ ক'র্‌তে পারা যাবে! ভাগবত-বিচারসৌষ্ঠব বিকৃত ক'র্‌তে পারলেই
সুবিধা! আবার প্রাকৃতসহজিয়া ভাগবত থেকে ভোগবুদ্ধির সুবিধা খোঁজে। তজ্জন্য ভাগবত বলেন—তাঁ'র
পাঠক সাধু, নির্ম্মৎসর। এতে পরমধর্ম্মের কথা আছে, কোন ইতর ধর্ম্মের কথা নাই। সাধুগণের—মৎসরতাহীন
মহাপুরুষদিগের পরমধর্ম্ম ভাগবতে কথিত। ভাগবত ভোগে আচ্ছন্ন, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ জীবের
জন্য প্রস্তুত করা খাদ্য নন। কৈবলাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—"ভাগবত বড় খারাপ জিনিষ, একে বাদ দিয়ে বেদান্ত
উপনিষদ পড়া যাক্। কারণ ভাগবৎশ্রবণকারীতে ব্যভিচার উৎপন্ন হ'য়ে তা'কে নরকে নিয়ে যাবে।" কিন্তু যারা
ভাগবতকে ঘৃণা করে, তারাই অসাধু ও মৎসর। তা'হলে অজ্ঞতাবশতঃই হউক বা রজস্তমোগুণপ্রাবল্য-হেতুই
হ'ক এতে যাঁ'দের বিরাগ, সেই ভাগবত-বিরোধিসম্প্রদায় ঐরূপ বিচার ক'র্‌তে গিয়া অসৎ পাপিষ্ঠের অন্যতম হ'য়ে
সাংসারিক ভোগহেতু নরক প্রাপ্ত হ'য়ে থাকে। ভাগবতবিরোধি-সম্প্রদায় ভগবজ্জনকে নিজভোগবিরোধী জেনে
মঙ্গলের পথ থেকে উল্টো রাস্তায় যাচ্ছেন। ধর্ম্মের নামে নিজেন্দ্রিয়তর্পণপরতা প্রবল ক'রে বাইরে ধর্ম্মের ভাব
দেখালে তা'দের স্থান কোথায়?

ভাগবতে কৈতবহীন পরমধর্ম্মের কথা কথিত হ'য়েছে। বাস্তববস্তুকে জানাই সেই পরমধর্ম্ম, তাহা শিবদ—
মঙ্গলপ্রদ, তাদ্দ্বারা ত্রিতাপ উন্মূলিত হ'বে—ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হ'বে, আর বাড়তে পার্‌বে না, একেবারে
নামগন্ধ থাক্‌বে না। কিন্তু ধর্ম্মার্থকামমোক্ষচিন্তায় ত্রিতাপ ঘুরে ঘুরে আস্‌বে। ধর্ম্মার্থকামচিন্তায়—ভোগ,
সেটা 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' আর মোক্ষ—সব ছেড়ে দিয়ে Impersonal হ'য়ে যাব, এই যে জ্ঞানীর
চিন্তাস্রোত, তাতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। ভেদরহিত ব্রহ্মবাদে কোন প্রতীতি নাই, উহা অমূলক কথা। স্বপ্নে
বরং তাৎকালিক প্রতীতিও আছে ; কিন্তু এতে পারত্রিক সত্যতা বা তাৎকালিক সত্যতাও নাই। সেটা বাইরের
আবরণ ঠিক রেখে শিষ্টভাষা বলে কেবল ঈশ্বরকে বঞ্চনা ক'রব—মৎসর অসাধুব্যক্তিদিগের এই বুদ্ধি হ'তে জাত। কাম,
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এই পাঁচটী একত্রিত হ'লে মৎসরতা বা পরশ্রীকাতরতা আসে। পূর্ণমাত্রায় কামাদি পঞ্চরিপুর
দাস্যে অবস্থিত থাক্‌লে মৎসরতা উৎপন্ন হয়। ঐগুলোর কোন একটা কমালে মৎসরতাটাও খানিক কমে। তা
থেকে মোক্ষ হ'লে তা'রা ভাগবত শুন্‌তে পারবে।

কৈতব শব্দে ছলনা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সাধারণ ব্যাখ্যা, আর মোক্ষ ব'লে জিনিষটা সবচেয়ে বেশী কপটতা।
বুভুক্ষায় 'ফেল কড়ি মাখ তেল'—এটা বেশ ধরা পড়ে যাচ্ছে। জ্যোতিষ্টোম, সৌত্রামণি যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের
আরাধনা ক'রে পশুমাংস খাবে। খাবে খাক্, এখানে ঈশ্বরের অন্তরালে কার্য্য সিদ্ধ করার দরকার কি? এ
তিনটীতেই যে ছলনা তা' নয়। মোক্ষের দুরভিসন্ধি বড় ছলনা—তা'তে হ'বে কি, কৃষ্ণলীলা বন্ধ হ'বে। উহাতে রুদ্রের
দ্বারা বিষ্ণুর সংহার-প্রবৃত্তি। কিন্তু বিষ্ণুর সংহার হয় না, রুদ্রের হওয়া সম্ভব। যেমন বৃকাসুর—'যা'র মাথায় হাত

দেবে সেই ভস্ম হ'য়ে যাবে'—রুদ্রের কাছ থেকে এই বর পেয়ে রুদ্রের মাথায় হাত দিয়ে রুদ্রকে সংহার ক'রতে চায় কিন্তু বিষ্ণু তা'কে রক্ষা ক'র্‌লেন—এটা আত্মবঞ্চনা। তা'—থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। মুমুক্ষুর বিচার কষ্ট ছেড়ে গেলে আনন্দে থাকব। সচ্চিদানন্দের সন্ধিনীর প্রতি ব্যাঘাত করা। মুমুক্ষার মধ্যে ফল লাভ ইহাই। মুক্তিতে শাস্তি ইনিই পা'বেন আর ভগবান্ বাদ যাবেন। এমন ক'রে নিত্যসেব্য ভগবান্‌কে বাদ দেওয়া অসঙ্গত। ইহার তুল্য কপটতা আর নাই। জপ তপ করা, গোপাল ধ্যান, শেষে আমি সুবিধা ক'রে নেব, ভগবান্ ধ্বংস হ'য়ে যাবেন। নির্বিশেষ ব্রহ্ম হ'য়ে যা'ব, শোক মোহ থাকবে না। কাজটা হাসিল করার জন্যই ভগবান্। কাজের সুবিধা হ'লে ভগবানের দরকার নাই। ভোগবুদ্ধির জন্য ভগবানের সৃষ্টি, ত্যাগ হ'লে পুঁছে ফেলবে। এই ত্যাগের অকর্ম্মণ্যতা শ্রীচৈতন্যদেব ও অন্যান্য আচার্য্যগণ দেখিয়েছেন। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষে যাঁ'দের প্রয়াস তা'রা অভক্ত। ভাগবত-শ্রবণ তা'দের ভাল লাগে না, পরম ধর্ম্মের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাল লাগে। সাধুদের নিত্যত্ব বিচার। তাঁ'রা গুণজাত ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন না। বাস্তব বস্তুকে জান্‌তে হ'বে। চতুর্ব্বর্গের চেষ্টাই শেষ কথা—মনে করা রূপ দুর্ব্বুদ্ধি যতকাল আছে, ততদিন পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম্ম হ'তে অবসর হ'বে না।

বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞানই শিবদ অর্থাৎ মঙ্গলদাতা। বাস্তব বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দন রাধাকান্ত আর বাদবাকী সব অবাস্তবমিশ্র প্রতীতিতে ভরা। রাধাগোবিন্দ, রাধা-মদনমোহন, রাধা-গোপীনাথের সেবা ব্যতীত সবই অবাস্তব মিশ্র বস্তুজ্ঞান, ঘুমের ঘোরে সম্পত্তিলাভের ন্যায়। ঘুম ভাঙ্গলে বাস্তব বস্তু জান্‌বে। কে জান্‌বে?—ভক্ত নির্ম্মৎসর যাঁরা। পরমধর্ম্ম জান্‌লে ফলকামনা থাক্‌বে না। আমি ফল পাব, কৃষ্ণ বঞ্চিত হ'বেন—এটা ভোগী মানুষমাত্রেরই স্বভাব এবং কৃষ্ণবিমুখতা হ'তে জাত। কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত হ'য়ে অপ্রয়োজনীয় বস্তু (Rubbish) মাথায় ক'রছি। বাস্তব বস্তুবিজ্ঞান লাভ হ'লে—Positive মঙ্গল পেলে Secondary অমঙ্গল 'হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া'-বিচারে কোথায় চ'লে যাবে। দার্শনিকগণ বলেন—দুঃখত্রয়বিঘাত জন্যই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। তা'তে তা'দের স্বার্থ কি? ধর্ম্মেণ গমনমূর্দ্ধম্ তদ্‌বিপরীতং ভবত্যধর্ম্মেণ।" কিন্তু তা'তে পরম মঙ্গল হ'বে না। 'কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাৎ আবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।' আমি কর্ম্মের কর্ত্তা, কর্ম্ম ক'রে লাভবান্ হ'ব, পরমেশ্বরকে বঞ্চিত ক'র্‌ব। পরমেশ্বর না পাক, শত্রু না পাক, ভাইয়েদেরও দিব না, এই সমস্ত দুর্ব্বুদ্ধি ভোগিসম্প্রদায়ে আছে। তা'রা মনে করে—ভোগের ব্যাঘাত হ'লে অসুবিধা হ'বে।

বেদ্য সম্বিৎ-শক্ত্যধিষ্ঠিত ব্রজেন্দ্রনন্দন যশোদাস্তনন্ধয় বালগোপাল বা কিশোর গোপালকে পাওয়া দরকার। তিনি পরমতত্ত্ব পরমেশ্বর, মূল পদার্থ, বাস্তব বস্তু। এটি জানা দরকার। বস্তুর বিশেষণ 'বাস্তব' বস্তু—থাকে যাহা। থাকা-ধর্ম্মযুক্ত হ'য়ে থাকে যাহা, তাহাই বাস্তব। তাহা কাল্পনিক ব্রহ্ম বা পরমাত্মার অসম্যক্ বা আংশিক ধারণা-মাত্র নহে। অবিচিন্ত্যশক্তিমান্ নন্দনন্দন। সাধারণ যুক্তিবাদী বহুদূরে প'ড়ে থাকবে। ভাগবত পড়া হ'লে দশম পড়লে, বাস্তববস্তু অনির্দ্দিষ্ট থাক্‌বে না, Abstract থাক্‌বে না। উহা স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট। নিত্য আপেক্ষিক ধর্ম্ম (Relativity) বাস্তব বস্তুর সহিত সংশ্লিষ্ট।

জগতের এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর পার্থক্যনিরূপণে সাম্য ও বৈষম্যের বিচার। কিন্তু মূল বস্তুতে মেপে নেওয়া ধর্ম্ম নাই। যে জিনিষটা থাকে না, তা'র সঙ্গে মূল বস্তুর কি সম্বন্ধ? তা'র অন্বয়ক্রমে সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তাহা তদ্‌ভাববিশিষ্ট নয়। যেমন 'নারায়ণ' উপনিষদ প'ড়ে অশ্বনারায়ণ, দরিদ্রনারায়ণ প্রভৃতি বিচার ক'রতে গেলে সর্ব্বনাশ হ'বে। উল্টা বুঝ্‌লি রাম। তাহা পদ্মানীতি 'তেজোবারিমৃদাং' বুঝতে না পেরে ঐন্দ্রজালিকের সম্পাদন মনে করা যেতে পারে। কিন্তু সে ভুল দেখাচ্ছে বাহ্যদর্শনে (Seeming Sight); লোকে প্রথমমুখে ভুল দেখ্‌ছে।

শ্রীমদ্ভাগবত মহামুনি নারায়ণ ঋষি ব'লেছেন। ব্যাসদেব উহা শিষ্য পারম্পর্য্যে আলোচনার জন্য গ্রন্থাকারে রচনা ক'রেছেন। অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। এতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি। হরি হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'লে আর পলাতে পারবেন না।

তখন বাজে কথা থাকবে না। তখন মহাপ্রভুর কথা 'আনের হৃদয় মন, মোর মন বৃন্দাবন'—বিষয়টী বুঝতে পারা যা'বে। সেই জিনিষটি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত হ'য়েছিল। তখন তাপত্রয়ের উদয় হয় নাই—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয় নাই। ভগবান্ নয় যেটা, তা'তে আমাদের দরকার নাই। ভক্তের সঙ্গে মিত্রতা ক'রব। যাঁ'রা কৃষ্ণকথা বলেন, তাঁ'দের সেবা ক'র্‌ব। বিরোধী কথায় অন্যমনস্ক হ'ব। ভক্তের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়। অভক্ত দুঃসঙ্গজ্ঞানে ত্যাগ ক'রব। তা'দের আক্রমণও ক'র্‌ব না, তা'দের কোন কথায়ও থাকব না।

'শুশ্রূষুভিঃ' 'কৃতিভিঃ' ব'লে দুটি শব্দ আছে,—যারা খুব মুনিগণ ও সেবা করেন (শ্রবণ-কীর্ত্তনাত্মক সেবা)। 'তৎক্ষণাৎ ও সদ্য' কথাদ্বয় বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। বালক জন্মগ্রহণ করে ক্রমশঃ বড় হয়ে সমাবর্ত্তন করে পুত্র উৎপাদন ক'রবে। তা'তে অনেক বিলম্ব। সেরূপ কথা নয়। সদ্য সদ্যই ভগবজ্‌জ্ঞান ও সেবাধিকার কোন কালবিলম্ব না ক'রে পাওয়া যা'বে।

"ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত' শ্লোকে অভিধেয়বিষয় বর্ণিত আছে। অর্থাৎ সাংসারিক ভোগের জন্য যাঁ'রা ব্যস্ত অথবা ত্যাগমুখে মায়াবাদ গ্রহণে ব্যস্ত—এই দুই প্রকার বৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে যে মহাপুরুষ দয়িতের ঈপ্সিত নিজ-সেবায় বিচার নিজে জানাবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন এবং জগতে আর্য্যবাক্য অনুসরণ ক'রে যে প্রকার বিষয়বস্তু আস্বাদন করা আবশ্যক, তাঁ'র আদর্শ প্রদর্শন এবং নিজেও রসাস্বাদন ক'রেছিলেন, সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি।' কি উপায় অবলম্বন ক'রলে সেই ভগবদ্বস্তু আমাদের লভ্য হয় বাধাসকল অপসারিত ক'রে সেই বস্তুর সেবা-লাভ ঘটে, বস্তুবিষয়ক অভিজ্ঞান এবং তজ্জন্য যে ফল-লাভ, আনুষঙ্গিকভাবে ত্রিতাপের উন্মূলন এবং বাস্তব মঙ্গললাভ ঘটে, সেই বিষয়ে চতুর্ব্বর্গফল প্রার্থনা নিরাস ক'রে প্রকৃতপ্রস্তাবে নির্ম্মৎসর ও সাধুগণের যে পরমধর্ম্মানুশীলন, সেই কথাটি ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণিত হ'য়েছে। আমাদের অসাধুতা অর্থাৎ নিত্য বৃত্তি হ'তে পৃথক্ থাকার যে বিচার তা'তে আমরা তাৎকালিক পারিপার্শ্বিক কতকগুলি বৃত্তি-চালিত হ'য়ে বিপথগামী হ'চ্ছি বা উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হ'য়ে ভগবৎপ্রীতি বাদ দিয়ে নিজপ্রীতিসাধনের জন্য যত্ন ক'র্‌ছি; তা'তে কর্ম্মবাদ বা জ্ঞানবাদ আসে। কর্ম্ম-প্রবৃত্তিতে ইহজগতে বাস এবং পার্থিববিচারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা হয়, তাহাতে বাস্তবিক সাধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না। আমরা যখন দেখি যে, কংসের ন্যায় অসুর কৃষ্ণকে ধ্বংস করার জন্য ইহজগতে যত্নবিশিষ্ট, কৃষ্ণ তা'কে বধ ক'রলেন, তখন আমরা মনে করি,—"প্রকটলীলায় যেরূপ অসুরবধ, সেরূপ অপ্রকটলীলায়ও নিত্যকাল থাক্‌বে, কৃষ্ণের অসুবিধা হবে, সেই কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ ক'রলে কোন সময় হয়ত অসুর প্রবল হ'য়ে ব্যাঘাত ক'রে ব'সবে; তা'হ'লে উপক্রুত কৃষ্ণ বলবান্ নহেন। "তা'তে বিচার এই—এখানে দেবতার মূর্ত্তি অর্চ্চাতে স্থাপিত হয়, দেখি—এরা কথা কইতে পারেন না, ভাবের সমর্থন করেন না, আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, তা' সমর্থন ক'রতে পারেন না; তাই বলি—এরকম অর্চ্চাকে দেবতা স্বীকার করা প্রয়োজনীয় নয় অর্থাৎ আমরাই অর্চ্চা স্থাপন করি এই সব দ্রব্যাদি দিয়ে; এতে যে চেতনধর্ম্ম আছে, এটি বুঝ্‌তে পারি না। আর অপ্রকটলীলায় কংস, অঘ, বক পূতনাদি অসুরগণের চেতনধর্ম্ম থাক্‌লে সবসময় ত' কৃষ্ণের অসুবিধা ঘটাবে। কিন্তু আমরা শুনেছি, যেখানে ভগবান, সেখানে মায়িক বিক্রম বা মায়ার অধিষ্ঠান নাই; যেখানে মায়া, সেখানে ভগবৎপ্রতীতির অভাব—"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত চাত্মন" ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই মায়ার অধিষ্ঠান। মায়িকরাজ্যমধ্যে থাকা-কালে ভগবদ্দর্শন হয় না। এখন যে অবস্থা, তা'তে ভগবদ্দর্শন সুদুর্ল্লভ। অপ্রকটলীলায় যে ভগবানের অবস্থান, তা' মায়ায় থাকা বুদ্ধিকালে গোচরীভূত হ'চ্ছে না। সেখানে মেপে নেওয়া বুদ্ধি যাবে না।

এখানে যেমন অর্চ্চাবিগ্রহে চেতনধর্ম্ম নাই ব'লে বিচার বা সেখানে কংসাদির চেতনধর্ম্ম থাক্‌লেও বিপ্লব উপস্থিত ক'রবে, চিদ্রাজ্যে অবরতা প্রবেশ ক'রবে, এরূপ আশঙ্কা হয়, তা'তে ব'ল্‌ছেন, নিত্য অপ্রকট-লীলায় অভিমন্যু প্রভৃতি কৃষ্ণভোগের ব্যাঘাতকারীর অধিষ্ঠান নাই। এখানে যেমন চিত্র, তা'তে বস্তুর অধিষ্ঠান নাই, সেখানে

সেই প্রকার কংসাদি পুত্তলের আকারে আছে, তা'দের চেতনধর্ম্ম নাই। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে ব'লেছেন, নিত্যলীলায় সেই সকল অসুর-ধর্ম্মাবলম্বী কৃষ্ণবিরোধী জিনিষগুলির অস্তিত্বে অচেনতামাত্র আছে। ইহজগতে যেমন আমরা অর্চ্চাতে অচিৎ-মিশ্র-দৃষ্টিতে চেতনধর্ম্ম দেখতে পাই না, তেমনই মুক্ত হ'লে সে-জগতে অবরতা, হেয়তা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের প্রীতিসম্পাদক পাঁচ প্রকার ভৃত্য সেখানে পূর্ণচেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচ প্রকার মিশ্র-চেতনধর্ম্মবিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অবস্থান ক'রছে। সেখানে শুধু ভগবান্ ও তদাশ্রিত ব্যাপার। এখানে অনুপাদেয়তা, সেখানে উপাদেয়তা। অবিমিশ্র-চেতনরাজ্যে ও মিশ্রচেতনরাজ্যে পার্থক্য আছে। মিশ্র-চেতনরাজ্যে চেতনধর্ম্ম থাকলেও স্বতঃকর্ত্তৃত্বধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ক'রতে পারে। যেমন ইলেক্‌ট্রিক পাখাতে আর একটা শক্তি না এলে তা'র নড়বার ক্ষমতা হয় না। শরীরে চেতনধর্ম্ম না এলে সেটা খোসা মাত্র। এখানে অচেতনের ভিতরে চেতনের বিকাশ—চিদচিন্মিশ্রভাব। এখানকার অচিৎ স্থূল-সূক্ষ্ম ভাব সেবাবৈমুখ্য-বশতঃ পরব্যোমে যেতে পারে না। সেখানকার অবিমিশ্র চেতনধর্ম্ম এখানে আস্‌তে পারে না। আস্‌তে হ'লে জড়ের আকারবিশিষ্ট দ্রব্যের গৃহীত ভাব সংগ্রহ ক'রে সূক্ষ্ম উপাধি কল্পনা ক'রে থাকে। যেমন দয়া ব'লে যে শব্দটী, তা'তে আমরা আলোচনা ক'রতে পারি, একজন দান ক'রছেন, একজন গ্রহণ ক'রছেন। চিত্তে দয়াবস্তুটির মূর্ত্তি না থাক্‌লেও চিত্তে উদিত ভাবের দ্বারা জান্‌তে পাচ্ছি। বহির্জ্জগতের সংগৃহীত ভাব স্থায়ী নয়, পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হয়; সেখানে পরিবর্ত্তনশীলতা নাই, নিত্যধর্ম্ম বিরাজমান। নিত্য-বস্তুর মালিক ও তদধীন সম্পত্তি—সব চেতনময়, তা'তে অচেতনতা—অবরতা বা অসম্পূর্ণতা নাই। এখানে পূর্ব্বাপর স্মৃতির উদয় নাই, বর্ত্তমানটাই কেবল জানি—বর্ত্তমান নিয়েই বিচার ক'রতে পারি। সেখানে সব জিনিষ নিত্য-কাল আছে; জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে নি'তে হয় না। এখানে যেমন শিশুকে ক্রমে ক্রমে জ্ঞান লাভ ক'রে নিতে হয়, শিশু অপেক্ষা যুবক অধিক জ্ঞান সংগ্রহ ক'রে থাকে, তদপেক্ষা বৃদ্ধ আরও অধিক জ্ঞান সংগ্রহ করে, সেখানে সেরূপ নয়। সমগ্র জিনিষের পূর্ণসমাবেশ আছে, কোন অভাব নাই। আর অভাব ব'লে যা' আছে, তা'তে পূর্ণতার—আনন্দের অভাব নাই, অভাবেও পূর্ণতা সাধিত হ'চ্ছে। ওখানকার বাস্তব-বিচিত্রতা এবং এখানকার বিচিত্রতার সৌসাদৃশ্য থাক্‌লেও দুইটি এক নয়। এদেশের অবরতা-ধর্ম্ম, ক্লেশ, অসম্পূর্ণতা সেদেশে নিয়ে যেতে হ'বে না। বিচিত্রতাপূর্ণ ভাবসমূহ সেখানে পূর্ণমাত্রায় আছে। এতদ্দেশে সাহিত্যে, অলঙ্কারশাস্ত্রে যে রসের আলোচনা, পঞ্চমুখ্যরস ও সপ্তগৌরস এখানে যেমন বাধা-প্রাপ্ত হয়, সেখানে তা' নয়; প্রত্যেক বস্তুর নিত্যতা আছে, অজ্ঞান প্রবেশ ক'রতে পারে না, একের সাহায্যে অন্যের কিছু ক'রতে হয় না। ইতর ব্যোমের হেয়তা, অবরতা বা অপ্রার্থিত (দুঃখ কষ্টাদি) ব্যাপারগুলির দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সেখানে যেতে হয়। সেখানে পূর্ণতা ও পরমচমৎ-কারিতা আছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না—যেমন মেঘাবৃত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী। আবরণকারী আবৃতবস্তুর সান্নিধ্য লাভ করে না। কিন্তু আমরা আবরণকারীর কথা নিয়ে ব্যস্ত থাকি, আবৃত বস্তুকে দেখতে পাই না।

সেবা-চেষ্টার ব্যাঘাত হ'লে অহঙ্কারবিমূঢ়তা-বশে প্রভু হ'বার যত্ন হ'লে গুণজাত জগতে বাস হয়। রজঃসত্ত্বাদি-গুণদ্বারা আচ্ছন্ন হ'লে হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিতের কারুণ্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। শক্তিত্রয়ের কথা বর্ণনা ক'রতে গিয়ে মিশ্রগুণবিচারে বিচিত্রতা-কারিণী শক্তিকে এরই পর্য্যায়ভুক্ত করি। কিন্তু নির্ম্মৎসর ও সাধুগণ এ সকল অসুবিধায় পড়েন না, তাঁ'রা পরমধর্ম্মে অবস্থিত, পরশ্রীকাতর নন, সকলেই ভগবৎপরায়ণ। ভগবৎস্মৃতি রহিত ব্যক্তিগণের মধ্যেই পরশ্রীকাতরতা-ধর্ম্ম অবস্থিত। কামাদি পঞ্চবিধ অমঙ্গলের ভৃত্যধর্ম্মে নিযুক্ত হ'লেই পরশ্রীকাতরতা আসে। অপরের কেন সুখ হ'বে, আমিই সুখকে একচেটে ক'রে নেব, এজন্য 'আপন নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ' ন্যায় অবলম্বন করি! পরমধর্ম্মের আলোচনা প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য। আমি কামী হ'ব, ক্রোধী হ'ব, লোভী হ'ব, প্রমত্ত হ'ব প্রভৃতি বিচার প্রণালী হ'তে অবসর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কামুক, ক্রোধী,

লোভী, মূঢ় বা প্রমত্ত হ'বার যোগ্যতা এখানে আছে। ঐ গুলোর সমষ্টি একীভূত হ'লে মৎসরতা আসে। যদি এ গুলোর সেবা না করি, তা' হ'লে মৎসরতা থাকবে না। কিন্তু বর্ত্তমানে বড়ই প্রয়োজন হ'য়েছে, কামাদি রিপুকে প্রভু সাজিয়ে তা'দের চাকরী করা; ভগবানের সেবা ক'রব না। তাঁ'র সেবা ক'রলে এদের সেবা করা হয় না। যাঁ'রা ভগবানের সেবা না করে, তা'রা রিপুষট্কের দাস। মৎসরদের ইতর ধর্ম্ম যেসকল শাস্ত্রে আলোচিত হয়, তা'তে বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান পাওয়া যায় না। ভাগবতেই বাস্তববস্তুর অভিজ্ঞান আছে। বস্তুপ্রতিম 'পদার্থ' আমাকে ভোগ্য দেয়, বিপথগামী করে। নির্ম্মৎসর ও সাধুদের পরমধর্ম্ম নিত্য বর্ত্তমান, চেতনধর্ম্মযুক্ত তাঁ'রা নিত্যের প্রতি সেবাচেষ্টাবিশিষ্ট, অনিত্যের জন্য চেষ্টা নাই। কিন্তু কর্ম্মের ফলসকল অনিত্য, যেমন—কর্পূর বা স্পিরিটজাতীয় দ্রব্য মুখখোলা থাক্লে উপে যায়, তদ্রূপ কর্ম্মার্জ্জিত দ্রব্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—ধ্বংস হয়। এদেশের স্বভাবই এই। অনিত্য, যা' নিত্য স্থিতিবান্ নয়, তা'তেই আমাদের আগ্রহ। ক্ষয়িষ্ণু জিনিষের জন্য যে সংগ্রহ-চেষ্টা, তা' ক্ষয় প্রাপ্ত হ'য়ে যায়, সংগ্রহকার্য্য সফল হয় না বা সে সাফল্যটাও অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার। যাঁ'রা নিত্যত্বের আলোচনা করেন, তাঁ'দের রিপুষট্কের ভৃত্যত্ব করা কর্ত্তব্য নয়। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাকে পরিবর্ত্তন ক'রে অন্য অবস্থায় নীত হ'ব—এটাও চাঞ্চল্য মাত্র। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর সংগ্রহের জন্য যা'দের উৎকট পিপাসা—নিত্যানিত্যবিবেক যাদের হয় নি, তা'রা কর্ম্মরাজ্যে নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিজন্য মৎসরতা-ধর্ম্মে অবস্থিত হ'য়ে অন্যের ক্ষতি ক'রতে ব্যস্ত। নির্ম্মৎসর না হ'লে পরধর্ম্মের কথা কাণে আসে না। যেটা নৈষ্ফল্য উৎপাদন ক'রবে, মৃত্যুই যাঁ'র শেষ বরণীয়, তা'তে ব্যস্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। আপাতসুখ বা দুঃখের জন্য ভবিষ্যদ্দর্শীর চেষ্টা নাই। যে জিনিষের স্থায়িত্ব বিধান ক'র্‌তে পারবো না; নিজের বা নিজদলের কএকটা লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য সেই সকল অনিত্যের সেবা কেন ক'রবো? চিদচিৎ বিবেক ব'লে একটা ব্যাপার আছে, বুদ্ধিমান্ লোকমাত্রেরই সেটা চিন্তনীয় হওয়া দরকার।

এ জগতের বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে যে জ্ঞান লাভ হয় তাও অসম্পূর্ণ। পূর্ণ-চেতনের যে জ্ঞান, সেটা সেই দেশ থেকে আসে; এদেশে তা' দুষ্প্রাপ্য। জ্ঞানস্বভাবনির্ণয়ে বিপ্লব আনয়ন করে। সাধারণ ধার্ম্মিক সম্প্রদায়ের বিচার সুষ্ঠু নয়। এজগতের ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান সাফল্যমণ্ডিত হয় না; কিন্তু নির্ম্মৎসর সাধুদের জ্ঞান এরকম জিনিষ নয়। সসীমধর্ম্মের জ্ঞানসংগ্রহ চেষ্টা-নৈষ্ফল্য আনে। বিবেক হ'লে সন্ধিনী-সম্বিদ-হ্লাদিনীশক্তি-মদ্‌বিগ্রহ ভগবানের জ্ঞান লাভ হয়। সুখৈষণায় ব্যস্ত থাক্‌লে ত্রিতাপ উন্মূলিত হয় না; তা'তে সন্ধিনী বিপর্য্যস্ত হয়। জড়ানন্দে মত্ত হ'লে হ্লাদিনী নানাপ্রকারে বাধা-প্রাপ্ত হয়। দুঃখইএদেশের Normal condition. এখানে দুঃখকে কম করা বা অভাবপূরণের চেষ্টাকেই আমরা সুখ বলি। সভ্যতা-চালিত বুদ্ধিতে নিজের সুখচেষ্টা বা স্বার্থপরতা বর্ত্তমান। বর্ত্তমান সভ্যতা-সম্বন্ধে যে বিচার, তা'তে বুঝতে পারা যায় যে, বর্ব্বরজাতি নিষ্ঠুর, সভ্যগণ অনিষ্ঠুর; মানবের সৌখ্য-সম্পাদনই এই সভ্যতার উদ্দিষ্ট বিষয়। কিন্তু সভ্যতার নামে যে বর্ব্বরতা, সেটা পরশ্রীকাতরতায় লক্ষ্য করি। আমার doxy টা orthodoxy, অন্যের hetero-dosy, তা'তে শক্তিত্রয়ের ধারণার অভাব-হেতু অসুবিধা আছে! ওটা থেকে ছুটী পাওয়া দরকার।

পরমেশ্বর বাস্তববস্তু, তিনি বিশ্বের পদার্থ নন। যেমন আকাশ, এর specific designation—ধারণাযোগ্য ব্যাপার নাই। এইটুকু মাত্র ধারণা হ'তে পারে যে, এটা অন্য জিনিষকে ধারণ ক'রতে পারে। কিন্তু এটা ন্যূনাধিক খণ্ডিত ঘটাকাশের ধারণা; সম্পূর্ণ ভুতাকাশের ধারণা করা যায় না। তিন এর আয়তনের ধারণা হ'য়ে থাকে, চা'র এর আয়তন infinity or impersonal phase ব'লে ছেড়ে দিই। মূলবস্তু পরমেশ্বরই বাস্তববস্তু। মৎসর হ'লে special scholastic training হ'তে থাকে—রুচির অনুকূলে কামক্রোধের দাস্যই হ'য়ে যায়।

বেদ্য—যাঁ'কে জানা উচিত, সেটি বাস্তববস্তু হওয়া চাই—যাঁ'কে জানা হ'বে, তাঁ'র প্রকৃত অস্তিত্ব থাকা

চাই এবং তা' জড়ের স্থূল সমাহৃত সূক্ষ্মপদার্থ মাত্র নয়, Absolute ব'ল্লে যাঁ'কে বুঝায় সেই বস্তু। সীমাবিশিষ্ট হ'লে বহির্জ্জগতের Relativity নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ইন্দ্রিয়জজ্ঞান দিয়ে সংগ্রহ করা জিনিষকে ঈশ্বর সাজান' হয়। এটা বিরুদ্ধ জিনিষ। মঙ্গলপ্রদ বাস্তববস্তু-বিজ্ঞানে হেয়তা নাই। এজন্য 'শিবদ' ব'লেছেন, যাঁ'তে কামক্রোধাদির কোন হেয়ত্ব নাই অথচ ঐসকল বস্তু তাঁ'তে পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। 'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।' সেটাকে অপস্বার্থ-বিজৃম্ভিত স্থানীয় দোষদুষ্ট ব্যাপার মনে করা উচিত নয়। ঘৃণ্য জুগুপ্সা-রতির বিষয় তাঁ'তে নাই ব'ল্লে অপূর্ণকে ঈশ্বর ব'লে খাড়া করা হয়। তাঁ'কে restricted করা—তাঁ'র হাত পা বেঁধে ফেলা, চোখ গালা, নাক কাটা, কাণ বধির ক'রে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপার পূর্ণবস্তুর প্রতি আক্রমণ বা বিদ্বেষ। ঈশ্বরকে চিরবিদায় দিয়ে অন্যবস্তুতে ভোগবুদ্ধি যতকাল বর্ত্তমান থাকে, ততদিন ঈশ্বর কি বস্তু জানা যায় না। তিনি আমাদের থানা-বাড়ীর রাইয়ত, বাগানের মালী, চাকর, খাজাঞ্চী বা ইন্দ্রিয়তর্পণের সুখবিধানকারী নন। পরছিদ্রানুসন্ধানকারী বা পরপ্রশংসাকার্য্যে ব্যস্ত ব্যক্তির বিচার হ'তে উত্তীর্ণ হ'তে হ'বে—মানব-বিচারকে প্রসারিত ক'রতে হ'বে।

সাধু ও নির্ম্মৎসরগণের পরমধর্ম্ম ভাগবতে বেদ্য। তাঁ'রা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র নিয়ে ব্যস্ত নন। মানবহিতার্থি-শ্রেণী মনুষ্যজাতির ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার নিয়ে আবদ্ধ। কিন্তু বিশ্বহিতরত হওয়া দরকার। যেমন শ্বেতাম্বর দিগাম্বরের বিচারে দেখতে পাওয়া যায়—প্রাণিমাত্রেরই উপকার করা দরকার; কিন্তু দেহ-মনের উপকার নয়। সকলের সুখোৎপাদন ক'রলে ভগবান্ নারাজ হ'বেন না। তবে 'গরু মেরে জুতো দান' এর নামে যে পরোপকার, সেটার মধ্যে মৎসরতাই বর্ত্তমান। উহা গোবধ ছাড়া আর কিছুই নয়। একজনের উপকার ক'রতে গেলে আর একজনের হিংসা হয়। কারা উপকার ক'রতে পারে? যাঁ'রা অপকার ক'রবে না, সেই নির্ম্মৎসরগণ। কিন্তু আজকালের লোকের উপকার ক'রলে তার প্রতিদানে অপকার করাই তা'দের স্বভাব। যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয় ব'ল্তেন, "আমি ত' তোমার কোন উপকার করি নাই, তবে তুমি কেন আমার অপকার ক'রলে?" বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মধ্যে যে চিন্তাস্রোত—পরের উপকার করা, সেটা দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা। ঈশসেবাবর্জ্জিত প্রাণিমাত্রেই বিশ্বাসঘাতক।

বাস্তবসত্যের সেবানুসন্ধান পরিত্যাগ ক'রে বাজেকাজে দিন কাটান' বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। অস্থায়ী বা অসতে ত' positive injury আছেই; কিন্তু সৎকর্ম্মের নামে যে পাপকার্য্য, তা'তে কতকগুলি লোকের Relief হ'লেও পাপ কতটা হ'ল, সেটার বিচার হ'লে দেখা যাবে, পাপের দিকটাই তৌলদণ্ডে বেশী ওঠে। সঙ্কীর্ণ ধারণায় চালিত হ'য়ে শ্রেণীবিশেষের উপকার ক'রতে গেলে কা'রও সর্ব্বনাশ, কা'রও পৌষমাস—এটাকে দোষযুক্ত পরার্থিতা বলে। এর অসম্পূর্ণতা অনেক সময় ধরা যায় না; কিন্তু ভাগবতের পরমসত্য কথা যাঁ'রা শুনেছেন, তাঁ'রা চোখে আঙ্গুল দিয়ে এর defect ধরিয়ে দিতে পারেন।

পরমেশ্বরের সেবা যাঁ'রা করেন, তাঁ'দের সেবা ক'রতে হ'বে—তাঁ'দের সংস্রবেই থাক্‌তে হ'বে। একতা-পর্য্যপর হ'য়ে এই সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় ব্যাপার আলোচনা করা দরকার। ঈশ্বরের প্রতি খুব বেশী অনুরক্ত না হ'লে অপরের বিদ্বেষকে প্রেমা বিচার করা হয়।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবঃ" এটা গল্পের কথা নয়। মন্‌গড়া ঈশ্বর তৈরী ক'রলাম বা (স্থূল) মতবাদ সৃষ্টি ক'রে কতকগুলো লোকের সময় নষ্ট ক'রলাম, তা নয়। তাঁকে সত্য সত্য পাওয়া চাই। তিনি সেব্য, আর আমরা বশ্য। বশ্য যাঁ'র সেবা করে, তিনি ঈশ্বর। জড়জগতের বস্তুর বাধ্যতা স্বীকার ক'রলে সেই জিনিষের সেবায়ই—Particular engagement এ দিন কাটে, বাকী সব বাদ প'ড়ে যায়। এই সীমার মধ্যে থেকে কি লাভ? কয়েকদিন পরেই ম'রতে হবে। পূর্ণের সেবার সম্পূর্ণ সহানুভূতি থাকা দরকার। পূর্ণ কি বস্তু, তাঁ'র জ্ঞান হওয়া দরকার। হলাদিনী-সন্ধিনী সংবিৎ-সংযুক্ত পূর্ণবস্তুর নিকট কি ক'রে পৌছুতে পারি, ২৪ ঘণ্টা কি ক'রে তাঁ'র সেবা

ক'রতে পারি, এজন্য চিন্তা করা দরকার। যেকাল পর্য্যন্ত অন্যমনস্ক বা উদাসীন থাকি, ততদিন ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, হিংসা, পরদ্রোহ আমাদের আক্রমণ ক'রে রাখে। যতদিন না অখিলরসামৃতমূর্ত্তির আস্বাদক-আস্বাদ্যভাব-বিশিষ্ট না হ'তে পারি, ততদিন অন্যত্র চালিত হয়ে অসুবিধা ভোগ ক'রব। পূর্ণচেতনকে বাদ দিয়ে ঈশবৈমুখ্য লাভ ক'রে কেবল অন্ধকারে হাতড়ান' কথায় ব্যস্ত থাকি। কিন্তু ভাগবত শ্রবণ ক'রলে ঈশ্বর সদ্যঃ সদ্যঃ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'বেন।

এই ভাগবত কথা মহামুনি নারায়ণ নারদকে এবং নারদ ব্যাসদেবকে ব'লেছিলেন। তিনিই আচার্য্য। পূর্ব্বজন্মে 'অপান্তবতমা' নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইনিই বেদবিভাগ ক'রেছিলেন। পাঞ্চরাত্রিক বিচার ইনি নারদের নিকট থেকে পেয়েছিলেন। এ সকল কথা জগতে প্রচার হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা মনুষ্যের কল্পনারাজ্যের ঈশ্বরের কথা ব'লছি না। তাঁ'কে ব্রহ্ম, পরমাত্মা, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভৃতি বিচারে আবদ্ধ রাখলে ছোট করা হয়। কিংবা দয়ার মূর্ত্তি, দয়াময় প্রভৃতি শব্দে আবদ্ধ ক'রলে সঙ্কীর্ণতা থাকবে, পূর্ণবস্তুর আলোচনা হ'বে না। অনর্থমুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জিনিষের উপলব্ধি হয় না। অনর্থে থাকলে প্রয়োজন বুঝতে না পেরে অসত্যকে সত্য ব'লে বিচার হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে অনর্থ নিবৃত্ত হ'লেই ভগবদনুশীলন আরম্ভ হয়। নির্ম্মিত সৌধ থাকলে তার পরিবর্ত্তন বা নূতন ক'রে গঠনাদি ক'রতে হ'বে। অনর্থযুক্তাবস্থায় এটি হজম হ'বে না। জনমত-সংগ্রহে বিবাদমান ব্যাপারে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হওয়ার মত হয়। তবে বহু সমব্যক্তির মধ্যে autocracy দোষাবহ। বহুজনমত-সংগ্রহ প্রয়োজন মনে ক'রলে একের প্রস্তাব অন্যের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। চেতনরাজ্যে Autocrat Despot একমাত্র পরমেশ্বর। ঐগুলি এখানে অনুপাদেয়। ১৮০° ডিগ্রীকে angle না ব'লে ঋজুরেখা বলা হয়। ভগবদ্বস্তুতে কোণজভাব আছে, কিন্তু কোণসমূহ ঋজুত্ব লাভ ক'রলে কোণজ ভাবের দোষ স্পর্শ করে না।

বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য, তা'হ'লে বাস্তবিক মঙ্গল হ'বে। man of action—কর্ম্মবীর হ'লে অপর প্রবল কর্ম্মবীর-দ্বারা আক্রান্ত হ'তে হ'বে। জ্ঞানপথের সাহায্যে নিজেকে খুব যুক্তিযুক্ত (Rtaional) মনে করা বা ব্রহ্মে বিলীন করা ইত্যাদিতেও সুবিধা নাই। যাঁ'র জগৎ, তাঁ'র আনুগত্য বিচারেই বৈষম্য থাকে না। বৈষম্য বা সাম্যের অভাব ততদিন থাকে, যতদিন না আমরা "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"—এই শ্লোকের বিচার বুঝতে পারি। আমাদের পরা ভক্তি লাভ না করা পর্য্যন্ত —অক্লান্ত সেবা-কার্য্যের বিচার না এলে, পুরুষোত্তম, উরুক্রম, ত্রিবিক্রমের সেবা না ক'রলে অভক্তির পথে থাকতে হ'বে, কর্ম্মের আরাধ্য ফলাকাঙ্ক্ষা বা জ্ঞানমার্গে নিজের নিজত্ব-বিনাশ—বিচার আসবে। জ্ঞানীর বিচার খট্টা-ভঙ্গে ভূমিশয্যার ন্যায়। এ অমঙ্গলের রাস্তা থেকে মনুষ্যমাত্রকেই সাবধান ক'রে দিতে হ'বে। এই রকম অদূর-দর্শিতা থাকার মূল্য অন্ধকপর্দ্দক। এথেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাস্তববস্তুর অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য।

আত্মার ধর্ম্ম ভক্তি। অনাত্মধর্ম্ম—self contradiction বিচারে প্রতিষ্ঠিত। যেটাকে এখন ভাল বলে, পরে সেটাকে নষ্ট ক'রে ফেলে, স্থাপিত বস্তুকে সংহার করে। কিন্তু বাস্তববস্তুর নিত্যসেবা করাই আত্মধর্ম্মীর বিচার। তাঁ'রা প্রভু, ভোগী বা ত্যাগী হ'বার চেষ্টা করেন না। তাঁ'দের সেব্যবস্তুর নির্ণয়ে অবিবেচনা হয় না। পরমেশ্বরই সেব্য হউন। তদধীন বিশ্বের পদার্থগুলিকে ঈশ্বরজ্ঞান ক'রলে অধঃপতন হয়। বিশ্বপতির সঙ্গে ভৃত্যশ্রেণীর সমত্ববিচার অমঙ্গল আনে।

যদি পূজ্যবস্তুর সেবা গ্রহণ করি, তা' হ'লে নরকে যেতে হ'বে। শিলার নিকট থেকে সেবা নিতে পারি, পাথরের থাম দিয়ে বাড়ী তৈরী ক'রতে পারি; কিন্তু অর্চ্চ্য বিষ্ণু শালগ্রামকে গণ্ডকীশিলা মাত্র বুদ্ধি ক'রলে ভুল হয়। গুরুকে লঘুজ্ঞান ক'রলে নরকে গমন ক'রতে হ'বে। অবস্তুর সঙ্গে বাস্তববস্তুর সমত্ববিচার ঠিক নয়। জাগতিক পদার্থের সহিত তজ্জাতীয়ের সমতা হ'ক্, তাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু পরজগতের কথার সঙ্গে ইহজগতের কথাকে সমান

করার চেষ্টা মূর্খতা মাত্র। বিষ্ণুসেবার জন্য যাঁ'রা ব্যস্ত, বিষ্ণুমায়ার প্রভু হ'বার জন্য ব্যস্ত নন, তাঁ'দের অন্যলোকের সঙ্গে সমান বিচার, প্রভুর সহিত দাসকে সমান-বুদ্ধি, বিষ্ণুপদধৌত গঙ্গাজল, বৈষ্ণবের পাদোদক প্রভৃতিকে অন্য-জলের সঙ্গে সমান-বুদ্ধি ঠিক নয়। Chemical Laboratoryতে analyse ক'রে দেখলে মনে হ'বে দুটোই সমান, কিন্তু বস্তুতঃ তা' নয়। একটির স্বভাব এমন যে, জড়জগৎ ধ্বংস ক'রে কেবল চেতনধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারে, আর একটি ঠিক তা'র বিপরীত। Seeming feature এ ঠিক আছে; কিন্তু সেটা ভেতরে নাই। গুড়ের নাগরীর উপরে খানিক, গুড় দিয়ে ভিতরে শেয়ালের হাঁড় প্রভৃতি যেতে পারে; সন্দেশের সঙ্গে ময়রার নাকের পোঁটা, ঘাম থাকতে পারে, কিন্তু বাস্তবসত্যকে ঐপ্রকার মিশ্রভাবের মধ্যে ফেললে সর্ব্বনাশ। পরমার্থকে ordinary economy-র সঙ্গে, নিপুণকে অনিপুণের সঙ্গে, শিক্ষিতকে অশিক্ষিতের সঙ্গে, পারমার্থিককে অপারমার্থিকের সঙ্গে সাম্যবিচার পয়সার জোরে করা যেতে পারে, কিন্তু তা'হা 'পদ্মানীতি' হ'য়ে যায়।

সাধুদিগের—নির্ম্মৎসরদিগের পরমধর্ম্ম আলোচ্য হওয়া উচিত। ধর্ম্মার্থ-কাম-ভোগে বা মোক্ষরূপ ত্যাগের কথায় যা'রা আবদ্ধ থাকবে, বাস্তব বস্তুর বিজ্ঞান-লাভে অমনোযোগী হ'বে তা'রা ত্রিতাপের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না। যাঁ'দের চতুর্ব্বর্গাভিলাষ নাই, যাঁ'রা ভগবৎ-প্রেমের ভিখারী, তাঁ'দের সঙ্গেই পরম মঙ্গললাভ হয়। অনায়াস-লভ্য বস্তুর জন্য যত্ন করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়, চতুর্দ্দশ-ভুবনাতীত, কালাতীত পরম-বস্তুই প্রয়োজনীয় হউক।

কেহ কেহ মনে করেন "কেবল ভক্তি আশ্রয় ক'রলে ভুক্তি বা মুক্তি পাব না, ভক্তির আশ্রয়ে ঐহিক বা পারত্রিক মঙ্গল হ'তে বঞ্চিত হ'তে হ'বে।" ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'য়ে যাওয়াও ব্যাঘাত হ'বে। কিন্তু ঠাকুর বিল্বমঙ্গল সে আশঙ্কা নিরাস ক'রে ব'লেছেন যে, "যদি ভগবানে স্থিরতরা ভক্তি হ'য়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্বস্তু পুরুষোত্তম উরুক্রমের সান্নিধ্য লাভ হ'বে—অখিলরসামৃতমূর্তি ব্রজেন্দ্রনন্দের দর্শন পাবে, কেউ বাধা দিতে পার্‌বে না—যদি সেবা প্রবৃত্তি থাকে। "সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।" তিনি ত' অচেতন-পদার্থ নন, আমাদের প্রাপ্যবিষয় নিশ্চয়ই হ'বেন, যদি আমাদের ভক্তি—সেবা-চেষ্টা থাকে, তা' হ'লে তিনি সেবাও নিশ্চয়ই নেবেন, অন্য কিছু দিয়ে প্রবঞ্চনা না ক'রে ধরা দেবেন, ব'ল্‌বেন—আমাকে যদি চাও সেবা কর, তুমি Bonafide Servitor, আমি এসেছি সেবা কর। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁ'র নিজ সেবার ইচ্ছা ক'রলে তাঁ'কে পাওয়া যায়, তিনি চেতন—"ত্রেধানিদধে পদম্"—তিনি আপনা হ'তেই এসে উপস্থিত হন। সেবক ঐকান্তিকী ইচ্ছা ক'রলে—ব্যবহিতরহিত সেবাবিধানে ব্যগ্রতা থাকলে সেব্য ব'সে থাকতে পারেন না, এগিয়ে আসেন। তিনি স্বয়ং কৃপা ক'রে প্রকৃত সেবকের নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করেন, সঙ্গোপন করেন না। যদি বাস্তবিক আর্ত্তিসহকারে কেউ ডাকে, তিনি চুপ ক'রে ঘুমান না। পরমকমনীয়—পরম রমণীয়—পরমসাম্যমূর্ত্তি কৃষ্ণ বার্দ্ধক্যজনিত জড়কালক্লিষ্ট শ্লথচর্ম্মবিশিষ্ট নহেন, তিনি নবীনকিশোর চিন্ময়ী মূর্ত্তি নিয়ে আমাদের নিকট উপস্থিত হন। তখন আমরা তাঁ'র সকল প্রকার সেবা ক'রতে পারি—পত্নীসূত্রে পতিজ্ঞানে, পিতামাতা সূত্রে পুত্রজ্ঞানে, সখাসূত্রে সখাজ্ঞানে, ভৃত্যসূত্রে প্রভুজ্ঞানে এবং নিরপেক্ষসূত্রে বিরোধাচরণে নিরস্ত হ'য়ে। তিনি ছাড়া বস্তুন্তর নাই। আমাদের নিরপেক্ষতা থাকা দরকার। আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না ক'রলে, সেবার নৈরন্তর্য্য থাকলে সেবাতে রুচি—আসক্তি হ'লে ভাবের সমাবেশে সামগ্রীসম্মেলনে স্থায়িভাব রতির সংযোগে রস লাভ হ'বে। "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি॥" রসময় রসিকশেখরের নিকট উপস্থিত হ'লে—আনন্দময়কে পেলে ক্ষতি হ'বে না। ধর্ম্মার্থকাম—যা'র জন্য মানুষ আকাশপাতাল আলোড়ন ক'রে একটি, দুইটি বা তিনটিই লাভ করেন, তা'রা ভৃত্যসূত্রে হাত যোড় ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে; যে গুলোর জন্যে পরিশ্রম করে জন্মজন্ম পরে সুফল পায়, তা'রা কখন আজ্ঞা ক'রবেন, এজন্য মুখাপেক্ষী হয়ে তাঁবেদারের ন্যায় অপেক্ষা ক'রে। আর মুক্তি—সমস্ত বন্ধন হ'তে মোচনপ্রাপ্তিরূপ যে অবস্থা, সেটি হাত যোড় ক'রে দাসীর ন্যায় অপেক্ষা করে। যম, নিয়ম

প্রভৃতি অবলম্বন ক'রে—কত তীব্র-তপস্যা ক'রে সমাধি লাভের জন্য যে চেষ্টা—কৃচ্ছ্রসাধন তদ্দ্বারা যে বস্তু লাভ হয়, তা' ভগবদ্ভক্তের নিকট দাসীর ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভক্তি আশ্রয় করার দরুণ কর্ম্ম-জ্ঞানের জায়গায় পৌঁচান' যাবে না, তা' নয়; ওগুলো বা ওদের চরমফল ভক্তিদ্বারা লাভ হ'য়ে যা'বে। মুক্তপুরুষের নিত্যবৃত্তি পরিচালনের অবস্থার নাম ভক্তি। বদ্ধজীবের চেষ্টা—কর্ম্ম ও জ্ঞানের পথে অগ্রসর হওয়া। কেবলা ভক্তিতে অবস্থিত হ'লে কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা লভ্য বস্তুগুলি আমাদের মুখাপেক্ষী হয়। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'লে রসরাহিত্য—কাব্য-সাহিত্য শুকিয়ে গিয়ে রাহিত্য শুরু, দর্শনবাধ—হাতে অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। ভক্তি ব্যতীত অভক্তি-পথে অন্য জিনিষের প্রভু হ'বার জন্য চেষ্টা। কিন্তু ভক্তের কর্ম্মী হওয়া সম্ভবে না। ভোগবাসনাবশে অভক্ত ভগবানের প্রভু হ'তে পারেন না। তাঁ'কে চাকর ক'রবার প্রয়াস ক'বলে বেশী অসুবিধায় প'ড়তে হয়। ভোগবাসনাবশে যে কর্ত্তৃত্বাভিমান, তা' ভক্তের কখনই থাকে না; সেটা ছেড়ে দিলে ভক্তি হয়। কর্ম্ম অনাদি, কিন্তু বিনাশী—ধ্বংসশীল; আর কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য—জড়রসভোগ। ভক্তিরস নিত্য পূর্ণজ্ঞানময়—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। অভক্তিতে কর্ম্মাগ্রহিতা; সেটা আপাত আলেয়ার পেছনে দৌড়ান', পরে নৈস্ফল্য; উহাতে বৈমল্য নাই, উহা নির্ম্মল নয়—মলিনতা যুক্ত। রস দুই প্রকার—একটি জড়রস—আমরা বদ্ধবিচারে যায় ভোক্তা, অপরটি ভক্তিরস—যদ্দ্বারা রসময় রসিকশেখরের সেবা হয়; এইটিই প্রয়োজনতত্ত্ব। রসরাহিত্য অপ্রয়োজনীয়। প্রয়োজন সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁ'রা ভাবুক, ভাবের মর্য্যাদা জানেন, ভোগে ব্যস্ত নন, সেবাভাবে বিভাবিত, তাঁ'দেরই প্রয়োজনপ্রাপ্তি হ'য়ে থাকে, তাঁ'দের সম্বন্ধজ্ঞান, অভিধেয়ে রুচি ও প্রয়োজনে সিদ্ধিলাভ হয়। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় যাকে-তাকে দেওয়া হয় না; অনর্থযুক্তকে দেওয়া হয় না। অপ্রয়োজন বিচারে যারা স্নিগ্ধ তাদের বিচার—"আমাদের কৃষ্ণভজনে রুচি নাই, আমরা আসবসেবায় ব্যস্ত, রসলাভে রুচি নাই, প্রভুত্ব ক'রতে আনন্দ পাই—অন্যের চাকরী ক'রতে চাই না।" অনর্থযুক্ত অবস্থায় অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের এইরূপ অভিমান থাকে। বালক পাঠাভ্যাসে অমনোযোগী হ'লে যেমন পাঠে সুবিধা ক'রতে পারে না, সেইরকম অনর্থযুক্ত ব্যক্তি প্রয়োজন-জ্ঞানাভাবে ইতরবিষয়ে ধাবিত হয়। তা'দিগকে ভাবুক বলা যায় না; তা'দের রস প্রার্থনা নাই, রসরাহিত্য—যেমন চচ্চড়ী, উদাসীনের অভাবজ্ঞাপক শুক্‌নো ব্যাখ্যা। আর না হয় পান্তা—রসাল' হ'লেও জড়রস। জড়ভোগে ব্যস্ত লোকের প্রয়োজনসিদ্ধি হয় না। তা'রা ব'লে আমাদের এই সব বিষয়েই রুচি। তা'রা ভগবদ্ভক্তিরসের কথায় মন দেয় না। তা'দের ভাগবত-শ্রবণে রুচি হয় না। কিন্তু ভাগবতরচয়িতা ব'লেছেন "নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত কিসের ফল? কল্পতরুর ফল। যেমন আঁব, লিচু, কাঁঠাল যেরকম গাছ, সেরকম গাছের ফল নয়; কিন্তু কল্পতরু যে যা' চায়, তা'কে তাই দেয়,—সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ। বেদ—কল্পতরু অর্থাৎ সুষ্ঠু জ্ঞানময়—চেতনময়। অচেতনের উপযোগী জ্ঞান ভাগবতে নাই। সেবাযুক্ত চিত্তের ধর্ম্মই চেতনের ধর্ম্ম, বহির্ম্মুখ চিত্ত অভক্তিযুক্ত, তা'তে মলিনতা আছে, ঐগুলি কর্ম্ম-জ্ঞান-শব্দে কথিত। ভাগবত ফল পাকা, তরল গলিত ফল। যিনি সংসারে অপ্রমত্ত, সংসারের ক্লেশ পান নাই, এমন শ্রীশুকদেব আস্বাদন ক'রে, তাঁর মুখ থেকে গলিত। ভোগে প্রমত্ত হ'লে বিপথগামী হ'তে হয়। কেউ কেউ ভুক্ত ও অভুক্ত বৈরাগীর বিচার করেন। ভুক্ত বৈরাগী সংসার ভোগ ক'রে ছেড়ে দেয়; আর অভুক্ত—যে সংসারে প্রবেশ করে নাই—অনভিজ্ঞ, তাতে আকৃষ্ট না হ'য়েছে। উভয়েই বিরাগধর্ম্মে অবস্থিত হ'লেও জড়বিচারে ভুক্তবৈরাগীই বড় জিনিষ। জানবার পরে আকর্ষণের হাত হ'তে রক্ষা পেয়েছে, বিপদে একবার প'ড়েছে শুক আস্বাদন ক'রে বড় ভাল লেগেছে ব'লে অনুগত ব্যক্তিদের তা' আস্বাদন করা'চ্ছেন। সূত সেইটী শুনে তৃতীয় অধিবেশনে শৌনকাদির নিকট নৈমিষারণ্যে ব'লেছেন।

নিগম অর্থাৎ বেদ—বৃক্ষস্বরূপ; শুক তা'র গলিত ফলের সুস্বাদ পেয়ে অন্যকে তাঁ'র অবশেষ দিয়েছেন। "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম। ভক্তোচ্ছিষ্ট হইলে হয় মহামহাপ্রসাদাখ্যান।" অমৃত অর্থাৎ যা মরে না—সুধা। যে

বস্তুটি দ্রব—অতি মসৃণ, সহজে গ্রহণীয়। সেই বস্তুটী প্রেমা অমৃতদ্রবসংযুত গলিত ফল 'পিবত' অর্থাৎ—পান কর। ভগবানের বিষয়, তাঁ'র প্রবন্ধ পান ক'রে আস্বাদন কর—আলোচনা কর। তা'তে জীবের ভোগের কোন কথা নাই, ভগবানের ভোগের কথাই আছে। জীবের ভোগ্য বিষয়ের বহুত্ব-হেতু একের সুখে অন্যে সুখী হ'তে পাচ্ছেন না, সে কারণ নানা বাধা। কিন্তু কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় হ'লে সেখানে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই। কৃষ্ণকে একমাত্র একল অদ্বিতীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অসমোর্দ্ধ বিষয়-জ্ঞান হ'লে ভোগের বিচার থেমে গিয়ে সেবার বিচার আস্‌বে। 'আলয়' অর্থে বাড়ী রসশাস্ত্র আলোচনা কর। আলয়—জগৎ ধ্বংস হ'য়ে গেলেও যাঁ'র বিনাশ নাই, সেই বস্তুর আলোচনা হ'ক—যেকাল পর্য্যন্ত আনন্দের পূর্ণতা না হয়। ভাগবতে যে গোপীনাথের রসের কথা আলোচনা ক'রেছেন, জড়রসের সঙ্গে তা'র সৌসাদৃশ থাকলেও জড় নয়। ছায়াকে বস্তু জ্ঞান ক'রলে মূঢ়তারই পরিচয় দেওয়া হয়। ভগবান্ সেব্য, সেব্যবিষয়ের রসজ্ঞান আত্মানুভূতিতে হওয়া দরকার। রসিক ভাবুক হ'তে হ'লে ভাগবতরস পান কর। ভুবি—পৃথিবীতে, ভাবুকাঃ—ভগবদ্‌ভাবে ভাবুক, সেবানিপুণ, রসনিপুণ, ভাগবতগণ, রসিকসম্প্রদায় ভগবানের লীলাপূর্ণ ভাগবত পাঠ করুন।

মহাভারতে মথুরেশ, দ্বারকেশের কথা আছে; কিন্তু বৃন্দাবনের ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা স্পষ্টভাবে নাই। জগতের মধ্যে যাঁ'রা থাকতে চান, বাইরে যেতে চান না, তাঁ'রা মহাভারত পড়ুন; কিন্তু জন্মজন্মান্তরের—নিত্যকালের কৃত্য যাঁ'দের আলোচনার বিষয় হ'বে—নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বাধাপ্রাপ্ত না হ'লে কি কৃত্য থাকে, এটা যাঁ'দের বিচার, তাঁ'রা ভাগবত আস্বাদন করুন। তা' হ'লে রসের আলয়ে একেবারে নিমগ্ন না হওয়া পর্য্যন্ত ভাগবত প'ড়তে হ'বে।

অনর্থযুক্ত—রসবিচার-রহিত, সংসাররসে যা'রা আবদ্ধ, ভোগ বা ত্যাগাকাঙ্ক্ষী বেরসিকের হাতে ভাগবত দিতে নিষেধ। অনর্থ নিবৃত্ত না হ'লে ভক্তির রাজ্যে অগ্রসর হ'তে পারে না। শ্রবণের অভাবে শ্রদ্ধা হয় না। শ্রদ্ধা না হ'লে সাধুসঙ্গ হয় না। ভক্তের কথায় যাঁ'দের মনোযোগ নাই, যা'রা ইন্দ্রিয়তর্পণে লিপ্ত, ভোগের সুবিধা কি ক'রে হ'বে তা'তেই মনোযোগী, তা'দের নিজমঙ্গলের জন্য চেষ্টা নাই। ভোগীর বিচার 'প্রেয়ঃ' আর ভক্তের বিচার 'শ্রেয়ঃ'। জহুরী না হ'লে মূল্যবান্ বস্তু কিন্‌তে গিয়ে ঠ'কতে হয়। রস কি-প্রকারে তৈরী হয়, আলোচনা না ক'রলে ঠ'কে যা'ব। অভিধেয়-শ্লোকে যা' বর্ণন ক'রেছেন—যেটী কেবল ভক্তিরস, তা'র সন্ধান না পেলে অশ্রদ্ধা, আবার সন্ধান পেয়েও প্রয়োজনবোধ না হ'লে তা'তে অযত্ন হ'বে। "আমার সুবিধা হ'চ্ছে না যা'তে যা'তে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ নাই, সেটি চাই না,"—ঈদৃশী চিত্তবৃত্তি যা'দের তা'দেরও জানা'বার জন্য ভক্তগণ সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব। আর যা'রা জেনে বাদ দেয়, তা'দের সঙ্গ বহু দূর হ'তে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভাবুক বা রসিক শব্দে কথিত হ'ন। যে-সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'য়ে উত্তরোত্তর মঙ্গললাভে অগ্রসর হ'ন, তাঁ'রা সাধনভক্তি আশ্রয় ক'রে থাকেন, তা'তে আটটি অবস্থা আছে। আদৌ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থ-বৃত্তি—এই চার প্রকার, আর অনর্থ-নিবৃত্ত ব্যক্তিদিগের সুযোগ হ'বার জন্য আর চা'র প্রকার অবস্থা—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব। অনর্থ-নিবৃত্তির পরে এগুলি স্বাভাবিক হ'লে ভাবরাজ্যে প্রবেশ হয়। তা'তে রতির কথা আছে। রতির সহিত সামগ্রী-চতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসের উদয় হয়। সেটি প্রেমভক্তিরাজ্যের কথা। জাতরতি ব্যক্তিদিগের সামগ্রী-সম্মেলনে যে অবস্থা, সেটা ভাবুকের পরে রসিক-অবস্থা। সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিতে সেবা আছে।

নিজমঙ্গল-জন্য অগ্রসর হ'তে যে বৃত্তি, তা' শ্রদ্ধা। সেটি সাধনের প্রথম অবস্থা। যে-সকল বস্তুতে শ্রদ্ধা ক'রতে হ'বে না, তা' থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। সেগুলি কি জিনিষ? একটি নিজের ভোগবাসনা, কর্ম্মাগ্রহিতা আর অপরভাগে অবস্থিত ভোগত্যাগ—দুইটিই সমজাতীয়। একটির বিচার—জড়জগৎ ভোগ্য আর আমি ভোক্তা; অপরটির বিচার—আমি ভোগ না ক'রে সুবিধা পা'ব, ইহা কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের বিচার-প্রণালী। কর্ম্মপরের চিন্তাস্রোতে ভোগবাসনা প্রবল। আর ত্যাগে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাধা, তাতে দুঃখ অধিক।"

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে জোর ক'রে প্রসাদ খাওয়াতে হ'বে। যা'র আদৌ ইচ্ছা নাই, তা'কে প্রসাদ দিতে হ'বে। প্রসাদ খেতে খেতে কনিষ্ঠাধিকার লাভ হয়। আমার সেবাবৃত্তি আদৌ না থা'কলে অপরে মন্ত্র প'ড়ে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে অন্যকে প্রসাদ দেয়। যেমন জগন্নাথের সেবকসম্প্রদায় নাকে মুখে কাপড় বেঁধে ভগবানের ভোগ দেন। ভোগে নিঃশ্বাস পড়লে সেটা আর ভোগে লাগবে না। ভোগ দেওয়া হ'লে সেটি অন্যলোকে প্রসাদ ব'লে গ্রহণ করে। খাওয়ার পরে প্রসাদের মাহাত্ম্য বুঝতে পেরে প্রসাদ দরকার হ'লে দীক্ষিত হ'য়ে নিজে নিজে ভোগ দিতে হয় আর অপরকে দেওয়ার জন্য যত্ন আসে। এটা মধ্যম অধিকার। এঁদের বিচার—ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তের সহিত মিত্রতা, আগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে উপদেশ দান আর যে শুনবে না, সব জেনে নিয়েছি ব'লে সয়তানী ক'রবে, তা'কে 'দণ্ডবত দূরত'। আর তৃতীয় শ্রেণীর বিচার—যেখানে যত কিছু আছে, সবই কৃষ্ণের, কৃষ্ণই যা' দেবেন, সেইটুকু তাঁ'রা পাবেন বা নেবেন। কৃষ্ণের প্রসাদদ্রব্য আমার কাছে এসেছে, গুরুপাদপদ্ম দয়া ক'রে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এটা মহাভাগবতের বিচার। যদি স্মার্ত্তবুদ্ধিতে "চুল প'ড়েছে, কুকুরে ছুঁয়েছে, ফেলে দাও" বিচার হয়, তা' হ'লে সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের বিচার—"নান্নদোষেণ মস্করী" ত্রিদণ্ডিগণ রসুই করেন না, অন্যের রসুইটাতে স্পর্শদোষ হয় না। তাঁ'দের "কাঁচা বা পাকা নিমন্ত্রণ" বিচার নাই। "যেখানে পাকা নিমন্ত্রণ সেখানে যাব, কাঁচাতে যাব না"—এটা জিহ্বা-বেগ।

"জিহ্বার লাগিয়া যে ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" আমাদের গুরুপাদপদ্ম এ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দিয়াছেন,—ধনী লোকের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ ক'রবে না, তা'তে জিহ্বাবেগ আসবে—'ভাল খাব' বিচার হ'বে। ভক্তি কিছুমাত্র থাকলে ভগবান্ এমন বন্দোবস্ত ক'রে দেন যে, অনেক জিনিষ আপনা হ'তে আসে, ভগবান্ ভাল মন্দ অনেক দ্রব্য পাঠিয়ে দেন। তিনি যা দেবেন, তাই মাথা পেতে পাওয়া দরকার। মধ্যমাধিকারীর কর্ত্তব্য ভগবন্মাহিমা, ভগবৎপ্রসাদ-মহিমা অন্যলোককে জানান'। প্রসাদে রস আছে। নিজে খাব ব'লে দৌড়ালে একদিন যদি ছাই পড়ে, বালি পড়ে, তবে খাওয়া নষ্ট হ'য়ে যাবে। পেটুকতার যে অসুবিধা—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা, সেটা ভগবানের সেবা হ'তে স্বতন্ত্র। সকল লোক সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা করুক। ভাগবত-কথা প্রচারিত হউক্। রসাপ্তিকাল পর্য্যন্ত চেষ্টা করা দরকার।

আস্বাদনটা রকম রকম আছে। চক্ষুরদ্বারা রূপদর্শন, কর্ণে শব্দশ্রবণ, নাসায় গন্ধগ্রহণ ইত্যাদি। সাকাদি ঋষিগণ ভগবানের গুণশ্রবণে যে সৌগন্ধ, তা'তে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন। ভগবান্ গুণহীন,—ইহা শুষ্ক-জ্ঞানীদের বিচার; তাঁ'রা অখিল চিদ্গুণসমষ্টির আলোচনা না করে জড়গুণের তিক্ত অভিজ্ঞানে ব্যস্ত। চেতনের ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রবল হ'লে তাঁ'তে আকৃষ্ট হই। কৃষ্ণগুণাখ্যানে বহু মুখ হ'য়ে যায়—বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মত। "আদক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে"। কৃষ্ণানুশীল না হওয়ায়, কৃষ্ণ ভজনীয় বস্তু বিচার না আসায়, অনর্থ দূর না হওয়ায় ভোগ বা ত্যাগ বাসনার চেষ্টার দ্বারা চালিত হ'য়ে লোক বাস্তব সত্য গ্রহণ ক'রতে পারে না। তজ্জন্য ব্রহ্মের সহিত একীভূত হ'বার দুর্ব্বাসনা আসে। রসিক ও ভাবুকগণ সাধন-ভক্তিতে ভাব তৎপূর্ণতায় প্রেম এবং তাহাতে সামগ্রীলাভে রসসংগ্রহ করেন। সুতরাং ভক্তিবর্ণনে তিনটি বিচার আছে—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্য" এই শ্লোকের 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' এইটি অভিধেয় এবং "ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ—এইটি ফল। তখন রসরাহিত্য কেটে যা'বে। 'সৎসঙ্গ' পঞ্চ প্রকার ভক্তির একটি অঙ্গ। যে সাধু ভাগবত পড়েন; তাঁ'র সঙ্গ ক'রতে হ'বে। যে উদরভরণে ব্যস্ত, তার সঙ্গ ক'রতে হ'বে না। আত্মনিবেদন না ক'রলে ভাগবত শোনা যায় না। ভাগবত শুনিয়ে অর্থোপার্জ্জন প্রয়োজন হ'লে দুই একটা গল্প পাঠ ক'রবে। অম্বরীষ উপাখ্যান পাঠ ক'রবে—না হয় আর কিছু। ভাগবত প'ড়লে 'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপম্' বিচার বুঝতে পা'রবে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম রাম, বুদ্ধ, কল্কি প্রভৃতি অবতার সকলের নিজ নিজ রস। সেই লীলাময়ের কথাগুলির তারতম্য বিচার ক'রলে

দ্বাদশরসে রসময় কৃষ্ণপাদপদ্মের অভিজ্ঞান হ'বে। তাঁ'র সান্নিধ্যে যে মঙ্গল হয়, সেটা অন্য মঙ্গলের সঙ্গে সমান নয়। পূর্ণজ্ঞানময় কৃষ্ণে অজ্ঞান নাই, অবিদ্যাগ্রস্ত ব্যাপার নাই। তাঁ'র সৌখ্যবিধান ক'রলে যে মঙ্গল, সেটা অন্য বিষয়ে হয় না।

ভাগবতের প্রথম শ্লোকে সম্বন্ধজ্ঞান, দ্বিতীয় শ্লোকে অভিধেয় ও তৃতীয় শ্লোকে প্রয়োজনতত্ত্বের কথা আলোচনা হ'য়েছে। কা'কে ভাগবত দেওয়া হ'চ্ছে? অধিকারী কে? অধিকার লাভ ক'রলে কি পাবে? পূর্ণপুরুষের আনন্দ হ'বে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র বস্তুর আনন্দ রাখবার থলি কতটুকু? ভগবানের অসীম উদর। বায়ান্ন, চুয়ান্ন বার খা'ন, যত রকম ভোগ আছে, সকল ভোগের মালিক তিনি খানিকটা কেড়ে নিয়ে আমি ভোগ ক'রবো, এই চিন্তা স্রোতে দৌরাত্ম্য আছে। তাঁ'র প্রসাদবুদ্ধিতে তদ্দত্ত অবশেষই গ্রহণ কর্ত্তব্য।

ভাগবতে কৃষ্ণ ভক্তিরস বর্ণিত আছে। রূপানুগত্যেই তা' লাভ হয়। সেইজন্য রূপানুগগণকর্তৃক শ্রীরূপের প্রণাম—"আদাদনস্তৃণং-দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি।" আমি যেন শ্রীরূপ-পাদপদ্মের ধূলি হ'য়ে থাকতে পারি। রূপানুগত্য ব্যতীত যেন জীবনটা না যায়।

শ্রবণের অভাব হ'লে ভাগবতে ও পরমার্থে বিশ্বাস হয় না। জাগতিক বিষয়ের শ্রবণ হ'য়েছে, পরমার্থের শ্রবণ না হওয়া পর্য্যন্ত পরমার্থে বিশ্বাস হ'বে না। ১৭৯° ডিগ্রি, ৫৯ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ড, ৫৯ থার্ড (Third) পর্য্যন্ত কোনও অপূর্ণতা আছে। কিন্তু ১৮০° ডিগ্রীতে তাদৃশ কোন অঋজুতা নাই। আমাদের কথা শুনতে সময় দিতে হবে।" শুনতে শুনতে মনোধর্ম্ম যখন আক্রান্ত হ'তে থাকবে, হৃদয়গ্রন্থি যখন ছিন্ন হ'তে থাকবে, অমনি নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি ও অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হ'বে। লোকের ইন্দ্রিয় যা' চায় তা'র যোগান দিলে লোকে ধরতে পারবে। কিন্তু কৃষ্ণ বস্তু কাহারও ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। যা'রা ভাল ভাল শব্দ শুনে হরিণের মত প্রাণ হারাবে, যা'রা ভাল ভাল ঘ্রাণ শুঁকবে, যা'রা জিহ্বালাম্পট্য, ইন্দ্রিয়লাম্পট্য ক'রবে, তা'রা ভাগবত কথার নাম ক'রে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা শুনতে শুনতে মৃত্যু বরণ ক'রবে। ঐসকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কিঙ্কর। তা'রা ভাগবতের পাতা খোলে নাই—ভাগবত দেখে নাই, অনুস্বার-বিসর্গমাত্রই দেখেছে, এরা খায়-দায় কাঁসী বাজায়, এদের প্রকৃত পরমার্থ বিষয়ে কিছু শিক্ষা নাই; অথচ ভঙ্গী ক'চ্ছে যে, এ বিষয়ে তা'দের যথেষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা আছে। এরা পঞ্চোপাসক বা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী কোথায় আস্তিকতার ব্যাঘাত হ'চ্ছে, তা বুঝতে পারে না। বাস্তববস্তুর কথা কে ব'লবে আর কেই বা শুনবে? যা'রা পেটপুজো, যশাকাঙ্ক্ষার পূজো বা কামিনীর পূজোর জন্য ছুটোছুটি ক'রছে তা'রা 'কানাগরুর ভিন্ন গোট' মনে ক'রে তা'রা একান্ত পারমার্থিকগণের সঙ্গ হ'তে আপনাদিগকে পৃথক ক'রে ফেলবে। ভাষাপ্রবীণগণ ব'লবেন যে বাস্তবসত্যের কথা বলতে গিয়ে ভাষার বাহাদুরী ঠিক বজায় থাকছে না। কিন্তু বাস্তবসত্যের ভাষা স্বতন্ত্র। সে কোন প্রাকৃত ভাষাভিজ্ঞতার ধার ধারে না। হৃদয়গ্রন্থি-ছেদনের ভাষায় যখন সে সকল কথা আরম্ভ হয়, তখন তা'রা মনে করে, 'এ বুঝি দ'লো কথা হ'চ্ছে।'

মানুষের রোগ অনেক রকমের। এদের পৃথক ক'রে ক'রে চিকিৎসা করা দরকার। মঞ্চবক্তা (Platform Speaker) এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রোগীর কতটা উপকার ক'রতে পারে? প্রথম ৪০ বৎসরে আমি একটা লোকই পাই নাই। তারপরে যে সকল লোক পাচ্ছি, তা'রা খানিকটা কথা শুনছে, খানিকটা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির সম্বল ছাড়তে চাচ্ছে না। জগতের লোক লোকপ্রিয়তার অনুসন্ধিৎসু, বাস্তবসত্যের অনুসন্ধিৎসু নাই ব'ল্লেই হয়। যাঁ'রা ধর্ম্মের প্রচারক ব'লে জাহির ক'চ্ছেন, তাঁ'রা মানুষকে না চটিয়ে সকলের মন রক্ষা ক'রে নিজেদের অস্তিত্ব-রক্ষার জন্যই ব্যস্ত। তাই সত্যের প্রচার হ'চ্ছে না। সত্য কথা ব'ললে ও সত্যকথা শুনলে জনপ্রিয়তার (Popularity) পরিচর্য্যা করা যায় না। এক শ্রেণীর লোক মনে ক'চ্ছে, যখন এদের কিছু চাঁদা দিচ্ছি, তখন এরা বুঝি আমাদের কথা det to (সায়) দিবে। আমাদের কথায় সায় না দিলে আমরা এদের রসদ বন্ধ ক'রে দিব। সমগ্র পৃথিবীর

বস্তু এনে দিলেও সে সকল বিসর্জ্জনীয় বস্তুর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হ'বে, যদি বাস্তবসত্যের ষোল আনা মর্য্যাদা রক্ষিত না হয়। আমরা ঐ রকম বহির্ম্মুখ গণমতের সহানুভূতি চাই না।

মলাশয় ব্যক্তিগণ অধোক্ষজ বাসুদেবের ভজন ক'র্‌তে পারে না। মল হ'চ্ছে—ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ কামনা। যা'রা ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষবাসনার ষ্টেসনের টিকিট কিনেছে, যা'রা সর্ব্বশেষ ষ্টেসনের—প্রেমের ষ্টেসনের টিকেট কিনে নাই, তা'রা হয় ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ ক'র্‌বে না হয় আত্মহত্যাকেই চরম প্রাপ্য ব'লে বরণ ক'র্‌বে; কিন্তু প্রেমার ষ্টেসনের টিকেট কিন্‌লে তা'রা মাঝ ষ্টেসনে যাত্রাভঙ্গ ক'রে ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষকামনার প্রাপ্য বস্তুগুলি সব দেখে নিতে পার্‌বে। ঐ সকল জিনিষ তা'দের আকর্ষণ ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না। প্রেমাই তা'দের সবচেয়ে বেশী আকর্ষক হ'বে। সর্ব্বোত্তমস্থান—আস্তিক্যবিচার চরমোৎকর্ষ 'কুণ্ডতীর'। তা'র নীচে গোবর্দ্ধন, তা'র নীচে বৃন্দাবন, তা'র নীচে মথুরা, তা'র নীচে বৈকুণ্ঠ—যে স্থান হ'তে কুণ্ঠধর্ম্ম বিগত হ'য়েছে। তা'র পরে বিরজা নদী, তা'র নীচে সত্য, মহঃ, জন, তপোলোক ইত্যাদি।

অপ্রাকৃত ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, বেদান্ত ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে স্বভাবতঃই বিরাজিত। অভক্ত লোকের গমনের শেষ-সীমা হ'চ্ছে নিজের, বিশেষত্ব লোপ ক'রে নির্ব্বিশেষে লয়।

যাঁ'রা সেবা করেন, পরমেশ্বর যাঁ'দিগকে সেবকরূপে নিযুক্ত ক'রেছেন, তাঁ'দের সঙ্গ ছাড়া অন্যের সঙ্গে কিরূপে সেবা হ'বে? যাঁ'রা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চাহেন, তাঁ'রা ত' সেবক ন'ন বা যাঁ'রা সেবার অভিনয় মাত্র করেন, সেবার অভিনয় ক'রে সেব্য বস্তুকে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নফর ক'রবার জন্য প্রস্তুত তা'রাও ত' সেবক ন'ন, তাঁ'দের সঙ্গে কিরূপে সেবা হ'বে? ভাঃ—মতির্ন কৃষ্ণে" শ্লোকে ঐরূপ লোকের নিজে নিজে বা ঐ জাতীয় অপর লোকের উপদেশে বা পরস্পর আলোচনায় কিছুতেই কৃষ্ণে মতি হ'বে না। যেহেতু তা'রা গৃহব্রত। গৃহব্রত তা'রাই যা'রা Phenomena নিয়ে ব্যস্ত। সাধুর কার্য্য হ'চ্ছে বাস্তববস্তুর সংস্পর্শে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা থাকা। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যে কিছু উপার্জ্জন ক'রছেন, তা' ভোগ বা ত্যাগের কার্য্যে নিযুক্ত না ক'রে, হরিকীর্ত্তনের সেবায় সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করাই সাধুর কার্য্য।

অদৈব প্রবৃত্তির লোকদের চিত্তবৃত্তি—ভগবানের প্রতিযোগী আরও দেবতা আছেন! আর ভগবদ্ভক্ত বলেন,—'ভগবান্' এক অদ্বিতীয় নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাময় স্বরাট্‌পুরুষোত্তম; আর বাদবাকী সকল দেবতাই ভগবানের অধীন। "একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য।" ঈশ্বরকে সেবা না করার দরুণ অন্যান্য দেবতাকে স্বতন্ত্র দেবতা ব'লে অহঙ্কার হ'চ্ছে। গীতা—"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা" এবং কেনোপনিষদে বৈষ্ণবী উমা ব'লেছেন—"ব্রহ্মণো বা এতদ্‌বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি।

সাধু তাঁ'কেই বলে, যা'র সংস্পর্শে আস্‌লে তিনি তাঁ'র বাক্যাস্ত্রের দ্বারা আমার সব 'বাঁদ্‌রামী' ছাড়িয়ে দিতে পারেন—non-Absolute এ আসক্তি, মনোধর্ম্ম-সব ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন।

কেবল কাণ দিয়ে সঙ্গ হয়, অন্যভাবে দুঃসঙ্গ হ'য়ে যে'তে পারে। কাণ দিয়েও দুঃসঙ্গ হ'য়ে যে'তে পারে যদি শব্দব্রহ্মকে আড়াল ক'রে নিজের অহমিকা প্রবল করি। দুঃসঙ্গের সংজ্ঞা শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন,—"দুঃসঙ্গ কহিয়ে' কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥" (চৈঃ চঃ মঃ ২৪।৯৪)

বিষ্ণু—কামদেব। আর অন্য দেবতা বিষ্ণুত্বের আবরক ভাবমাত্র, আমাদের খাজাঞ্চী, Bank বা order Supplier. পঞ্চোপাসকগণ যখন বিষ্ণুর নাম ক'রে বিষ্ণুর কাছ থে'কেও কামনাসিদ্ধি চা'ন—মোক্ষ চা'ন, তখন তাঁ'রা বিষ্ণুকেও দেবতাপর্য্যায়ের অন্তর্গত ক'রে ফেলেন। তখন বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব আবৃত থাকে। আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও প্রবৃত্তি কেবল বিষ্ণুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্যই যখন নিযুক্ত, তখনই তাহা সেবায় উন্মুখ; আর যা' অপরের নিকট হ'তে সেবা আদায় করে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-কামনার তৃপ্তির আকারে, তাহাই সেবার বিরোধী ব্যাপার বা নাস্তিকতা।

এই নাস্তিকতা বহুরূপিনী মূর্ত্তিতে উপস্থিত হ'তে পারে—Altruism, Uitilitarianism, Positivism, Pantheism ইত্যাদি নানা আকারে উপস্থিত হয়। এ সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রতে হ'বে। যা'রা সৎসঙ্গের মুখোস প'রে লোক-বঞ্চনা ক'রছে, তা'দের কবল থেকে Relief না পাওয়া পর্য্যন্ত মঙ্গলের কোন আশা নাই। শুদ্ধভক্তগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Relief ক'রবার সময় নাই। Earthquake বা flood এর relief করা বা অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ দিয়ে দেওয়ার সময় তাঁ'দের নাই। কারণ তাঁ'রা বুঝতে পেরেছেন, এ জগৎ স্থায়ী জায়গা নয়। অনন্ত জীবনের তুলনায় এ জগতের ক'এক বছরের থাকা খাওয়া পরার জন্য কতটা সময় দেওয়া যেতে পারে, তা' তাঁ'রা Rale of three ক'যে দেখেছেন। তা'তে বুঝেছেন যে, মানবজাতির অনন্তজীবনের পথে যে সকল বিঘ্ন এসে উপস্থিত হ'য়েছে, তা'র Relief দেওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী সাধুর চিত্তবৃত্তি এই যে, একটা মানুষও যেন পালিয়ে' না যায় সেবার রাজ্য হ'তে। Veterinary Surgeon যেমন ঘোড়ার মুখ ফাঁক ক'রে মুখে ঔষধ ঢুকিয়ে দেয়, সেইরূপ মনুষ্য জাতির হরিসেবা-বিমুখিনী পাশববুদ্ধির মুখ ফাঁক ক'রে হরিকথা-ঔষধ প্রবেশ করা'বার চেষ্টা। "বৈরাগ্যযুগ ভক্তিরসং প্রযত্নৈর-পায়মন্মানভীপ্সুমন্ধম্। কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি॥" সনাতনধর্ম্ম হ'চ্ছে বৈরাগ্য-যুক্ত ভক্তিরসবিতরণ-কার্য্য। আজকাল যে সকল সনাতনধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছে—সেগুলি সব অবৈদিক ধর্ম্ম—কর্ম্মকাণ্ডীয় বা জ্ঞানকাণ্ডীয় দেহধর্ম্ম—মনোধর্ম্ম। পরদুঃখদুঃখী হওয়া দরকার। জগৎভরা আত্মীয়-স্বজনদের ফেলে নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা ক'রব তা' নয়। গৌড়ীয়মঠ ৫টা Institution এর মত অপস্বার্থপর Institution নয়। ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষ বা ভক্তির অভিনয়কারী Institution নয়। সমাজের কোনও একটা আংশিক বিষয়ের আংশিক ও সাময়িক উপকার ক'রবার জন্য গৌড়ীমঠের আবির্ভাব নহে। সমস্ত সমাজের পূর্ণ মঙ্গলের জন্য গৌড়ীয়মঠের অভ্যুদয়। এজন্য গৌড়ীয়মঠ নিজেদের কথায় এত দৃঢ়তার সহিত Stick ক'চ্ছেন, অন্য লোকের দলে যোগদান ক'র্‌তে পা'র্‌ছেন না'—পাঁচমিশালী বা বারোয়ারীর মধ্যে অন্যতম হ'য়ে লোকের মনোরঞ্জন ক'রতে পা'রছেন না।

সাত্বর্ষণসূত্রে দু'টি সূত্র আছে, তা'র মূল কথা এই—১। শব্দ ও শব্দী ভিন্ন নহে। ২। শব্দমাত্রই শব্দী। অর্থাৎ শব্দমাত্রই বিষ্ণুবোধক। শব্দকে মাপা যা'বে না। যেখানে মাপা যায়, সেখানেই বহির্জ্জগৎ, ইতরব্যোম—পরব্যোম নয়।

মহাপ্রভুর প্রদত্ত শ্রৌতশিক্ষা—হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" হরিনামগ্রহণ ছাড়া অন্য alternative আছে, ইহাই তর্কপথ। Alternative কল্পনা ক'রলেই এই পৃথিবীর চিন্তাস্রোত। হরিনাম-গ্রহণকারিগণকে একটা Party মনে ক'রেছেন যা'রা, আর হরিনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র পথ নয়, যাঁ'রা মনে ক'র্‌ছেন, তাঁ'রা অপ্রাকৃতকে মাপতে যা'চ্ছেন, তাঁ'রা মাপার দল বা মায়ার দল—অভক্ত-সম্প্রদায়।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কথা সকল জাতি জানুক। আমরা যদি overpowered হ'য়ে যাই তাঁ'দের চিন্তা-স্রোতে, তা'হলে আমরা তাঁ'দের কথারই জাবর কাট্‌বো তাঁ'দের মন রাখবার জন্য nationality-র ছাঁচে ঢেলে। একজন ভাল লোক হ'য়ে গেলে তিনি একাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার ক'রতে পারেন। "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।"

মসোলিনী একটা লোক হ'য়েছেন বা হিট্‌লার একটা লোক হ'য়েছেন, তাঁ'দের কথা সকল জাতি শুনছেন। কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব সেরূপ ন'ন ; তাঁ'দের উপকার-চেষ্টা প্রস্তাবিত কথা-মাত্র নয়—বাস্তব নিত্য সমগ্র উপকার। গৌড়ীয়-মঠ ছাড়া অন্য কোথাও বাস্তব সত্যের কথা আছে কিনা জানি না। যদি থাকে, তবে তা' গৌড়ীয় মঠের সঙ্গে

নিশ্চয়ই in Corporatad হ'বে। জগতে সত্যের মত দেখতে অনেক ছবি আছে, কিন্তু তা' বাস্তব-সত্য নয়। একমাত্র বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণের দ্বারাই অশেষ সুবিধা হ'বে। "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

যিনি গুরু এবং উপাস্যদেবে তদাত্মক—'ধর্ম্মো মিস্তাং মদাত্মকঃ' বিচার করেন, তাঁ'র একলক্ষণ বিচার হয়। সেবকের ও সেব্যের কার্য্য পৃথক্ হ'লে অদ্বয়জ্ঞানে পার্থক্য উপস্থিত হয়। সেবকের ক্রিয়া আলাদা, সেব্যের সেবা-গ্রহণ আলাদা, এরকম ধরণের কথা নয়। অদ্বয়জ্ঞানে জ্ঞানের ব্যতিচার নাই। সেবা-সেবকের একটাই কাজ। প্রভু ভৃত্যের যে সেবা গ্রহণ করেন, তাহা উভয়ে সমতাৎপর্য্যপর হ'লেই সম্ভব হয়। অদ্বয়জ্ঞান না হ'লে সেবা হয় না। ইনি একদিকে গতিশীল, উনি অন্যদিকে—এরকম বিচার নয়। বর্ত্তমানে আমাদের চিত্তবৃত্তি ভগবান্‌কে ছেড়ে মায়ার প্রভু হ'বার বাসনায় বিপরীত গতি-বিশিষ্ট; কিন্তু মায়ার প্রভু হ'বার বাসনা ছেড়ে নিত্যপ্রভুর দাস্যই একমাত্র প্রয়োজনীয়। এটিই লভ্য—প্রেমা। যা'তে ভগবানের প্রীতি, সেবকের তা'তেই প্রীতি—এতে কোন বৈষম্য নাই। এখানেই অদ্বয়জ্ঞান।

'ঈশাদপেতস্য''—'ঈশ্বর' পদার্থ হ'তে 'দাস' পদার্থের ভেদ উপস্থিত হ'লেই অসুবিধা। প্রভুর মনোঽভীষ্টপূর্ত্তি ছাড়া যখন দাসের অন্য কার্য্য হ'য়েছে, তখনই তা'র দুর্ব্বুদ্ধি এসে গেল। 'বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ'—'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি''—এই বিচারটার বিপর্য্যয় উপস্থিত হ'লো। যেটা উল্টে যায়; তার যে স্বভাব তার ব্যত্যয় হ'লে গোলমাল হ'য়ে গেল। কৃষ্ণস্মৃতি-বিপর্য্যয় হ'তেই অস্মৃতি। তা'তে ব'ল্‌ছেন—দ্বিতীয়াভিনিবেশ হ'তেই ভয়। অভয়ই ভক্তির ফল। আমাকে প্রভু রক্ষা ক'র্‌বেন, প্রভু ব্যতীত বস্তুই নাই, তিনি আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা—পালনকর্ত্তা,:তিনিই বড়, তা'র অংশ আমি; তিনি আমাকে রক্ষা ক'রবেন—আর অন্য রক্ষক আমার নাই এইটি ভক্তির বিচার। যখন অন্যের নিকট থেকে ভীতি আস্‌ছে, তখনই জান্‌তে হ'বে, তা'র দ্বিতীয়াভিনিবেশ আছে। ভক্তি ব্যতীত অন্য পথ আছে, এটাই ব্যভিচার। অস্মৃতি আসার দরুণ গুরুদেবকে সেবা করার বুদ্ধিবিপর্য্যয় হ'য়েছে। নিজের প্রাভবশক্তির পরিচালনা-ফলে জড়ভোগ আমাদের দ্বিতীয়াভিনিবেশ করায়। ভীতি হইতেই স্মৃতিনাশ। "স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।"

আমার নিত্য চেতনময় আনন্দময় জ্ঞানময় প্রভু তিনি, আমি তাঁ'র নিত্য আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ, একথা ভুলে, তাঁ'র আনন্দবিধানের পরিবর্ত্তে নিজে স্বতন্ত্রভাবে আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। জড়ে মগ্ন হ'য়ে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা'—এই ত্রিপুটীর বিনাশ হওয়াই প্রয়োজন মনে ক'রছি। আমাদের সেবাবৈমুখ্যপ্রভাবে আনন্দের জ্ঞাতৃত্ব ও ভোক্তৃত্বসূত্রে এই যে অমঙ্গল এসে প'ড়েছে, তা' বিনষ্ট হওয়া দরকার। জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা—এই তিনটি পদার্থের মধ্যে জ্ঞেয় ব্রহ্মৈক্যৈকলক্ষণ না হ'লে ভেদ এসে উপস্থিত হ'লো। ভেদজগতে যে অবস্থা, জ্ঞেয় পদার্থ সেরূপ ভেদ-জাতীয় হ'লে অদ্বয়জ্ঞানের বিনিময়ে জড়ভোগাত্মক চিন্তা দ্বৈতবাদের অপকৃষ্টতা এলো। তা'কে শ্রেয়ঃ ব'লে গ্রহণ ক'র্‌বো না; অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব মায়া বা বিকারবাদ নহে। তা' হ'লে ব্রহ্ম হ'তে পৃথক আর একটি বস্তু-কল্পনায় ব্রহ্মজ্ঞানাভাব উপস্থিত হয়। সেই জিনিষটা ভীতিকারক ক্ষণভঙ্গুর দ্বিতীয় বস্তু বিশ্ব হ'য়ে গেল। বিশ্বে ভয় আছে। যে-কাল পর্য্যন্ত ভাগবত পাঠ না করি, অধোক্ষজবস্তু ত্যাগ ক'রে অক্ষজবস্তুর সেবা বা ভোগ ক'র্‌তে দৌড়াই, ভক্তিমান্ না হ'য়ে নিজেকে সেব্য জ্ঞান করি, তৎকাল পর্য্যন্তই অসুবিধা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ব্রহ্মে যে লক্ষণ, আমাতে সেই লক্ষণ আছে—এটা ছেড়ে দিলেই ভেদ-বিচার এসে যায়—ব্যভিচার অভক্তি এসে উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর বস্তু হ'তে আমি পৃথক্, এই বুদ্ধি হ'লেই সর্ব্বনাশ হ'লো, ভক্তিরাহিত্য এসে ভোগী বা ত্যাগী হ'য়ে পড়লাম। পরমেশ্বর ভোগ্য পদার্থ ন'ন, তিনি সেব্য। তিনি অধোক্ষজ পদার্থ। অধঃ কৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ।

ভগবদ্‌বস্তুর সংজ্ঞা—যে বস্তু নিজের আত্মসংরক্ষণ ক'রতে পারেন, মানুষ যাঁ'কে সেবক ক'রতে পারে না, যিনি

ভজনীয় বস্তু, সেবক বৈষ্ণব নহেন, তিনি বিষ্ণু, সেব্য বস্তু, সেবক নন। কিন্তু যখনই সেব্যসেবকবিচারে ভেদজ্ঞানে উপস্থিত হয়, তখনই অসুবিধা—দ্বিতীয়াভিনিবেশ এসে যায়। ভগবান্ ছাড়া আর একটা জিনিষ আছে, এটা থেকেই ভীতি আস্‌ছে। সমস্ত জিনিষই ভগবানের সহিত সংশ্লিষ্ট; ভগবদতিরিক্ত পদার্থ-বিচার এলেই আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তি নষ্ট হ'লো। আমি নিত্য ভক্ত, আমার ভজনীয় বস্তুর আনন্দবিধানই আমার ভজন এবং ভজনীয়ের প্রীতিই আমার নিত্যা শুদ্ধা পূর্ণ মুক্তা বৃত্তি, এই তিনটি তখনই ছেড়ে দেওয়া হ'লো। আমাদের বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হ'লে তাঁ'কে ভুলে যাওয়া হ'লো। যেমনই 'জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ'—বিচার আসে, প্রভু-পাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌বার বুদ্ধি হয়, তখনই ভয় শোক চ'লে যায়। শোক যায় কখন? যখন প্রভুকে পালকজ্ঞানে আমাকে তাঁ'র পাল্য-বিচার আসে। সেইটাই ভক্তি। তা' যখন Regain করি, পুনঃ প্রাপ্তিঘটে, তখনই জানি—সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্ন…ইত্যাদি।

আমার প্রভু কেহ নাই, কর্ত্তৃত্বাভিমানে নিজেকেই কর্ত্তা ব'লে বিচার ক'রে নি। উহা 'অনয়া মীয়তে' রাজ্যের কথা। মাপা কার্য্যের যে বিচার, তা'তে পরিমিত হওয়ার যোগ্য বস্তুকেই মাপ্‌তে পারি, বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপা যায় না। যা বৈকুণ্ঠ নয়, তা'কেই মেপে নেবার ধৃষ্টতা ক'রতে পারি। তিনি অধোক্ষজ না হ'য়ে আমাদের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হ'লে তিনি ত' আমাদের সেবকই হ'য়ে গেলেন, প্রভু থাক্‌লেন কিসে? যিনি নিত্যসেবকের নিত্যসেবা সর্ব্বদা গ্রহণে সমর্থ এবং নিত্যসেবককে সেব্য সাজিয়ে বঞ্চনা করেন না এবং নিজে ভৃত্যের কার্য্যে প্রশ্রয় দিয়ে বদ্ধজীবকে সুদৃঢ় রজ্জুতে ওতপ্রোত বন্ধন ক'রে অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফলত্যাগে প্রধাবিত করান না, তিনিই নিত্যপ্রভু। তাঁ'র সেবা ক'রলেই সব হ'বে। ভক্তিযোগ মধ্যস্থানে অবস্থিত। ব্রহ্ম ও আত্মার মধ্যে ভক্তি। এ ছেড়েই অভক্তিযোগ, তা'তে জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতির বিচার। তা'রা ভবভীত ব্যক্তি। বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাই তা'দের প্রয়োজন। অনিত্যবিচার প্রবল হ'লেই বুভুক্ষা হ'তে জাত ক্লেশ হ'তে পরিত্রাণ-চেষ্টাই মুমুক্ষা। সেটা কেবলা ভক্তি নয়। কেবলা ভক্তিই সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়ণীয়া। 'একয়া ভক্ত্যা গুরুদেবতাত্মা' এটাই হ'লো বুধ বা পণ্ডিতের বিচার। নতুবা অপণ্ডিত নির্ব্বোধ হ'য়ে যেতে হয়, ভোগী ও ত্যাগী সম্প্রদায়ে নির্ব্বোধ প্রবিষ্ট হয়। ভোগিসম্প্রদায় বিলাসপরায়ণ। তা'দের বিচার—ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ ক'র্‌বো, অপরার বিদ্যার অনুশীলন ক'রে প্রত্যক্ষবাদী হ'য়ে আমি নিজে জান্‌বো বা পরোক্ষবাদী হ'য়ে অন্যে যাঁ'রা Misguided হ'চ্ছেন তাঁ'দের নিকট শুন্‌বো, কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে জ্ঞানমিশ্রা বা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির পথে পবিষ্ট হ'বো। এই প্রকার অভক্তির পথ ছেড়ে অব্যভিচারিণী ভক্তিপথই গ্রহণীয়।

মুক্তির জন্য যে ভগবদুপাসনা; তা'র চেয়ে কপটতা আর কিছুই নাই। তুমি থাক বা না থাক, আমার সুবিধা হোক্, তোমাকে বঞ্চনা করে dismiss ক'রলাম, আমি তুমি এক—এ বিচারগুলি অত্যন্ত কপটতা। সেব্যসেবক-ভাব-রহিত হ'লেই অনর্থ উপস্থিত হয়, ভয় আসে, তদীয়বিচার বিলুপ্ত হয়। অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি হ'লেই ভয়-শোকমোহাদি দূরীভূত হয়। অধোক্ষজবস্তুর প্রতি ভক্তি বা সেবার ছলনা ভোগ বা ত্যাগে পর্য্যবসিত। যেটা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞান-গ্রহণের মধ্যে আসে, সেটা আমাদেরই তাঁবেদার ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অধীন হ'য়ে পড়ে। ওটা আধ্যক্ষিকের বিচার। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অধীন ভগবান্ হ'তে পারেন না। ভগবানে ভক্তি না থাক্‌লে সে বস্তুকে জয় বা তাঁর অভিজ্ঞান লাভ করা যায় না।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" এ বিচার ছাড়্‌লে বৈকুণ্ঠরাজ্যে প্রবিষ্ট হ'তে পারি না, অনর্থযুক্ত হ'য়ে থাকি। একমাত্র অব্যভিচারিণী—অন্যাভিলাষ-জ্ঞান-কর্ম্মাদিরহিত ভক্তি "কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যোজ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং

নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥ —প্রভৃতি যে বিচার, সেই একা অব্যভিচারিণী ভক্তিগ্রহণ ব্যতীত জড়জগতেরই অধীনতা
স্বীকার ক'রতে হ'চ্ছে; জড়াতীত জগতে যেতে পারছি না। জড়জগতে ভেদজাতীয় বিচারের মধ্যে পরস্পরের যে
বৈষম্য বর্ত্তমান, তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'য়ে আবদ্ধ হ'য়ে প'ড়ছি। জড়ান্তর্গত রূপরসাদি আমাদিগকে গ্রাস ক'রছে।
এই রূপরসাদির মালিক কে? এ সকল কাহার ভোগ্য? এ বিচার না আসা পর্য্যন্ত—আমাদের এই বদ্ধভাব না
ছেড়ে দেওয়া পর্য্যন্ত পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান উপলব্ধি হ'চ্ছে না। কৃষ্ণপাদপদ্মকে অধোক্ষজ না জান্‌লে ঐতিহাসিক
বা রূপক কৃষ্ণের উপাসনায় কি সুবিধা? অধোক্ষজ কৃষ্ণের সেবা ক'রলেই অনর্থ যাবে। 'অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্‌-
ভক্তিযোগমধোক্ষজে' এটি শ্রীনারদের ব্যাসের প্রতি উপদেশ। ভয়নাশিনী বৃত্তি আত্মায় উদিত না হ'লে, ভীত
হওয়ার যোগ্যতা আত্মাতে থাক্‌লে কোন সুবিধা হ'বে না।

মানুষ যেকাল পর্য্যন্ত না চব্বিশ ঘণ্টা ভগবৎপাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত না হ'বে, সেকাল পর্য্যন্ত মায়াদেবী তাঁকে
গ্রাস ক'রবে, বহুরূপিণী মায়া তাঁ'র ইন্দ্রিয়জ্ঞানের পদার্থ হ'বেন। আমি ভোগ ক'রবো upper hand আমার,
তা'দের lower office—এটা ভোগী কর্ম্মীর বিচার—প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদীর নিম্নার্দ্ধের বিচার।
অপরোক্ষবাদের উন্নতার্দ্ধে অধোক্ষজের কথা বুঝবার একটু চেষ্টা লক্ষিত হয়। অধোক্ষজ-বিচার এলেই সমস্ত
অমঙ্গল কেটে যায়। যিনি নিবৃত্ত, পরমানন্দে অবস্থান যাঁ'র, তাঁ'র হরিকথা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। সর্ব্বক্ষণই হরি-
কথা, নিদ্রাকালেও হরিকথা, জাগ্রতকালে আরও হরিকথা। 'কো নিবৃত্তঃ' বিচারে উদাসীন হওয়া উচিত নহে।
এমন কোন্ মূঢ় আছেন, যিনি হরিকথা পরিত্যাগ ক'রে ইতরকথায় প্রবিষ্ট থাক্‌বেন। ভক্তিপথই কৈবল্যসম্মত
পথ। যাঁ'রা পৃথিবীতে মানুষ হ'তে পেরেছেন, তাঁ'দের জন্যই এই ভক্তিপথ। রাজযোগ, হঠযোগ এগুলি বাহ্য,
কৈতবাশ্রিত লোকের জন্য। হরিসেবাপরায়ণের জন্য নহে। ব্যভিচারিণী যুক্তি ভক্তি নয়। অক্ষজ-পদার্থকে
ঈশ্বরত্বে স্থাপন করা, আমি সেব্য, ঈশ্বর সেবক—এই বিচার হ'তে দুটো সর্ব্বনেশে বিচার এসে উপস্থিত হ'চ্ছে।

এক প্রকার—স্বর্গ, Paradise, বেহেস্তার সুখ আমি ভোগ ক'রবো। ঈশ্বরকে ভোগ ক'রতে দেবো না। শতকরা
শত ভাগই ঈশ্বর ভোগ ক'রবেন এবিচার ছেড়ে দিয়ে আমি ভোগ ক'রবো। আবার এক প্রকার ত্যাগী হ'য়ে নিজেই
ঈশ্বর হ'য়ে যাবো। অথবা ভোগও ক'রবো না, ত্যাগও ক'রবো না, ঈশ্বরকে সেবা ক'র্‌বার নামে বঞ্চনা ক'র্‌বো,
ফল নিজে পাব, ঈশ্বর হ'য়ে যাবো, ঈশ্বর কোন কাজের নয় সাব্যস্ত হ'বে—এগুলো অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি। সদানন্দযোগীন্দ্র
যেমন ব'ল্‌ছেন—"সদসদ্ হইতে পৃথক্ অনির্ব্বচনীয় অজ্ঞানসমষ্টির নাম ঈশ্বর।" আমাদের কথা তা' নয়।
তিনি আর একটি জিনিষ। ভাগবতের এই 'কৈবল্যসম্মত' কথাটি যাঁ'রা আলোচনা না ক'রেছেন, তাঁ'রা 'কৈবল্যৈক
প্রয়োজন' বুঝতে পারবেন না। 'কেবল' শব্দ কি? তা' ভক্তের কাছে না বুঝে যাঁ'রা নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বিগণের
নিকট বুঝতে যান, তাঁ'রা মায়াবাদাশ্রয়ে নির্ব্বোধ। তাঁ'দের সঙ্গে আলাপ কেন ক'রবো? শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব-
বেদান্তসার, তাঁ'র বিচার থেকে চ্যুত হ'য়ে জড়জগতের লোকের খেয়ালীর বিচারে আমরা মনোযোগ দেবো না।
তা'র থেকে শত যোজন দূরে থাক্‌বো। তাঁ'দের বালভাষিত—'পরোক্ষবাদোবেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্'—
এই বিচার ক'রবো। তাঁ'দের কথার জবাব দেওয়াও অপ্রয়োজনীয়। অতি শিশু নির্ব্বোধ জড়জগতের কাম-
ক্রোধে আচ্ছন্ন বা এগুলো ছেড়ে দিয়ে যা'রা একটা কাল্পনিক অবস্থা মনে ক'রে তা'তে ব্যস্ত—ordinary economy
নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে, Transcendental economy হ'তে বিচ্যুত হ'য়ে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়, তা'দের সঙ্গ হ'তে
সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকবো। জ্ঞানটা যখন গুণোর্ম্মি-চক্রে আর ঘুরে না, তখনই ভক্তিমার্গে রুচি আসে। রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ,
জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ বা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—এতে জ্ঞানকে চালিয়ে দিলে যে মূর্খতা আসে, তা অপনোদনের জন্য
শ্রীমদ্ভাগবত—"অনর্থোপশমং" শ্লোকে অধোক্ষজে ভক্তির বিচার ব'ল্‌ছেন।

অধোক্ষজ কে? কৃষ্ণই সেই অধোক্ষজ, ভজনীয় বস্তু। গুণোর্ম্মিচক্রে যতক্ষণ জ্ঞান ঘুরতে থাকে, প্রতিনিবৃত্ত

হয় না, ততক্ষণ ভগবদ্‌বস্তুই যে কৃষ্ণ, এটি উপলব্ধি হয় না—ভজনীয় বস্তু ভক্ত, ভজনের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। ভক্তিই যে পরম প্রয়োজনীয়, এ বিচার আসে না। নিত্যসেবকের স্বরূপ-জ্ঞান উদয় হ'চ্ছে না। নিত্য হরিসেবক যদি অভিমান করেন, আমি পুরুষ-স্ত্রী, মূর্খ-বিদ্বান্, রোগী-সুস্থ, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, তা' হ'লে অমঙ্গলের পথই বরণ করা হয়। ভাগবত বলেন—"কর্ম্মণাং পরিণামিত্বাদ" ইত্যাদি। দৃষ্ট লৌকিক বিনাশী পদার্থ ভোগ ক'রতে গিয়ে অসুবিধা হয় ব'লে মানুষ অদৃষ্ট পদার্থের স্তাবক হ'তে যায়। কিন্তু পণ্ডিতগণ দৃষ্ট ও ভোগকল্পিত অদৃষ্ট—উভয়কেই নশ্বর ব'লে বিচার করেন। অদৃষ্ট—যা' দেখে নাই অথচ গল্প ক'রছে অর্থাৎ ভোগ বা ভোগের বিপরীত ভাবটা, বুভুক্ষা বা মুমুক্ষার তাৎকালিকতা বা অনিত্যতারূপ নশ্বরতা দেখে থাকেন। ইহাতে সচ্চিদানন্দত্ব কখনই প্রযুক্ত হ'তে পারে না। ব্রহ্মার লোক পর্য্যন্তও পতিত হ'বার—অমঙ্গল বরণ ক'রবার যোগ্যতা থাকবে। উহা নিত্য নয়; নশ্বর। আমরা Realist, Idealist নই, বিশ্বকে মিথ্যা বলি না, উহা সত্য কিন্তু নিত্যসত্য নয়, নশ্বর।

যখন আমাদের রজঃ, সত্ত্ব, তমোগুণের ফুটবল হ'তে ইচ্ছা থাক্‌বে না, তখনই তা'তে অসঙ্গ হ'বে; কিন্তু যখন ব'ল্‌বো রজোগুণের দ্বারা তমঃকে বিনাশ ক'রতে হ'বে, অমনই রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ তিন ভাই এসে মারামারি ক'রবে; যে-হেতু তোমরা ব'ল্‌ছো রজো দ্বারা তমো ধ্বংস ক'রবে, অথচ সত্ত্বগুণের monopolise ক'রবে, তা'কে ধ্বংস ক'রবে না। এ কিরূপ কথা? আমরা ব'লবো সত্ত্বকেও ধ্বংস ক'রতে হ'বে, বিশুদ্ধসত্ত্ব দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বগুণকে বিনাশ ক'রতে হ'বে। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং" ইত্যাদি। অধোক্ষজ 'বাসুদেব' বস্তুই আমাদের সেব্য হউন।

আমাদের শত সহস্র চেষ্টা দ্বারা heaven and earth move ক'রলেও সেই unconquerable জিনিষটি পাব না। As an empericist আমরা অনন্তকোটিকাল ধ'রে জ্ঞান সংগ্রহ ক'রলেও শেষে to infinity ব'লে গোঁজামিল দেবো, series develop ক'রবার সময় নাই' বলবো। গণিতশাস্ত্রে যে প্রকার গোঁজামিল দিয়ে থাকে, সেই বস্তুতে সেরূপ গোঁজামিল চ'লবে না। ভক্তি ব্যতীত অন্য গতি নাই। ভগবান্‌কে ইন্দ্রিয়জাত পদার্থবিশেষ জ্ঞান ক'রতে হবে না। প্রাকৃত পদার্থে স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার বিচার আছে। এই প্রকৃতিজাত উপাধিদ্বয়ের অতীত বস্তুই অপ্রাকৃত। আমরা 'অধোক্ষজ' শব্দে Transcendental ব'লে Hegalian School এর একটা শব্দ বলি, কিন্তু এ দ্বারা অধোক্ষজ বা অপ্রাকৃতের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হ'চ্ছে না। যেখানে বৈচিত্র্য বলা হ'চ্ছে না সেখানে Transcendental অতি ক্ষুদ্র কথা। আমরা বাস্তবিকই খুব বড় কথা ব'লতে ব'সেছি। পরমমুক্ত পুরুষের বিচারই ভক্তি। ভক্তিযোগই কৈবল্যসম্মত পথ।

গুণাতীত বস্তু বাসুদেবের শরণ গ্রহণ কর। তাঁ'র ভজন কর। তিনি আপেক্ষিক সত্ত্বগুণের অন্তর্গত বস্তু-মাত্র নহেন। তাঁ' হ'তে গুণসকল নির্গত হ'য়েছে, অভক্তসম্প্রদায়কে দূরস্থ ক'রবার জন্য। তাঁ' থেকে শিক্ষা লাভ ক'রে যা'তে শোধন হ'তে পারেন, সে রকম বিচার হ'চ্ছে। অরণং—শরণং, একমাত্র গতি তিনি। শ্রীমদ্ভাগবত সেই অধোক্ষজ বাসুদেবের শরণ গ্রহণ ক'রতে ব'লেছেন। সন্ত :—সাধুসকল; কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, এরা সব অনিত্য-বিচারপর অসাধু। সৎকর্ম্মপরায়ণতা বা ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হ'য়ে যাওয়ার বিচার—সবই অসৎ, অর্থাৎ এরা চিরদিন একরকম থাকে না, মুক্তিলাভেও এদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু ভক্তের তাদৃশ পরিবর্ত্তন বা পতন নাই। ভোগত্যাগাদি বদ্ধবিচারমুক্ত ভক্ত কখনই অভক্তসহ সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারেন না।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।" ইত্যাদি শ্লোকে বিমুক্তমানী ও ভক্তের কি সুন্দর বিচার প্রদত্ত হ'য়েছে; যা'র বিরুদ্ধ কথা মনুষ্যজাতি ব'লতে পারে না। যদি বলে, Balance loose ক'রে ব'লবে, নিজের ওজন না জেনে। বাস্তবসত্যের কথা আলোচনা হ'লে অন্যান্য সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দার্শনিক বিচার থেমে যায়। অনর্থযুক্ত জীব বেদান্তের যে অর্থ ক'রছেন, অনর্থমুক্তেরা সে অর্থ স্বীকার করেন না। সেজন্য মুক্তানর্থ ব্যক্তির দ্বারাই উপনিষদের ব্যাখ্যা দরকার। যেমন রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্তের ব্যাখ্যা

ক'রেছেন। এখনও পর্য্যন্ত সত্যকথা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় ক'রলে জান্‌তে পারা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতকে ধ্বংস? ক'রবার জন্য প্রচুর চেষ্টা চ'লেছে, কিন্তু তা' সফল হয় নাই—ভাগবত-সম্প্রদায়কে কেহই বিনাশ ক'রতে পারে না। কেবলাদ্বৈতবাদীদের কেহই এই গ্রন্থখানির টীকা ক'রতে সাহসী হ'ন নাই কেন না, প্রতিবাদ ক'রলেই নিজেদের বিচার-দৌর্ব্বল্য ধরা পড়বে। কেউ কেউ বলেন, মধুসূদন সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবতের তিনটী শ্লোকের টীকা ক'রেছেন; কিন্তু তাহা মায়াবাদ-হলাহলপূর্ণ। কেবলাদ্বৈতবাদ শ্রীমদ্ভাগবতে সম্পূর্ণরূপে নিরাকৃত—সমূলে বিনষ্ট হ'য়েছে। মানুষ মনুষ্যের রচিত গ্রন্থ প'ড়ে দুর্গতি বরণ ক'রছে। অধোক্ষজ কৃষ্ণের আলোচনা না ক'রে ভ্রমে প'ড়ছে। শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় না করাই দুর্ব্বুদ্ধির পরিচয়। "সর্ব্ববেদান্তসারং...কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্।" উক্ত ভাগবতের কৈবল্য পাতঞ্জলির ঈশ্বরসাযুজ্য বা আচার্য্য শঙ্করের ব্রহ্মসাযুজ্য নয়, ভগবৎসাযুজ্য নয়। "সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ"—বিচারে হরি যা'দের বধ করেন, তারা যে ভগবৎসাযুজ্য লাভ ক'রে, 'কৈবল্যৈক প্রয়োজনম্' ব'লতে তা' নয়। সুরসকল ভগবদ্ভক্ত। তাঁ'দের কার্য্য জীবের মঙ্গলের জন্য; মনুষ্যজাতির সেবার ভার দেবতারা নিয়েছেন। কিন্তু তাই ব'লে polytheistic theory আমাদের অনুসরণীয় নয়। 'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' এ বিচার যা'দের উদিত হয় নাই, তাঁ'রা বিষ্ণুতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার জন্য জীবমাত্রই যে নিত্যবৈষ্ণব, এটা বুঝ্‌তে পারে না। নিত্য আত্মার অনুভূতিতে সনাতন বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত অন্য কথা নাই। ভক্তিই আত্মার নিত্য অবস্থা, তা' না বুঝে তা'র সঙ্গে অনিত্য অবস্থার ধর্ম্মকে এক ক'রে বসে। তা'রা ভক্তিটা অন্যত্র ব্যবহার ক'রে ক্ষুদ্র দেশাত্ম, সমাজাত্ম, গৃহাত্মবোধে গৃহব্রতধর্ম্মে আসক্ত হ'য়ে যা'চ্ছে। 'ভক্তি' শব্দটি দেশ সমাজাদিতে প্রযুক্ত হ'তে পারে না। সেগুলি মুখ্য প্রয়োজন নহে। একমাত্র ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণ, তাঁ'তেই সকল জীবাত্মার সর্ব্বতোভাবে ভক্তি প্রযুক্ত হ'তে পারে। কৃষ্ণ সকল অবতারের অবতারী। তাঁ'র অন্যান্য অবতারে রসের অপূর্ণতা ও স্বল্পতা, কিন্তু পূর্ণ সকল রসের অভিব্যক্তি একমাত্র কৃষ্ণেই আছে। Dr. Macnical Kennedy এবং তদানুগতগণ বিষয়টা ভাল ক'রে ধ'রতে পারেন নাই। তাঁ'দের প্রকৃত ভাগবতালোচকের সঙ্গে দেখা হয় নাই। কেবল Banares School এর ক একটি ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ক একজন লোকের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে মাত্র। ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্যবোধ ভাগ্যহীন ভগবন্মায়াদ্বারা বিমোহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের কথা জগতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হ'উক। জগৎ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দগোপীনাথের উপাসক হউক, শ্রীগোপীনাথের উপাসনা হ'লেই কামাদি যা'বে। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ব'লেছেন—কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশাস্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥ সেই গোপীনাথের সেবা—পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী, অর্চ্চার বিচার জগৎকে আমরা সুষ্ঠুভাবে দিতেও পারি না; জগৎ নিতেও প্রবৃত্ত নয়। অর্চ্চা-বিগ্রহ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান্।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বস্তুট ছয় প্রকারে প্রকাশিত হ'ন। সেই ছয় তত্ত্বে ভেদ কল্পনা ক'রলে অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুরু, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ, কৃষ্ণ ও শক্তি—এই ছয়রূপে বিলাস করেন। মর্য্যাদা ও রাগমার্গেরবিচারে দুই প্রকার ভক্তের অবস্থান আছে। শ্রীবাসাদি মর্য্যাদাবিচারপর শুদ্ধ ভক্ত। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বা স্বরূপদামোদরাদি অন্তরঙ্গা শক্তির বিচার গ্রহণ ক'রে ভগবানের ভক্ত। ইহারা উভয়েই প্রেমনিষ্ঠ হ'লেও প্রেমের তাৎপর্য্যে বৈশিষ্ট্য আছে। উদ্ধব মহাশয় যে-জাতীয় প্রেমের অধিকারী, গোপীগণ তদপেক্ষা উন্নতপ্রেমের অধিকারী। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—'কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া' ইত্যাদি। সৎকর্ম্মনিরত পুণ্যকর্ম্মিগণের ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা থাকে। ভগবানের ভগবত্তার সুযোগ লইয়া তাঁ'রা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান্ হ'তে চা'ন—ভগবান্ বঞ্চিত হ'ন। সৎকর্ম্মী—পাপী অপেক্ষা ভাল বটে অর্থাৎ মন্দের ভাল। সৎকর্ম্মীদের মধ্যে যাঁ'রা পরার্থী ব'লে পরিচিত, তাঁ'দের একশ্রেণীর "মনুষ্যজাতির উপকার ক'রব, মনুষ্যজাতি যাঁ'রা

নয়, তাদের প্রাণবিনাশ ক'রেও জাতিভাইদের দৈহিক উপকার ক'রব, কেন না ঐ জাতির গণ্ডির মধ্যে আমি একজন"—এইরূপ বিচার-প্রণালী দেখতে পাওয়া যায়। আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি যে সকল ক্রিয়াকলাপ মানবের চিন্তারাজ্য আক্রমণ ক'রেছে, সেই সকল চিন্তা পশুর স্বভাবেও অনুস্যূত আছে। পশুদিগের চিন্তাস্রোত হ'তে বা তা'দের প্রতি সহানুভূতি-প্রদর্শনের বিচার হ'তে জিনদিগের; অর্হৎগণের ধর্ম্ম উদিত হ'য়েছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও সেই সকল চিন্তাস্রোত আছে; অধিকন্তু তাঁ'রা পশুভক্ত অপেক্ষা মনুষ্যভক্ত হ'য়েছেন। তপস্যাই তাঁ'দের অভিধেয়।

মানবের মঙ্গল লাভ ক'রতে হ'লে বিবেক ব'লে একটা জিনিষের উদয় হয়। বিবেক দুই প্রকার—ভক্তিবিবেক ও অভক্তিবিবেক। ভক্তিদ্বারাই বিবেক উৎপত্তি লাভ ক'রেছে। আর যে বিবেক উৎপত্তি লাভ করার দরুণ ভগবৎসেবায় ঔদাসীন্যের উদয় হ'য়েছে, তাহা অভক্তিবিবেক। ভক্তি স্থূল বা সূক্ষ্মশরীরের ধর্ম্ম নহে। স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের ধর্ম্মে তপস্যা ব'লে ব্যাপার উদিত। ভক্তির সহিত তপস্যার পার্থক্য আছে। বৌদ্ধগণ বলেন যে, তপস্যা ক'রে মঙ্গল লাভ ক'রব; আর ভক্তগণ বলেন, ভগবানের সেবা বাধাপ্রাপ্ত হয় যে তপস্যায়, তাহা পরিহার ক'র্‌বো। শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামী প্রভুকে যুক্তবৈরাগ্যের উপদেশ দেওয়ায় বৌদ্ধ ও জৈনবাদ নিরাস হ'য়েছে। ভগবৎসেবার অন্তর্গত বিষয় হ'চ্ছে জীবে দয়া। একমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায় জীবের খোসার প্রতি দয়াকে "জীবে দয়া" মনে করেন। নিজের দেহের প্রতি, দেহেরই বিস্তৃতিরূপ লৌকিক আত্মীয়-স্বজনের প্রতি বা সজাতীয় বদ্ধজীবের খোসার প্রতি দয়াবিধানের কথাই সাধারণ ধর্ম্মসম্প্রদায় বুঝে; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন, ওগুলি ত' পরিবর্ত্তনশীল। 'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্"—মানুষ শুভ ও অশুভ অযাচিত ভাবে পেতে থাকবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ক'র্‌বার পূর্ব্বে একটি নিষেধাত্মক আর একটি বিধিমূলক শ্লোক পাঠ ক'র্‌লে পরম মঙ্গল লাভ করা যাবে। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ।" "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" প্রথমোক্ত শ্লোকটি ঋণধর্ম্মের গ্রহণে নিষেধাত্মক বা অতন্নিরসনাত্মক। আর দ্বিতীয়টী ধনাত্মক বা বিধিমূলক। 'গোলে বকওয়ালি,' "হাতেমতাই" প্রভৃতি পুস্তকের ন্যায় ভোগ্য ইন্দ্রিয়তর্পণপর পুস্তকবোধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ক'র্‌লে সুবিধা হ'বে না। আমার ইচ্ছা হ'লে কোন কথা গ্রহণ ক'রলাম, ইচ্ছা না হ'লে গ্রহণ ক'রলাম না। যেটা গ্রহণ ক'র্‌লাম না, সেটাই আমার অসুবিধা। গ্রহণ না করার দরুণ সেই অসুবিধা থেকে গেল।

বাস্তব শ্রীচৈতন্যের উপাসকগণ ঐতিহাসিক বা রূপক চৈতন্য নিয়ে ব্যস্ত ন'ন। কেহ কেহ রূপক চৈতন্যের আশ্রয়ে নবদ্বারবিশিষ্ট দেহকে নবদ্বীপ কল্পনা ক'রেন, কেহ বা চৈতন্যকে (?) আমাদের বৈশ্যনীতির অর্থাৎ অর্থ-সংগ্রহ, উত্তমভোজনাদি সংগ্রহের ভৃত্যগিরিতে নিযুক্ত ক'র্‌তে চান, কেহ বা চৈতন্যকে বহির্ম্মুখ সামাজিক বা রাজনৈতিক কার্য্যে নিয়োগ ক'র্‌বার জন্য ব্যস্ত হন। ঐরূপ-ঐতিহাসিক বা রূপক চৈতন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত বা শ্রীচরিতামৃতোক্ত চৈতন্য নহে। অচৈতন্যদেবগণের কল্পিত চৈতন্যে ও শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের সেবিত শ্রীচৈতন্যে তফাৎ আছে। আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় ইহা বুঝে উঠ্‌তে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে সাধারণভাবে দেখ্‌লেও তাঁ'তে ভয়ানক স্বার্থপরতা দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। তিনি ঔদার্য্যের প্রচ্ছদপটে নিজস্বার্থ সিদ্ধ ক'রেছেন অর্থাৎ স্বয়ং কৃষ্ণ কৃষ্ণভজনের চরমোৎকর্ষ প্রচার ক'রেছেন। কৃষ্ণ মূল আশ্রয় তত্ত্বের সেবারস আস্বাদন ক'রেছেন। যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যকে ঐতিহাসিক রূপক বা আধ্যাত্মিক চক্ষের আসামী মনে ক'র্‌বেন, তাঁ'রা শ্রীচৈতন্যের সেই বাস্তব অধোক্ষজ-স্বরূপটি দর্শন ক'র্‌তে পারবেন না।

ক্ষাত্রধর্ম্ম বা রাজনীতি ভগবৎসেবার বিরোধী হ'লে যে জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হয় তাই নিরাস ক'র্‌বার জন্যই পরশুরাম পৃথিবীকে একত্রিংশবার নিক্ষত্রিয় ক'রেছেন। আর শাক্যসিংহ সেই ক্ষাত্রবংশে জন্মলাভ ক'রে অহিংসা-নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। অহিংসনীতি যদি ভগবৎসেবার আনুষঙ্গিক ব্যাপার না হয়, তা'হলে যে পরমেশ্বরশূন্য নাস্তিক্য-মতবাদ প্রবাহিত হয়, বৌদ্ধমতবাদে তা' প্রকাশিত হ'য়ে প'ড়েছিল। আচার্য্য শঙ্কর ভগবানের আদেশে বৌদ্ধ ও বৌদ্ধভাবাপন্ন তদানীন্তন ও অনন্ত ভবিষ্যতের ব্যক্তিগণকে মোহন ক'র্‌বার জন্য মায়াবাদ্ অসৎ শাস্ত্রের প্রচার করেন। বিদ্ধবৌদ্ধগণ বুদ্ধকে 'বিষ্ণু' বল্‌তে নারাজ ছিলেন। কিন্তু শুদ্ধ বৌদ্ধগণ বলেন, বুদ্ধ বিষ্ণু। অযোগ্য ব্যক্তিগণের প্রতারণার জন্য তা'দের হৃদয়ে হরিসেবা বিহীন তপস্যা বা অহিংসনীতির প্রচার ক'রেছেন। "আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥ অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥" তপস্যা ভক্তির অন্তরায়। "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃপুমান্। ন নির্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।" "যা'রা অতিবৈরাগী, তা'রা ভগবদ্ভজন্ বুঝ্‌তে পার্‌বে না। যা'রা অতি আসক্ত, তা'রাও বুঝ্‌তে পার্‌বে না। শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্ধবৌদ্ধ-বিচার হ'তে জগদ্‌বাসীকে মুক্ত ক'রেছেন। স্মার্ত্তেরা ন্যূনাধিক বৌদ্ধধর্ম্মে আসক্ত। পঞ্চোপাসনা ও বৈষ্ণববিদ্বেষের নামই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম হ'য়েছে। বিষ্ণুবিদ্বেষ এরূপ মোলায়েম ভাষায় ও diplomatic way তে ছড়িয়ে দিয়েছে যে, লোকে তাতে কোন দোষ না দেখে সাদরে গ্রহণ কর্‌ছে।

পিঁপ্‌ড়ে যেরূপ গুড়ে আট্‌কে যায়, বহির্ম্মুখ মানবজাতি সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে আট্‌কে যাচ্ছে। স্ত্রীপুত্রাদির কথায় বিষয়ীরা এত মগ্ন যে, ভগবানের কথা তা'দের কাছে মামুলি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। লোকে জড়জগতের বাহাদুরিতেই আট্‌কে যাচ্ছে। ভবসাগরের পার হইবার যাঁদের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আছে, তাঁ'দের ঐ সকল বিষয়ীও বিষয় হ'তে সম্পূর্ণ অনাসক্ত থাক্‌তে হ'বে। বিষয়ী কি সুখে আছে, যদি আমরা হৃদয়ে ঐ চিন্তা করি, তা' হ'লে সেই বিষয়সুখের বঁড়্‌শী আমাদিগকেও টেনে নিয়ে ভীষণ অমঙ্গল ক'রাবে। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং পরাৎপরতত্ত্ব পরমেশ্বর ব'লে তাঁ'র শিক্ষার মধ্যে কোন অসম্পূর্ণতা ও প্রচ্ছন্ন অমঙ্গল নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অচৈতন্য-দেবগণের শিক্ষায় অনেক অসম্পূর্ণতা ও অমঙ্গল র'য়েছে। যখন জীবের চিত্ত মীনবৃত্তির দ্বারা অত্যন্ত আক্রান্ত থাকে এবং যখন তা'রা ভোগসাগরে যথেচ্ছ বিহার ক'র্‌তে থাকে, তখন ভগবান্ বিষ্ণু মহামীনরূপে সেই ভোগের টোপের প্রলোভন হ'তে জীবকে রক্ষা ক'রে দিব্যজ্ঞান বিকীরণের জন্য লুপ্ত বেদ উদ্ধার ক'রে থাকেন। ভোগীসকল ভাবার্ণবে বাস কর্‌বার জন্য মীনের ন্যায় ভোগপ্রবণতা লাভ ক'রেছে, আর ক্ষণে ক্ষণে আধ্যক্ষিকতার টোপে প্রলুব্ধ হ'চ্ছে। শ্রুতির উদ্ধার হ'লে জীব জান্‌তে পারে, ভোগসমুদ্রে বা ত্যাগ-সমুদ্রে সন্তরণ আমাদের জীবনে কৃত্য নয়। হরিসেবামৃতসাগরে সন্তরণই জীবের নিত্যধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে চেতনসম্পন্ন ক'রেছেন। চেতনধর্ম্মের স্বভাব হ'চ্ছে—'আমি বুঝে নিতে পারি।' প্রত্যেক-ব্যক্তির বুঝে নেবার শক্তি আছে। আমাদের সব অঙ্গকে পরিচালনা ক'র্‌তে পারি, বুঝে নেবারও পরে কার্য্য ক'র্‌তে পারি—হাত দিয়ে বস্তু ধ'র্‌তে পারি। চেতনের দ্বারা পরবর্ত্তী সময়ে কার্য্য হয়। পঙ্গু যদি অন্ধের স্কন্ধে চাপেন, তা' হ'লে অন্ধ যখন চলেন, তখন পঙ্গুরও চলা হয়। জড়জগৎ চেতনের ক্রিয়মান ধর্ম্মে গতিশীল হ'য়েছে। কিন্তু এখানে আমরা কর্ম্মের কর্ত্তা হ'য়ে প'ড়েছি। কর্ম্মের পথে অগ্রসর হ'য়ে যা' মনে করি, পঙ্গু আমি যেতে চাই, সেইখানেই পৌঁছিতে পারি, কামনা সিদ্ধি ক'র্‌তে পারি। করণের সাহায্যে কার্য্য সম্পাদিত হয়। বর্ত্তমানে সময়ে চেতন অচেতনের আকার-বিশিষ্ট ব্যাপারে আবদ্ধ আছে। এই জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এবং চিন্তনীয় ব্যাপারসমূহ অচেতনের আকারবিশিষ্ট। অচেতনের সহিত বাহিরের স্থূল পদার্থের সহিত কিংবা তদবলম্বনে সূক্ষ্মভাবসমূহের সহিত চেতনের ক্রিয়া। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব বলেন যে, জ্ঞেয় পদার্থকে জড়-

জ্ঞানে যে জ্ঞান লাভ ক'র্‌ছি, তা'তে মলিনতা এসে প'ড়েছে। যদি চেতনের সহিত ক্রিয়া হ'ত তা'হ'লে চেতন অপর পক্ষের কথা ব'ল্‌তে পার্‌ত। এখন এক তরফা হচ্ছে। সর্পের গায়ে পা প'ড়্‌লে বুঝিয়ে দিতে পারে যে, তা'র চেতন আছে, কিন্তু রজ্জুর উপর পা প'ড়্‌লে সে বুঝিয়ে দিতে পারে না। নাক, কাণ ইত্যাদি অচেতন পদার্থ-গুলিকে আশ্রয় ক'রে ক্রিয়া হ'চ্ছে। আমি বাসনা ক'র্‌লাম কিন্তু অপর পক্ষ হ'তে জবাব আস্‌ছে না যে, সে আমার বাসনা চরিতার্থ ক'র্‌তে প্রস্তুত আছে কি না। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানদ্বারা যে জ্ঞান লাভ ঘ'ট্‌বে তা'র মধ্যে অচেতনের ক্রিয়া ন্যূনাধিক সংশ্লিষ্ট হওয়ায় unalloyed knowledge (অবিমিশ্র জ্ঞান) পাচ্ছি না। অচেতনের ক্রিয়া সত্যকে দর্শন ক'র্‌তে দিচ্ছে না, চেতনের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপন ক'র্‌তে বাধা দিচ্ছে।

রূপ, রস ইত্যাদি কিংবা তা'দের সমষ্টি জ্ঞেয় পদার্থরূপে গৃহীত হওয়ায় যে অচৈতন্য উপস্থিত হ'য়েছে তা' হ'তে ছুটি পাওয়া আবশ্যক। কিরূপে ছুটী পাওয়া যায়, সেই সংবাদ আমরা কর্ণের সাহায্যে গ্রহণ ক'র্‌তে পারি। চক্ষু, নাসা কিংবা ত্বকের নৈকট্য না হ'লে বস্তুজ্ঞান গৃহীত হচ্ছে না। যে জ্ঞান জড়নৈকট্যদ্বারা, চক্ষু নাসা প্রভৃতিদ্বারা গৃহীত হ'চ্ছে তা' অক্ষজ জ্ঞান। বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়ের সান্নিধ্য লাভ ক'র্‌লে ইন্দ্রিয় সেই সেই বস্তুজ্ঞান গ্রহণ ক'রে উষ্ণশীতানুভূতিবিশিষ্ট হয়। কিন্তু শব্দ যে সব জিনিস দূরে আছে, তা'দের হ'য়ে মোক্তারি ক'র্‌ছে। সেইজন্য শ্রৌতপন্থাকে প্রধান ব'লে বলা হ'চ্ছে।

শ্রৌতপন্থায় যে সংবাদ গৃহীত হ'চ্ছে, আমাদের পূর্ব্বের অভিজ্ঞান-দ্বারা তা' পরীক্ষা ক'র্‌বার সুবিধা পাওয়া যায় না। কিন্তু তদ্দ্বারা পূর্ব্বের যে অজ্ঞানতা আছে তা' দূরীকৃত ক'র্‌তে পারি। শ্রৌতপন্থায় বিদেশের কথা জান্‌তে পারি। পৃথিবীর যে সকল কথা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হ'চ্ছে তা' প্রত্যক্ষপদবাচ্য। প্রত্যক্ষ না হ'লে পৃথিবীর কোন সংবাদ প্রমাণ ব'লে গ্রহণ করা যায় না। প্রত্যক্ষবাদীর কথা এই যে, নিজের ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত বিষয় গ্রহণ করা যাবে—অন্যের ইন্দ্রিয়-দ্বারা গৃহীত বিষয় গ্রহণযোগ্য নহে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়গ্রহণে অনেক অসুবিধা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য এইরূপ সতর্কতা আবশ্যক।

এই জগতে শব্দ শব্দীকে লক্ষ্য ক'র্‌ছে। যেখানে শব্দ শব্দীর সহিত ভেদ স্থাপন ক'র্‌ছে তা'কে মায়িক শব্দ বলা হয়। শ্রীচৈতন্যদেব ব'ল্‌ছেন যে, যে শব্দ ভেদ উৎপন্ন করে না, তাঁ'র সেবা কর। শব্দে এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভুল ক'র্‌বার একটা ব্যাপার আছে। যে শব্দ আমাদের পূর্ণ অভিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, সেই সকল শব্দ জড়ীভূত করাবে—জড়ীয় অভিজ্ঞতা উৎপন্ন করাবে। সে সকল শব্দ আমাদের বিচারের অধীন হয়। যে শব্দ বিচারের বৈক্লব্য দূর ক'রে, আলোক প্রদান করে, সেই শব্দ গুরুপাদপদ্ম হ'তে পাওয়া যায়। যখন সেই শব্দ শ্রুত হয়, তখন আমাদের বস্তু-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা দূরীভূত হয়। যখন সেই শব্দ শুন্‌বার আগ্রহ নাই, তখন আমরা বিচার করি যে, আমাদের বর্ত্তমান অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত আর কিছুই জান্‌বার নাই। যখন সেই শব্দ শ্রবণের আগ্রহ হয়, তখন তা' আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হ'য়ে আমাদের মঙ্গল সাধন ক'রে।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন যে, বৈকুণ্ঠশব্দ পরিচ্ছিন্ন বোধগম্য নহে। পরিচ্ছিন্নজ্ঞান ভগবদ্‌বিস্মৃতি অর্থাৎ যে জ্ঞান পাওয়া উচিত, তাহা পাচ্ছি না। ইহজগতে মেপে নিয়ে জ্ঞানভাণ্ডার সম্বর্দ্ধন করি—আমাদের ভাণ্ডারে পূর্ব্বে যাহা অধিকৃত হ'য়েছে, তা' থেকে অধিক যে অংশ, তাহা সংগ্রহ করি। বৈকুণ্ঠ শব্দকে মায়িক শব্দের সহিত সমান জ্ঞান করা উচিত নয়। বৈকুণ্ঠ শব্দের সহিত মায়িকশব্দকে এক মনে ক'র্‌লে নরক-গমন হয়। যা' জানা হ'য়ে গেছে, সেই রকম শব্দ ইন্দ্রিয়ের ভোগের ইন্ধন হয়। যে সকল শব্দ পরিবর্ত্তনযোগ্য ভাব নিয়ে আসে, তা'র সহিত বৈকুণ্ঠ-শব্দ এক বিচার ক'র্‌লে নারকী হ'তে হয়। "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধী"—ইত্যাদি।

শব্দের সহিত শব্দীর ভেদ জ্ঞান ক'রে সেই প্রকারই একটা শব্দ কথিত হ'চ্ছে, মন্ত্র ও নামকে এইরূপ জ্ঞান করা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। মন্ত্রের দ্বারা বিষয়-বোধ হয়। বিষ্ণুমন্ত্র খণ্ডবস্তুর চিন্তনীয় ব্যাপার থেকে

অবসর দেয়। নাম—সম্বোধন ক'র্‌তে ক'র্‌তে সেবা। নিরহঙ্কারী হ'য়ে শ্রবণ-দ্বারা মনন-ধর্ম্ম হ'তে ত্রাণ হয়—ইহাই মন্ত্র। নচেৎ ঐতিহাসিক পদার্থ কিংবা রূপক বিচার ক'রে কোন্ জড়তার সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে শব্দ আস্‌ছে, কি থেকে পৃথক করা হ'য়েছে, কিসের দ্বারা রূপক, তা'র অনুসন্ধান দ্বারা মায়িক বস্তুর অনুশীলন হয়। মন্ত্র ও নামের মধ্যে বৈশিষ্ট্য এই যে, মন্ত্রের দ্বারা বস্তুর নিকট একায়েক উপস্থিত হ'তে পারি না, নামের দ্বারা পারি। "কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥" কৃষ্ণচরণ-দ্বারা, চিত্রে অঙ্কিত চরণ প্রভৃতি লক্ষ্য করা হয় না। যে বস্তু সকলকে আকর্ষণ করেন, সেই বস্তুর চরণ। কৃষ্ণেতর বস্তুর চরণ—যেমন উত্তপ্ত-লৌহ, অচেতন পদার্থে চেতনশক্তির সমাবেশ হ'য়েছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে মিশ্রভাব যুক্ত হ'য়েছে। গুণমায়া-রচিত পদার্থে চেতনশক্তি সঞ্চারিত হ'লে চেতনতা—স্বতন্ত্রতা—দেখাতে পারে। জড়তা নিজের ইচ্ছায় চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'র্‌তে পারে না। "অন্যাভিলাষ" শব্দের অর্থ চিদতিরিক্ত অভিলাষ যাহা চেতনকে, চেতনের স্বতন্ত্রতাকে বুঝ্‌তে দেয় না। টেবিলের উপর ব'স্‌ছি, টেবিল ব'স্‌তে দিচ্ছে। বস্তুর স্বতন্ত্রতা থামিয়ে দিয়ে তা' নিজকার্য্যে ব্যবহার ক'র্‌তে পারি। সঙ্কুচিত চেতনের উপর ক্রিয়া-দ্বারা নিজে অচেতনের অধীন হ'য়ে যাওয়া হয়। নেশার জিনিষ দ্বারা চেতনের ধর্ম্ম বাধাপ্রাপ্ত হয়। পরীক্ষিৎ পরীক্ষা ক'রে নিতে পার্‌তেন, কোন্‌টি অচেতন, কোন্‌টি বৈষ্ণব। কলি এসে তাঁ'র নিকট স্থান প্রার্থনা ক'র্‌লেন। তা'কে স্থানপঞ্চক দেওয়া হ'ল। কলি প্রার্থনা জানালেন, 'আমি ভৃত্য-সূত্রে প্রজা হ'য়ে বাস ক'র্‌তে চাই'। পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে চারিটী স্থান নির্দ্দেশ ক'রে দিলেন। কপটতা—জুয়া-খেলা diplomacy অর্থাৎ মুখে এক কথা মনে অন্য ভাব, নেশার জিনিষ, যোষিৎসঙ্গ আর জীবহিংসা। সমুদ্র-মন্থনের সময় মোহিনীমূর্ত্তি-দর্শন যেরূপ, স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন সেইরূপ। আমরা যা'র বাধ্য হয়ে যাই, সেই স্ত্রী আকৃতি-মাত্র নহে। সমগ্রজগৎ গৃহিণী-জাতীয় যোষার অনুগত ব্যক্তি। যোষার আনুগত্যে জগতের সকল ধর্ম্মের অনুশীলন হ'চ্ছে। ভগবান্ পুরুষোত্তমের যোষাজাতীয় বহিরঙ্গামায়া শক্তির অধীন হ'লে হরিসেবা হয় না। মায়া জীবকে পাশবদ্ধ ক'রে সর্ব্বনাশ করে। যোষার ভোক্তা অভিমানে অভক্ত হ'য়ে পড়ি—কর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি মিশ্রকাণ্ডে অগ্রসর হই। (আত্মার নিত্যস্বভাব—কৃষ্ণদাস্য, কৃষ্ণকথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন। তাহা হ'তে বিরত হ'বার বিচারই আত্মহত্যা। নিজে হরিভজন ক'র্‌ব না, অন্যকেও ক'র্‌তে দেব না, ইহাই পরহিংসা। ভাগবত বলেন—ক উত্তমশ্লোক-গুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ। অপশুঘ্নাৎ ও পশুঘ্নাৎ উভয় অর্থই গ্রহণ করা যেতে পারে।) আমাদের প্রভুত্ব এখন প্রবল র'য়েছে। তদ্দ্বারা চেতনের বৃত্তি ঢাকা প'ড়ে যায়। Molecules, electrons (জড়-উপাদান) চেতনের ক্রিয়ার বাধা দেয়। এই বাধাকে অতিক্রম করা আবশ্যক। নচেৎ শ্রুতি অধ্যয়নের যোগ্যতা হয় না। 'নিজ জ্ঞানের দ্বারা কোন বিষয় জান্‌তে পারি' বিচারে অমঙ্গলই হ'য়ে থাকে।

কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। 'তুমি যে মন্ত্র পাচ্ছ, তা' কীর্ত্তন কর।' 'তদ্দ্বারা নির্জ্জন-ভজনের অভিনয়কারীকে পরিত্রাণ কর।' হরির নাম সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়। ভেদবিচারে কোন সময়ে নাম-কীর্ত্তন হয়; কিম্বা ত্যাগ-বিচারে নাম করা যায়,—এরূপ বিচার-দ্বারা নামে ফলোদয় হয় না। জড়গুণ ইত্যাদি আরোপ ক'রে নাম-গ্রহণ-বিচারে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধি হয়। তদ্দ্বারা নামকে জড়জগতের সহিত সমান জ্ঞান হয়। বেদশাস্ত্রকে খণ্ডিত জগতে যা' দেখ্‌ছি, তদধীন পাঁচ প্রকার কথার সহিত সমান বিবেচনা হয়। সেই শব্দ, সেই মন্ত্র নরক-গমন করায় অর্থাৎ এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করায়, যাহা দ্বারা মনুষ্য নরকের পথে যায়, মনুষ্যের সমূহ অমঙ্গল ঘটে। তখন মানুষ অর্চ্চাবিগ্রহকে শিলাগঠিত, অমুক ভাস্করের রচিত মূর্ত্তি মনে করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মনুষ্যবুদ্ধি, জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য ভৃতক পাঠকতা—ঘোরতর অপরাধ। ভজনের কথার বিনিময়ে কিছু পেতে নাই। মনুষ্যজাতিকে সেবার উদ্দেশ্যে চালিত করা কর্ত্তব্য। "চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" অন্যব্যক্তির দয়া খানিক সময়ের জন্য। চৈতন্যচন্দ্রের দয়া সেরূপ নহে। যেমন তিনি ব'লেছেন যে, নিরন্তর

হরিকীর্ত্তন কর। তাহাই তাঁ'র অমন্দোদয়া দয়া। "সর্ব্বাত্মস্নপনম্"। শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্তন সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার উপর শ্রেষ্ঠতা লাভ ক'র্‌বে। 'সর্ব্বাত্ম'-দ্বারা সেবায় রূপ ইত্যাদি বাদ যাবে না, পর পর উদয় হ'বে। সেইরূপ সম্যক্ কীর্ত্তনের কথাই বলা হ'চ্ছে।

যদি আমরা নিরভিমান হই এবং যাঁ'রা জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁ'দের সম্মান বৃদ্ধি ক'রে নিজেরা তফাৎ হই, তা'তে মঙ্গল হবে। জগতের লোকে পরস্পর লড়াই করে। কিন্তু সংকীর্ত্তন—বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনম্—সকলে মিলে যে পরস্পর আলোচনা; তদ্দ্বারা একের অভাব অন্যে পূরণ ক'রে দেন।

বাস্তব বস্তুর কীর্ত্তন কিরূপ? এই জগতে পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র, সখা, প্রভু-দাস এবং নিরপেক্ষ প্রভৃতি বিচারে পরস্পরের সহিত ক্রিয়া চ'ল্‌ছে। একজন ভজন ক'র্‌ছে, আর একজন ভজনীয় হ'য়েছে। এই যত রকম ধরণের সম্বন্ধজ্ঞান আছে, সে সমুদয় যখন সমবেত হ'য়ে হরিকীর্ত্তন হয়—তখন উহা 'সঙ্কীর্ত্তন'-পদবাচ্য হয়। কেহ নন্দযশোদা যেমন সেবা ক'রেছিলেন, তাঁ'দের আনুগত্যে সেইরূপ সেবা করেন, কেহ অন্যান্য রসের সেবকগণের আনুগত্যে সেবা করেন। তত্তৎ সেবার শক্তি পাবার আশায় সকলে সমবেত হ'য়ে কীর্ত্তন করেন। সকলে যখন এক সঙ্গে কীর্ত্তন করেন, তখন অন্য সকলপ্রকার কীর্ত্তনের ছুটি হয়।

"জিহ্বার লাগিয়া যেবা ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।" শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মঙ্গলের জন্য শুদ্ধ-সঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান আবশ্যক। পক্ষান্তরে non-Absolute (অপূর্ণ) বস্তু-গ্রহণের পিপাসা-দ্বারা পৃথিবী-ভোগ, পশুমাংস-ভোজন ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে। অপূর্ণ বস্তু-গ্রহণের পিপাসাদ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য অনুষ্ঠিত হয়। এবংবিধ ধর্ম্মাচরণ এবং অধর্ম্মাচরণ-দ্বারা স্বর্গ ও নরক লাভ হয়। অধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মাচরণ অপেক্ষা হেয়। যা'রা নরকে কষ্ট পা'বার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে তা'রাই অধর্ম্ম আচরণ করে। ধর্ম্মাধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হ'লে পরধর্ম্ম আচরণ হ'বে না। অন্য কার্য্যে ২৪ ঘণ্টা ব্যস্ত থাকতে হবে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১ মিনিট ৫ মিনিট পরধর্ম্ম আচরণ সম্ভব নহে। ২৪ ঘণ্টা অন্য ধর্ম্ম আচরণের হস্ত হ'তে কিরূপে পরিত্রাণ পাওয়া যায়—ইহাই বিবেচ্য।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হ'লে ভগবদ্‌বৈমুখ্যগর্হণের প্রবৃত্তি হয়। তৃণাদপি সুনীচ ভাব আসে। সম্যক্ কীর্ত্তন উপাধিযুক্ত নহে। সম্যক্ কীর্ত্তন দ্বারা শুদ্ধা ভক্তির অনুশীলন হয়। "সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥" "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম। তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিংধতে। বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥"

যিনি বিষ্ণুর সেবা করেন, তাঁ'রই চক্ষু আছে। আমার চক্ষু ক্ষুদ্র। যা' সামনে আছে, আমি কেবল তা'ই দেখ্‌তে পাচ্ছি। যে সব খারাপ কাজ ক'র্‌ছি, তা' ভুলে গিয়ে নিজেকে ভাল ব'লে অভিমান ক'র্‌ছি।

হরি অধোক্ষজ বস্তু। তিনি প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অতীত বস্তু। সেই অধোক্ষজ বস্তুর সেবা-প্রদানকারী শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া অমন্দোদয়া দয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার অবলম্বন ক'র্‌লে কোন অসুবিধা নাই। প্রাপঞ্চিক শব্দদ্বারা অধোক্ষজ বস্তু পরিমিত হ'ন না। অন্য কথা ছেড়ে দেওয়া, কপটতা-শূন্য হওয়া, কর্ম্মী ও মুক্তিবাদী না হওয়া সকলেরই প্রকৃত স্বার্থ। সার্ব্বজনিন ভোগবাদে অভাব যাহা আছে, তাহা না দেখে যদি সঙ্কুচিত চেতনকে বস্তু জ্ঞান করি, তা'হ'লে মঙ্গল হয় না। চৈতন্যদেব একটু সময় চাচ্ছেন, সেই জিনিষটার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হ'বার চেষ্টা ক'রবার জন্য। তিনি সবাইকে ব'ল্‌ছেন, নানাপ্রকার অক্ষজজ্ঞান-পুষ্ট চিন্তা নিয়ে ঘুরে বেড়িও না। এই কয় বৎসরের মধ্যেই কত নূতন নূতন অসুবিধা আরম্ভ হ'য়েছে। এই সব থেকে পরিত্রাণলাভ প্রয়োজন।

অধোক্ষজের সম্যক্ কীর্ত্তন কি প্রকারে ক'র্‌তে হ'বে, যিনি কীর্ত্তনকারী তাঁ'র লক্ষণ কি?—তদুত্তরে এইসব কথা পাওয়া যাচ্ছে—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা। আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥ আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্‌বসতিস্থলে। ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥" হরিকীর্ত্তন-দ্বারা ক্রমে ভাবভক্তিতে প্রবেশ হবে। ভাবভক্তিতে প্রবেশের ক্রম—'আদৌ শ্রদ্ধা' ইত্যাদি। সাধন-ভক্তি-পর্য্যায়ে দুইভাগ। প্রথম—অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থেকে বিরত হওয়া। অপ্রয়োজনীয় পদার্থের অনুশীলনকে ভাগবত শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলেন নাই। অনর্থনিবৃত্তি একটু আরম্ভ হ'লে সাধনভক্তির উত্তরার্দ্ধ। তৎপরে সামগ্রীর সহিত রতির সম্মেলন প্রভৃতি অবস্থা আছে। কর্ম্মকাণ্ডকে বিষের ভাণ্ড ব'লে পরিত্যাগ ক'র্‌ব। নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ (ভাঃ ৩।২৩।৫৬)॥ সুফল পরিত্যাগ না ক'র্‌লে জ্ঞানবান্ হওয়া যায় না। সেরূপ জ্ঞানের ফল ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হ'লে ব্যর্থ হয়। যখন কোন ব্যক্তি কর্ম্মকাণ্ডে, জ্ঞানকাণ্ডে, অন্যাভিলাষিতায় অবদ্ধ থাকে, তখন জানা যায়, সে ম'রে গিয়েছে। প্রয়োজনসিদ্ধিতে কৃষ্ণ আনন্দিত হন। তদনুগত অস্তিত্ব যদি তাঁ'র সহিত যথাযথসম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে যায়, তা' হ'লে সেই আনন্দের অংশ অনুগত ব্যক্তিদিগের লভ্য হ'বে। গৃহসঞ্চিত দ্রব্য ছেড়ে মরীচিকার পশ্চাৎ ধাবন ক'র্‌তে হবে না।

বদ্ধজীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য বৈষ্ণব-সেবা। অবস্তুকে বস্তু-জ্ঞানোত্থ প্রস্তাবসমূহ পরস্পরের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে। জগতে পতিতগণের হিতবাঞ্ছা না ক'র্‌লে ভগবান্ দয়া করেন না। অবৈষ্ণবতা থেকে পৃথক্ থাক্‌তে হবে। যা'র অবৈষ্ণতা-বৃত্তি এসেছে, সে ইহা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। হরিভক্তের সঙ্গ না ক'র্‌লে হরিভক্তি হবার সম্ভাবনা নাই। হরিভক্তের সঙ্গে হরিকীর্ত্তন, হরিনামকীর্ত্তন সম্ভব হবে। "নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥" "গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ। বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥" (বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন, তদ্‌ব্যতীত অপরে 'অবৈষ্ণব'।) যা'দের 'দিব্যজ্ঞানে'র উদয় হয় নাই, তা'রা নিজে প্রভু হ'য়ে সেবা গ্রহণ করে। যাঁ'রা ভগবদ্ভক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তির ভজনের সাহায্য করেন, তাঁ'র সেবা করেন, তাঁ'রা ধন্য। যাঁ'রা মুক্তজীবের আশ্রয়ণীয়া ভক্তি আশ্রয় না ক'র্‌বেন, তাঁ'রা ভিন্নজন্মে বধ্যপশুর ন্যায় অনুতাপ ক'র্‌বেন।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা জাতা তেষাং ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥ আমাকে দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হ'তে হবে। শোনা না শোনা তাঁ'রই কৃত্য, আমার নয়। জড়-ভরতের মাঠ আগ্‌লান' কার্য্য কিংবা পাকী-বওয়া কার্য্য চাই না। "সন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্তু ভবতে ভো স্নান তুভ্যং নমো ভো দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পণবিধৌ নাহং ক্ষমঃ ক্ষম্যতাম্। যত্র ক্বাপি নিষদ্য যাদবকুলোত্তংসস্য কংসদ্বিষঃ "স্মারং স্মারমঘং হরামি তদলং মন্যে কিমন্যেন মে॥ আমি ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রেছি, আমি লাঙ্গল ঠেল্‌তে পার্ব্বো না। আমি আজকে ভগবানের পাদপদ্মসেবার দরখাস্ত নিয়ে উপস্থিত হ'য়েছি। "স্মারং স্মারমঘং হরামি"॥ ও রকম সঙ্কীর্ণ সার্ব্বজনিন-ভোগসাধন-বাদ আমাদের প্রভুর সেবা হ'তে বিচলিত ক'র্‌তে পা'র্‌বে না। শতকরা শত ভাগ দিলে ভগবান্ উদ্ধার ক'র্‌বেন।

যখন ভক্তিলাভ হ'বে—ভক্তির অনুশীলন-দ্বারা তখন এইসব জান্‌তে পার্‌বো। ভগবানের কথাতে আমাদের কর্ণ পরিপূর্ণ থাকুক। বৈষ্ণবগণের চরণরেণুর অণুপরমাণু আমাদের চেতনতা সম্পাদন করুন। সর্ব্বক্ষণ—স্থানান্তরিত হ'য়ে গেলেও—যেন হরিসেবার চেষ্টাসমূহ লক্ষ্য ক'র্‌তে পারি। সর্ব্বক্ষণই চৈতন্যকথাতে যেন আমাদের চিত্তবৃত্তি ধাবিত হয়। জগতে সকল ব্যক্তিই যে হরির সেবক, তা' জান্‌তে চেষ্টা ক'র্‌তে হ'বে।

পরম-পবিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুনৈতিকই বৈষ্ণব। 'হরিজন' পরমশুদ্ধ—পরম নির্ম্মল। আত্মবিৎই 'হরিজন'; কিন্তু বর্ত্তমানে অনাত্মবিৎকেই 'হরিজন' করিয়া দিতেছে! কি কুচেষ্টা!! হরিজন শব্দের ন্যায় 'জয়ন্তী' শব্দটিরও

আজকাল যথেষ্ট অপব্যবহার হইতেছে। যাহারা একচড়ে মরিয়া যায়—নানা অনর্থ-প্রপীড়িত হয়, সে-সকল মরণশীল মানুষের জন্য 'জয়ন্তী' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ভাষার কি দুর্গতিই না হইতেছে! কোটি কোটি ব্রাহ্মণ-জন্মের পর যে বৈষ্ণবপাদপদ্মে উপনীত হইবার যোগ্যতা লাভ হয়, সেই 'হরিজন' বা 'বিষ্ণুজন' শব্দদ্বারা Depressed Classকে উদ্দিষ্ট করা যে শব্দের কিরূপ অপব্যবহার, তাহা ভাষাদ্বারা বর্ণন করা যায় না। 'হরিজন' শব্দটি Caste Hindus এর জন্য উদ্দিষ্ট নহে। অতি নিকৃষ্টপদবীকে সর্ব্বোত্তম পদবীর সহিত এক করিবার বিচার যে কি-প্রকার মাৎসর্য্যপরিপূর্ণ তাহা বর্ণনাতীত। অনেকে বলেন, জনমতই গ্রহণ কর্ত্তব্য; কিন্তু জনমত গ্রহণ করিতে গিয়া মূর্খতাই বেশী হইয়া যায়। বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত কম বলিয়া মূর্খজনমতের বাহুল্য দর্শনে তাহার অনুবর্ত্তন কখনই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। মাৎসর্য্যবশে অনেকে মনে ক'রেন, Post graduate এর সংখ্যা বেশী হইবার প্রয়োজন নাই, মূর্খেরই সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। তাই বলিয়া সত্যকে গণমতের দ্বারা কখনই উড়াইয়া দেওয়া যাইবে না। মিথ্যা-পক্ষ সত্যকে চাপ দিবার জন্য যত প্রযত্নই করুক না কেন, পরিশেষে সত্যেরই জয় অবশ্যম্ভবী।

শ্রীচৈতন্যদেবের পরলোক-সম্বন্ধে বিচারকে বাধা দিবার জন্য দুই প্রকার বিরোধি-সম্প্রদায় আছে। একদল বলিতেছেন,—"যেহেতু Theism নির্ব্বিশেষ আনন্দে বাধা দেয়, সেহেতু Ethical Principle adopted হউক।" আর একদল বলেন—"Ethical Principle-কে নানাপ্রকারে বাধা দাও, ধর্ম্ম-টর্ম্ম জগতে কিছু নাই—খাও দাও, পরের Right-এর উপর সাবধানে encroach কর।" ইহারা নানাপ্রকার অবৈধ কার্য্যে নিপুণ; নিজেদের অপস্বার্থ লইয়া মারামারিই ইহাদের চিন্তাস্রোত। বর্ত্তমানে যাঁহারা আপনাদিগকে Sanatanist বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা পঞ্চোপাসনার নাম করিয়া ভগবানের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়া লইবার পক্ষপাতী—দেবতার সেবার নামে দেবতাকে চাকর করিয়া লইবার বিচার-বিশিষ্ট। এই বিচারটিকে সম্পূর্ণভাবে উল্টাইয়া দেওয়া দরকার। সত্যকে চাপা দিবার জন্যই জগতের বহির্ম্মুখ লোক উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। "সকলেই বৈকুণ্ঠের পথে গেল—থামাও থামাও"—এই বলিয়া মানুষকে সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য ছুটিয়াছে। যাহারা অত্যন্ত মূর্খ, কৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলন না করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা সেবা-ধর্ম্মকে আবরণ করিতে চায়—তাহারাই উক্ত কার্য্যে সাহায্য করে। Altruism-এর নামে তাহারা ভক্তির সুগম পথ হইতে মানবজাতিকে অন্যপথে চলিত করিতেছে। সকলেই একটু চেষ্টা করিলেই ইহা বুঝিতে বুঝিতে পারিবেন। প্রতারকদলের সমস্ত প্রতারণাকে বাধা দিবার জন্যই বিষ্ণুভক্তির প্রচার আবশ্যক। জগতে বিষ্ণুভক্তিরই বহুল-প্রচার হইয়া প্রকৃত শান্তি প্রচারিত হউক, অশান্তি স্থাপনের সর্ব্ববিধ প্রয়াস প্রশমিত হউক। ইহা মনে করিতে হইবে না যে, অসত্য একটি Party; বাস্তবসত্য একটি Party; যেমন সূর্য্য ও অন্ধকার কখনও দুইটি Party বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 'ধাম' শব্দের অর্থ আলোক; যে আলোক আমাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করাইয়া দেন, সেই আলোকেরই অনুসন্ধান হউক। উলুকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কত জন্ম-জন্মান্তর কাটিয়া গিয়াছে; অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইবারই যত্ন হইয়াছে।

যাঁহারা এই জগতের মনুষ্যজাতির চেষ্টা, অর্থ, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতিতে মত্ত—আচ্ছন্ন হইয়া আছেন, তাঁহাদের সত্যানুসন্ধানে বাধা ঘটিতেছে। আবার যাঁহারা সত্য জানা কঠিন—অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, এরূপ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দেন, তাঁহাদেরও হরিভক্তির বিচার কম। বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইলে ভক্তিরসপাত্র ভাগবতের নিকটেই ভক্তিরসশাস্ত্র ভাগবত পাঠ করিতে হইবে। ভাগবতপাঠকে ব্যবসায়ের অন্যতম জ্ঞানে যে প্রকার পাঠ হয় বা হইতেছে, তাহাতে জগতের সমূহ সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে—বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই অসুবিধা ঘটিতেছে। ভগবানের অনুগ্রহ-লাভ ব্যবসায় নহে, আর বাদ বাকী সবই ব্যবসায়। যদি

ব্যবসাই করিতে ইচ্ছা হয়, তবে—"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন। বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" —ইহারই নাম ব্যবসায়। "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে।" শ্যাম—এক, শবল—বহু বর্ণ বৈচিত্র্য; Prism-এর সাহায্যে সূর্য্যের divergent colours—V-I-B-G-Y-O-R দেখা যায়। বহু হইতে এক, এক হইতে বহু। তদ্রূপ কৃষ্ণসেবার নানারসকে Converge করিলে চৈতন্যদেবের পাদপদ্ম দেখা হইবে। শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম হইতে দূরে গেলেই মারামারি করিয়া মরিব, তখন তাহার শান্তির জন্য লগুড়-নীতিই আবশ্যক হইবে।

যাহারা অশান্তির উদ্দেশ্যে বহু বস্তুতে ব্যভিচারী হইয়া একায়ন পথের অপব্যবহারমূলে বহ্বয়ন পথ অবলম্বন করে, তাহারা বহ্বয়ন-শাখার অপব্যবহার-ক্রমে পরস্পরে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হয়—ভগবানের সেবা হইতে চিরকালের জন্য অবসর পায়। সাপত্ন্য ধর্ম্মের সুষ্ঠুব্যবহার পতির অনুকূলে হইলে পরমপ্রয়োজন লাভ হয়। কিন্তু যেখানে পরস্পরে বিরোধ উপস্থিত হইয়া যায়, সেখানে পতি পর্য্যন্ত আক্রান্ত হন। বৈষ্ণবের বিদ্বেষ-দ্বারা মহারৌরবে পতিত হইতে হয়। "নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥" বঙ্গদেশে বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বহুল পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। বহুলোক বৈষ্ণব-বিদ্বেষে প্রবৃত্ত হওয়ায় অবৈষ্ণবতা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ব্যতীত অবৈষ্ণবগণের দানা-পানি রুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়, তাই তাহাদের এত উদ্যম। এই অভক্তির বিচার—বৈষ্ণব-বিদ্বেষ জগৎ হইতে থামিয়া যাউক। ধর্ম্মজগতের দৌরাত্ম্যের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হউক। অসত্যের অনুসরণের নাম সত্যানুসন্ধান নহে। অসত্যপথের অনুসরণকারিদল কপটতা পূর্ব্বক সত্যপথের নাম করিয়া ভ্রান্ত-পথেই লইয়া যাইবে। বাস্তবসত্য শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম ছাড়িয়া আর কোন স্থানে থাকিতে পারে না। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"কৈবল্যং নরকায়তে" ইত্যাদি। চৈতন্যচন্দ্রামৃত সমগ্র জগতের আলোচ্য বিষয় হউন, তবেই জগতের অমঙ্গল বিদূরিত হইবে—দারিদ্র্য চলিয়া যাইবে। "প্রসারিতমহাপ্রেমপীযুষরসসাগরে। চৈতন্যচন্দ্রে প্রকটে যো দীনো দীন এব সঃ।" সেই ব্যক্তিই দরিদ্রের মধ্যে প্রধানতম দরিদ্র—সর্ব্বাপেক্ষা নিঃস্ব, যে ব্যক্তি চৈতন্যদেবের কথায় অমনোযোগী হইয়া অচৈতন্যের কথায়, নরকের পথে, বিবাদমান বিষয়ে নিযুক্ত হয়; তাহার কখনও সুবিধা হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই একমাত্র বিষয়; অন্য বিষয় 'বিষয়' নহে। মূঢ় মানবজাতির একমাত্র বিষয় 'কৃষ্ণ' কি বস্তু—তাহা যিনি জানাইয়াছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব। যাহাদের পেচক সদৃশ অন্ধকারে (অজ্ঞানান্ধকারে) প্রবেশ করিবার জন্যই যত্ন—জ্ঞানালোকের জন্য আদৌ যত্ন নাই। তাহারা জ্ঞানের বিপরীত দিক্ দিয়া অন্যত্র প্রবিষ্ট হইতেছে। প্রকৃত জ্ঞানীর সঙ্গ করে না, অজ্ঞানীর উপর প্রভুত্ব লাভের জন্যই যত প্রয়াস! এমন একদিন আসিবে, যে দিন বাস্তবজ্ঞান জগতে প্রচারিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পদনখশোভায় সমগ্র জগৎ আলোকিত হইতে পারিবে—জড়-ভোগ সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবে।

ভগবদ্ভক্তির অসামান্য আলোক যেদিন মানবজাতি দেখিতে পাইবে, সেদিন তাহার সকল সুবিধা হইয়া যাইবে। শ্রীচৈতন্যদেব কি বলিয়াছেন, তাহার প্রচার হইলে কর্ম্মবীরগণের কর্ম্ম থামিয়া গিয়া অচ্যুতভাব-সহিত-নৈষ্কর্ম্ম্যের উদয় হইবে; জ্ঞানী তাঁহার অজ্ঞানের অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে পারিয়া পরমমঙ্গলময় বাস্তব-জ্ঞান (সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-বিজ্ঞান) লাভ করিবেন; গৃহী স্ত্রীপুত্রাদির প্রাকৃত মঙ্গল-কামনায় বিতৃষ্ণ হইয়া "সকলেই হরিভজন করুক" এই প্রকার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট হইবেন; তপস্বিগণ তপঃক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া "আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥ অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্ব্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।" বিচার-বিশিষ্ট হইবেন; যোগীন্দ্রগণ বায়ুর নিয়মনজন্য ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগপদবীর সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইবেন। সেই সকল ব্যক্তিই বিষয়ী; যাঁহারা প্রাকৃত স্ত্রীপুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া নিত্যমঙ্গল-লাভের সময়কে বৃথা ব্যয় করেন। বৈষ্ণব হওয়াই সর্ব্বোত্তমতা। ব্রাহ্মণ-জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য 'বৈষ্ণবতা' কোটি কোটি জন্ম বৈদান্তিক হইবার পর লাভ হ'য়। কেবলাদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণ বলেন—আমরাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু শ্রীব্যাসদেব

লিখিয়াছেন—"সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের মধ্যে একজন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; যাজ্ঞিক সহস্রের মধ্যে একজন বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ; এইরূপ কোটি বৈদান্তিকের মধ্যে একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ ; আবার বিষ্ণুভক্ত সহস্রের মধ্যে একজন একান্তি-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ।

বিষ্ণুসেবা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। আকাশের সঙ্গে সমান বলিয়া সমস্ত পদার্থই উড়াইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু চৈতন্যদেব ত' আকাশ নহেন ; সুতরাং মূল হইবেন কিরূপে ?—ইহাই শূন্যবাদের বিচার। কৃষ্ণ কৃপাপূর্ব্বক মাধ্যমিক শরীর গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তিনি আবার কিরূপে সর্ব্বকারণ-কারণ হইবেন ?—ইহাও অনেকের বিচার হয়। চৈতন্যদেব কি করিয়া বিষয় হইবেন, একথা জগতের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ইংরাজীতে 'adjustment', বলিয়া একটি কথা আছে। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষগুণ বৃহৎ ; কিরণ সেই সূর্য্য হইতে আগত। যদি আমরা সূর্য্যের সান্নিধ্য লাভ করি, গরমে পুড়িয়া যাইব ; কিন্তু Properly adjusted হইলে—এখন যেমন আছি, সূর্য্য বৃহৎ বলিয়া কিরণ আসিতে আটমিনিট সময় লাগে, তজ্জন্য সূর্য্যের দূরে অবস্থান-হেতু আমাদের চক্ষু সূর্য্য-দর্শনে সমর্থ হয়। Telescope-এ আলো কম করিয়া দিলে, আলোকযুক্ত দিবাভাগেও অদৃশ্য গ্রহ-তারকাগুলি দৃশ্য হয়। সব দেখা না গেলেও বুধগ্রহকে কালেভদ্রে দেখা যায়, Vulcan-কে আদৌ দেখা যায় না। তাই ভগবানের সঙ্গে আমাদের adjustment-এর প্রয়োজন হইয়াছে। Theory of adjustment গ্রহণ ক'র্‌লে বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। ভগবদ্ভক্তিই—True adjustment। তাহাতেই, কেন ভগবান্ মাধ্যমিক হইয়া গ্রাহ্য হন, আবার কেনই বা অতি সূক্ষ্ম বা অতিবৃহৎ বিচারে গ্রহণীয় নহেন ?—এই সকল বিচার বুঝা যাইবে। আমরা Microscopic Particles গ্রহণ করিতে পারি না বটে ; কিন্তু Adjustment-এর দ্বারা এই সকল পদার্থের অভিজ্ঞান লাভ করি।

কৃষ্ণ যদি অনুকূল হন, আর আমরা যদি প্রতিকূলতাকে বর্জ্জন করিয়া আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনের বিচার বরণ করিতে পারি, তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তাহা হইলেই কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমাদের সেবা গ্রহণ করিবেন, আর যদি প্রতিকুল-বিচার বরণ করি, যেমন চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়েই তিনি অগ্রাহ্য—(তিনি একটি নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব); তাহা হইলেই সব ছুটি হইয়া গেল। হৃষীকেশের সেবা সর্ব্বোত্তম হৃষিকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইতে পারে। আবার আধ্যক্ষিকগণ অধোক্ষজ বস্তুকে দর্শন করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়-দ্বারা গৃহীত পদার্থ খণ্ডিত হইয়া যাইবে। ভগবান্ খণ্ডিত বস্তু নহেন বলিয়া প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বগাদি দ্বারা তাঁহার অনুশীলন সম্ভব হয় না। যেমন কতকগুলি গুলিখোর নদীর পারে থাকিয়া পরপারস্থিত নৌকার প্রদীপে টিকা ধরাইতে একজন চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলে আর একজন তাহাকে চপেটাঘাত করিয়া টিকা কাড়িয়া লইয়া নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া টিকাটী ধরাইবার চেষ্টা করিল ; কিন্তু টিকা আর ধরিল না। এই প্রকার গুলিখোরের বিচার বিশিষ্ট অনেকে আছেন। ভগবান্ যে কাদা মাটি পাথর নন, আবার এইগুলিকে ছাড়িয়া ছুড়িয়া যে 'অপরিচ্ছিন্ন' বলিয়া একটী বাহাদুরীর কথা আছে, সেরূপ কোন বাহাদুরীর বিষয়ও তিনি নহেন, বাস্তবসত্য এবং এগুলির মধ্যে যে বিশেষ ব্যবধান আছে, ব্যবহিত-রহিত হইলেই যে বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহা ঐ সকল বাহাদুরীওয়ালা লোকের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভপাষণ্ডমধ্যে নিক্ষিপ্তং স্যান্ন ফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥"

বাস্তবিক "নামৈকং"—একমাত্র শুদ্ধনামই যাহা শ্রৌত পথে আগত হন, সেই বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিলেই আমাদিগের সমস্ত অঘ বিদূরিত হইবে। "বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ" কুণ্ঠনাম-গ্রহণ দ্বারা একইঞ্চিও progress করিতে পারিব না। যদি আমরা অনন্তকাল ধরিয়া ঘিনি বাজাই, চেঁচাই, হরিবোল বলি, তাহাতে

আমাদের অসুবিধা যাইবে না। কাহাকে কুণ্ঠনাম বলে, আর কাহাকেই বা বৈকুণ্ঠনাম বলে, তাহা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হয়। নামদাতা গুরু বলেন, যে নাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে গিয়া শব্দের সহিত শব্দীর ভেদ উৎপাদন করে, তাহা কখনও 'নাম' নহে—বিষ্ণুবস্তু নহে। বিষ্ণু ব্যতীত শব্দকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণুশব্দ ব্যবহার করিলে চলিবে না। মায়াধীশ বিষ্ণু ও বিষ্ণুমায়া-রচিত বস্তু এক নহে। 'হরি' শব্দে 'মসুর ডাউল', ; 'সিংহ' প্রভৃতি বুঝায়; সুতরাং উহার সম্বোধনে 'হে হরে' বলিতে যদি 'হে মসুরিকে' কিম্বা 'হে সিংহ' এই প্রকার বিচার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে 'হরি' শব্দের সার্থকতা হইবে না ; রাধামনোহর বিচার মনে না আসিলে 'হরি' শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ হইয়া যাইবে, সেই জিনিষটির বদলে অন্য কোন জিনিষের অনুশীলন হইয়া পড়িবে, তাহাতে কিছুমাত্র সুবিধা হইবে না। যেমন অনভিজ্ঞ কৃষক ধান্যক্ষেত্র হইতে শ্যামা-ঘাস উঠাইতে গিয়া চিনিতে না পারিয়া যদি ধান্য গাছগুলি উঠায়, তাহা হইলে ক্ষেত্র শ্যামাঘাস ময় হইয়া তাহার বীজে জমি নষ্ট হইয়া যায়, পরে অনেক অর্থ ও সময় ব্যয়ের আবশ্যকতা হয়। সেইরূপ সকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠ শব্দকেও চিনিতে না পারিলে দুর্গতির সীমা থাকে না। জহরী না হইলে জহর কিনিতে গিয়া ঠকিয়াই আসিতে হয়। যাহারা বোকা, ভাল মানুষ, তাহারা বস্তু ক্রয় করিবার ভাণ-কারীর পরামর্শ মত অধিকমূল্যে জিনিষ ক্রয় করিয়া ফেলে। সুতরাং কাহার কথা শুনিব? হাঁকুদারের কথা, না আমার প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী গুরুপাদপদ্মের কথা? "যাঁহাতে ভক্তি নাই, তাঁহার কথা কি প্রকারে শুনিব",—এইরূপ সংশয়াত্মা হইয়া মানুষ প্রকৃত শুভানুধ্যায়ীর পরামর্শে বঞ্চিত হয়। নানা কথা শুনিয়া শেষে বিরক্ত হইয়া যে তাহার আপাত ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়তা করে; তাহারই কথা শুনিয়া বঞ্চিত হয়। একপক্ষ বলিতেছেন—বিষ্ণুউপাসনা ব্যতীত কর্ত্তব্য নাই, অন্য দেবতারা তাঁহার শক্তি পাইয়াই শক্তিমান্ হইয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদী পঞ্চোপাসকসম্প্রদায় অন্য দেবতার পূজাদ্বারা দেবতা হইয়া যাওয়ার বিচার করেন। দেবতার উপাসনা না করিয়া দেবতাকে প্রতারণা-পূর্ব্বক নিজেই সেই দেবতার আসন গ্রহণ করা বা দেবতাকে দিয়া নিজের চাকুরী করাইয়া লওয়া প্রভৃতি বিচার সম্পূর্ণ ভক্তিবিরোধী। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি এইসকল কথা আলোচনা করিয়া দেখুন—adjustment শিখুন। যেখানে ভক্তিকে অভক্তি বলিয়া, অভক্তিকে ভক্তি বলিয়া চালাইতেছে, তথা হইলে পৃথক্ থাকা আবশ্যক। সকলে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা আলোচনা করুন—চৈতন্যচরণ আশ্রয় করুন। ভগবদ্ভক্তগণ যেরূপ আরাধনা করেন, তাহারই অনুবর্ত্তন—অনুসরণ হউক। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'র বিচার হউক। অন্য কোন Religious system-এর মধ্যেই এমন সুষ্ঠু সরল সত্য কথা নাই; শেষে ঐসকলের দোষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ভক্ত—বৈষ্ণব, সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত ভক্তি, শ্রীধাম, শ্রীনাম ও শ্রীকামদেবের কথা আলোচনা হউক, চেতনের অনুশীলন হউক। অচৈতন্য থাকিবে না; অজ্ঞান থাকিবে না—অন্যমনস্ক থাকিলে হইবে না।

শুধু সেব্যের আনন্দ-বিধানের জন্যই সেবা। শ্রীহরি সকলের মূল, তাঁহার সেবা করিলে সকলেই সেবা হইয়া থাকে। একমাত্র অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব-পিত্রাদির পূজা হয়। বাস্তব বস্তু যাহা, তাহা না জানিবার দরুণ যত অসুবিধার উদয় হইয়াছে। এই অসুবিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি একমাত্র মনুষ্য-জন্মেই সম্ভব। দুনিয়াদারীতে যাহারা ব্যস্ত তাহারা অধোক্ষজের সেবা বুঝিতে পারে না। তাহা কেবল সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই সম্ভব। সাধুগণের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য। গুণতাড়িত ব্যক্তিদিগের সঙ্গক্রমে আমাদের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। সাধুদিগের প্রকৃত সঙ্গফলে ভগবানের শক্তি উপলব্ধি হয়। সাধুসঙ্গের অভাবে জগতের শক্তিদ্বারা প্রতারিত হই। আমরা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিব, যদি শ্রীহরিতে প্রপন্ন হই। তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

মেপে নেওয়া ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়-নিচয়ের জ্ঞেয় খণ্ডিত বস্তুর সন্ধান হইতে পারে, অধোক্ষজ যে পূর্ণবস্তু—তাঁহার অনুসন্ধান হইবে না। তাঁহার সেবা লাভ করিতে হইলে তাঁহার সন্ধানদাতা—তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের

পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। তজ্জন্য প্রথমেই 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসার' উদয় হওয়া দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বৈকুণ্ঠনাম—অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম পাওয়া যায়। তাঁহার আভাসেই সংসার-মুক্তি। ভগবানের নাম করিলে আর মাতৃকুক্ষিতে যাইতে হয় না।

"অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ, অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ।" একবার কথাটা শুনিয়া যদি না বুঝিতে পারা যায়, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ তদ্বিষয়ে শ্রবণ করিতে হইবে। শব্দ-ব্রহ্মের—শ্রুতির—বেদের আশ্রয় যিনি গ্রহণ করিলেন না, তাঁহার আবার সংসারে আসিতে হইবে—পুনরাবৃত্তি হইবে।

বৈকুণ্ঠ-শব্দকে কুণ্ঠ-শব্দের সহিত এক করিতে হইবে না। কুণ্ঠজগতে শব্দ-শব্দীতে ভেদ, বৈকুণ্ঠ-শব্দ ও শব্দীতে ভেদ নাই। ইহ জগতের শব্দশাস্ত্রবিদের নিকট বৈকুণ্ঠ-শব্দের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। ভগবান্‌কে যিনি দেখাইয়া দিতে পারেন—যিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার নিকট ভগবানের সেবার কথা জানিতে হইবে। শ্রীভগবানের সেবাগার ও সেবাশিক্ষাগারই ঠঠ-মন্দির। ভগবান্‌কে দেখিবার যোগ্য কে? কি দিয়া দেখিবেন? "প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত শুদ্ধভক্তিচক্ষু-বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণ-বিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এই চক্ষু দিয়া দেখিলে পৃথিবীর জিনিষ দেখা হইবে। এই জগতের ব্যাপারে যদি মুগ্ধ হইয়া পড়ি; তাহা হইলে আর ভগবান্‌কে জানিতে পারিলাম না। আমরা একটুকু সময়ও নষ্ট করিব না। সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-সুখের আধার যে ভগবান্, তাঁহার বিষয় চিন্তা করিব—তাঁহার অনুশীলন করিব। তৎফলে ভগবদ্-দর্শনের বাধাগুলি সরিয়া যাইবে। মর্য্যাদা-মার্গে অর্চ্চন-পদ্ধতি-দ্বারা ভগবানের সেবা হয়; যেমন শ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চন হইতেছে। বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর তিনি। তথায় ভগবৎপার্ষদগণ নিত্য অবস্থান করিতেছেন। ভগবানের যিনি কান্তা, তিনি ভগবান্‌কে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করিতেছেন। জয়দেবের অষ্টপদী গীতিতে দেখিতে পাই যে, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা-দ্বারাই আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইবে। যে মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিব, ভগবদ্বস্তু আমার প্রভু, সেই মুহূর্ত্তেই আমার সুবিধা হইবে। এই জগতে আরাধনা করিবার কোন বস্তু নাই। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে.........শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥ (চৈঃ চঃ)

ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তনেই বাস্তবিক মঙ্গল হইবে। ভগবান্‌কে ভুলিয়া অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মভাবে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাতে বিরিঞ্চিলোক-প্রভৃতি পর্য্যন্তও শুধু অমঙ্গলের কথা। লৌকিকদর্শনের অবিচার—কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ সেবাভূমিকাকে আবৃত করিয়া আছে; আমি কর্ত্তা, আমি ফল লাভ করিব,—এই অভিমানে চক্ষুর্দ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, নাসাদ্বারা ঘ্রাণ-গ্রহণ, জিহ্বাদ্বারা রসাস্বাদন, ত্বগ্‌দ্বারা স্পর্শ এবং মনের দ্বারা চিন্তা করি; এই সকলই সেবাভূমিকার আবরণ। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, কিম্বা বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীর প্রাপ্য উন্নত লোক বা ব্রহ্মাণ্ডের সকল লোকই প্রাকৃত। অপ্রাকৃত বিচার প্রকৃতির বাহিরের বিচার। শ্রীমদ্ভাগবত যে বাস্তব সত্যের কথা বলিতেছেন, তাহাই অপ্রাকৃত, তাহাই আমাদের আলোচ্য। ইহ জগতের কথা হইতে অবসর হইলে ভগবানের কথা প্রয়োজনীয় হয়। আমরা যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, ভগবানের সেবা করিতে পারি, যদি অন্যের প্রভু হইবার উদ্দেশ্য না থাকে। আমরা স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছি। জড় জগতের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াছি। আবার ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া নিত্যস্বভাবকে প্রকট করিতে হইবে।

অন্য দেবতারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ প্রভৃতি দেন; কিন্তু বিষ্ণু কাহাকেও কিছু দেন না—নিরন্তর সেবা-গ্রহণ করেন। যাঁহারা বুভুক্ষু বা মুমুক্ষু, তাঁহারা ভগবানের সেবা করিতে পারেন না। আমরা চিরদিনই এই পৃথিবীতে থাকিতে পারিব না। যাঁহারা ভগবানের সেবা চাহেন, তাঁহারা জগতের কিছু চাহেন না। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন। জগতের মঙ্গলের জন্য—নিজের ভাবীমঙ্গলের জন্য নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভগবানের ভজন করাই কর্ত্তব্য।

যাঁহারা বুদ্ধিমান্ তাঁহারা দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলেন না; তাঁহারা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গই করেন। সাধু—কৃপাময়, তিনি সাধু-উপদেশ-দ্বারা সরল-প্রকৃতির জিজ্ঞাসু-গণের সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল ধারণা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ভক্তির প্রতিকূল-বাসনা-বন্ধন সাধুর কৃপায় ছিন্ন হইলে নির্ম্মৎসর ভাগবতধর্ম্ম-ব্যতীত আমরা অপর কিছু গ্রহণে আগ্রহ-বিশিষ্ট হইতে পারি না। কৃষ্ণের আনন্দ-বিধানই যে প্রেম, ভাগবত-ধর্ম্মের আশ্রয়ে আমরা তাহা জানিতে পারি।

কুলীনগ্রামবাসীর প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'যাঁহার মুখে একবারমাত্র কৃষ্ণনাম' উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব। এই কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অনেকে আউল-বাউল-কর্ত্তাভজাদির নামাপরাধকে শুদ্ধভাবে নাম-গ্রহণের সহিত সমান মনে করেন; ইহাও একটী সাধারণ ভ্রম। সুকণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাসকে পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভু স্পষ্টভাবেই জানাইয়াছেন যে, চরিত্রহীন লোকের মুখে কখনও শ্রীনাম উচ্চারিত হন না। বৈষ্ণব-সেবা-শিক্ষা-প্রদানের জন্যই তাঁহার মহাবদান্য-লীলা। মহাপ্রভুর উপদেশ—''অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।।'' নামাপরাধকে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সহিত এক করিতে হইবে না। দশটি নামাপরাধ বর্জ্জন করিয়া শ্রীনাম করিবার উপদেশ মহাপ্রভু দিয়াছেন। 'সাধুর নিন্দা' প্রথম নামাপরাধ। অসাধুকে সাধুর আসনে বসাইলে সাধুর অবমাননা হয়, ফলে নামাপরাধ হইয়া যায় একবার যাঁহার মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হন, তাঁহার চরিত্র-হীনতা থাকিতে পারে না—শ্রীনাম, মন্ত্র ও ভাগবতকে পণ্য-দ্রব্যে পরিণত করিবার দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহার হইতে পারে না—'আচার-বিচার-রহিত কুকর্ম্মাসক্ত অধস্তনগণও গুরু হইবার যোগ্য'—এই প্রকার সংসারাসক্তির প্রবল নোঙর তাঁহার হৃদয়ে থাকিতে পারে না—'কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত সকলেই সমান,'—এই প্রকার ধারণা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না—তিনি ''অন্তঃ শাক্তোবহিঃ-শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ'' হইতে পারেন না। নামের আভাসেই পাপ, পাপ-বীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তিনটির কোনওটি অন্তঃকরণে থাকিলে শুদ্ধনাম একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হন নাই জানিতে হইবে।

শ্রীনাম কি বস্তু জানিতে হইবে। শ্রীনামকে শব্দ-সামান্য-বুদ্ধিতে দর্শন করিলে নাম হইবে না। 'গোবিন্দ'কে যদি সাংসারিক পদার্থ-বিশেষ বা ইহলোকের ব্যক্তি-বিশেষ জ্ঞান করা হয়, তাহা হইলে কোটিজন্ম ঐরূপ নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেই বা কি ফল হইবে! পিত্তবৃদ্ধি হইবে মাত্র। শ্রীনাম আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। তিনি অভিধানিক অচেতন শব্দ নহেন। তিনি শব্দব্রহ্ম। আমি তাঁহাকে নিয়মিত (Regulate) করিতে পারি না। তিনি আমাকে নিয়মিত করিবেন। ''অসাধু-সঙ্গে ভাই নাম নাহি হয়। নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥ কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ, এই সব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥ যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

আচারহীন কখনও নিরপেক্ষ হইতে পারে না। ভাগবতের নিকট ভাগবত শুনিতে হইবে। অভাগবত ভাগবত-পাঠের অনধিকারী! সে নিজেই ভাগবতের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, অপরকে আর কি বুঝাইবে? যদি বুঝিত তাহা হইলে নিজেই ভাগবত হইত—ভাগবতকে পণ্য-দ্রব্যে পরিণত করিতে সাহসী হইত না। নিরন্তর ভজন পরায়ন সাধু-ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত আর কাহারও নিকট আত্মপ্রকাশ করেন না। অসাধুর নিকট ভাগবত শুনিতে হইবে না। ''অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্। শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥'' অবৈষ্ণবের মুখে যদি শুদ্ধনাম উচ্চারিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগের ব্যবস্থা শাস্ত্রে হইত না—তাহার নিকট শ্রবণেও বাধা থাকিত না।

''সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥'' বরং বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া

ভাল; তথাপি সংসারাসক্ত হওয়া উচিত নহে। সংসারাসক্ত বিষয়ী ও যোষিতের দর্শনই সংসারাসক্তি। ঐ কার্য্যটি অসাধুর। বিষয়ীর ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করিলে অসৎসঙ্গই করা হয়। ঐ অসৎসঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যাঁহারা বৈষ্ণব-সদাচার গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত উভয়েই অসাধু। "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণবাচার। স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" রোগ নিরাময় করিতে হইলে ঔষধের সহিত সুপথ্যের দরকার। কুপথ্য গ্রহণ করিলে ঔষধের ক্রিয়া হয় না। অসৎসঙ্গ-কুপথ্য সর্ব্বাগ্রে পরিত্যজ্য। "কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী, ছাড়িয়াছে যা'রে সেইত' বৈষ্ণব। কনক-কামিনী-ভোগস্পৃহা ত্যাগ ততটা কষ্টকর নহে, যতটা প্রতিষ্ঠা-ভোগের বাসনা। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু প্রতিষ্ঠাশাকে ধৃষ্টা শ্বপচরমণীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—তিনটিই পরিত্যজ্য। প্রতিষ্ঠা মনের ভিতর বাসা করিয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভুর আদেশানুসারে তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া হরিনাম করিতে হইবে। কপট হইতে হইবে না—কপটতার সহিত আঁকুপাকুভাব দেখাইলে কোন সুবিধা হইবে না—তাহাতে প্রতিষ্ঠা আরও অধিকতরভাবে আক্রমণ করিবে। সত্য সত্যই তৃণাদপি সুনীচ হইতে হইবে। "কেশাগ্রশতভাগস্থ" শ্লোকটি নিজের স্বরূপসম্বন্ধে জানিলে—নিরন্তর কৃষ্ণসেবাই আমার কর্ত্তব্য, এই জ্ঞান হইলে জড়প্রতিষ্ঠা পলায়ন করিবে; কনক-কামিনী-ভোগের স্পৃহা থাকিবে না। অধোক্ষজ-সেবা-ভূমিকায় জড়-কামের স্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মুখেই শুদ্ধনাম উচ্চারিত হন। শুদ্ধসত্ত্বায়ই শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি। নামাপরাধে শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি নাই। অপরাধ-শূন্য হইয়া নিরন্তর নাম করিতে হইবে। বদ্ধ অবস্থায় নির্জ্জনবাসের ছলনায় মনে মনে যে ব্যভিচার উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহাতে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায় না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" সকলেরই কীর্ত্তন করিতে হইবে। মহাপ্রভুর আদেশ—"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥" শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীনাম-কীর্ত্তন-কালে যেন অনবধানতা না আসে, আসিলে নাম না হইয়া নামাপরাধ হইয়া যাইবে। সঙ্কীর্ত্তন করিলে সকলের মঙ্গল হয়। ভাঃ ১।২।১৭—"যাঁহার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন—পরমপাবন, সাধুদিগের হিতকারী সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় নাম-গুণ-শ্রবণকারী ব্যক্তিগণের হৃদয়ে অন্তর্য্যামী চৈত্ত্য-গুরু-রূপে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে কামাদি বাসনাসমূহ সমূলে ধ্বংস করেন।" আবার ভাঃ ২।৮।৪—"যিনি ভগবানের সুমঙ্গল কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য শ্রবণ অথবা স্বয়ং কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অতিশীঘ্রই স্বয়ং তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হন।"

যদি শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করা হয়, তাঁহার নিকট শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন করা হয়, তাহা হইলে অপস্মৃতি বিদূরিত হয় এবং নিরন্তর কৃষ্ণের স্মৃতি হইয়া থাকে। কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হয়। বদ্ধদশায় নির্জ্জনভজনের ছলনায় কৃত্রিম-লীলা-স্মরণে লোক অসুবিধায় পড়ে—ব্যভিচারী হইয়া যায়। কৃষ্ণভজনে কৃত্রিমতার স্থান নাই। সরল অন্তঃকরণে নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন করিতে হইবে। আমার বাস্তব দেহ আছে—এই স্মৃতি যদি না জাগে, তাহা হইলে অপস্মৃতিই থাকিয়া গেল। ভাঃ ১০।২৩।৩৯—"ভগবদ্বহির্ম্মুখ জনগণের শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিকরূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্, তাঁহাদের বিদ্যা, ব্রত, ও বহুজ্ঞতায় ধিক্, তাঁহাদের উচ্চকুল ও ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্।

অধোক্ষজ—যিনি কর্ম্মীর বা জ্ঞানীর ইন্দ্রিয়-গোচর নহেন। সেই ইন্দ্রিয়াতীত অধোক্ষজ-বস্তুই হৃষীকেশ। হৃষীকসমূহদ্বারা তাঁহারই সেবা করিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাফলে চিদানন্দস্বরূপ পাওয়া যায়। বাস্তবদেহের—চিদ্দেহের চিদিন্দ্রিয়-নিচয়দ্বারা হৃষীকেশের সেবা হইয়া থাকে। অধোক্ষজ-সেবাহীন মানব

পশুতুল্য। সর্ব্বদাই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহার সঙ্গফলেই বাস্তবদেহের সন্ধান পাওয়া যাইবে। ভক্ত বুভুক্ষুও নহেন, মুমুক্ষুও নহেন। বস্তুর শক্তিরাহিত্য—ব্রহ্মসাযুজ্য। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষগতি-লাভই ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রার্থীর চেষ্টা। মায়াবাদীর ব্রহ্মসাযুজ্য ও পাতঞ্জলের ঈশ্বরসাযুজ্য উভয়ই ধিক্‌ত। "ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার। ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার॥" ভক্তিব্যতীত কোনও প্রকারে মুক্তি হইতে পারে না। "জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিঃ" কার্য্যকরী হয়, যখন জ্ঞান ভক্তির আশ্রিতভাবে থাকে। ভগবদ্ভক্তির উদয়ে 'মুক্তি' আপনিই উদিতা হয়। "কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥ জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥" সহজিয়া, জাতি-গোসাঞি প্রভৃতি ভোগী—দুর্ভোগী। নাকে তিলক, গলায় মালা, আবার ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম চালানো,—এই তাহাদের কার্য্য। তাহাদের অপেক্ষা বরং যাহারা ধর্ম্মের কাচ কাচে না, এই প্রকার পাপীরা ভাল। নরকেও তাহাদের স্থান হইবে না। তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন হইতে হইবে। 'নির্জ্জন' বলিতে সাধুসঙ্গের ত্যাগ নহে। "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।" সাধুর সঙ্গে সর্ব্বদাই বাস করিতে হইবে। মহাপ্রভু Band of Missionaries বা কীর্ত্তনকারী তৈয়ার করিয়াছেন।

পূর্ব্বে ধ্যানের কথা ছিল। কিন্তু হরিভক্তিবিলাস বলেন—'ওষ্ঠ স্পন্দন মাত্রেণ ততো বরম্'। ভগবানের কথা যাহারা শ্রবণ করিল না, কীর্ত্তন করিল না, দরজা বন্ধ করিয়া নাক টিপিয়া দুই চারি হাত উপরে উঠিবার বুজ্‌রুকীতে মত্ত থাকিল, তাহারা হরিসেবা হইতে বঞ্চিত থাকিল। নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টায় পদে পদে অসুবিধা। হরিকথা কীর্ত্তন করিলে অপরেও শুনিতে পাইবে। সুতরাং কীর্ত্তনে আত্মমঙ্গল ও শ্রবণকারীর মঙ্গল—নিজের ও পরের উপকার যুগপৎ হইয়া থাকে। কীর্ত্তনে নিজেরও শ্রবণ হইয়া থাকে। সুতরাং কীর্ত্তনে ত্রিবিধভাবে হরিসেবা হইয়া থাকে—কীর্ত্তনে হরিসেবা, নিজের শ্রবণে হরিসেবা, অপরকে শ্রবণের সুযোগ দানে হরিসেবা। তদ্ব্যতীত কীর্ত্তন-প্রভাবেই স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং স্মরণের হরিসেবাও ঐ সঙ্গে হয়।

নয় প্রকার ভক্ত্যঙ্গমধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ-যোগে হরিসেবা করিতে হইবে। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" চুপ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে হরিভজনের ছলনায় বিষয়-চিন্তাই হইয়া থাকে। তাহাতে প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাও বড় কম নয়। "অপরে বড় বৈষ্ণব বলিবে"—এই প্রতিষ্ঠাশা অপক্ব নির্জ্জন-ভজন-প্রয়াসীকে গ্রাস করিয়া বসে। সব সময়েই কীর্ত্তন চাই। অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গ যজন করিতে হইলেও কীর্ত্তন-সহযোগেই করিতে হইবে—যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব" (ক্রমসন্দর্ভ)। কীর্ত্তনদ্বারা নিজের ও অপরের মঙ্গল না করিলে অপস্মৃতি আসিয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মহাবদান্য। মহাবদান্য হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তবে তাঁহার সেবকসূত্রে তাঁহার আদেশ অনুসারে নিরন্তর তাঁহার বাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদের বদান্য হওয়া উচিত। প্রথমে সাধনভক্তি, তৎপরে ভাবভক্তি, অবশেষে প্রেমভক্তি। সাধনভক্তিতে প্রথমে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, তৎফলে ভজনক্রিয়া, তাহা হইতে অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, নিষ্ঠা হইতে রুচিও আসক্তির উদয় হয়। কৃষ্ণসেবায় ঐ আসক্তি ক্রমশঃ 'ভাবে' পরিণত হয়। প্রেমে ভাবের পর্য্যবসান। ভাবের অঙ্কুরের লক্ষণ—ক্ষান্তি অর্থাৎ ক্ষমা, অব্যর্থকালত্ব অর্থাৎ কাল বৃথা না যায়—এইরূপ যত্ন, বিরক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণসম্বন্ধব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, মানশূন্যতা অর্থাৎ প্রচুরমানের হেতু থাকিতেও মানহীন হওয়া, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, কৃষ্ণনামগানে রুচি, কৃষ্ণ-গুণাখ্যানে আসক্তি কৃষ্ণ-বসতিস্থলে প্রীতি—ভাবাঙ্কুর জন্মিলে এই সকল অনুভাব সাধকের স্বভাবে লক্ষিত হয়। ক্ষান্তি—ক্ষমা—জড় জগতের যে-সকল বস্তু-প্রাপ্তির লোভ আছে, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া—নিষ্কিঞ্চন হওয়া। নিজের সম্বন্ধে নিন্দাদি সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নিন্দা কিছুতেই সহ্য করিতে হইবে না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবে বিদ্বেষকারী অঘাসুর,

বকাসুর প্রভৃতিকে কৃষ্ণ বধ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-নিন্দাকারীর জিহ্বা ছেদন করিতে হইবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে বৈষ্ণবনিন্দাশ্রবণের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণত্যাগ বিধেয়। তাহাতেও অসমর্থ হইলে—জীবনের প্রতি বিশেষ মমতা থাকিলে, তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই সাত্বতশাস্ত্রের উপদেশ।

অসাধু কে কে?—মায়াবাদী ও স্ত্রীসঙ্গী। শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যলীলায় এই সকল অসাধুও নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করিয়াছেন, তখন আর কেহই পাষণ্ড থাকিতে পারে নাই। পাষণ্ডী কে?—যে ভগবান্‌কে ভুলিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির কথা লইয়াই ব্যস্ত—'সকল বিশ্ব ধ্বংস হউক, নিজের স্ত্রীপুত্র সুখে থাকুক', এই বিচার যাহার। কীর্ত্তন ছাড়িয়া তথাকথিত যোগাভ্যাস প্রভৃতিও পাষণ্ডতা। সকলেই নিজ নিজ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনরসে মত্ত হইয়াছিলেন। তখন ভক্তিরস-ব্যতীত আর কোন রস জগতে দৃষ্ট হয় নাই।

নিরন্তর শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীহরি—সচ্চিদানন্দ বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিতে হইবে এবং শ্রুতবাণী অন্য শুশ্রূষুর নিকট কীর্ত্তন করিতে হইবে—অশ্রদ্দধানের নিকট নহে। গুরুর নিকট শ্রবণ করিতে হইবে—পাষণ্ডের নিকট নহে। অভক্তকে গুরু (?) করিলে তাহাকে বর্জ্জন করিয়া পুনরায় বৈষ্ণবগুরুর কৃপা গ্রহণ করিতে হইবে। 'যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ (হরিভক্তিবিলাস ১।৬২)। যিনি আচার্য্যবেশে অন্যায় অর্থাৎ ভাগবত-বিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি শিষ্যরূপে অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন। "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ (মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব ১৭৯।২৫)॥ ভোগ্য-বিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকরহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি-ব্যতীত ইতর-পন্থানুগামী ব্যক্তি কখনও গুরু হইতে পারে না। তাহাকে গুরুপদে বরণ করিলেও তাহাকে পরিত্যাগই বিধি।

পাষণ্ডেরা নামাপরাধ করে—নাম করে না। অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভগবৎপ্রসঙ্গ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। আমি পাকা বৈষ্ণব, আমি বৈষ্ণবকে চিনিতে পারি, এইপ্রকার অহঙ্কার যখন হয়, তখন ভজন হইতে বিচ্যুতি ঘটে। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি ভজনের অন্তরায়।

ভগবদ্ভক্ত প্রকৃতপক্ষে ভগবানের সেবা করেন, আর অভক্ত সেবার ভাণে ভগবানের নিকট হইতে সেবা আদায় করে। ভগবানের সেবার ছলনায় ভৃতক পাঠকের পাঠ ও গায়কের গান সাধারণের বেশ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর হয়। ক্লাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে যাওয়া, তাস-পাশা-দাবা-খেলা, গ্রাম্য বাজে খবরের কাগজ পড়া ও পরচর্চ্চা এ সকলে আমরা মসগুল হইয়া পড়ি। যেখানে ভগবানের-কথার-স্থান হয়, সেখানে বাজে কথা আলোচিত হইলে তাহাও জড়জগতের আড্ডা বিশেষ। কেহ কেহ বলেন—"আমি নির্জ্জনে হরিনাম করি।" কিন্তু নির্জ্জন কোথায়? আমি যেখানে যাইব, সেখানেই আমার মনের মলিনতা বহন করিয়া লইয়া যাইব। 'গ্রাম্যকথা বলিতে ও দম্ভা-হঙ্কার প্রকাশ করিতে মহাপ্রভু বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। 'গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে॥ অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥" বাস্তব সত্যের কথা আলোচনা হওয়া দরকার। গ্রাম্যকথা হইতে অবসর পাওয়া আবশ্যক। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণীয়। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্। সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গ-মুক্তিভিঃ॥" (ভা ১১।২৬।২৬)

হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনেই পাপসমূহের যূপকাষ্ঠে বলি হয়। পাশ্চাত্যদেশীয়দের পাপ-ক্ষালনের প্রথা ভণ্ডামি-মাত্র। গোপনে অত্যাচার, প্রকাশ্য পাপাপেক্ষাও অধিকতর ঘৃণ্য ও দণ্ডনীয়। শ্রীল জগদানন্দপ্রভু 'প্রেমবিবর্ত্তে' লিখিয়াছেন—লোক-দেখান গোরা ভজা তিলক মাত্র ধরি'। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥

লোকে বলে—"ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবাও টের পায় না।" কিন্তু কে কে গোপনে কি কি অন্যায় কার্য্য করেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ তাহা সমস্তই জানেন। যেহেতু তাঁহারা অন্তর্য্যামী। লোক পাপকে গোপন রাখিতে পারে না। লঘুব্যক্তির নিকট বড় কথা শুনিলে পরচর্চ্চার প্রবৃত্তির উদয় হয়। প্রকৃত গুরুর নিকট শ্রবণ না করিলে পরছিদ্রানুসন্ধান প্রবৃত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। মহাপ্রভু আদেশ করিয়াছেন—'পরচর্চ্চা হইতে দূরে থাকিবে।' "পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে।" (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগুরুদেব বলেন—'লোকের যে অজ্ঞতা আছে, সেটা দূর করা দরকার ; যদি তাহা না করিয়া পরচর্চ্চা করি, তাহা হইলে গুরুর কার্য্য হইল না।' আমরা নিজে অজ্ঞ থাকাকালে বলি—শ্রীগুরুদেব পরের দোষ দেখাইয়া ও অন্যকে শাসন করিয়া কেন পরচর্চ্চা করেন? কিন্তু গুরুদেব যে শিষ্যের প্রতি অনুগ্রহ ও নিগ্রহ করিতে পারেন। তিনি অন্যের দোষ দেখাইয়া দেন—উহার সংশোধনের জন্য। মাতাপিতা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া বালকের দোষ প্রদর্শন ও তাহাকে শাসন করেন, তাহাতে কি পরচর্চ্চা হয়? তবে নিজে নির্দ্দোষ না হইয়া অপরের দোষ দর্শন নিষিদ্ধ। 'পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ। বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ॥' বিশ্বদর্শক পরের স্বভাব আলোচনা করিবেন না। কৃষ্ণভক্তই তাহার নিত্য মঙ্গলবিধানের জন্য তাহা করিবেন। গুরুর কার্য্য করিতে গিয়া অপরের মূর্খতা নিরসন করিতে হইলে তাহার ভ্রমজনক কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিতেই হইবে। যাঁহারা ভবিষ্যতে ভগবদ্ভক্ত হইবেন, তাঁহাদের দোষ দর্শন করিতে হইবে না। যিনি বৈষ্ণব, তিনিত' গুরু—তিনি নিন্দার অতীত। 'অপি চৈৎ সুদুরাচারো'...(গীতা) ও 'দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ'—(উপদেশামৃত) এবং 'সর্ব্বভূতেষু যঃ' (ভাঃ) আলোচ্য। 'বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এই মাত্র জানে॥'

মহাভাগবত জগতের কোন অমঙ্গল চিন্তা করেন না। তাহা হইলেও মহাভাগবতের অবস্থায় উন্নত না হইলে, মহাভাগবতের চরণে অপরাধী হইলে আমার কিছু মহাভাগবতত্ব লাভ ঘটিবে না। মহাভাগবতের নিকট গিয়া তাঁহার সেবার ছলনা করিতে গেলে তিনি আমার অন্যায় কার্য্য সমর্থন করিবেন—এইরূপ বিচার মূর্খতা মাত্র। কনিষ্ঠাধিকারী থাকিতে মহাভাগবতাভিমান নিরয়প্রাপক দম্ভমাত্র। নিজে অপক্ক সাধকাবস্থায় থাকিয়া পরিপক্ক বা সিদ্ধের অভিমান করিতে হইবে না। সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না। সাধনভক্ত্যবস্থায় চিত্তদর্পণ-মার্জ্জনাদি কার্য্য করিতে হয়। কনিষ্ঠাধিকারে অর্চ্চন পরিত্যাগ করিতে হইবে না। যাহারা সেবাগত প্রাণ, তাহাদের বিধি-ভক্তি একান্ত দরকার। শ্রীগুরুদেবের পদাশ্রয়পূর্ব্বক বৈধভক্তির যাজন আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব জানাইয়া দেন যে,সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না এবং ভাবভক্তি না হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। "বৈধভক্ত্যাধিকারস্তু-ভাবাবির্ভাবনাবধিঃ।"

বিধিভক্তি—যাহা সেবা-প্রগতির প্রথমার্দ্ধের কথা, তাহাতে অবজ্ঞা করিলে গুরুপদাশ্রয় হয় না। গুর্ব্ববজ্ঞার ফলে অনর্থের হাত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ক্ষুদ্র জীব নিজের সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধির বাহাদুরী দেখাইয়া যতই উর্দ্ধে উঠুক না কেন, গুর্ব্ববজ্ঞা করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

যাঁহাদের ভগবানের সেবায় স্বাভাবিক রুচি, তাঁহাদের বৈধীভক্তির কঠোরতার আবশ্যক হয় না। ভগবত্তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র সদ্গুরুর পাদপদ্মই অবলম্বনীয়। যে কাল পর্য্যন্ত না শ্রীগুরুদেবের শাসন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করি এবং শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত সাধনপথ অনুসরণ করি, সেই কাল পর্য্যন্ত পরমমঙ্গল লাভের পথে চলাই 'সুরু' হইল না। শ্রীগুরুপূজার প্রণালী আমরা গুরুপাদপদ্ম হইতে লাভ করি।

বৈধীভক্তি ও গুরুবৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিলে কোনও কালে বাস্তব সত্যের অনুসন্ধান লাভ হয় না এবং বদ্ধভূমিকা হইতে উন্নত প্রদেশে অভিযানের আগ্রহও হয় না। ভক্তিকে অক্ষের তর্পণে নিযুক্ত করিলে বিচার হইবে যে, অক্ষজ-পদার্থমাত্রই আমাদের ভোগ্য। কিন্তু বস্তুতঃ বিশ্ব ভগবানের ভোগ্য। এই বিশ্ব জীব-ভোগ্য—ইহাই জড়ভোগবাদ বা কর্ম্মকাণ্ড। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি সকলই বিশ্বদর্শনের

অন্তর্গত ও অক্ষজবিচার। অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই জীবের পরমার্থ। ভগবদ্-ভোগ্যবস্তুকে স্বীয় ভোগ্য জ্ঞান করিলে অনর্থ উপস্থিত হয়। জড়বস্তুই সকলের মূল—ইহা অভক্তের চিন্তাস্রোত। গুরুকৃপা না হইলে বস্তু দর্শন হয় না। জীব বদ্ধাবস্থায় কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইলেও ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কিছুই করিতে পারে না। ভগবানের জীব-নিয়ন্তৃত্বের কথা উপনিষদে রহিয়াছে। সাম-বেদীয় কেনোপনিষদে মনোবুদ্ধি প্রভৃতির ভগবদধীনত্ব এইরূপ কথিত আছে—"কেনেশিতং মনঃ" অর্থাৎ মনোবুদ্ধি প্রভৃতি কাহার দ্বারা চালিত হয়।

'অহং ব্রহ্মাস্মি" "সোহং", "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের জীবব্রহ্মৈক্যবিচার বিবর্ত্তবাদের বিচার। শ্রীমদ্ভাগবতে বিবর্ত্তবিচার এইরূপ—"তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ঃ।" দেহে আত্মবুদ্ধিই বিবর্ত্তবাদের স্থান। সৃষ্ট-বস্তুকে স্রষ্টার সহিত সমান মনে করাই বিবর্ত্তবাদ। আত্মারাম সরকার একজন প্রসিদ্ধ ঐন্দ্রজালিক ছিলেন। জড়মন্ত্র-শক্তি দ্বারা তাঁহার ন্যায় ঐন্দ্রিজালিকেরাও একবস্তুতে অন্যবস্তুর ভ্রম উৎপাদন করিত। জড় মন্ত্রশক্তির যদি এত কার্য্যকারিতা হয়; তাহা হইলে ভগবানের মন্ত্রের ফল ফলিবে না কেন? কৃষ্ণনাম মন্ত্রের উপাসনার ফল ফলিবেই।

সিদ্ধের ভূমিকায় আরোহণের ভাণে সাধন পরিত্যাগ করা পাষণ্ডতা ও গুরুদ্রোহ ব্যতীত কিছুই নহে। "সৎপথের বিপরীত দিকে গমন করিলে বেশী কাম বা সুখ লাভ হইবে, আমি গুরুবৈষ্ণব হইতেও বেশী বুঝি, গুরু-বৈষ্ণব আমার বুদ্ধি ও পরামর্শ না লইয়া এক পাও চলেন না, আমি নরকে যাইয়া সুবিধা করিয়া লইব এবং আমার গোঁড়ামি বজায় রাখিব"—এই বিচারে বিধি বা সাধন পথটাকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরমহংসের অধিকার লাভ হইয়াছে মনে করা—পাষণ্ডতা মাত্র। শ্রৌতবাণীর কীর্ত্তন না হইলে স্মরণ হয় না। বদ্ধজীব অস্থির, চঞ্চল জড়মনের দ্বারা কৃষ্ণের বা নারায়ণের পাদপদ্ম ধ্যান বা স্মরণ করিতে যাইয়া শুকপক্ষীর ঠোঁট চিন্তা করে। আবার পাখীর কথা মনে পড়িলে পাখীর মরণাস্ত্র বন্দুকের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণচিন্তা করিতে যাইয়া জড়ের ধ্যান করিয়া বসিলে কৃষ্ণসেবা বাধাপ্রাপ্ত হইল। এদিকে ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায় মনে করিয়া সুধার" অর্থাৎ জড়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে অপ্রাকৃত সেব্যবস্তুর কীর্ত্তনের সঙ্গে স্মরণ কর। পূর্ণ-বৈধমার্গে থাকিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা করা দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনপ্রকার অবৈধকার্য্যের প্রশ্রয় দেন না।

এক সময়ে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে একদিন জ্যোৎস্নাবতী রাত্রিতে দূর হইতে গুর্জ্জর রাগিণীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা-গীত শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বাহ্যস্মৃতিরহিত হইয়া কণ্টকাকীর্ণ বন অতিক্রমপূর্ব্বক কৃষ্ণানুসন্ধানে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রধাবিত হইতেছিলেন, কিন্তু তদীয় সেবক গোবিন্দ—'একটি স্ত্রীলোক ঐ সঙ্গীত করিতেছে' বলিয়া নিষেধ করিল। প্রভু কহে,—'গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন। স্ত্রী-পরশ হৈলে আমার হইত মরণ॥' (চৈঃ চঃ অন্ত ১৩।৮)॥ বিধি-ভক্তি উল্লঙ্ঘন করিলে অকালপক্ক সাধকের চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অনুকরণে প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িতে হইবে। মহাপ্রভু সেইজন্যই সন্ন্যাসলীলায় বৈধভক্তির নিয়ম অটুটভাবে পালন করিয়াছিলেন। বিষ খাইয়া মরিয়া যাওয়া ভাল, তথাপি হরিভজন করিতে আসিয়া গোপনে পাপে প্রবৃত্ত হওয়া ভীষণাদপি ভীষণ অপরাধ। দুর্ব্বলতাবশতঃ পাপাচরণকারীর বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু যাহারা জ্ঞাতসারে পাপ করে, তাহারা অত্যন্ত পাষণ্ড। স্ত্রীলোকমাত্রেই নিন্দনীয়া নহেন। নারীদেহ বা নারীর আকারমাত্রকেই ভোগ্য যোষিৎ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না। শিখিমাহাতির ভগিনী মাধবীদেবী পরমা বৈষ্ণবী ছিলেন। তাঁহাকে প্রাকৃত স্ত্রীবুদ্ধি করিলে অপরাধ। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রাকৃত পুরুষাভিমানরহিত ছিলেন বলিয়া যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গস্পর্শে তাঁহার বিকার উপস্থিত হইত না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ বদ্ধজীব তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া মৃত্যুই বরণ করিবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তর্য্যামি-সূত্রে ছোট হরিদাসের আচার-ব্যবহার জানিতে পারিলেন। যে মনে মনে বা গোপনে পাপ করে, সে মিথ্যাচারী। নিজের দুর্ব্বলতার দরুণ পাপ করিলে তাহাকে Excuse করা যায়, কিন্তু জানিয়া

শুনিয়া পাপ করিলে excuse করা ত উচিত নয়ই, অধিকন্তু Capital Punishment হওয়া উচিত। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের কপট শিষ্যনামধারীগুলি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান-কালে ছোট হরিদাসের অনুকরণকারীরা হয় মায়াবাদী, না হয় অধঃপতিত।

অপরাধযুক্ত অবস্থায় জড়জিহ্বায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥" (ভঃ রঃ সিঃ)। "প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণং অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধে চান্তঃকরণে রূপ-শ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি।" (ভক্তিসন্দর্ভ ও ক্রমসন্দর্ভ-টীকা)। শ্রবণ কীর্ত্তন বাদ দিয়া নিজেই গুরু হইব, সাধন-পথটা ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধের ন্যায় আচরণ করিব—এ সকল পাষণ্ডতামাত্র। অপসাম্প্রদায়িকগণ শ্রীক্ষেত্রে হরিবাসরে একাদশীর দিনে জগন্নাথদেবের প্রসাদের নামে বেশী করিয়া অন্ন গ্রহণ করে। হরিবাসর পালন, ধাম-পরিক্রমণ ও সংখ্যা-নাম কীর্ত্তন অবশ্যই করিতে হইবে। আমরা সাধনরাজ্যের যত উচ্চ স্তরেই উঠি না কেন, কোন অবস্থাতেই ঐ সকল ভক্ত্যঙ্গ ছাড়িতে হইবে না। "মালা জপে শালা, মন্‌মে জপে ভাই"—প্রভৃতি নরকযাত্রী কপট ভণ্ড ব্যক্তিগণেরই উক্তি।

মহামহা-অধিকারী হইলেও কখনও নির্জ্জনে কোনও স্ত্রীলোকের সহিত অষ্টাঙ্গ মৈথুনের কোন একটিও করিবেন না। "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥ (ভাঃ ৯।১৯।১৭, মনুসং ২।২১৫)॥ মাতৃ-শব্দে বিমাতাকেও বুঝাইতে পারে। মহাপ্রভুর পথ পরিত্যাগ করিয়া তের প্রকার ব্যভিচারি অপসম্প্রদায় হইয়াছে। শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী মহারাজ উহাদের তালিকা দিয়াছেন। তোতারাম বাবাজী মহাশয় পশ্চিমদেশীয় লোক ছিলেন। সহর নবদ্বীপে (কুলিয়ায়) তাহার বড় আখড়া আছে। তাঁহার তীব্র শাসন ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, নবদ্বীপে বসিয়া কেহ যেন ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার না করে। তিনি বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দেখিতে হইবে—শ্রীধামে যেন কোন প্রকার আত্মদ্রোহিতা না ঢুকিতে পারে। পরহিংসাই আত্মদ্রোহিতা। ধামে যেন কোন ভোগিলোকের বাস না হয়। কেবল হরিভজনকারী সদ্‌গৃহস্থ ও ত্যক্ত-গৃহদের স্থান এই অন্তর্দ্বীপে হইবে, অন্য কোন বহির্ম্মুখদের স্থান হইবে না। অন্তর্দ্বীপটি ব্রহ্মার আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র। ব্রহ্মার হৃদয়েই বেদবাণী প্রকাশিত হইয়াছিল। ছোট হরিদাসের প্রকৃতির লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। তাহাদের স্থান ধামে নহে,—গ্রামে। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিতে থাকিলে ভগবদবতার বা ভক্তগণ তাহা রোধ করেন। ছোট হরিদাসেরও দেহত্যাগের পরে মঙ্গল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অনুকরণকারীদের ত্রিবেণীর জলে নিমজ্জন হইতে আর কখনও উঠিতে হইবে না।

আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুবর্গ ষড়্‌গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং তথায় থাকিয়া শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে ব্রজের দ্বাদশবনে বাস করিয়া কৃষ্ণলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি করিতেন। নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীনবদ্বীপের প্রতি দ্বীপে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তি যাজন করিতে হইবে। এই নবধা ভক্তি যাজন চলচ্চক্রের ন্যায় নিরন্তর অনুষ্ঠিত হইলে কৃষ্ণপদারবিন্দের অবিস্মৃতির উদয় হইবে।

একমাত্র অচ্যুতানন্দ প্রভু ব্যতীত শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর অবশিষ্ট পুত্রগণ সকলেই ন্যূনাধিক অবৈষ্ণব ছিলেন। ঐ বংশের রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্ম উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্বৈত-সন্তানগণের অভিমান হইয়াছিল—আমরা মহাবিষ্ণু অদ্বৈতাচার্য্যের বংশ।

এই শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ সকলের আত্ম-নিবেদন ক্ষেত্র। এস্থানটি মহাপ্রভুর জন্মস্থান ও অভিন্ন-মথুরাপুরী। আমাদের মহাপ্রভু কাঙ্গালের ঠাকুর। আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরম নিরপেক্ষ ও পরমনিষ্কিঞ্চনের সর্ব্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি কোনও ধনী ব্যক্তির তোষামোদকারী ছিলেন না। তাঁহার সেবক-সূত্রে আমিও বিশেষ কাঙ্গাল। ভগবদ্ভক্তগণ কখনও ধনীর দ্বারে বিষয় সংগ্রহের জন্য কাঙ্গাল হন না।

নামাপরাধীর শিষ্যেরা ব্যভিচারী ও অপরাধী হইয়া যাইবে। তাহারা বৈষ্ণবের সহিত বিদ্বেষ করিয়া সর্প, শৃগাল ও শূকর যোনি লাভ করিবে। কলিকাতায় ও সহর নবদ্বীপে অনেক মিছাভক্তির দৃষ্টান্ত পাইবেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত—ইহারা দুঃসঙ্গ। ইহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলিলে আদৌ পরচর্চ্চা হয় না। প্রাকৃত সহজিয়াদিগের সহিত বিষয়গন্ধযুক্ত দ্রব্যাদির আদান প্রদান করিলে হরিভজন খর্ব্ব হইবে। তোতাপাখীর বুলির মত হরিনামাক্ষর উচ্চারণ করিলে বহু জন্মেও কোন সুবিধা হইবে না। যাহারা আচার্য্যদেবকে বরণ করিবে না, তাহারা চিরতরে অমঙ্গলের গর্ত্তে পড়িয়া যাইবে। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণীয়। যোষিৎ-সঙ্গীর কোন কথাই শুনিতে হইবে না। যোষিৎসঙ্গী ও অভক্তের কোন ও সদ্‌গুণ থাকিতে পারে না। যাবতীয় সদ্‌গুণ হরিভক্তকেই আশ্রয় করে।

যাহারা সচ্চিদানন্দ ভগবান্ অধোক্ষজের কথা স্বীকার বা শ্রবণ কীর্ত্তন করে না, তাহাদের মঙ্গল হইবে না। মৎসরতার দ্বারা হরি-সেবা হয় না। জগতে তথাকথিত পরোপকারী ব্যক্তির কার্য্যও প্রশংসনীয় নহে। তাহাদের দয়া—"গরু মেরে জুতা দান"। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের কোন প্রকার সিদ্ধান্তবিরোধ ও অমঙ্গল হয় না। অভক্ত অসৎ বলিয়া হরিভক্তির ও হরিভক্তের বিদ্বেষী। অভক্ত পরমার্থী নহে। সে প্রাকৃত অর্থী। অভক্ত স্মার্ত্ত নানা দেবদেবীর পূজা করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ফল আদায় করে। পঞ্চোপাসক পাষণ্ডী হিন্দু কাজীর নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিত। মহাত্মা চাঁদকাজী তাঁহার বংশধরগণকে হরিসঙ্কীর্ত্তনে বাধা-প্রদানে নিষেধাজ্ঞা দান করিয়া গিয়াছেন। অনর্থ থাকিতে—নাম ও নামীতে ভেদবুদ্ধি অর্থাৎ এক কথায় নামাপরাধ থাকিতে হরিভজন হইবে না।

বহির্ম্মুখ সম্প্রদায় শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী। শ্রীমদ্ভাগবত-বাণী নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিলে ভারতের বহুলোক বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। হরিভক্তির কথাই আমাদের আলোচ্য ও প্রচার্য্য। হরিভক্তি ব্যতীত পঞ্চোপাসনার কথায় লোক 'পাষণ্ডী হিন্দু' হইয়া পড়িতেছে। হরিভক্তির কথা প্রবল হইলে সকল দিকেই সুবিধা হইবে। সকলেই হরিকথা আলোচনা ও প্রচার করুন। বহির্ম্মুখ দেবতা, মানুষ, পশু ও পক্ষী কেহই হরিভজন করে না। নাস্তিক ভোগীদের বিচার—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' অর্থীরা কৃষ্ণ ভজন করে না। পরমার্থীরাই হরিভজন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যেক ভক্তকে প্রচারক-রূপে turn করিয়াছিলেন। তিনি নিজে ও সকলে মিলিয়া হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু বহির্ম্মুখবংশ বৃদ্ধি করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশে আসেন নাই। শ্রীমন্মমহাপ্রভু কিরূপ সুন্দর প্রচার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন! পশ্চিমদেশে শ্রীরূপ-সনাতনকে, বঙ্গদেশে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে পাঠাইয়াছিলেন শ্রীহরিনাম-প্রেম প্রদান করিবার জন্য। তিনি নিজে দক্ষিণদেশের গৃহে গৃহে হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন।

চতুর্ব্বর্গকামী নিশ্চয়ই অভক্ত। যাহারা শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দরূপ সূর্য্যচন্দ্রের আলোক সহ্য করিতে পারে না, তাহারা উলুক হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। যাহারা হরিভজনে বাধা দিবে, তাহারা ক্রমশঃ অধঃপতিত হইবে। অভক্তেরা পাষণ্ডিতাকে হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া চালাইতেছে। যাহারা নাম-প্রেম প্রচার-কার্য্যে বাধা দিবে, তাহাদের ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। যিনি ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণব, তিনি প্রকৃত দয়ালু; বাদবাকী সকলই নির্দ্দয় বা নিষ্ঠুর। সকলেই শ্রীমায়াপুর-শশধর, সীমন্ত-বিজয়, গোদ্রুমবিহারী, মধ্যদ্বীপলীলাশ্রয়, কোলদ্বীপপতি, ঋতুদ্বীপ-মহেশ্বর, জহ্নু-মোদদ্রুম-রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচুরভাবে আলোচনা করুন। নৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। নবদ্বীপে নয়প্রকার ভক্ত্যঙ্গ-যাজনকারী নিত্যসেবকগণের আনুগত্যে নববিধা ভক্তির যাজন করুন। এই অন্তর্দ্বীপ বলিমহারাজের আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র ও ব্রহ্মার দিব্যজ্ঞান-লাভের স্থান।

শ্রীচৈতন্যদেব এই মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া নববিধা ভক্তির কথা বলিয়াছিলেন। কেবলমাত্র হরিকথার শ্রবণ-কীর্ত্তনালোচনতেই জীবমাত্রেরই নিশ্চয়ই নিত্যমঙ্গল হইবে। নববিধা ভক্তির মধ্যে আত্মনিবেদনপূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনের সাহায্যেই ভক্ত্যঙ্গ অন্যান্য অনুষ্ঠেয়। অনর্থনিবৃত্তি হইলে শ্রীনামের মাধুর্য্যাস্বাদন হয়। কীর্ত্তনপ্রভাবেই স্মরণের উদয় হয়। "হে হরে মাধুর্য্যগুণে হরি' লবে নেত্রমনে, মোহন মূরতি দরশাই" ইত্যাদি বিচার স্বয়ংস্ফূর্ত্তি হয়। বদ্ধাবস্থায় সিদ্ধের অনুকরণ করিতে নাই। আগে সাধন হউক—আগে কাঁচা চাউল সিদ্ধ হউক, তত্ত্বজ্ঞানাভাব দূর হউক, ক্রিয়াদাক্ষ্যের বাহাদুরীর গরমভাব (অহঙ্কার) চলিয়া যাউক, তারপর সিদ্ধ অন্নই (নির্ম্মল আত্মাই) কৃষ্ণসেবায় আপনা হইতেই উপায়ন হইবে। "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্। (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)॥ রুদ্র না হইয়া বিষ পান করিলে যেরূপ আত্মবিনাশ হয়, তদ্রূপ বদ্ধ ও অনধিকারী অবস্থায় মুক্ত ভাগবত পরমহংসগণের আলোচ্য রাসলীলাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন বা স্মরণ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। আবার মুক্তভূমিকায় অবস্থিত হইয়াও যদি রাসলীলা বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সর্ব্বনাশ অর্থাৎ বদ্ধ বা অনর্থযুক্ত-অবস্থায় বিচ্যুতিলাভ হইবে। এখন আমি যদি দণ্ড বা বেষমাত্র গ্রহণ করিয়া নিজেকে গুরু বা নমস্য মনে করি, তাহা হইলে আমি অভক্ত মায়াবাদী হইয়া পড়িলাম। মায়াবাদীদের বিচার "দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।" অনর্থমুক্ত হইয়া রাধাকৃষ্ণেরই গীতি কীর্ত্তন করিতে হইবে। বাস্তবগুরু অন্যকে শিষ্যজ্ঞান করেন না। শিষ্যকে গুরু করিতে না পারিলে সুবিধা হয় না। নিজেই নিজের মনে 'গুরু গুরু' করিলে অর্থাৎ 'হাম্‌বড়া' ভাব পোষণ করিলে গুড়্‌গুড়ে-নদীতেই স্নান হইবে। কিন্তু গঙ্গাস্নান হইবে না। অর্থাৎ অন্তরের মলিনতা বা অনর্থের নিবৃত্তি হইবে না। লঘু ব্যক্তি হরিভজনরহিত হইয়া নিজকে গুরু বলিয়া জাহির করিতে গিয়া বলে—'আমি গুরু, অতএব আমায় নমস্কুরু।' অর্দ্ধোদয়যোগে গঙ্গাস্নানাদি ভক্তের নিকট তুচ্ছ। রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে ব্রহ্মার অনুকরণে জীব বংশবৃদ্ধি করে। আবার জীবের বহির্ম্মুখতা বেশী পরিমানে বৃদ্ধি হইলে শিব তাহাদিগকে তমোগুণাচ্ছন্ন জানিয়া সংহার বা নির্ব্বিশেষগতি প্রদান করেন। শিবের কার্য্য মঙ্গলময়। কাজেই তিনি বিনাশকার্য্যদ্বারা ভগবদ্বিমুখতা বা গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ অধিকপরিমাণে বাড়িবার সুযোগ প্রদান করেন না। গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি থাকিলে গুরুপদাশ্রয় হয় না। কিন্তু শাস্ত্র তারস্বরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"আদৌ গুরুপদাশ্রয়স্ততঃ কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥

যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত বা অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যগ্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে। শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বস্তু। জড় ইন্দ্রিয়ভোগ্য ব্যাপারদ্বারা বা মিছা ভক্তি দ্বারা সেই অধোক্ষজ ভগবান্‌কে প্রীত করা যায় না। অন্তরে ও বাহিরে সমান হইয়া হরিভজন না করিলে অধোক্ষজ বিষ্ণুর কৃপা পাওয়া যাইবে না। বাহিরে এই স্থূল শরীরের উপর কারচুপি বা সাজসজ্জা করা নিজের ভোগ মাত্র, তাহা কখনও ভগবানের সেবা নহে। মনের ধর্ম্ম—সঙ্কল্প ও বিকল্প। ঐ মনোধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া যাহা কিছু করা যায় তাহা আত্মধর্ম্ম ভক্তি নহে। কৃষ্ণ জড়জগতের চিন্তা ও বিচারে আবদ্ধ জীবকে কখনও নিজেকেভোগ করিতে দেন না। কৃষ্ণ কখনও ভোগ্যবস্তু নহেন, তিনি নিত্য সেব্য-বস্তু।

এই সংসারে মনুষ্যজাতির মধ্যে যত বড় বড় কথা আছে, ভগবদ্ভক্তগণ উহাদের কাণা কড়িরও মূল্য দেন না। যাহারা হরিভজন করিতে আসিয়া বহির্ম্মুখ জনসমাজের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার জন্য গণমতপোষণ করে, আপনাদিগকে 'বড়' মনে করে, অপরের উপর আধিপত্য করে এবং উত্তম বেষভূষার জন্য লালায়িত হয়, তাহারা দম্ভ করিয়া শরীরের পূজা করিতে পারে; কিন্তু হরিভজনের বিপরীত রাস্তায় চালিত হইয়া আত্মবিনাশ বরণ করে। প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্'—ভাঃ ১১।২৯।১৬। বৈষ্ণব প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া

জীবের স্বরূপ দর্শনে গুরুজ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকেন। তিনি কখনও অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া 'হীন'-জ্ঞানে কোনও জীবকে অবজ্ঞা করেন না বা উদ্বেগ দেন না। যাহারা প্রাকৃত-অহঙ্কার-বিমূঢ়, তাহারা হরিভক্তের চরণে অপরাধী। তাহাদের অহমিকা থাকা অবধি হরিভজন হয় না। হরিভজন কাহাদের হয়? শ্রীরাধিকা ও তাঁহার দাসী গোপীগণ, কৃষ্ণের মাতা-পিতা, কৃষ্ণের সখাগণ, কৃষ্ণের দাস দাসীগণ ও ইঁহাদের সেবকগণেরই কৃষ্ণভজনে অধিকার আছে। কৃষ্ণ তাঁহাদের হস্তগত হইয়াছেন। মহাভাগবত জগতে ভেদ দর্শন করেন না, সর্ব্বত্রই তাঁহার গোলোকপ্রতীতি এবং সর্ব্বভূতে চিদ্‌বিলাসী ইষ্টদেবের দর্শন হয়। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব কাহারও দোষ দর্শন করেন না। মহাভাগবতের বিচারে—নিখিল বিশ্ব কৃষ্ণ-সেবায় ব্যস্ত, আর আমিই কেবল হরিভজন করিতেছি না—এইরূপ বিচার প্রবল হয়। অকিঞ্চন হরিভক্তের মধ্যে সর্ব্ব সদ্গুণ বিরাজিত; অপরদিকে রথের ন্যায় অভক্তের মন দশ ইন্দ্রিয়রূপ দশটি অশ্বের দ্বারা দশদিকে অর্থাৎ বাহিরের দিকে সর্ব্বক্ষণ আকৃষ্ট হইতেছে। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগুলি সর্ব্বক্ষণ আমাদের মনোরথকে বাহিরের বস্তুর দিকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতেছে। আমরা বিরূপের দ্বারা মোহগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের আত্মরূপ অথবা শ্রীরূপাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের নখশোভার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পদনখশোভা দর্শন করিবার জন্য যোগ্যতা লাভ করা দরকার। শ্রীকৃষ্ণের পদনখশোভা ও শ্রীবার্ষভানবী দেবীর পদনখশোভা দর্শন করাই দরকার; নতুবা কখনও জগদ্দর্শন-স্পৃহা নিবৃত্ত হইবে না।

হরিবিমুখ কর্ম্মিগণ দুরাশাবশে ভোগে প্রমত্ত হয় এবং অন্ধ-কর্তৃক চালিত অন্ধের ন্যায় বিপন্ন হইয়া উরুদামে অথবা বিপুল বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইন্দ্রিয় সকল যদি হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলেই সুবিধা হইবে। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—ইহারা ভোগ্যা স্ত্রীর ন্যায় পুরুষাভিমানী হরিবিমুখ জীবকে সর্ব্বক্ষণ টানিতেছে। ভোগ্যবিষয়রূপ স্ত্রীলোকসকল থাকে থাকুক, কিন্তু আমার কর্ত্তব্যই হইতেছে, আমার মনকে সহস্র ঝাঁটা মারিতে মারিতে ঐ প্রকার বিষয়-ভোগ-কার্য্য হইতে নিরস্ত করা। সর্ব্বাগ্রে যোষিৎসঙ্গ বা ভোগ্যদর্শন বন্ধ করিতে হইবে। স্ত্রী বা পুরুষদেহধারী মানব-মাত্রেই—জীবমাত্রেই ভগবানের দাস-দাসী, আর আমি কি করিয়া তাহাদিগকে ভোগ করিতেছি! স্বয়ং কৃষ্ণভোগ্য হইয়া অপর কৃষ্ণভোগ্যকে ভোগ করা—তদুপরি প্রভুত্ব করা অসম্ভব ব্যাপার। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমে যাহারা এই বিপদকে আবাহন করে, তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পদনখশোভা দেখিতে পাইব। সেই পদনখশোভা দর্শন করাই চক্ষুর একমাত্র সার্থকতা।

শ্রীকৃষ্ণ বা তদ্‌বৈভব অবতারগণের, এমন কি তাঁহার পার্ষদগণের চিদ্দেহ কোন জীবভোগ্য নহে। অপ্রাকৃত কামদেবে ঘৃণ্য জড় কামুকতা কখনও আরোপিত হইতে পারে না। ভগবদ্দেহকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইলে বা মূল আশ্রয় বিগ্রহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষয়-বিগ্রহকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভোগ করিবার যত্ন করিলে আত্ম-বিনাশ অনিবার্য্য। ত্রেতাযুগে রাবণের ভগিনী সূর্পণখা সীতাদেবীর সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কামুকতা প্রকাশ করিলে এবং তৎকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্রীরামসেবক লক্ষ্মণের নিকট কামজর্জ্জরিত হইয়া গমন করিলে, তিনি উহার নাক-কাণ কাটিয়া তদনুষ্ঠিত কর্ম্মের যোগ্যফল প্রদান করেন। শ্রীসীতাদেবী—একপত্নীব্রতধর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি, নিত্যসঙ্গিনী ও সেবিকা, তাঁহাতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতিবাঞ্ছারূপ নিত্যদাস্য প্রেম বর্ত্তমান। আর সূর্পণখা রাক্ষসী হইয়া সুন্দরী রূপসীর বেশধারণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ভোগ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু শ্রীলক্ষ্মণের নিকট উহার এই কপটতা ধরা পড়িল। তিনি উহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া উহার যথার্থ স্বরূপ ধরাইয়া দিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম রামানুজ লক্ষ্মণের ন্যায় ধর্ম্মধ্বজী কপট গৌরভোগিগণের কপটতা ধরাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে ইষ্টদেবের নিকট হইতে বহুদূরে নিক্ষেপ করেন।

অনুকরণ কার্য্যটা বাঁদ্‌রামি; উহা অতি জঘন্য ও অশ্লীল। বানর ও সাহেবের গল্পে বানরগণের অনুকরণ-প্রিয়তা জানিতে পারা যায়। 'অনুসরণ' কার্য্যটা—অন্যরূপ। কি কি ভাবে সেব্যের সেবা করিতে হইবে, তাহা

বুঝিয়া লইয়া সেবা করার নাম 'অনুসরণ'। গোপালদাস নামক একব্যক্তি শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অনুকরণ করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছিল। সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য লোকের নিকট একজন বড় ভাগবত পাঠক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পয়সা লইয়া ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজের নিকট পাঠ করিলে অধিক প্রতিষ্ঠা হইবে ভাবিয়া তিনি মাঝে মাঝে শ্রীল বাবাজী মহারাজকে ভাগবত পাঠ শুনাইতে আসিতেন। তিনি এমনই পাষণ্ড ও বৈষ্ণব অপরাধী হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজের ব্যবহৃত জলে নিজের পদধৌত করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সেই জলপাত্র হইতে জল পান করিয়াছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই ঐ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ হয়। অনুকরণকারীদের নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। অনুকরণে অসুবিধা, কেবল অনুসরণেই সুবিধা হইবে। সহজিয়াগণ নিজকে 'সবজান্তা' মনে করে, কিন্তু সেটা বড় হাস্যাস্পদ ব্যাপার। ক্ষুদ্র মায়াগ্রস্ত জীবের Puppy brain (মস্তিষ্ক) আর কতটুকু! ইহ জগতের যোগী, তপস্বী অথবা স্বর্গের দেবতা হইতেও, এমন কি নারায়ণের ভক্ত হইতেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম বড় বস্তু; তাঁহার উপর গুরুগিরির উপদেশ চালাইতে হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকগণও ঢের বড় বস্তু। তাঁহাদিগের সেবা-প্রণালী কেহই বুঝিতে পারিবে না। সহজিয়াগণের দুইটি প্রধান লক্ষণ দেখা যায়—(১) ভগবান্‌কে জড় জগতের অন্তর্গত অক্ষজ তত্ত্ব মনে করা এবং (২) নিজকে বৈষ্ণব মনে করা ও বৈষ্ণবকে নিজের সমান মনে করা। উহারা নিজে গুরু সাজিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে এবং নিজেকে পূজ্য মনে করিয়া এইরূপ ভাব পোষণ করিয়া থাকে—"আমিই গুরু, আমাকে নমস্কুরু'। কিন্তু মহাজনগণ বলিয়াছেন—"আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী।" শ্রীমন্মহাপ্রভু শুদ্ধভক্তের পরিচয়ে বলিয়াছেন—নিজেকে 'বৈষ্ণব' মনে করা বৈষ্ণবতা নহে; ভগবদ্ভক্তগণের দাসানুদাস হওয়াই বৈষ্ণবতা। 'নাহং বিপ্রো'···ইত্যাদি। বৈষ্ণবের নিকট দৈন্যপ্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিভজন করিতে হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ না করিয়া বৈষ্ণবের সদাচার গ্রহণ করিতে হইবে। নিজের জন্য রসুই করিয়া খাইব—এরূপ মনে করা কোন বৈষ্ণব-সেবকের উচিত নয়, বৈষ্ণবদিগের জন্য রন্ধন করিতে হইবে। অজ্ঞানবশতঃ বা অহমিকাহেতু নিজেকে গুরুবুদ্ধি করিলে মহাপরাধ হইবে। নিজের জন্য অন্যের সেবা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈরাগীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা। কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস। পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥ বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন। শাক-পত্র-ফলমূলে-উদরভরণ॥ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।২২৪—২২৬)।

হরিভজন করিলেই বৈরাগ্য আপনি আসিবে। কৃত্রিমভাবে বৈরাগ্য করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। বৈরাগীর উচিত মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করা। "ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।" অতি বৈরাগী বা অতি ভোগী কখনও কৃষ্ণসেবক নহে। প্রকৃত বৈষ্ণবগৃহস্থগণও গুরুস্থানীয়। গৃহস্থ ভক্তের নাম করিয়া জাতিগোস্বামিগিরি চালান' উচিত নহে। মহাভাগবতের অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত উহার অনুকরণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মহাভাগবতের ক্রিয়া-কলাপ অক্ষজ জ্ঞানে মাপিতে নাই। শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহরাজ বলিতেন—"জাতিগোস্বামী বৈষ্ণব নয়।" 'আমি গুরু'—ইহা যে বলিবে, সে কখনও 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না। আবার বৈষ্ণব গুরুর কার্য্য না করিলেও সর্ব্বনাশ হইবে। 'মহাভাগবতের অনুকরণ করা' অর্থ নিজের সর্ব্বনাশ বরণ। সাধকগণের মধ্যে কনিষ্ঠাধিকারিগণ মধ্যমাধিকারীর এবং মধ্যমাধিকারিগণ মহাভাগবতের অনুসরণ করিবে—সেবা করিবে।

প্রাকৃত সহজিয়ারা নিজদিগকে রূপানুগ বলিয়া জাহির করিতে চায়। কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুকে অবহেলা করিয়া এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কল্পিত গল্প সৃষ্টি করিয়া নরকগামী হয়। শ্রীরূপগোস্বামীপ্রভুর আদেশ—"অত্যাহারঃ

প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ। জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥ এই সমস্ত আচার পালন না করিলে নিশ্চয়ই হরিভক্তি লোপ পাইবে। হরিভক্ত অতি দুর্ল্লভ। বৈষ্ণবের কাচ কাচা পাষণ্ডলোকদিগকে যাহারা খাওয়ায়, তাহাদের নরকগমন হয়। ভৃতক অধ্যাপকেরা ও জাতিগোস্বামীরা পয়সা লইয়া গুরুর কার্য্য করে, ঠাকুর দেখাইয়া পয়সা লয়, পয়সা লইয়া ভাগবত পাঠ করে, মাহিনা লইয়া পুজা করে—এ সকল গুরুব্রুব ব্রাহ্মণ-নামধারী পতিত দেবলগণ ধর্ম্মকর্ম্মের নাম লইয়া যে নিজের সংসারপালন করে, তাহা অতি গর্হিত নিরয়-প্রাপক। স্মৃতিশাস্ত্রে ভৃতক অধ্যাপক ও পাষণ্ডগণকে খাওয়ান নিষিদ্ধ। ভৃতক কেবল নিজের বুঝ বুঝিয়া থাকে। সে অপাংক্তেয় দেবল ও পতিত। বেদপাঠবর্জ্জিত বিষ্ণুভক্তিরহিত দ্বিজের জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব-প্রাপ্তি হয়। বেদপাঠ-হীন হরিবিমুখ ভৃতক দ্বিজের পুত্রপৌত্রাদির উপনয়ন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। "যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ (মনু ২।১৬৮)॥ যাহারা নিজেরা "খাব-দাব থাক্‌ব" বিচার করিতেছে, তাহারা প্রাকৃত সহজিয়া। জাত্‌গোসাঞি কিছুতেই হরিভক্ত নয়। যাঁহারা সদ্‌গুরু-পদাশ্রিত ও বিষ্ণুপূজাপর, তাঁহারাই বৈষ্ণব। দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুপূজা না করিলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। অধোক্ষজের সেবাই হরিভক্তি। হরিভজনের নামে কপটতা করিলে মঙ্গল হইবে না। সত্য সত্য হরিভজন করা দরকার। গৃহব্রতধর্ম্ম থামান দরকার। গৃহমেধিগণ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ণমাত্রায় ভোগের প্রতি চালাইয়া থাকে। তাহা না করিয়া তাহাদের উচিত—নিজের সর্ব্বস্ব হরিসেবায় দিয়া তাহাতে আত্মনিয়োগ করা। গৃহস্থগণ মোটেই স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। কিন্তু হরিভক্তগণ যখন সংসার করেন, তখন তাঁহারা যাহাতে সংসার ভক্তিময় হইয়া উঠে, তাহার জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিবেন। হরিসেবার অর্থ—লম্পট লোকদিগকে কৃষ্ণভোগের ভাগ দেওয়া যাইবে না। শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তিগণ বহির্ম্মুখ। "জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।" ধনীর ঘরে প্রকৃত ঠাকুর পুজা হয় না, তাহা কেবল বিষয়। ধনীরা নিজেরা ভোক্তা সাজিয়া বসিয়া আছে—উত্তম খাদ্যদ্রব্য খাইবার জন্য। সেখানে ঠাকুরও নাই, সেবাও নাই। উদরপরায়ণ ভেকধারীরা ভাল ভাল খাবার আশায় বড়লোকের ঠাকুর বাড়ীতে পাতা পাতিয়া বসে। কোনও বিষয়ীর ঠাকুর বাড়ীতে অথবা গৃহব্রতের বাড়ীতে প্রসাদ খাইবার নামে দৌড়াইবে না। যাহারা দম্ভ করে, তাহারা হরিসেবা করে না। হরিসেবার জন্য যাহা মাধুকরী-ভিক্ষাদ্বারা সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া বহুলোককে বিলাইয়া দাও। যথার্থই নিজের ও অপরের মঙ্গল করা দরকার। হরিভজনের ছলনায় নাটকের অভিনয় করিলে কিছুতেই সুবিধা হইবে না। প্রাকৃত সহজিয়ারা সর্ব্বতোভাবে গর্হনীয়, তাহারা গুরুর উপরে গুরুগিরি করিবার জন্য ব্যস্ত। তাহারা বলে—শ্রীজীব-গোস্বামী তাঁহার লেখনীতে পারকীয়বাদ অস্বীকার এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে তৎফলে উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। ইহা পাষণ্ডগণের উক্তি। সহজিয়ারা অবৈষ্ণব থাকিয়াও অর্থ, পাণ্ডিত্য ও জড় যুক্তিদ্বারা নিজদিগকে ধনী-বৈষ্ণব, কুলীন-বৈষ্ণব, ভাবুক-বৈষ্ণব মনে করে। কিন্তু বৈষ্ণবের সেবকই যথার্থ বড়লোক, অন্যান্য সকলেই নীচ। **অর্থ, বিদ্যা অথবা স্বাস্থ্যযুক্ত ব্যক্তি কখনও হরিসেবা করিতে পারে না।** ধনী, বিদ্বান, কুলীন ও স্বাস্থ্যবান হইলেই ভগবদ্ভক্ত হইবে, এমন নয়। কামকামী পঞ্চোপাসক ব্যক্তি হরিসেবার ছলনা করিলেও উহা কখনও হরিভজন নহে। তাহারা দেবতার নিকট প্রার্থনা করে—'ধনং দেহি, জনং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি' ইত্যাদি. অথবা' হে ভগবন্, আমাকে ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব প্রভৃতি পদ দাও'। দেবতা হওয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে। ব্রহ্মা বৈষ্ণব, তাঁহার অনুসরণ করা ভাল। ব্রহ্মার অনুসরণ করিয়া যদি ভক্তগোষ্ঠী বৃদ্ধি করা যায়, তাহা দূষণীয় নয়। বৈষ্ণবগণ সংসার করিয়া বৈষ্ণব পুত্র সংগ্রহ করেন। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া বৈষ্ণববংশ বৃদ্ধি না করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎসাদিত করিবেন, তাঁহারা ঘোর অসুবিধায় পড়িবেন। বহির্ম্মুখ অবস্থায় হরিনাম হয় না। অনুকরণ করিয়া নাম গ্রহণ করিলে সুবিধা হয় না। অধোক্ষজের সেবা বাদ দিয়া বা হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা বাদ দিয়া নাম গ্রহণ করা নামাপরাধ মাত্র।

নাম গ্রহণ করিয়া যদি সংসার চালাই অর্থাৎ অসৎসঙ্গ করি, তাহা হইলে নাম গ্রহণ করা হয় না। সংসার চালান অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা বা নিজের কামনা চরিতার্থ করা। হরিভজনের জন্য সব করা ভাল। একদিন শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজীমহারাজ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে (যোগপীঠে) আসিয়া ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া তিন-চারিবার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ করিলেন। আজকালকার ন্যায় 'কুড়ুলে' দণ্ডবৎ করেন নাই। তাঁহার সঙ্গে একজন কুলিয়ার বাবাজী বেশধারী আসিয়াছিলেন। তিনি বাবাজী মহারাজের শ্রীঅঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিতে-ছিলেন। শ্রীল বাবাজীমহারাজ ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন—"আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমার গা হইতে ধামের ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতেছেন? আমার কত ভাগ্যফলে—আমি অপ্রাকৃত ধামরজঃ অঙ্গে ধারণ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, আর আপনি কি না ঐ চিন্ময় ধামরজঃকে সাধারণ ধূলি মনে করিয়া ফেলিয়া দিতেছেন!" "বাতাস ধামের ধূলা উড়াইয়া আমাদের নাসিকায় প্রবেশ করাইতেছেন—ইহাতে আমাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে হইবে। এই ধূলা সাধারণ ধূলা নহে, ইহা চিন্ময় ধামরজঃ। এই চিন্ময়রজের কৃপা হইলে অন্তরের মলিনতা দূরীভূত হইবে।"

সাবধান! হরিভজন করিতে আসিয়া যেন কখনও স্ত্রী-পুরুষের সহিত নির্জ্জন আলাপ না হয়। কখনও মাতৃজাতীয় জীবের সঙ্গে গোপনে আলাপ করিবেন না। গোবিন্দ দর্শন করিতে গিয়া স্ত্রীলোক-দর্শন উচিত নয়। সর্ব্বক্ষণ কলিপঙ্ক হইতে সাবধান থাকিতে হইবে। 'নেশা চালাইবে ও কৃত্রিম ভজন চালাইবে'—ইহা ধর্ম্ম নহে। নেশা ছাড় ও ভজন কর। কপট লোকদিগের যাহা কিছু কার্য্য, সর্ব্বদাই মনোধর্ম্ম হইতেছে। Intellectualism এবং emotionalism প্রভৃতি ভক্তি নয়। চারি প্রকার সামগ্রীর সহিত স্থায়িভাব রতির মিলন না হইলে রস হয় না। বৈষ্ণব পাওয়া বড় কঠিন। মহাপ্রভু সমগ্র দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিয়া একটীমাত্র প্রেমিকভক্ত পাইয়া-ছিলেন—তিনি রায় রামানন্দ। ভিতরে ও বাহিরে 'এক' হইতে পারিলে ভজন আরম্ভ হয়। ভিতরেও বাহিরে দুই-প্রকার অবস্থা যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণভজন আরম্ভ হইবে না।

শুধু মালা টানিলে সুবিধা হইবে না—মহাভাগবতের অনুকরণ করিলে অমঙ্গল হইবে। যদি মহতের সঙ্গ না করিয়া সঙ্কীর্ণ ভক্তিহীন ব্যক্তির সঙ্গ করি, তাহা হইলে পরজন্মে ছুঁচোর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। মহাভাগবতের অনুকরণ ও তাঁহার ন্যায় পরম ভক্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিবার দুস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া আগে কনিষ্ঠ ভাগবতের অনুসরণ করা যাউক। মনুষ্যের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার যত্ন করিলে এই হরিভজনের দেহটীকে মৃত্যুর পর শৃগালেরা আনন্দের সহিত ভক্ষণ করিবে। মহাগবতের প্রতিষ্ঠা লাভের অনুকরণ না করিয়া এককোটি মনুষ্য জন্ম সর্ব্বাগ্রে কনিষ্ঠ ভাগবতের আনুগত্যে কাটুক। 'আমি বলিব এবং অপরে শুনিবে' অর্থাৎ 'আমি বক্তা ও অপরে শ্রোতা' এই অভিমান কপটতামাত্র। 'আমি এখানে কি বলিব, তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া আসি নাই। আপনাদিগকে দেখিলে আমার মনে কৃষ্ণ যাহা বলান, তাহা বলি। বৈষ্ণবদাসানুদাস হইবার ভাগ্য কবে হইবে? যাঁহারা প্রসিদ্ধ, শুদ্ধ ও অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব, তাঁহাদের সেবা করা আবশ্যক। যাঁহারা ভবিষ্যতে সৎপথ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের সেবা কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে গুরুসেবককে 'প্রভু' বলিবার শিক্ষা পাইয়াছি। গুরুভ্রাতৃবর্গকে 'বাবু' বলিতে শিখি নাই। এক পাষণ্ড শ্রীল বাবাজীমহারাজের অনুগত বলিয়া অভিমান করিত এবং সম্মুখে থালা রাখিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিত। তাঁহার ব্যাকরণ পড়িতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তচ্ছ্রবণে শ্রীল বাবাজী-মহারাজ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া 'তাহার নরকগমন হইবে' বলিয়াছিলেন।

স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবরাদি পাপজীব ও পক্ষ্যাদি তির্য্যক্ জাতিগণও যখন অদ্ভুতক্রম (ভগবান্ শ্রীত্রিবিক্রম বা উরুক্রম)-পরায়ণ শুদ্ধভক্তগণের আচরণানুসরণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া (ভক্তিময় জীবন যাপন করিয়া) দুস্তরা দৈবী মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করে, তখন শ্রৌতপন্থী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কথা কি? যাঁহারা অদ্ভুতক্রমপরায়ণ অর্থাৎ

ভগবদ্ভক্তের আচরণ অনুশীলন করেন, তাঁহারা তির্য্যগ্ যোনিতে উদ্ভূত হইলে ও যাঁহাদের চালচলন অন্যে কিছুতেই বুঝিতে পারে না, এমন দুর্জ্ঞেয়-চরিত্র ভক্তগণের কৃপায় তাঁহারাও দৈবী মায়ার নাট্য বুঝিতে ও জানিতে পারেন। আমরা যদি ভক্তদের চরিত্র সেবোন্মুখ হইয়া দেখিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে আমাদের কৃষ্ণেতর বিষয়ে আর বাসনা থাকে না। অক্ষজ জ্ঞানে মাপা ধর্ম্মটা জীবের অসুবিধা ঘটায়। কিন্তু মাপাধর্ম্মটার সুষ্ঠুতা হয় তখন, যখন শুদ্ধভক্তের ব্যবহার আমরা নিজের ভ্রান্ত ধারনায় বুঝিতে চেষ্টা করি। ভক্তের বাহ্য আচরণে তাঁহাকে সকল সময় ধরা যায় না। ভগবানের সেবায় প্রবেশ করিবার পথে যদি কাহারও পূর্ব্বাভ্যাস-বশতঃ মাদক দ্রব্যাদি ব্যবহাররূপ অসুবিধা থাকে, তাহা শীঘ্রই সাধুসঙ্গ ফলে ও তৎসেবা-প্রভাবে কদভ্যাস দূর হইবে—সূর্য্যোদয়ে কুয়াসার ন্যায়। যদি কেহ সত্যসত্যই সেবাপ্রাণ হয়, তাহাহইলে যদি পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও কনকাদি কলিপঞ্চক ব্যবহার জনিত দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ঐরূপ অনর্থরাশি তাঁহার চিরকালই থাকিবে।

হরিভজনের কথা শুনিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ চালাইব, ইহা পাষণ্ড ভোগীদিগের বিচার; কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ প্রবর্ত্তক বা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু অনর্থ দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যকেই নিত্য-কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। 'আমার কথায় যাঁহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের ঐ ইতর চেষ্টা-রূপ দ্যূত পানাদি সঙ্গটা নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে দূর হইবে। (ভাগবত বাক্য)। "যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বাস করেন, তাঁহার অন্য সকল কামনা নষ্ট হইয়া যায়। যেহেতু কৃষ্ণ কামদেব, সেই হেতু সমস্ত কামনা তাঁহারই সেবা করিবে, অন্যের সেবা করিবে না। যিনি কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তিনি ত' নিজে ভোগী নহেন যে, কামনাগুলি তাঁহারই সেবা করিবে?" সংসার করিবার প্রবৃত্তিগুলি যদি থামাইবার জন্য ব্যবস্থা না করা যায়, তাহা হইলে তৎফলে পুত্র, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধ প্রপিতামহ ইত্যাদিরূপে জীবকে জন্ম গ্রহণ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতে হয়। এই জন্য ঐরূপ ইন্দ্রিয়-চালনাকে থামান দরকার। উহাদিগকে না থামাইলে সংসার-প্রবৃত্তি যাইবে না এবং দুঃখও দূর হইবে না। গৃহব্রত ব্যক্তিরা জানে না যে, বিষ্ণুই একমার্থ স্বার্থগতি।" আমরা বৈষ্ণবের জীবনযাত্রার রাস্তাটী যখন অনুসরণ করি না, তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি অসৎ পথে চলে, তখন আমরা বুঝি না যে, আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মালিক একমাত্র বিষ্ণু। মনুষ্যদেহ হরিভজনের জন্য পাইয়াছি। এই দেহ-তরণীর দ্বারা গুরু-কর্ণধারের নিয়ামকত্বে ভবসিন্ধু পার হইয়া বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভ করিতে পারি। কিন্তু তাহা না করিয়া ভবসিন্ধুতে ডুবিয়া মরিবার ব্যবস্থা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য কি?

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন,—গুরুপাদপদ্ম। তাঁহার উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ না করিয়া কর্ম্ম করিলে, ভয়ঙ্কর দুঃখকে ডাকা হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ করা বা অসৎসঙ্গ করা উচিত নয়। তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। ভগবান্ যাঁহাদের হৃদয়ে বাস করেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন —ভক্ত কি করেন? ভক্ত ও অভক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ, বা সিদ্ধ ও অসিদ্ধ, এক নয়। যেমন অসিদ্ধ চাউল খাওয়া চলে না; চাউল সিদ্ধ হইয়া জুড়াইলে খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধভক্তগণের সঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। যিনি প্রকৃত বিষয়টি বুঝিয়াছেন, তিনি ভাল; যিনি উহা মোটেই বোঝেন নাই, তিনিও ভাল হইতে পারেন। কিন্তু যিনি মাঝরাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন, সীমা বা শেষগতি না জানিয়াই বলেন—'জানি', তিনি অসৎ ও দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত। বুঝিতে না-পারার দল বা কম বুঝ্‌দার ডেঁপো-দলের অসুবিধা আছে। সেইজন্য শাস্ত্র বলেন,—"হয় বুদ্ধিমান্ হও, নতুবা কমবুঝ্‌দার্ থাকিয়া বস্তুটি বুঝিবার যত্ন কর।" Phantasmagoria বা will-on-the wisp এর পশ্চাতে দৌড়াইতে গেলে শেষকালে প্রাণ বহির্গত হইবে। অতএব বাস্তব-সত্যের অনুসরণ করা আবশ্যক; তাহা হইলেই সংসার থামিয়া যাইবে, চতুর্ব্বর্গের প্রয়াস থাকিবে না এবং সমস্তই মঙ্গলময় হইয়া যাইবে অর্থাৎ পরম-মঙ্গল লাভ হইবে।

অক্ষজজ্ঞান দ্বারা কখনও বৈষ্ণবের চরিত্র বুঝা যায় না। "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" (চৈঃ ভাঃ)। কুকুরশৃগালের খাদ্য জড় শরীরের প্রতি যিনি অধিক যত্নবান্, তিনি গরুর মধ্যে গাধা। শরীরের প্রতি মমতা—মূঢ়তা-মাত্র। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্"—ইহা দেহাত্মবাদীর কথা। কেবল শরীরের যত্ন করিলে হরিভজন হয় না। শরীর একদিন না একদিন চলিয়া যাইবেই। শরীর থাকিতে থাকিতে অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্ব্বেই শ্রেয়ঃ গ্রহণ করা আবশ্যক। দেহ থাকাকালে পরতত্ত্বকে অবগত হওয়াই শরীরের বাস্তব যত্ন। আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, কাদা, মাটি প্রভৃতি আমাদের কিছু প্রকৃত সুবিধা করিয়া দিবে না।

যিনি নিজে হরিভজন করেন ও অন্যকে ভজন করিতে উপদেশ দেন, তিনিই আমাদের আত্মীয়। দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট অভক্ত ও শোকগ্রস্ত ব্যক্তি আমাদের কোনই মঙ্গল করিতে পারে না। প্রাকৃত সহজিয়াদের ধারণা—স্ত্রীলোকেরা বেশী ভক্ত, ধনী বেশী ভক্ত, পণ্ডিত ব্যক্তি বেশী ভক্ত; এ সকলই অভক্তিপর বিচার। 'ভৌম ইজ্যধীঃ'—কাঠ-পাথরকে পূজ্যবুদ্ধি করিলে মঙ্গল হইবে, অথবা ভোগের মধ্য দিয়াই সুবিধা করিয়া লইতে হইবে—এইরূপ বিচারই মূঢ়তা। জড়বিদ্যা অধিক হইলে হরিভজনের পরিবর্ত্তে বাধা উৎপাদনের পক্ষে শতকরা প্রায় শতভাগই সম্ভাবনা।

আধ্যক্ষিকের কোন কথাই এবং কোন উপদেশই গ্রহণ করিতে হইবে না। সৎকর্ম্মকাণ্ডও ছেলে-ভুলান কথা। পাপপুণ্য দুইই বন্ধন। পাপে লোহার খাঁচা ও পুণ্যে সোনার খাঁচায় অবস্থান হয়। খাঁচায় ঢুকিলে জীবের আর মঙ্গল হইবে কিরূপে? যাহারা নিজদিগকে বৈষ্ণব মনে করে, তাহারা 'গোখর'। বৈষ্ণব কি করেন, হরিভজন কিরূপ?—ইহা জানিবার চেষ্টা করাই জীবের মঙ্গলের রাস্তায় যাওয়া। বৈষ্ণবের জীবন-প্রণালীটা বিচারপূর্ব্বক অনুসরণ করিলে এবং 'আমি অধম' এরূপ ধারণাবিশিষ্ট হইয়া দীনতার সহিত দর্শন করিলে, তবে প্রকৃত মঙ্গল হইবে। ভোগের চিন্তা বা ত্যাগের চিন্তা লইয়া হরিনাম করিলে ভজন বা হরিনাম হয় না। কোনরূপ জড়-বাসনা-চালিত হইয়া হরিনাম করিলে হরিনাম হইবে না। হরিভজনই সর্ব্বদা করিব—এইরূপ বিচারযুক্ত হইয়া নাম-পরায়ণের আনুগত্যে নাম করিলে তবে ভজন হয়। ফলৈষণা বা বিত্তৈষণা ইত্যাদি মায়ার বহুবিধ ছলনা বা শাস্তি। 'অনয়া মীয়তে ইতি—মায়া' আর 'অনয়া রাধিত—ইতি রাধা'। মায়ার দাস্য করিয়া জীব জড়কামনা-তাড়িত হয়; আর রাধাদাস্যে থাকিলে শুদ্ধভক্তি-লাভ হয়। কামে আমার নিজের ইন্দ্রিয়ের সুখান্বেষণ আছে, আর ভক্তিতে কৃষ্ণ-সুখান্বেষণ আছে। যে কার্য্যে নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি হয়, তাহা কাম। জড় ইন্দ্রিয়েরদ্বারা হরিনাম হয় না। এই জড় জিহ্বা দ্বারা হরিনাম হয় না—ইহা নিশ্চিত। যে কালে ব্রহ্মের আশ্রয় পুরটসুন্দর বিশ্বম্ভরকে দৃশ্যজাতীয় ভক্ত দেখিতে পান, তখন পরবিদ্যালাভ ফলে অপরা লৌকিকী বুদ্ধি-প্রসূতা পাপপুণ্য-ধারণা সম্যগ্-রূপে পরিত্যাগ করিয়া নির্ম্মলতা ও সমতা লাভ করেন।

হরিভজনকারীর সঙ্গপ্রভাবে দুঃসঙ্গরূপ দুর্ব্বাসনাগুলিকে প্রশান্ত-মহাসাগরের তীরে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। ভক্তসঙ্গে থাকিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবান্ ও তন্নিজজনকে চিনিতে পারেন। নবদ্বীপবাসী ও বিশ্ববাসী অনেকেই ভক্তরূপে অবস্থিত গৌরসুন্দরকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু শ্রীরূপপ্রভু মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুকে এইরূপ ভাবে বন্দনা করিয়াছিলেন—"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।" মহাপ্রভুর নাম—কৃষ্ণচৈতন্য, রূপ—গৌরবর্ণ (কান্তি), গুণ—মহাবদান্যতা এবং লীলা—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান। ইহা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বেরও ইঙ্গিত আছে। সম্বন্ধ—শ্রীগৌরকৃষ্ণ, অভিধেয়—নামসংকীর্ত্তন এবং প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম,—সমস্তই বর্ণিত আছে। মহাপ্রভু মহাবদান্য, তিনি কি দান করেন? তাঁহার মহাদান কিছু মানব জাতির জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। তিনি যে বস্তুটি দান করেন এবং যিনি তাহা গ্রহণ করেন, উভয়ের নিকটই এই জড়জগতের বা জড়ব্যতীত ব্রহ্মের মহিমাই নিতান্ত ফল্গু বা অকিঞ্চিৎকর। যথা—"হে মহাপ্রভো! আপনি আপনার অসংখ্য শ্রীনামাবলী

প্রকট করিয়া আমার পক্ষে নামভজনের কত সুবিধা করিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু হায়, আমি এত অসৎ ও দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত যে, আপনার এমন মহাদানও গ্রহণ করিতে আমার অনুরাগ হইতেছে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাদান গ্রহণ করিবার যোগ্যতা হইলে বিশ্ব ও বিশ্বাতীত ব্রহ্মজ্ঞানধিকারী বড়লোক হওয়া যাইবে, জড়ের ঘৃণ্য লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা পাওয়া যাইবে—এইরূপ নয়। অকিঞ্চন না হইলে তাহা গ্রহণ করা যায় না। মহাপ্রভুর দয়া কিরূপ, তাহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"যাঁহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব অল্পে অল্পে হরণ করিয়া থাকি।"

অচিদ্বিলাসে যাহাদের রুচি, তাহারা ভগবানের কথা বুঝিতে পারে না। হরিভজন না করিলে বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি ? হরিভজন না করিলে আমরা সংসারে খা'ব দা'ব থা'কব ও শেষকালে নরকে চ'লে যা'ব। অধিক সংগ্রহ বা সঞ্চয় করিবার চেষ্টা, ভক্তিবিরোধী চেষ্টা ও বিষয়োদ্যম ; অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ ভক্তিপোষক নিয়ম ব্যতীত অন্য নিয়মে আদর, ভক্তব্যতীত অন্য জনসঙ্গ এবং নানামতবাদীর সঙ্গে অস্থিরসিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য—এই ছয়টি দোষ হইতে ভক্তি বিনষ্ট হয়। (উপদেশামৃত)।

ভগবানের ইন্দ্রিয়তোষণ ছাড়িয়া নিজের ইন্দ্রিয়তোষণচেষ্টায় কেবল জড়সুখ ও নিরানন্দ-মাত্রই লাভ হয়। ভোগও মোক্ষের ইচ্ছা হইলে ভাগবান্‌কে বঞ্চনা করা হয় মাত্র, তৎফলে নিজেই বঞ্চিত হইয়া যায়। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। ভগবদ্ভক্তির উদয় না হইলে, হয় ভোগ, নতুবা ত্যাগ হয়। যাঁহারা ভুক্তি মুক্তি চান, তাঁহারা কোন প্রকারেই হরিকথা বুঝিতে পারেন না। লোকে সুখ চায়, কিন্তু পায় দুঃখ। ভোগবাসনা লইয়া মরিলে ভোগীর ঘরে জন্ম হইবে। অহো! কৃষ্ণভোগে জীবসকল কতই না বাধা দিতেছে ! বৈষ্ণব কৃষ্ণকে নৈবেদ্য অর্পণ করেন। অবৈষ্ণব কৃষ্ণের সামগ্রী কৃষ্ণকে না দিয়া নিজে খায়। সাধারণলোক কামনাপূরণের জন্য যে সকল বস্তু ঠাকুরের নামে প্রদান করিতেছে ; তাহা তাহারা আত্মসাৎ করিতেছে, চুরি করিতেছে।

ভগবান্ সেব্যবস্তু, তাঁহাকে কেহ ভোগ করিতে পারে না। ভোগবুদ্ধি করিতে গেলেই মায়ার ফাঁদে পড়িয়া জন্মজন্মান্তর কষ্ট পায়। শ্রীমতী বার্ষভানবী কেবল সেবাময়ী, তিনি কৃষ্ণের কেবল আরাধনা করেন বলিয়া শ্রীরাধা বলিয়া প্রসিদ্ধা। আর যিনি আমাদিগকে মাপাধর্ম্মে চালিত করেন অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় নিযুক্ত করেন তিনি মায়া বা বাধা। জড়বস্তু ও মায়াবদ্ধ জীবকে মাপা যায়, কিন্তু হরিগুরুবৈষ্ণবকে মাপা যায় না অর্থাৎ কুণ্ঠ বস্তু মাপা যায়, কিন্তু বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপা যায় না। অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ বস্তু স্বতঃপ্রকাশ। চোখ্ খোলা থাকিলে আলো পড়িবেই। সেবোন্মুখী দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে বৈকুণ্ঠবস্তুও দর্শনীয় হইবে। আমরা মাপাধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয় চালনা করিতেছি, নিজের ভোগের জন্য। যতই লাভ আমরা গ্রহণ করিতেছি, ততই কৃষ্ণকে বঞ্চনা করিতেছি। সহজিয়াদিগের দুর্গতির সীমা নাই। তাহারা মনে করে—'আমরা কৃষ্ণভক্তের সজ্জায় ভোগ ও ভক্তি দুইই করিলাম—আমাদের দুইকুলই বজায় রহিল ! কিন্তু কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিয়া যে নিজেরাই ঠকিতেছে, তাহা তাহাদের অপরাধাক্রান্ত মস্তিষ্কে প্রবেশ করে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিন্তাধারা জাগতিক চিন্তাস্রোতে বিপ্লব আনয়ন করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদিগকে একাদশটি পরমরত্নের সন্ধান প্রদান করিয়া প্রচুর কৃপা করেন। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনায় বলিয়াছেন—"নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্। রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-মাধবাশাং প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥" জাগতিক গুরুগণ আমাদিগকে মায়িক বস্তুর সন্ধান দান করে, স্বর্গ-মোক্ষের সন্ধান দিতে পারে, কিন্তু ভগবৎপ্রেষ্ঠ ব্যতীত ভগবানের সন্ধান কেহই দিতে পারেন না। পূর্ণতম গুরুপাদপদ্মের সন্ধান না পাইলে ছায়াস্বরূপ মায়িক-গুরুর সহিত সাক্ষাৎ হয়। ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম—ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবক, ভগবানের পরম প্রিয়পাত্র। ভগবান্‌ও তাঁহার সেবা করেন। ভগবানের কৃপা হইলে ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। ভক্তভাগবতের আনুগত্যে গ্রন্থভাগবত সেবনীয়।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রসিদ্ধ কৃপায় ভগবান্ কি বস্তু তাহা শ্রৌতপথে জানিতে পারি। অপ্রাকৃত শব্দের শ্রবণ ফলেই অপ্রাকৃত বস্তুর অনুসন্ধান স্পৃহার উদয় হয়। মানবের শ্রবণ করিবার জন্যই শব্দের আবির্ভাব হয়। আবার কর্ণের আবশ্যকতা শব্দ শ্রবণের জন্য। শব্দ না থাকিলে আমরা বর্ণমালার ব্যবহার করিতে পারি না। বিষয়ের অভাবে ইন্দ্রিয় চালনা করিতে পারি না। অমনোযোগীকে মনোযোগী করিবার জন্য, বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করিবার জন্যই—বিপথ গামীকে সুপথে চালিত করিবার জন্যই গুরুবর্গ অপ্রাকৃত শব্দের ব্যবহার ও অনুশীলন করেন। অপ্রাকৃত শব্দবিৎ শ্রীগুরুদেব বহির্ম্মুখ ও কৃষ্ণভজনে অমনোযোগী শিষ্যকে কর্ণে আঘাত প্রদান করিয়া আকর্ষণ করেন অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের জড় বিপ্লবাত্মিক বাণী শ্রবণ করিতে প্রথম প্রথম শিষ্যের বড়ই কষ্ট বোধ হয়, কিন্তু শিষ্যকে বেদ শ্রবণ করাইবার পুর্ব্বে আচার্য্যকে মানবকের কর্ণবেধ সংস্কার প্রদান করিতে হইবে। শিষ্যের প্রতি উহাই আচার্য্যের প্রথম কার্য্য। Attention is drawn by Pulling by the year. for mundane Objects we impart mundane words. কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ নাম প্রদান করেন। সেই বৈকুণ্ঠ নামই আমাদিগকে অপ্রাকৃতচিন্তার রাজ্যে লইয়া যায়। 'নাম' বা সংজ্ঞাটি বাচ্যবস্তুর বাচক। "নামশ্রেষ্ঠং" অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ Object হরিনামের কথা জানিতে হইবে। সকল ভগবন্নাম অপেক্ষা কৃষ্ণনাম শ্রেষ্ঠ। বক্তব্য বস্তুর impressionটী অধিকরূপে দিতে হইলে শ্রবণকারীর কর্ণ-বেধ সংস্কার করিতে হয়। কিছু শব্দ বা ইঙ্গিতের দিকে প্রথমেই কাণ প্রবাহিত হয়। চক্ষুর দৃষ্টিটী Vacant শব্দের সঙ্গে empirical Knowledge এর নিকট সম্বন্ধ আছে। Transendental knowledge সম্বন্ধেও তাহাই। Absolute atmosphere এ থাকিতে ইচ্ছা করিলে Absolute এর কথা শ্রবণ করা আবশ্যক। সকল প্রকার মঙ্গল লাভের মধ্যে বিষ্ণুর নাম শ্রবণ Primari thing. সর্ব্বক্ষণ Absolute এর শ্রবণ হওয়া দরকার। Infinites imal whole এর Survey হইলেই Absolute কে শ্রবণ করা হয়। "আমি দেখিতেছি, আমি আস্বাদন করিতেছি,"—এগুলি প্রাকৃত দর্শন। মায়িক দৃষ্টিতে যে দর্শন তাহা eclipsed বিষ্ণুদর্শন। মায়া হইল বিষ্ণুর eclipsing agent. যেখানে নিজের চেষ্টা শুরু হইয়া ভগবানের চেষ্টার উদয় হয়, সেখান হইতে জীবের সুবিধা হয়। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের কথা নিজের বুদ্ধির দ্বারা বুঝিতে চাহিয়াছিল। সুতরাং তাহার প্রাণিপাত পরিপ্রশ্ন সেবাবৃত্তি ব্যতীত প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রবণ হয় নাই। হিরণ্যকশিপুর অনুগত নাস্তিকগণ বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করিতে চায়, তাহারা বিষ্ণুকে নিজের ন্যায় প্রাকৃত ও অন্যদেবতার সহিত সমজ্ঞান করিতে থাকে। 'অর্চ্চ্যেবিষ্ণৌ।' ইত্যাদি পদ্মপুরাণবচন এবং "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥ (চৈঃ চঃ)। তাঁহাকে অধোক্ষজ বাসুদেবরূপে দর্শন না হইলে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণু ত্রিবিধ বলিয়া প্রতীত হয়। শ্রীবিষ্ণু সকল দেবতার নমস্য।

সাধনপ্রণালীর মধ্যে ধ্যান, ধারণা, প্রাণায়ামের কথা শুনা যায়। ধ্যান কার্য্যটি বিচারপুষ্ট অবস্থা। হিন্দী-ভাষায় একটি কথা পারমার্থিকগণের মধ্যে শ্রুত হয়—"শোচ্ না চাহিয়ে" অর্থাৎ চিজ্জগতের বিষয়ে ধারণা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। শ্রৌতবাণী গ্রহণের যোগ্যতা আবশ্যক, ইহাকে 'ধারণা' বলা যায়। প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণবায়ু সংযমন ও প্রসারণ করা। ইহা যোগমার্গে হয়। আমাদের নাসিকা বায়ু পঞ্চ মহাভূতের অন্তর্গত; উহা বায়ুর all-pervasive অবস্থা পায় না। বিষ্ণুই জীবের মূখ্য প্রাণ বায়ুর অধিদেবতা। মানব ব্যতীত জলচর প্রাণীদেরও প্রাণবায়ুর দরকার। প্রাণধারণের জন্য শুধু নাসিকা দ্বারা বায়ু গ্রহণই পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদের জীবনধারণের জন্য বায়ু ব্যতীতও অন্যান্য Gross materials এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিষ্ণুর ইচ্ছা ও কৃপাতেই যে আমাদের জীবন ধারণ হইতেছে, ইহা বলাই বাহুল্য।

'নামশ্রেষ্ঠং'—বিষ্ণু নামের সহিত অন্য নামের তুলনা করা নামাপরাধ। চিজ্জগতের ব্যাপারে এই জড়জগতের মূর্খতা আবাহন করিতে হইবে না। "যত মত তত পথ" বা সকল প্রকার যাত্রারই সমান ফল হইতে পারে না। বৈকুণ্ঠ-শব্দ হইতে বৈকুণ্ঠ শব্দী ভগবানের ভেদ নাই। বেদশাস্ত্র অদ্বয় জ্ঞানের কথা বলিবার জন্যই তত্ত্ববস্তুকে "একমেবা-

দ্বিতীয়ম্ বলিয়াছেন। আচার্য্যই বৈকুণ্ঠ নাম প্রদান করেন ও করিতে পারেন। তিনি ভগবানেরই অভিন্ন-সেবক-বিগ্রহ। তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞানে অবজ্ঞা করিলে মহাপরাধ হয়। বৈকুণ্ঠনাম দৃশ্যজগতের ক্ষুদ্রতার মধ্যে আবদ্ধ নহে। মায়িক বা জাগতিক গুরুব্রুবের দল নামকে All pervading-রূপে প্রকাশ হইতে বাধা প্রদান করিতেছে। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠসদ্‌গুরুই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগীর অথবা জাগতিক অধ্যাপকের নিকট গমন করিলে মায়ার কথা শ্রবণ করিতে হইবে। ইহারা বিষ্ণুর নিত্যাস্তিত্ব ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব স্বীকার করেন না। ইহারা ভগবদবতার ও আচার্য্যদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া থাকেন।

দীক্ষাপ্রাপ্ত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণেরই বিষ্ণুসেবায় অধিকার আছে। অদীক্ষিত স্ত্রীও শূদ্রগণের বিষ্ণুপূজায় অধিকার নাই। মানুষ রজস্তমোগুণতাড়িত হইলে 'বিষ্ণুভক্তি ছাড়া অন্য কথা বা উপায় আছে এবং বিষ্ণুভক্ত ছাড়াও ভাল লোক আছে'—এরূপ বিচার করে। ইহারা ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া যায়। যাহাদের non-devotional attitude আছে, তাহারা নামের শ্রেষ্ঠতা বুঝিতে পারে না। শব্দ যদি প্রাকৃত বা ক্ষুদ্র হইল, তাহা হইলে উহা মায়াশক্তির অন্তর্গত হইয়া পড়িল। এজন্যই নামকে শব্দব্রহ্ম বলা হয়। বস্তুকে measure করা মায়ার কার্য্য। চিচ্ছক্তি হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী শক্তি।

'নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি' কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণমন্ত্র যাহা শ্রীগুরুদেব অনুগত শিষ্যকে প্রদান করেন, তাহার আলোচনা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমার দর্শন হয়। যে কাল পর্য্যন্ত গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত হরিনামের কথা ও মহিমা বুঝা যাইবে না। 'একমাত্র কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠ'—ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রেষ্ঠ দান। শ্রীচৈতন্যদেবকে মানুষরূপে মনে করিলে অনন্তকালেও মঙ্গল হইবে না। "শচীপুত্রমত্র স্বরূপং রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্"। শ্রীগুরুকৃপাতেই এ সকল পাওয়া যায়। মথুরা শুদ্ধ-কৃষ্ণ-জ্ঞান-ভূমিকা, তথায় জাগতিক abstract ও Concrete এর idea পৌঁছিতে পারে না।

কৃষ্ণ-মন্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জগতে সাপের মন্ত্র, বাঘেরমন্ত্র প্রভৃতি অনেক প্রকার প্রাকৃত মন্ত্রেরও কার্য্যকারিতা আছে। কিন্তু অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-মন্ত্রে সিদ্ধি হইলে সর্ব্বপ্রকার মনোধর্ম্ম থামিয়া যায়। তৎকালেই শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর কথা অর্থাৎ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বুঝিতে পারা যায়। তৎকালেই শ্রীল সনাতন গোস্বামীর Theologyর মধুরতাও উপলব্ধি হয়। গোষ্ঠবাটী ও মথুরার আশে পাশে সকল স্থানই কৃষ্ণের বিহার-ক্ষেত্র। শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যকুঞ্জ আছে, সেস্থানে তিনি সেবা-প্রভাবে কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিয়াছেন; সেস্থান হইতে কৃষ্ণ একমুহূর্ত্তও অন্যত্র যাইতে পারেন না। গুরুপাদপদ্মে ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে গোষ্ঠ নাই। গো+স্থ=গোষ্ঠ' অর্থাৎ যেস্থানে কৃষ্ণের গো-সকল বিচরণ ও অবস্থান করেন। কৃষ্ণের গোসকল কি রকম, তাহা সেখানে গেলে দেখা যায়। শান্তরস-রসিক শুদ্ধ কৃষ্ণজ্ঞান-নিষ্ঠ জ্ঞানিভক্তগণ কৃষ্ণের গোসমূহ হইয়াছেন। "রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো-রাধিকামাধবাশাং॥ শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলেই গিরিবর-গোবর্দ্ধনকে পাওয়া যায়। ব্রজবাসীভক্তগণের আনন্দবিধানের জন্যই কৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলা। কৃষ্ণই অপর মূর্ত্তিতে গোবর্দ্ধন। মনোধর্ম্মযুক্ত হইলে গোবর্দ্ধনকে প্রস্তররাশিরূপে দর্শন হয়।

শ্রীমতী বার্ষভানবী যে স্থানে ক্রীড়া করেন, তাহা জড়জগতের কাদা মাটীর তৈয়ারী জিনিষ নয়, উহা দিব্য চিন্তা-মণিময়। "রাধিকামাধবাশাং" অর্থাৎ শ্রীশ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গসেবালাভের আশা যাঁহার কৃপায় পাওয়া যায়, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে বধ করিয়া রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়াছিলেন। অরিষ্টাসুর অর্থাৎ যাহাকে 'ধর্ম্মের ষাঁড়' অথবা ethical Principle বা 'মাপাধর্ম্মের প্রতীক' বলা যায়, উহাকে বধ করিয়াছিলেন কৃষ্ণ। ঐ অসুরটি শ্রীরাধারাণীকে সামান্য গোপিকাজ্ঞানে আক্রমণ করিয়া কৃষ্ণসেবায় বাধা উৎপাদন করিয়াছিল। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় আমাদের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল নষ্ট হইয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গলের উদয় করায়। মাপাধর্ম্ম বা জড়নীতি

দ্বারা কৃষ্ণকে কখনও জানা যায় না। তাঁহাকে জানিতে পারা যায় একমাত্র কেবলাভক্তির দ্বারা। একমাত্র কৃষ্ণ-কথাই মূল্যবান। গোলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিতে হইলে কৃষ্ণকথাই সম্বল। কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কোন কথার কাণাকড়িও মূল্য নাই। জগতে কৃষ্ণকথার বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক। কৃষ্ণের অবতার সমূহের কথার আলোচনা-ফলে জীবের সর্ব্বপ্রকার মূর্খতা দূরীভূত হইলে জীব বিরজা-ব্রহ্মলোকের কেবল-নির্ব্বিশেষত্ব অতিক্রম করিয়া ক্ষীরসাগরের তীরে ব্যষ্টি-অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার পায়। আমরা বর্ত্তমানে কৃষ্ণের কথা ও কৃষ্ণধামের কথা পরিত্যাগ করিয়া হাড়মাংসের থলি এই দেহের চিন্তায় দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছি। আমাদিগের জড়বস্তুর সহিত পরিচয় হইতেছে। আত্মা বা soul এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হইতেছে না। বৈকুণ্ঠ-অনুভূতি না হওয়ায় জগদ্বাসী পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতেছে। পরম সত্যবস্তুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। উহা কাহারও আক্রমণযোগ্য নহে। যদি নিজকে জাগতিক বহুধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির তন্ত্রতম মনে করি, তাহা হইলে জাগতিক কথা লইয়া পরস্পর বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা মূলে জীবন বৃথা অতিবাহিত হয়।

কৃষ্ণের যাবতীয় লীলা যোগমায়া বা চিচ্ছক্তির দ্বারাই সংঘটিত হয়। আর জাগতিক অভ্যুদয় ও জড়বিলাস ভোগমায়া বা মহামায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। যোগমায়াপুরপীঠ বা যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর ও বৃন্দাবন শ্রীযোগপীঠের অভিন্ন। শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠে রত্নমন্দিরে রত্নসিংহাসনে শ্রীগোবিন্দদেব প্রিয় সখীগণকর্ত্তৃক সেবিত হন। শ্রীমতী বার্ষভানবীর অমলদাস্যে নিযুক্ত হইতে পারিলেই জড়জগতের চিন্তাস্রোতঃ চিরতরে সমূলে বিনষ্ট হয়। অরিষ্টাসুরের বিনাশ না হইলে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাসুখ লাভ হয় না। হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি-ক্রোধের ব্যবহার না করিলে হরিভজন হয় না।

অধোক্ষজ-তত্ত্ব শ্রবণৈকবেদ্য—ইহ জগতের যে সকল কথা আমরা সচরাচর শুনতে পাই, তাহা শুনবার পর অপর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা 'সত্য' কিনা, বিচার ক'রতে পারি। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে যে শব্দ শ্রবণ করা যায়, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সকল কথা বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। বিষয়টী ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অতীত ব'লে সেরূপ চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। বৈকুণ্ঠবস্তুকে কুণ্ঠধর্ম্মে আবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টা বৃথা। তর্কপথ অবলম্বন ক'রে সে বিষয়ে কোনও সন্ধান ক'রতে পারা যায় না। তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত যে সকল কথা শ্রীগুরুদেবের মুখ হ'তে কাণ দিয়ে শুনা যায়, সে-সকল কথা 'প্রণিপাত', 'পরিপ্রশ্ন' ও 'সেবা'-দ্বারা জেনে নিতে হ'বে। **"প্রণিপাত"** মানে শ্রবণ-বিষয়ে কোনও প্রকারে অমনোযোগী না হওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ ভাবে কাণ দিয়ে শুনা। পূর্ব্বে যে বিষয় আমার ইন্দ্রিয়দ্বারা বোধগম্য ছিল না, সে বিষয়টী কর্ণ-ইন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে গ্রহণ ক'রতে পারি না। প্রাণিপাত ব্যতীত অন্য উপায়ে জান্‌বার উপায় নাই। **"পরিপ্রশ্ন"**—যে শব্দ আমার গুরুপাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে, এমন শব্দ দ্বারা যে আমার বিজ্ঞাপ্যবিষয়, তাহাই—'পরিপ্রশ্ন'। যখন আমি প্রশ্ন করি, তখন আমার এরূপ অন্তর্নিহিত দুর্ব্বুদ্ধি থাকা উচিত নয় যে, আমি আমার প্রশ্নের উত্তর শুনতে প্রস্তুত হ'ব না। সন্দেহবাদী হ'য়ে যে প্রশ্নের চেষ্টা, তাহা 'পরিপ্রশ্ন' নয়। যাবতীয় বস্তুর মীমাংসকসূত্রে আমার যে অহঙ্কার, সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে কেবল যে প্রশ্নের ছলনা, তাহাও 'পরিপ্রশ্ন' নয়। আর কেবল শ্রবণকার্য্যটীই অবলম্বন করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে যদি প্রশ্ন করি, তা' হলেও তাহাকে (আমার প্রশ্নের প্রাপ্তসিদ্ধান্ত) আপত্তিজনক জ্ঞানে আমার হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ যে প্রশ্নের সঞ্চার করা'বে, সেটীও 'পরিপ্রশ্ন' নয়। পরজগৎ সম্বন্ধে যে সকল কথা সাধারণ তার্কিক সম্প্রদায় বলেন, সেই সকল অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-চালিত বাগ্‌বৈখরী শব্দাড়ম্বর মাত্র। শব্দবৃত্তি ত্রিবিধ — (১) রূঢ়ি (২) যৌগিকী ও (৩) যোগরূঢ়ি। রূঢ়িবৃত্তি স্বতঃ প্রকাশিত, যেমন উচ্চকণ্ঠে ভর্ৎসনামুখে প্রযুক্ত শব্দের বৃত্তি; তাহা গরুতেও বোঝে, মানুষেও বোঝে, ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও বোঝে। নিরুক্ত-শাস্ত্রে যেরূপ

বলা হইয়াছে, তাহাই যৌগিকী বৃত্তির নির্দ্দেশক। রূঢ়ি ও যৌগকী-বৃত্তি যেখানে সংশ্লিষ্ট, সেখানে যোগরূঢ়িবৃত্তির কার্য্য। আমার অজ্ঞতা যে স্বতঃপ্রকাশিকা শব্দবৃত্তিতে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, সেইস্থানে আমি অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিদ্বারা পরিচালিত। আবার আত্মার স্বতঃপ্রকাশিত অনুভূতি বা বিদ্বদনুভব যে স্থানে শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ প্রকাশিত করিতেছে, সে স্থানে বিদ্বদরূঢ়ির কার্য্য। রূঢ়ির দৃষ্টান্ত—একটি সন্তান প্রসূত হ'লে আপনা থেকে জান্‌তে পারে, আমি খা'ব কি ? কোন যৌগিক উপায় দ্বারা শিখিয়ে দিতে হয় না।

শব্দ ও শব্দী—ইহ জগতে শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট যে বস্তু, সেই বস্তুর সহিত শব্দের ভেদ আছে, অর্থাৎ শব্দের সহিত শব্দিত বস্তুর মধ্যে ব্যবধান আছে। যেমন, 'ঝাউগাছ'—এই শব্দটী বলিবামাত্র ওষ্ঠ স্পন্দিত হ'য়ে সেই শব্দটী ভূতাকাশে প্রতিধ্বনিত এবং তৎপরে কর্ণে প্রবিষ্ট হইল ; কিন্তু শব্দটী বাস্তব দ্যোতক মাত্র। "কখন পরিপ্রশ্নের উদয় হয় ?" বেদান্তবিস্তৃত 'পরতত্ত্ব'—জ্ঞেয়বস্তুকে জানেন, প্রাকৃত-রসনা না থাকিলেও তিনি কীর্ত্তন করিতে পারেন, প্রাকৃত চক্ষু না থাকিলেও তিনি নিখিল বস্তু দর্শন করেন। আমাদের জ্ঞান তাঁহাকে 'জ্ঞেয়'-বস্তুরূপে জেনে নিতে পারে না। আমাদের কর্ণ তাঁহার কথা শ্রবণ ক'রতে পারে না। যখন এই সকল কথা গুরুপাদপদ্ম হ'তে শুন্‌তে পাই, তখনই পরিপ্রশ্নের উদয় হয়। যে বস্তুতে অজ্ঞরূঢ়ির কার্য্য নাই, এমন বিষয় যখন ভগবান্, তখন সাধারণ শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তুর সহিত ভগবদ্‌বস্তু নিশ্চয় পার্থক্যলাভ ক'রেছে। এখানে নিরুক্তি-বিচার-নিপুণ বল্লেন, যাহা শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতীত অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা জানা গেল না, তাহা কেবল 'শব্দ' মাত্র। কারণ জগতের আভিধানিক শব্দ দ্বারা যে ভাব বা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়, সেই ভাব বা বস্তু দ্বারা শব্দ সমন্বিত হইয়া থাকে। এখানে এইরূপ বিচারের সহিত পার্থক্য আছে—এখানে শব্দই বস্তু। শব্দটী যদি ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎ হয়—খণ্ডিত না হয়, তা' হ'লে শব্দ ও শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুর মধ্যে ভেদ নাই। ইহ জগতের শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট বা সংজ্ঞিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে।

যে শব্দ কৃষ্ণ ব্রহ্মার হৃদ্দেশে প্রতিধ্বনিত ক'রেছিলেন এবং যে শব্দ শ্রবণ ক'রে, সেই শব্দের অনুকীর্ত্তন বা গানের দ্বারা ত্রাণলাভ করা যায়, সেই শব্দটীই আমি গুরু-মুখ হ'তে শ্রবণ ক'রেছি। সেই শ্রবণটীর বিষয় পরিপ্রশ্ন মাত্র ক'র্‌তে হ'বে। তদ্বিষয়ে আর কিছু অধিক ক'র্‌বার সামর্থ্য নাই। প্রণিপাত-ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে সেই শ্রুতবিষয়ে অভিজ্ঞান লাভ হয় না। শ্রবণ অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তি ব্যতীত সেই বস্তুর অভিজ্ঞান কোন দিনই হ'তে পারে না। প্রণিপাত-দ্বারাই শ্রবণাধিকার লাভ হয়—শ্রদ্ধাবৃত্তি-দ্বারাই শ্রবণে অধিকার। তর্কের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তু অপসারিত ক'র্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি তখনই আমাদের হয়, যখন আমরা মনে করি, তর্কের দ্বারা আমরা বস্তুর অধিষ্ঠানকে, নাড়াচাড়া ক'র্‌তে পা'র্‌বো। গুণজাত খণ্ডিত বস্তুতে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'লেও নির্গুণ অদ্বয়তত্ত্বে এরূপ বিচার প্রযুক্ত হ'তে পারে না। শ্রবণ করা ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান-বস্তু সম্বন্ধে অন্য কোন প্রকার চেষ্টা ক'র্‌তে হ'বে না। অদ্বয়জ্ঞানবস্তু যখন স্বয়ং এসে যাবেন, তখনই অদ্বয়জ্ঞানের সেবা ক'র্‌তে হ'বে। কেবল আমার পরিপ্রশ্ন কর্‌বার অধিকার মাত্র আছে,—"কি ক'রে অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয়"।

যেখানে সত্ত্বের সহিত রজস্তমোগুণের পার্থক্য স্থাপিত হ'য়েছে, সেইখানেই অদ্বয়জ্ঞানের অভাব। অদ্বয়জ্ঞান 'তত্ত্ববস্তু' শব্দে কথিত হয় ; সেখানে ভেদজ্ঞান ক'র্‌তে হ'বে না—সেখানে তাঁহাকে পুতুল মনে ক'র্‌তে হ'বে না। অবশ্য শব্দ এবং শব্দিত বস্তু যেখানে অভিন্ন, সেই শব্দের কথাই হ'চ্ছে। ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যোগ্যতা অর্জ্জন করি, তাহা নানাপ্রকার তর্কের দ্বারা প্রতিহত। অতর্ক্য অদ্বয়জ্ঞানকে তর্কদ্বারা প্রতিহত করার আবশ্যক হয় না। মনোধর্ম্মোত্থ বিচার সঙ্কল্প ও বিকল্পধর্ম্মযুক্ত। ইহাতে দুইটী পক্ষ আছে। কিন্তু সত্য-সঙ্কল্প অদ্বয়জ্ঞানে দ্বিতীয়বস্তুই (বিকল্প) না থাকায় তর্করূপ সঙ্কল্প-বিকল্প নামক দ্বিতীয় বস্তুর কোন অধিষ্ঠানই নাই। যে বস্তু অতর্ক্য বস্তু, যেখানে তর্কের সম্ভাবনা নাই, সে বস্তু সম্বন্ধে বা সেখানে 'গ্রহণ ক'র্‌বো, কি না ক'র্‌বো —এইরূপ সঙ্কল্প-বিকল্প না ক'রে তত্ত্ববস্তুর সেবা করাই আবশ্যক—পূজ্যবস্তুকে পূজা করাই কর্ত্তব্য। অদ্বয়জ্ঞানে

বৈকুণ্ঠ শব্দগুলি তর্কদ্বারা বিচারযোগ্য নহে। শ্রুতি বলেন, 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" অবিক্ষেপের সহিত সাতত্যই 'নিষ্ঠা'। যাঁহার বৃহদ্বস্তুতে এইরূপ সাতত্য হইয়াছে, তিনিই 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'। ব্রহ্মনিষ্ঠ বস্তুকে তর্কান্তর্গত করা যায় না। যিনি শ্রৌতপন্থায় পারঙ্গত, তিনিই 'শ্রোত্রীয়'। শ্রোত্রীয় পুরুষের আত্মবৃত্তিতে নিত্য সেবন-ধর্ম্ম সমুদিত থাকায়, তিনি তর্কের সেবা করেন না। কিন্তু তিনি যে দুর্ব্বিচারক বা অবিচারক, তাহাও নহে। তিনি বলেন, অতর্ক্য বা বিচারাতীত বস্তু তর্ক্য বা বিচারাধীন নহে। 'বৈকুণ্ঠ' মায়িক বস্তুর ন্যায় ভোগ্যবস্তু নহে। যাঁহার নিকট হ'তে আমরা শ্রৌতপথে শিক্ষা ক'র্‌বো তিনি কে? শ্রুতি বলেন, তিনি 'সৎ'—তিনি স্বরূপে অবস্থিত।

শ্রৌতবাক্য শুন্‌বার পর আমাদের যাবতীয় মেপে নেওয়ার ধর্ম্ম থেমে যায়। শ্রুতির বাণী সেবা ক'র্‌বার পর যাবতীয় শ্রুতিবিরোধী অনুমান-প্রত্যক্ষ থেমে যায়। গুরুপাদপদ্ম হইতে যে শব্দব্রহ্ম আমাদের শ্রুতিগোচর হয়, যদি অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিদ্বারা তাহা গ্রহণ করি, তাহা হইলে শব্দব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্তুতে খণ্ডত্ব আরোপ করিবার দরুণ শব্দ এবং শব্দিত বস্তুতে ভেদধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইবে। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান বস্তুতে কোন প্রকার ভেদ নাই; কেন না, তাহা বৃহদ্বস্তু। 'বৈকুণ্ঠ' শব্দের সহিত শব্দ-শক্তি রূঢ়ির কোন ভেদ নাই। অজ্ঞ বা বিপরীত রূঢ়িতে অজ্ঞতা বা বিপরীত ধর্ম্ম যেমন সংশ্লিষ্ট, বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতেও বিদ্বত্তত্ত্ব তেমনিই অবিভাজ্যরূপে সংশ্লিষ্ট। এই জগতে শ্রৌতপথের দ্বারা বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিতে পরিদর্শিতা লাভ হ'তে পারে।

নামই—নামী; নামীর রূপ, গুণ, লীলাবৈচিত্র্যে ভেদবুদ্ধিই অদ্বয়জ্ঞানের বিরুদ্ধ বুদ্ধি। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন, 'শ্রীমূর্ত্তিকে অপর জড় বস্তু বা ভোগের বস্তুর সমান বস্তু মনে ক'র্‌তে নাই।' মন্ত্রার্থ-জ্ঞানের অভাবে—অদ্বয় জ্ঞানাভাবে অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে পার্থক্য বুদ্ধি উদিত হয়। অর্চ্চা ও অর্চ্চ্যে যেখানে অদ্বয় জ্ঞান, সেখানেও রূপ ভেদ-জ্ঞান নাই। শ্রীগুরুদেব ভগবানের সহিত ভক্তিযোগের দ্বারা সম্বন্ধ করিয়া দেন—সেবা ক'র্‌বার ভার দিয়ে দেন। শ্রীগুরুদেব যোগ্যকে মন্ত্রের অর্থ বলেন, অযোগ্যকে বলেন না। শ্রীগুরুদেব সংস্কার দেবার পর মন্ত্রের অর্থ বল্‌বেন। আচার্য্য গুরু স্বয়ং পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রপ্রদান করায় সেই মন্ত্র-প্রভাবে শিষ্যের পুনর্জ্জন্ম হয়। বিনীত শিষ্য পুত্রদিগকে বৈদিক দশ, ষোড়শ, চত্বারিংশৎ বা অষ্টচত্বারিংশৎ সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া আচার্য্য শিষ্যদিগকে ব্রহ্মচারী করাইয়া মন্ত্রের অর্থ শিক্ষা দিবেন। ইহাই দীক্ষাবিধি।

পৌত্তলিকতা বড় খারাপ জিনিষ। কাঠের সিংহ চুপ ক'রে ব'সে থাকে। কাঠের ঠাকুর, মাটীর ঠাকুর পুতুল-যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উদিত হচ্ছে না। প্রাকৃত-সহজিয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে পুতুল পূজার ব্যবস্থা আছে। এই জন্য কেহ কেহ ব'লে থাকেন, বৈষ্ণবগণ বৌদ্ধ সহজিয়ার একটী শাখা বিশেষ। 'বৈষ্ণব' বল্‌তে গিয়ে তাঁ'রা প্রাকৃত-সহজিয়াকেই আলোচনা বা বৈষ্ণবের আদর্শ-জ্ঞান ক'রেছেন, প্রাকৃত-সহজিয়া-বাদকেই 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' মনে করেছেন। কতকগুলি লোকের বিচার, প্রাকৃতবস্তুসমূহে দেবজ্ঞান সংহিতাংশে বর্ণিত আছে। আর্য্যগণ নিজেদের দরিদ্রতা অনুভব ক'রে প্রাকৃত বস্তু যথা নাসিক্য বায়ু প্রভৃতি সৃষ্ট বস্তুতে দেবত্ব বা ঐশ্বর্য্য আরোপ ক'রে "অগ্নিমীলে" প্রভৃতি মন্ত্র দ্বারা আরোপিত প্রাকৃত বস্তুর আরাধনা ক'রেছেন। পরন্তু শ্রুতি-মৌলি উপনিষদে 'ব্রহ্মবস্তু'-বিচারে এরূপ পৌত্তলিকতা স্বীকৃত হয় নাই।

ঔপনিষদ-বিচার বৌদ্ধ বিচার দ্বারা বিধ্বংসিত হ'য়েছে। বর্ত্তমান তথা-কথিত পঞ্চোপাসক হিন্দুদিগের প্রতিমা-পূজা—পুতুল-পূজা বা পৌত্তলিকতা। বৈষ্ণবেরা কখনও ঐরূপ প্রতিমা-পূজা করেন না, তাঁহারা সাক্ষাদ্বস্তুর পূজা ব্যতীত কখনও অন্যবস্তুর পূজা করেন না। পৌত্তলিকগণ—অধঃ পতিত, তা'দের অর্চ্চ্যে শিলাধী। শালগ্রাম—গণ্ডকী শিলা, গুরুদেব—মনুষ্যের সহিত সমান বা মনুষ্যজাতি প্রভৃতি বিচার পৌত্তলিক নারকীদের বিচার। বৈষ্ণবগণ সেই প্রকার পৌত্তলিক নহেন; তাঁহারা অর্চ্চ্য বস্তুতে শিলাবুদ্ধি করেন না—ভূতশুদ্ধি না ক'রে পূজা

করেন না—যে ইন্দ্রিয়-দ্বারা বাহ্য রূপ-রসাদি গ্রহণ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয়-দ্বারা তাঁ'রা পূজা করেন না। যে কোন দেবতাই আসুন না কেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের অন্তর্য্যামিসূত্রে বিষ্ণু পরতত্ত্ব ভগবান্‌কেই দর্শন করেন, যেমন আকাশে সূর্য্যের উদয়, সূর্য্যের অন্তর্ভূক্ত সূর্য্যদেবতা, তদন্তবর্ত্তী বলদেব প্রভুর হৃদ্দেশে মহালক্ষ্মী, মহালক্ষ্মীর হৃদ্দেশে চিল্লীলা-মিথুন রাধাগোবিন্দ। রাধাগোবিন্দের বশ্যতত্ত্ব বলদেব প্রভু আমার। আমরা দেবতার মূর্ত্তি দর্শন করি, দেবতা দর্শন করি কিন্তু তদন্তর্ভূক্ত বলদেব-কৃষ্ণ দর্শন করি না। অণু-পরমাণুতে এইরূপ পঞ্চতত্ত্ব আছেন। ভূত-শুদ্ধি হয় না ব'লে আমাদের পঞ্চতত্ত্ব দর্শন হয় না। আমাদের যদি এই বিচারের অভাব হয়, তবে পুতুল-পূজা হ'য়ে যা'বে।

সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীচৈতন্য সচ্চিদানন্দ বস্তু। শ্রৌতপথ গ্রহণ ক'র্‌বার বিধি পরিত্যাগ ক'রে যদি আমরা অন্য পথ গ্রহণ করি, তবে পৌত্তলিক, প্রাকৃতসহজিয়া, অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তির যাজক, বিবর্ত্তবাদী হ'য়ে যাব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র শ্রীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাদ্‌ব্রজেন্দ্রনন্দন দর্শন কর্‌বার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন। 'নিম্বকাষ্ঠ বা তদভ্যন্তরে ভগবান্ আছেন'—পৌত্তলিকের এইরূপ শ্রীবিগ্রহে দেহদেহীভেদ-বিচার তিনি প্রদর্শন করেন নাই। তিনি অন্যত্র ব'লেছেন,—"প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন"।

অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিদ্বারা চালিত হ'য়ে যে ভাব হৃদ্দেশে উদিত হয়, তদ্দ্বারা, সত্যের অপলাপ হ'য়ে থাকে। খামের অভ্যন্তরস্থ চিঠির বিষয়ে উদ্‌গ্রীব হ'লে বাহিরের খামখানা দেখ্‌বার অবসর হয় না। বৃক্ষের শাখার পার্শ্বে চন্দ্র আছে ব'লে চন্দ্র দর্শন হ'লে আর শাখার প্রতি দৃষ্টি কর্‌বার আবশ্যক হয় না; চন্দ্রই দেখ্‌তে থাকি। বাহ্য জগতের বিচার-প্রণালীদ্বারা অন্তর্য্যামীর সেবা হয় না। একমাত্র শ্রৌত-পথের দ্বারা সেবা হ'য়ে থাকে। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ। ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্রের যাবতীয় স্মৃতির কথা যা'তে উদিত হয়, সেইরূপ নামের দ্বারা ভগবান্‌কে আহ্বান, সেইরূপ মন্ত্রদ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করি—কোন প্রকার বৌদ্ধপন্থা দ্বারা পরিচালিত হই না। সুতরাং যা'তে নরকপ্রাপিকা বুদ্ধি হ'তে ছুটী হয়, তা' হতে সর্ব্বদা আমাদিগকে সাবধান হ'তে হ'বে।

ভগবান্ পৌত্তলিকের সজ্জা হ'তে দূরে থাকেন, তিনি বৈদিকের চিদ্দর্শনে অতি সম্মুখ। বৈষ্ণবধর্ম্মই একমাত্র বৈদিক ধর্ম্ম। বেদের কথা বৈষ্ণব ছাড়া আর কেহ বুঝ্‌তে পারেন না। মুক্তকুল ভগবানের উপাসনা করেন কীর্ত্তন-পদ্ধতিতে—মন্ত্রাদিতে, যাহা শব্দাত্মক, যাহা জড়াতীত বস্তুর বাচক—তা'তে শব্দ ও শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয়ে ভেদ নাই। 'আদৌ শ্রদ্ধা' প্রভৃতি পথক্রম অবলম্বন ক'র্‌লে আমাদের হৃদয়ে ভগবৎপ্রীতির উদয় হয়। প্রেমাঞ্জন-দ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদি-পুরুষ ভগবান্‌কে আমি ভজনা করি।

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন—নিরন্তর হরিনাম ক'র্‌বার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শিক্ষা দিয়েছেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন,—নিখিল-শ্রুতি-মৌলি-রত্নমালাদ্যুতিনীরাজিত-পাদ-পঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥ সেই রূপানুগ চৈতন্যশিক্ষা আচরণ ক'র্‌তে হ'বে, চব্বিশ ঘণ্টা হরিনাম ক'র্‌তে হ'বে। ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষবাঞ্ছার কপটতা থাকাকালে হরিনাম কর্‌বার যে অভিনয়, তা' শুদ্ধ হরিনামকীর্ত্তন নয়। নামকীর্ত্তনের সহিতই লীলাকীর্ত্তন সম্ভব। শ্রীরূপ একাদশটি শ্লোক রচনা ক'রেছেন এবং শ্রীনামাষ্টক লিখেছেন। সেই নামাষ্টকের প্রথম শ্লোক—"নিখিল-শ্রুতিমৌলি" ইত্যাদি।

"প্রথমং নাম্নঃ শ্রবণমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থমপেক্ষ্যম্। শুদ্ধেচান্তঃকরণে রূপশ্রবণেন তদুদয়যোগ্যতা ভবতি। সম্যগুদিতে চ রূপে গুণানাং স্ফুরণং সম্পদ্যেতে। সম্পন্নে চ গুণানাং স্ফুরণে পরিকরবৈশিষ্টেন তদ্বৈশিষ্ট্যং সম্পদ্যতে। ততস্তেষু নাম-রূপ-গুণ-পরিকরেষু সম্যক্‌স্ফুরিতেষু লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি।"—এই বিচারটি ছেড়ে দিতে হ'বে না।

মূলে গলদ থাক্‌লে কিছুই হ'বে না। শ্রীরূপানুগ নামগ্রহণ-পদ্ধতি-ছেড়ে দিলে নামের ফল কৃষ্ণপ্রেমা লাভ হ'বে না। আমরা রূপানুগ-ধারায় কীর্ত্তন করিব। যাঁ'রা অন্তরূপ লীলা কীর্ত্তন করেন, আমাদের পদ্ধতি তাঁ'দের থেকে পার্থক্য স্থাপন ক'রেছে। উপরোক্ত ক্রমপদ্ধতি বিচার আলোচনা না ক'রে কৃত্রিম ভাবে ভজনের চেষ্টায় ভজনে অগ্রসর হওয়া যায় না, বরং ভজনে বিঘ্ন ঘ'টে থাকে।

শ্রীরাধাকুণ্ডে মাধ্যাহ্নিক অভিধেয়ের বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রীরূপরঘুনাথের অনুগ কবিরাজগোস্বামী প্রভু গোবিন্দলীলামৃতগ্রন্থে সেই ভজনপ্রণালী বিচার ক'রেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থও শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট আলোচনা ক'রলে সেই ভজন কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের 'প্রার্থনা' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়' শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের 'ভজনরহস্যে' 'রূপানুগভজনদর্পনে' এ সকল কথা বিশেষভাবে আলোচিত হ'য়েছে। শুদ্ধ হরিনামের সহিত এ সকল কথা আলোচিত হইলেই আমাদের মঙ্গল হ'বে। "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম॥ (ভাঃ ১০।৩৩।৩০)।

কারুণ্যামৃতবীচীভিস্তারুণ্যামৃত ধারয়া। লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্। (প্রেমাম্ভোজ-মরন্দ-স্তবরাজ)--প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীল রঘুনাথপ্রভু যে সকল বিচার ক'রেছেন, শ্রীল রায়রামানন্দপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য অষ্টম পরিচ্ছেদে যে সকল বিচার ক'রেছেন,তাহা আলোচ্য বিষয় হউক। মুক্তপুরুষদিগের কৃত্য অনুসরণের উদ্দেশ্যে আলোচনা ক'র্‌তে আপত্তি নাই। কিন্তু অনুসরণ কর্‌বার নাম ক'রে আনুকরণিক হ'য়ে প'ড়লে, অনুসরনীয় আদর্শে ভোগ্যবিচার উপস্থিত হ'লে ভগবদ্ভজন হ'তে চিরতরে পতিত হ'তে হ'বে। বদ্ধকুলের সঙ্গে হরিনাম হয় না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় সদ্‌গুরুপাদপদ্মের নখশোভা দর্শন ক'র্‌তে না পারায় শ্রীরাধিকার পদনখশোভাও দর্শন ক'র্‌তে পারে না। খুব সাবধানে রাধিকার পদনখ-সেবা ক'র্‌তে অগ্রসর হ'তে হ'বে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদয়ে যা' স্ফূর্ত্তি করান, তা'ই জিহ্বাতে প্রকাশিত হয়। মুক্তপুরুষগণের কথাগুলো জেনে রাখ্‌লে ভজন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ক্রমে ক্রমে ক্ষেত্রে অঙ্কুরোদ্গম ও ফল হ'বে। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে শ্রৌতপরম্পরাক্রমে আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পর্য্যন্ত পরমসুনির্ম্মলতা আছে।

ভোগে বা ত্যাগে হরিভজন নাই। সমস্ত বিশ্বই ভগবানের সেবার উপকরণ। সমস্তই অদ্বিতীয় ভোক্তা ভগবানের ভোগের স্থান। এই বিশ্বে কুণ্ড অবতীর্ণ; গিরিরাজ গোবর্দ্ধনও অবতীর্ণ হ'য়েছেন। ইহা ভোগ বা ত্যাগের স্থান নয়। ব্রহ্মলোকের ন্যায় নির্ব্বিশেষ স্থানও নয়। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যভাবের প্রাবল্যও এখানে নাই। ইহা মাধুর্য্যধামের পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমিকা। এখানে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের প্রতীক অরিষ্টাসুর বিনষ্ট হ'য়েছে। শ্রৌতপথে শ্রুতি আলোচনা ক'র্‌লে তা'র চরমফল শ্রীহরিনামে একান্ত রুচি। হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন হ'তে বিরত হইবেন না। শ্রুতিসমূহ গোপীর পদরেণু ও শ্রীনাম প্রভুর চরণারবিন্দ আরতি ক'র্‌বার জন্য যে আদর্শ দেখিয়েছেন, সেই আদর্শ ই আলোচ্য বিষয় হউক।

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য সর্ব্বদা ভগবান্‌কে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিতে হইবে। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে; এমন কি হরিবিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল। পরে ভজন শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী লোকেরা কিছুই করিতে পারে না। গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অন্যমনস্ক থাকিতে হইবে। নিজের কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা থাকিলে কোন বাধাবিপত্তি কিছুই করিতে পারিবে না। জগতের বহির্ম্মুখ লোকদিগকে সম্মান করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিতে হইবে না। মনে মনে ত্যাগ করিতে হইবে।

নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনামগ্রহণে সকল মঙ্গল হয়। শ্রীনাম গ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনাম-গ্রহণের অবান্তর ফল স্বরূপে ক্রমশঃ ঐপ্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে? বিলাতী চিনি বা মিশ্রিত ঘৃত অপবিত্র। পবিত্র ও অপবিত্র উভয়ই জড়দ্রব্য। হৃদয়ে ভাবের সহিত দ্রব্যাদি না দিলে, ভগবান্ পবিত্র ও অপবিত্র কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না। সেবাপরাধ যাহাতে না হয়, তদ্রূপ করিয়া সেবা করা কর্ত্তব্য। কায়মনোবাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরম মঙ্গলময় স্বরূপ প্রদর্শন করেন। শ্রীনামগ্রহণে উৎসাহ বৃদ্ধি হওয়া দরকার। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণও লীলা আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিম ভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না। নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুঁচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই 'নাম হইতেই সকল সিদ্ধি হয়' ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধস্বরূপ উপস্থিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণ-রূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণ লীলায় আকর্ষণ করান। 'নাম-সেবা' বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়মনোবাক্যে নামের সেবা হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী, হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে সকল বিষয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে।

পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তু জড় সত্য, কিন্তু ভগবৎসেবাসম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণে—পবিত্র বস্তু, রজস্তমোগুণে অপবিত্রতা আবদ্ধ। সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজস্তমো নিরাশ করিতে হইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বেই অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্র বুদ্ধিবিচারে অর্থাৎ রজস্তমোগুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান্ গ্রহণ করেন না, তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে, পবিত্র অবশ্যই বিচার্য্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম-গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপপ্রভুও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপা শক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন। 'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্য বস্তুপ্রাপ্তির আশাকে 'অন্যাভিলাষ' বলে। কৃষ্ণেতর বাসনাবিশিষ্ট জীবগণই অন্যাভিলাষী। সৎকর্ম্মপরায়ণ—কর্ম্মী, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানপরায়ণ—ঈশ্বরাভিন্নজ্ঞানী। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত অন্যাভিলাষীর ভেদ এই যে,—অন্যাভিলাষী কুকর্ম্মরত। জ্ঞানী হইতে অন্যাভিলাষীর পার্থক্য এই যে, অন্যাভিলাষী—কুজ্ঞানরত অর্থাৎ ভেদজ্ঞানযুক্ত। কৃষ্ণসেবাবুদ্ধিতে নিজ ভোগাশক্তিরহিত হইয়া বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত-ভাবে কৃষ্ণের সেবন করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নামভজন ও বৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিলে তুচ্ছ বৈরাগ্য হয়, তাহা ভক্তের ত্যাজ্য। যুক্ত বৈরাগ্যই ভগবদ্ভক্তগণ স্বীকার করিবেন। "ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।" মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস করিতে হইবে।

কর্ম্মিগণ যাহাকে 'পবিত্র' বলেন, ভক্তগণের নিকট তাহার পবিত্রতা না থাকিতে পারে, আবার কর্ম্মিগণের বিচারের অপবিত্র বস্তু ভক্ত 'পবিত্র' জ্ঞান করেন। 'অপবিত্র' শব্দে অমেধ্য বুঝাইলে তাহা কখনই ভগবান্‌কে কেহ নিবেদন করিতে পারেন না। সাত্ত্বিক বস্তু ব্যতীত রাজসিক ও তামসিক বস্তু ভগবানে নিবেদন করা যায় না। ভগবান্‌কে কেহ কোন অপবিত্র বস্তু নিবেদন করিলে, তাহা তিনি কখনই গ্রহণ করেন না। কোন অপবিত্র বস্তু ভগবন্নিবেদিত বলিয়া কেহ দিতে আসিলে তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্ত-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না। বিমুখজীব-ভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিকবস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ তাহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন; তখন সে বস্তু বদ্ধজীবভোগ্য নহে পরন্তু ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধিতে সম্মানীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নর, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য। তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।

একাদশী তিথিতে ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীমহামহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া উপবাস করেন। মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হয়; সুতরাং হরিবাসরের সম্মান থাকে না। শ্রীমহাপ্রসাদ ত্যাগের নামই উপবাস বা তিথি-পালন। তবে অসমর্থ-পক্ষে অনুকল্পাদির ব্যবস্থা তিথি-সম্মানের প্রতিকুল নহে।

শ্রীঊর্জ্জাব্রতের নিয়ম—এই যে, আমিষ-ভক্ষণ অর্থাৎ মাষকলাই ডাল, তাম্বুল, বরবটী, সিম, পর্য্যুষিত খাদ্য নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির যে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়। সাধারণতঃ নিয়ম—হবিষ্য মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা, আলস্য ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহার সমূহ পরিহার এবং ক্ষৌরকার্য্যাদি বর্জ্জন, নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীর ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করা।

গ্রহণের সময়—স্মার্ত্তের মতে অশুভ কাল। অশুচি অবস্থায় যে সকল কার্য্য তাঁহাদের করিতে নাই, তাহা তাঁহারা করেন না। কিন্তু সেবপর বৈধ ভক্তগণের ঐ সকল প্রাকৃত বিধির অপেক্ষা না করিয়া সম্ভবপর হইলে যথাকালে (ভগবৎ) সেবা করাই কর্ত্তব্য। যখন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন নাই, সেই কালেই ভক্তগণ গ্রহণের সময় স্নানাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীনাম প্রচারের পর সকল সময়ই হরি-সঙ্কীর্ত্তন বিহিত হইয়াছে। তাহাতে কালাকাল বিচার নাই। পুণ্যসংগ্রহার্থীই কালাকাল বিচার করেন। গ্রহণকালে বৈধভক্ত গঙ্গাস্নানাদি করেন না। অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহারা কোন কর্ম্ম করেন না।

ক্রোধের স্বরূপ—ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাই ক্রোধ। ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেবাকার্য্যে বাধা দিতে গেলে বাধাদাতাকে 'ভক্তদ্বেষী' বলা যায়। সুতরাং ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের বৃত্তি ভজনের প্রকার ভেদ মাত্র। তাদৃশ ভজনবৃত্তিকে যাহারা সাধারণ ক্রোধের সহিত সমজ্ঞান করে, তাহারা নারকী। ভোগপর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত সহ্য করিবার শক্তি ভক্তের আছে। সুতরাং তিনি নিজের ভোগের অতৃপ্তিতে সহিষ্ণু। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবার বাধাদাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ায় ভজন-তৎপর।

শ্রাদ্ধ—গৃহস্থ বা ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণবের কোনও অশৌচ নাই বা শোক নাই। হরিসেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমাধা হয়। স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোক-ব্যবহারের জন্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ হরিনাম গ্রহণ-জনিত নিত্য শুচি হইয়াও যে কোনও দিন মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারেন—তাহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ।

সাধক-জীবনে জ্ঞাতব্য—"ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।" আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণ-

সেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা মঙ্গল হয়। সর্ব্বদা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে মায়ার বিবিধ প্রলোভন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন; "মহাজনগ্রন্থ ও গৌড়ীয়" পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আলস্য থাকিবে না। পরস্পর শ্রীহরিকথা আলাপ করিবেন এবং ভজনের উন্নতির সহিত নিজ-দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। 'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে'। নিজ ভৃত্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিলে ভজনবৃদ্ধি হইবে। কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর। নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা হয়। বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়। কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা হয়। তাহার প্রমাণ এই—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়। পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল-বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপাদান। সেবাবিমুখবুদ্ধি, বস্তুবিষয়ে আমাদিগের মতিবিপর্য্যয় করিয়া ভোগে নিযুক্ত করে। দিব্য-জ্ঞানের উদয়ে সমগ্র জগতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। 'চঞ্চল জীবন-স্রোত প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়।'—এই বিবেকের সহিত হরিসেবা-প্রবৃত্তি প্রতি পদে পদে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী বোধ করেন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়। "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ,' এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের—তাহা অনুসরণ করিবার যত্ন করিবেন। আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বচরিত্র, সার্ব্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্ত্তমান অনর্থ—শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রবল করিলেই—তাহারা প্রবল হইবে না। জীবন অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কপটে হরিসেবা করিবার যত্ন করিবেন। মহাজনের অনুসরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতু।

'অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং' শ্লোক আলোচনা করা আবশ্যক। প্রাক্তন কর্ম্ম-বিপাকে কখনও সুস্থ, কখনও অসুস্থ হইয়া পড়িতে হয়। যখন সুস্থ আছি মনে হয়, তখনই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়িতে হয় এবং তৎফলে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে হয়। সেই জন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানাপ্রকার দুঃখে, কষ্টে, অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন 'তত্তেহনুকম্পাং' শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা হয়। কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলে জগতের অনেকের সহিত ঝগড়া করিতে ইচ্ছা হয়। কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে—জগতের লোকসকল আক্রমণ করে।

মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন-নীতি দেখা যায় না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝা যায়, তিনি ঋষিনীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব।

মর্য্যাদাপথে যে বৈধ-উপাসনা প্রতিষ্ঠাযুক্ত ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরতত্ত্বপর। জড়প্রতিষ্ঠার সহিত বৈধী উপাসনা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাপক হইলেও উহা স্বয়ংরূপের গৌণী উপাসনা মাত্র। মর্য্যাদাময়ী উপাসনায় পূজ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেও উহা জীবের বিশ্রম্ভযুক্ত-মাধুর্য্যময়ী উপাসনার সহিত এক নহে। উপাসনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকের সাধ্যপ্রতীতি সাধ্য-অনুভব এবং সাধ্য-অস্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত, তাহা তারতম্যবিচারে

উপেক্ষণীয় নহে। স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব হইলেও স্বয়ংরূপপ্রতীতি বৈধপরতত্ত্ব-নির্দ্দেশকারিব্যক্তিগণের উৎক্রান্ত ধারণায় অবস্থিত। বৈধভক্তগণের বাহ্যজগতের গুণত্রয়সম্বন্ধ পরতত্ত্ববিচারে কিঞ্চিৎ শ্লথ হইলেও শুদ্ধভক্তিপথে অবস্থিত জনগণ পরতত্ত্ব-সহ স্বয়ংরূপের সর্ব্বদা নিত্যবৈশিষ্ট্য সংস্থাপন করেন। স্বয়ংরূপ হইতে যে পরতত্ত্ব-বৈভব প্রকটিত, তাহা মর্য্যাদাপর বিচার ও মর্য্যাদাপর বৈধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মাধুর্য্যময় অনুরাগপথে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। এই অসমর্থতানিবন্ধন তাঁহারা কেহ কেহ সর্ব্বকারণকারণ আকরবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বের একমাত্র উৎপত্তি স্থান বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম হন। তাঁহাদের বিচারে শ্রৌতপন্থা কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ বস্তুকে তাঁহার পরতত্ত্বজ্ঞানে স্থাপন করিয়া স্বয়ংরূপ ভূমিকাকে বৈভবপ্রকাশরূপ বিচারেআবদ্ধ করেন। শ্রীবার্ষভানবীর অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণলীলার রস-সমুদ্রের অমৃত-বিন্দুপানে কাহারও অধিকার নাই। তজ্জন্য গোপীর কৈঙ্কর্য্যাভাবে শ্রীওতদনুগত শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা সৌন্দর্য্যদর্শনে অধিকার নাই।

এই সকল বিচার না বুঝিয়াই বর্ত্তমানকালে নদীয়া-নাগরীসম্প্রদায় কৃষ্ণবৈভবপ্রকাশ বিগ্রহের অবতার বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের সেবায় বঞ্চিত হইতেছেন এবং আপনাদিগকে 'গৌরনাগরী' প্রভৃতি কল্পিত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। জড়রসে অবস্থিত হইয়া গৌরনাগরী-দল গৌরসুন্দরকে মাধুর্য্য-রসাশ্রয় কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে স্থাপনপূর্ব্বক আপনাদিগকে কল্পিত জড়রস হইতে অতিক্রান্তজ্ঞানে কৃষ্ণসেবা-ছলনায় গৌরহরির বৈভব-প্রকাশপর কাল্পনিক ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণ সেবা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইতেছেন। উহাতে মধুর রসের উজ্জ্বলতার অভাবমাত্র লক্ষিত হয়। অনুজ্জ্বল মধুর রস স্বকীয় বিচারে অবস্থিত; সুতরাং উহা দাসরসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অনেকে নারায়ণের স্বকীয় বৈধ পতিপত্নীগত রসকে 'মধুর রস' বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃত প্রস্তাবে কৈঙ্কর্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্তি হইতে শতসহস্রযোজন দূরে উজ্জ্বলরসে অবস্থিত। সুতরাং স্বকীয় মধুর-প্রতিমরসকে 'বিশুদ্ধ দাস রস' বলিয়াই জানেন। দাস্যরসে, দাসের হৃদয়ে গৌরব, মর্য্যাদা ও বিধি এবং বিশ্রম্ভের অভাব যেরূপ প্রবল, উজ্জ্বলরসে মাধুর্য্যময় বিগ্রহাভিন্ন ঔদার্য্যলীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য চিদানন্দ-স্বরূপাবস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব প্রবল হইবার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বিশ্রম্ভময় অনুরাগপরতা লক্ষিত হয়। বৈধহৃদয় ভক্তাভিমানী বৈষ্ণব 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বা 'উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থ' পাঠে যে মধুর-রসপর্য্যায়ে স্বকীয় বিচারের ধারণা করেন, তাহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীরূপানুগত্যের অভাব মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, স্বকীয় বিচারে লক্ষ্মীর অথবা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার শ্রীগৌরানুরাগ, শ্রীসত্যভামার বা শ্রীকমলার দ্বারকাপতি বা পরব্যোমপতির প্রতি মর্য্যাদা সদৃশ হওয়ায় উহাই উজ্জ্বল রসের বিষয়াশ্রয়ের মধুর রস জাতীয়। সুতরাং গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার স্বকীয় বিচারই উজ্জ্বল রস। কিন্তু রুচিপ্রধানপথে অনুন্নত অনুজ্জ্বল দাস-রসে মধুর-রস-ভ্রান্তি 'মধুর রস' বলিয়া স্বীকৃত হয় না। শ্রীল সনাতনগোস্বামীর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত'ও শ্রীরূপগোস্বামিকৃতও 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাধারণ জড় অলঙ্কারিকের বুদ্ধি সম্মার্জ্জিত হইতে পারে ও গৌরনাগরীভাবের দৌরাত্ম্য অশাস্ত্রীয় বলিয়া বুঝা যায়।

ধর্ম্ম-ব্যবসায়—মিছাভক্তগণের মতে ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত যখন 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোন কথা নাই, তখন শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম কি শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিতে পুনঃ প্রচারিত হইবে না? শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীবিগ্রহসমূহ কি সমস্তই জাতি ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যই থাকিবে? ঐ সকল অবৈধ ব্যবসায়ী বেণিয়ার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঠাকুর সেবার নামে, মন্ত্রব্যবসায়ের নামে নিজ নিজ স্বার্থ পোষণ করিতে থাকিবে এবং উহাই কি 'ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইবে? শুদ্ধভক্তিকথার দ্বারা জগতের হিত সাধন হউক্, ইহা কি বৃন্দাবনবাসীর অভিপ্রেত হওয়া উচিত নহে? শুদ্ধভক্তগণ কিন্তু চিরকালই মিছাভক্তির অনুমোদন করেন না। কলিকাল, ভক্তিপথ কোটিকণ্টক

রুদ্ধ হইয়াছে। ঠাকুরসেবা পণ্যদ্রব্য নহে এবং সেবকগণ বাণিয়া নহেন; তাঁহারা ভক্ত বৈষ্ণব। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নিজের ও জগতের মঙ্গল করিবার জন্য কীর্ত্তনমুখে হরিসেবা করিতেছেন। বেনিয়াদিগের বস্তু চাল, ধান, ঠাকুরসেবার ছলনায় পাথরের বাড়ী, ঘর ইত্যাদি। সেই সকলের সাহায্যে ব্যবসায় করিয়া তাহারা নিজের উদরভরণ করে, ঠাকুরবাড়ী খরিদ করে, অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সেবাপরাধ করায়, অযোগ্য ব্যক্তি হইতে মন্ত্রগ্রহণের ছলনা করে, ভজনের উপদেশ লইয়া থাকে এবং কত কি করে! ঐ সকল কার্য্যে শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন আস্থা নাই। ভজন ছাড়িয়া হুজুগ করা ভক্ত-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নহে। ব্যবহারিক জগতে যে প্রকার সত্যের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া চলিতেছে। এক্ষণে প্রকৃত গৌরভক্তগণ পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণ নিরস্তকুহকসত্য জগতে প্রচার করিয়া বিদ্ধ বৈষ্ণবতার হাত হইতে জগৎকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছেন।

শোক-শাতন—আপনার পুত্র বৈষ্ণবের গৃহে আসিয়াছিলেন, বৈষ্ণবের পিতামাতাসূত্রে আপনারা তাঁহার সেবা করিয়াছেন, তাঁহার যতটুকু সেবা গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা ছিল, তাহা পাইয়াই চলিয়া গিয়াছেন। তিনি শরীরটী আপনাদের নিকট পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু জীবাত্মা বৈষ্ণব। তাঁহার নিত্যকার্য্য ভাগবৎসেবা। বৈষ্ণব নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে প্রপঞ্চে আগমন করেন এবং কর্ম্মনির্দ্দিষ্টকাল ভূতাকাশে অবস্থান করেন, পরে তাঁহার যোগ্যতানুসারে বলদেব তাঁহাকে যেখানে পাঠান সেইখানেই চলিয়া যান। সেই বলদেবের অভ্যন্তরে মহালক্ষ্মীর অবস্থান, মহালক্ষ্মীর অভ্যন্তরে ভগবান্—সুতরাং তিনি তাঁহার উপাস্য বস্তুর সেবা করিবার উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন সন্ধিনীবিগ্রহ নিত্যানন্দ প্রভু হইতে জাত জীবাত্মা বৈষ্ণব, তখন আপনি বিষ্ণুকে পুত্ররূপে স্থাপন করিতে শিখিলে আপনার আর অভাব বোধ হইবে না। তাঁহার অন্তর্য্যামিসূত্রে ভগবান্ অবস্থান করিয়াছেন, আপনি সেই ভগবানের সেবা করিয়াছেন, এখনও বলদেবের সেবা করুন। ভূতাকাশের জড়পিণ্ড পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবাত্মা শক্তি-শক্তিমানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। আপনার ভোগ্যপুত্র তাঁহার ভোগ্য-পিতারসঙ্গ-বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তিনি ভগবদ্ ভোগ্যবস্তু সুতরাং ভগবানের ভোগ্যরূপে বৈষ্ণবসূত্রেই তাঁহার কার্য্য। শ্রীবাসের পুত্রের কথা মনে স্মরণ করিবেন। ভগবান্ তাঁহার অসীমকৃপাবল প্রদান করিয়া আপনাকে শোকাভিভূত করিবেন না। 'শোক-শাতন' এবং 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ করিবেন। মহাপ্রভু যে সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেইকালে বৃদ্ধা জননীকে, পত্নী-বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে এবং নবদ্বীপবাসী জনগণকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি মনুষ্য মাত্র, তোমাদের সহিত বিভিন্ন সম্বন্ধে অবস্থিত। আমি চলিয়া গেলে তোমরা আমার স্থলে কৃষ্ণের সহিত সেই সকল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমাকে স্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা করিবার অবসর দিবে।" আপনিও মৃতপুত্রের অভাবে ভগবৎসেবার অধিক সময় পাইবেন। ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্য।

নীতি ও প্রীতি—জাগতিক নীতিসমূহ জড়বিচারে প্রপঞ্চে সর্ব্বোত্তম। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমা সর্ব্বাপেক্ষা বড় উপাদেয় বলিয়া তাহার তুলনায় নৈতিক নীতিসমূহ কৃষ্ণ অপেক্ষা বড় বা উপাদেয় নহে। মথুরায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক বস্ত্রধৌতকারীর বধানন্তর মাল্য-বসনাদি গ্রহণ অনেকে ভাল বলেন না। তাঁহারা অপ্রাকৃত পারকীয় বিচারাশ্রিত নিষ্কপট প্রেমিক ভক্তগণকে কম নৈতিক মনে করিতে পারেন, কিন্তু হরিপ্রীতির এমন একটী অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তাহার নিকট পরমোপাদেয় নৈতিক আদর্শ বা পরিমাণ পর্য্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হইয়া যায়। "কর্ত্তব্যবুদ্ধি" কৃষ্ণসেবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেবাকার্য্যে উন্মত্ত হইয়া পড়িলে যে সুদুরাচার লক্ষিত হয়, তাহাও সমাদরে বরণীয়। কীর্ত্তনকারীও বিচারপর না হইলে ভক্তি লভ্য হয় না এবং ভক্তি না হইলে প্রাপঞ্চিক কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা অবিশ্বাসপ্রবণতা অপসারিত হয় না।

সাধুসঙ্গের দূরে অবস্থিতের মঙ্গলোপায়—শ্রীধামে সর্ব্বত্রই ভগবৎস্মৃতির উদয় হয় বলিয়া ভক্তগণের পরমাদরের ক্ষেত্র। যেখানে হরিকথা নাই, সে স্থল যতই আত্মীয়স্বজনবেষ্টিত হউক না কেন যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, সেই সকল

স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। যদিও এই পৃথিবীতে অপ্রাকৃত রাজ্যের বহু ভক্তের সাক্ষাৎকার আমরা লাভ করি না, তথাপি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের ভক্তগণের কথোপকথন ও লীলাকথা গ্রন্থরূপে ও শব্দরূপে নিত্যকাল বর্ত্তমান আছে বলিয়া আমাদের জাগতিক ক্লেশে তাদৃশ কষ্টের অনুভূতি হয় না। আমরা যদি অপ্রাকৃত রাজ্যের কথায় এখানে বাস করি, তাহা হইলে তাদৃশী স্মৃতি আমাদিগকে জাগতিক কষ্ট হইতে তফাৎ রাখে। যেখানেই থাকুন, ভগবৎ-কথা আপনাকে ছাড়িয়া যাইবে না। সাংসারিক সকল কথার মধ্যেই ভগবানের স্মৃতি ও ভগবদ্ভক্তির কথা বুঝিতে পারিবেন। ভগবান্ যে অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থায়ই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত। ভগবানের কথা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, ভক্তগণের অলৌকিক চরিত্র, সাধারণ সংসারের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারে না। হৃদয়ে ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইলেই সকল অবস্থাতেই হরিস্মরণ হইয়া থাকে।

যাঁহারা পারত্রিক-মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা-বিশিষ্ট, গ্রন্থরূপে ভগবান্ তাঁহার কথা সকল তাঁহাদের হৃদয়ে প্রকাশিত করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে—"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥" আমাদের পরীক্ষার জন্য ভগবান্ সর্বদাই জগতের অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তুর অপর পারে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করিলেই আমাদের আপাত-প্রতীতি কমিয়া যায়। "অদ্যাপি সেই লীলা করে গৌররায়। কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥" তাদৃশ ভাগ্য কবে উদয় হইবে, যে দিন আমরা সর্ব্বত্র শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে এবং তাঁহার অনুসরণে নিযুক্ত হইয়া ভক্তিপথের যাত্রী হইব। ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়, সেই কীর্ত্তন গ্রন্থ-মুখে শুনিলে আর কোন অভাবের মধ্যে অবস্থিতি মনে করা, উচিত নহে। হিরণ্যকশিপু একদিন ভূমণ্ডলে ভগবান্ নাই স্থির করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদের সহিত নানা বিরুদ্ধযুক্তি ও চেষ্টা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেব স্তম্ভের মধ্য হইতে প্রকটিত হইয়া হিরণ্যকশিপু এবং সমগ্র জগতের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বত্রই ভগবদ্দর্শন করেন, আর ভগবদ্বিদ্বেষী সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে পারে না। মধ্যবর্ত্তি-স্থানে আমরা অবস্থিত হইয়া একবার হরিসেবায় রুচি দেখাই, পরক্ষনেই আবার বিষয়ভোগে ব্যস্ত হই। হরিসেবায় প্রবৃত্ত হইবার ইচ্ছাক্রমেই আমাদের বিষয়ভোগ নিবৃত্ত হয়। বিষয়ে তৎকালিক সুখ ও দুঃখভোগ বর্ত্তমান, হরিসেবায় নিত্যা ভক্তি ভগবানের আনন্দবিধান করে। আমরা সেই আনন্দের উদ্দেশে সর্ব্বদা সেবাপর থাকিতে পারি।

সূর্য্যোপরাগে কুরুক্ষেত্র-কৃত্য—আমাদের সেব্যবিগ্রহ আশ্রয়জাতীয় ভগবৎপরিকরগণকে বহুদিনের বিরহকাতরতা হইতে রক্ষা করিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করাইবার জন্য কুরুক্ষেত্রে লইয়া যাইতে হইবে। "মাথুর-বিরহকাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম্ম।" ঐশ্বর্য্যপ্রধান রসের উপাস্য বস্তু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় থাকিলেও তাঁহাকে চিন্ময় রথে আরোহণ করাইয়া স্যমন্তপঞ্চকে "সন্নিহিত-সরে" সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষ্যে আনাইতে হইবে। তজ্জন্য রথের আবশ্যকতা আছে। আমরা বিষয়াবদ্ধ জীব—কৃষ্ণসেবার উদ্দীপনাভাবে বিষয়ভোগে ব্যস্ত সুতরাং আমাদের নিকট এই সকল লীলা-কথা অর্চ্চারূপে প্রকটিত হইলে আমাদেরও সেবাপ্রবৃত্তির উন্মেষ দেখা দিবে। বিষয় ও আশ্রয়ের মিলনকার্য্যই আমাদের সেবনধর্ম্মের আদর্শ। এতদ্ব্যতীত সেবাবিমুখ আমাদিগকে সেবোন্মুখ হইবার লীলাসমূহের উদ্দীপন ভজন-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করে, অর্থাৎ জড়জগতের বিষয়সেবা হইতে নির্ম্মুক্ত করাইয়া ভগবানের নিত্যলীলার সেবকগণের চেষ্টাসমূহ চেতনের বৃত্তিতে উদিত হয়।

দ্বারকা হইতে রথোপরি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীব্যাসাশ্রিত গৌড়ীয় মঠে "সন্নিহিত-সরের" নিকট আনয়ন করাইতে হইবে। তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য আপনারা যে যেখানে আছেন, স্বীয় কায়িক, মানসিক ও বাচনিক পরিশ্রমলব্ধ প্রাপঞ্চিক বিনিময় অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবেন। লীলাসমূহের অর্চ্চাসকল আমরা সকলে নিরীক্ষণ করিয়া

তত্তদ্‌ভাবের অনুসরণ করিতে যাহাতে সমর্থ হই তদ্বিষয়ে সকলেরই আন্তরিক চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কাশীর উৎসব ও নৈমিষারণ্য দর্শন করিয়া কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ বিজয়লীলায় শ্রীবৃন্দাবনের 'তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি" লীলা দর্শন করিবেন। এই সকল লীলার সেবা করিতে পারিলে, তাঁহাদিগেরও বিষয় বাসনা খর্ব্ব হইয়া মানব জীবন সফলতা লাভ করিবে। সূর্য্যগ্রহণে 'সন্নিহিত-সর' বা ব্রহ্মতীর্থ ও স্যমন্তপঞ্চকের দ্বৈপায়ন-হ্রদে স্নানাদি সকল পাপের বিঘাতক জানিবেন। বিশেষতঃ সূর্য্যোপরাগে ঐ সকল পুণ্যজলে স্নান করিলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হয়; আর গৌণভাবে জড়ভোগবাসনা-রূপ পাপপুণ্য বাসনাও বিদূরিত হয়। সূর্য্যোপরাগে বর্ত্তমান বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়াবলম্বী বল্লভ-সম্প্রদায়ের সকলেই তথায় উপস্থিত হইবেন। গৌড়দেশ হইতে কুরুক্ষেত্র অনেক দূর বলিয়া অনেকেই সশরীরে তথায় উপস্থিত হইতে পারেন না। তাঁহারা শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলনের জন্য দূরে থাকিয়াও স্বতঃ পরতঃ চেষ্টিত হন। যে সকল ব্যক্তি মাথুর-বিপ্রলম্ভের যে-কোন প্রকারে কৃষ্ণমিলনের সাহায্য করিবেন, তাহা যতই স্থূল হউক না কেন, তদভ্যন্তরে বিচক্ষণ পরিদর্শকের নিকট সেবার উৎকর্ষ পরিদৃষ্ট হইবে। যে সকল ব্যক্তি সশরীরে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে যাইতে পারিবেন না, তাঁহারা দূর হইতেও তাদৃশ মিলনের সাহায্য করিয়া সেই বিপ্রলম্ভভাব দ্বারা রসপুষ্টি সম্পাদন করিতে পারেন। কর্ম্মি-সম্প্রদায় এই সকল বড়কথা বুঝিতে না পারিলেও যে সকল পুণ্যার্থী ব্যক্তি ভাস্করোপরাগে তথায় স্থূলভাবে ক্ষীণপাপ হইবার জন্য অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদের পুণ্যচেষ্টার অভ্যন্তরেও কৃষ্ণসেবা গৌণভাবে সম্পাদিত হইবে। শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তির বিরোধ-স্রোতে ভাসমান ব্যক্তিদিগকেও কুরুক্ষেত্রোৎসবে সাহায্য করিতে বলিলে তাহারা জাতি-গোস্বামিগণের অপরাধ-স্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া অজ্ঞাত-সুকৃতির পথে চলিতে পারেন। কুরুক্ষেত্রের আদর্শেই তাহার দ্বিতীয় সংস্করণে শ্রীগৌরসুন্দর জগন্নাথের অগ্রে গীতি গাহিয়া গোপীগণের বিপ্রলম্ভভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কর্ম্মিগণের পাপক্ষালনের জন্য ও পুণ্য মুহূর্ত্তে ভগবন্নামোচ্চারণের সুযোগের জন্যই সূর্য্যগ্রহণে তথায় স্নানাদির ব্যবস্থা। জ্ঞানিগণের অবলম্বন-বিভাবের বিষয়-বিচার লইয়া তাহাতে লীন হইবার অভিপ্রায় থাকে। কিন্তু গোপীগণের তন্ময়তা বিষয় জাতীয় কৃষ্ণাভিমানের ন্যায় উদিত হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণতন্ময়তা লাভ করিয়াও পৃথক্ থাকেন। এই বিশিষ্ট-লীলার দ্বারা নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-রহিত করিবার বিচার তাঁহারা পাইয়া স্ব-স্ব-বাউলিয়া ভাব ছাড়িয়া দিতে পারেন। সুতরাং তিন-শ্রেণীর লোকেরই তথায় গ্রহণোপলক্ষে উপস্থিতি প্রয়োজন।

অনর্থ ও অসৎসিদ্ধান্ত-নিরাস—নিন্দক পাপি-সম্প্রদায় অপরাধ সংগ্রহ করিয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হয়। শ্রীবেদব্যাসের অনুগত জনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার অনুসরণ করিয়া মঙ্গল লাভ করেন ও অমঙ্গল-পথের যাত্রিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্যই আমাদের গুরুবর্গ গাহিয়াছেন যে, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে। ভগবদ্ভক্ত উদ্দেশ বাক্য দ্বারা আমাদের সঞ্চিত ভোগানর্থ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন। সুতরাং ঐ সকল অনর্থযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসেবার আবরণে ভক্তির ছলনায় যে দৌরাত্ম্য করে, তাহা তাহাদের শয়তানী মাত্র, উহাকে কখনও 'ভক্তি' বলা যাইতে পারে না। সেই অপরাধিগণের সঙ্গ প্রভাব সেবারত চিত্তে যাহাতে বিক্রম প্রকাশ না করে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বনীয়। এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত ভজনের অনুকূল বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহাদের অনর্থ বিনষ্ট হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারাই হরিকথা শ্রবণ করিবেন ও নিজের প্রয়োজনলাভ-চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিবেন। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায়সমূহের মধ্যে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার যত্ন করিতে হইবে। প্রত্যহ অন্ততঃ লক্ষ নাম গ্রহণ করিলে অপরাধিজনগণ ভজনের ব্যাঘাত করিতে পারিবে না। সর্ব্বদা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিয়া নিরপরাধি শ্রোতৃগণের মঙ্গল বিধান করিবেন। অপরাধিজনগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া নিরয় লাভ করিবে। তাহাদের প্রতি মনে মনে দয়া করিবেন। তাহাতেই তাহাদের মঙ্গল লাভ হইবে। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর অপরাধি-

জনগণের ত্রিতাপ দূর করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা গর্হণ করিতে অনর্থযুক্ত প্রাকৃত কবিরাজ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিবে। অনর্থের গুরুদেব মহানর্থ; তিনিও তাহাকে অনর্থ-সাগরে অনাথ অবস্থায় রাখিয়া দিয়া নিজে দূরে সরিয়া থাকেন।

শ্রীরামচন্দ্রের শক্তিপূজা—বৈষ্ণববিদ্বেষী শাক্তেয় মতবাদিগণ অনভিজ্ঞ জনগণের নির্ব্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশেই অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা কথা রচনা করেন। শ্রীরামচন্দ্র—বিষ্ণুবস্তু। বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার। বহিরঙ্গা শক্তিকেই মহামায়া বলা যায়; তিনি অসুরগণের মোহবুদ্ধি করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে অপরাধিগণকে বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত রাখেন। অসুরগণের এইরূপই যোগ্যতা। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্" শ্লোকই ইহার প্রমাণ। ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি হইতে সীতাদেবী প্রকাশিতা। তিনি অনন্যভাবে রামচন্দ্রের সেবা করেন। যাহারা মহামায়াকে সীতাদেবী হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা করে, এইরূপ রাবণের আশ্রিত জনগণের নিকট মহামায়াই বহুরূপিণী হইয়া নানাবিধ অসুরমোহিনী লীলা প্রদর্শন করেন। সমশীল ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তিবশে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া নানাপ্রকারে প্রেয়ঃকামের বিচার করেন, তাহার ফলে নীলকমলের পরিবর্ত্তে রামচন্দ্রের চক্ষুৎপাটন-ঘটনা তামসপ্রবৃত্তি ভগবদ্বিমুখ জনগণের নিমিত্ত তামস উপ-পুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়। বাল্মীকি ঋষি রাম-চরিত্র লিখিবার কালে এরূপ অপরাধের আবাহন করেন নাই। যে রামচন্দ্রের গৌণীশক্তির প্রভাবে এই প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই শক্তিই রামচন্দ্রের ভক্তগণের আশ্রিতা মুক্তিস্বরূপিনী। 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের' "ভক্তি স্বয়ি" শ্লোকে জ্ঞাতব্য—"কৈবল্যদায়িনী শক্তি মুক্তিদেবী মহামায়া ভগবদ্ভক্তের নিকট করযোড়ে নিত্যকাল অবস্থিতা।" সুতরাং মুক্তিদায়িনী দেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে নিত্যকালই গর্হিতভাবে অবস্থান করিতে হয়। রামচন্দ্র কখনও তাঁহার পূজা করেন না। রাবণের আশ্রিত জনগণ জগল্লক্ষ্মীদেবীর হরণকামনায় দুরভিসন্ধিমূলক তামস বিচার অবলম্বন করেন। রামচন্দ্রের তটস্থা শক্তি হইতে উৎপন্ন জীবকুল ইচ্ছা করিলে রাবণের সেবায় তাঁহার আরাধ্যা দেবীর সাহায্য রামচন্দ্রের উপর আরোপ করিতে পারেন। অনর্থযুক্ত শাক্তেয় মতবাদিগণ গায়ত্রী-গানকারী শুদ্ধ চিচ্ছক্তির অনুগত ভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম কর্ম্মকাণ্ডিগণ এই সকল কথার প্রয়োজনীয়তা ধারণা করিতে পারে না। যেহেতু তাহারা মূঢ়তায় বিপন্ন হইবারই যোগ্য। ভগবান্ রামচন্দ্র যেদিন তাহাদিগের বুদ্ধিযোগ দিবেন, সেই দিন তাহারা দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইবে। ভগবান্ সর্ব্বদাই নিরুপাধিক শুদ্ধভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। তদীয় মায়াশক্তি স্বরূপতঃ ভগবানের সেবাই করিতেছেন। সেই সেবার মধ্যে বিমুখ লোকগুলিকে সেবোন্মুখ হইতে বাধা দেওয়াই তাঁহার ভগবৎসেবা। ভোগি-সম্প্রদায় সেই মহামায়ার সেবা করিয়া রামচন্দ্রের অন্তরঙ্গা শক্তির সেবায় বঞ্চিত হয়। অতএব মহামায়া রামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠতত্ত্ব নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭) বলেন;—ভগবানের অপাশ্রিতা মায়া ভগবানের আদরের বস্তু নহেন। জীবের মোহনের নিমিত্তই মায়াশক্তির ক্রিয়া। ভগবান্ কোন দিন মায়ার পূজা করেন না বা মায়াশ্রিত হ'ন না। যে কালে নির্ব্বোধ জীব ভগবানকে মায়ার পূজায় নিযুক্ত দেখে, তৎকালে সেই জীবের শত্রুতা-বিচার উপস্থিত হয়। বিষ্ণু কখনও মায়ার অধীন নহেন। পরন্তু বিষ্ণু ব্যতীত আর সকলেই মায়ার অধীন। বিষ্ণু—অদ্বয়জ্ঞান; তাঁহা হইতে ভেদবুদ্ধিতে যে দ্বৈত কল্পনা হয়, তাহা অশুদ্ধ-দ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥" "বৈকুণ্ঠবস্তু বিষ্ণু কখনও মায়াধীন নহেন, তিনি—মায়াধীশ। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ—ইহারা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়াধীশ; তাঁহাদের ভোগের উপকরণ বলিয়া যে সকল বস্তুর উল্লেখ দেখা যায়, সেইগুলি সমস্তই অপ্রাকৃত। আমরা—বদ্ধজীব, মায়ার বশ; সুতরাং প্রাকৃত

বিচার অপ্রাকৃতে আরোপ করিতে যাওয়া—বিচারভ্রান্তি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে সমর্থ; কিন্তু আমরা মাত্র শত মণ প্রস্তর খণ্ডের চাপে সর্ষপের ন্যায় নিষ্পেষিত হইয়া মায়াবদ্ধতাই দেখাই। কৃষ্ণ ও রাম রাসস্থলীতে বহু আশ্রিতজনের সেব্যতত্ত্ব। আমরা তাই বলিয়া তাদৃশ কার্য্যে উদ্যত হইলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করি। অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ও রাম যদি মায়াতীত রাজ্যে মৎস্য ও পশুর সেবা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ঐ গুলির কোন প্রকার ক্লেশ হয় না। পক্ষান্তরে, আমরা যদি কাহারও হিংসা দূরে থাকুক, অসম্মান-সূচক বাক্যও বলি, তাহা হইলে হিংসিত বা নিন্দিত, প্রাণী নিশ্চয়ই ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের অবৈধ কার্য্য অপ্রাকৃত বিগ্রহগণের লীলার সহিত কথনই সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না।

শ্রীরাম—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহমাত্রেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, বিষ্ণুবিগ্রহ কথনই মায়ারচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্যবস্তু বিশেষ নহেন।

ভক্তি-যোগমায়া বা প্রেম-যোগমায়া—নিত্যা, বহিরঙ্গা মায়ারচিত নশ্বর পদার্থ নহেন। ভক্তি-যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমাত্মার সহিত অবিমিশ্র জীবাত্মার সংযোগ বিধান করেন। যোগমায়াকে 'মহামায়া' বলিয়া প্রপঞ্চের বৃত্তিবিশেষ মনে করিলে অপ্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবা হয়। প্রাকৃত জগতে বস্তুসমূহের মধ্যে যে ভেদ আছে, এবং তাহার সংযোগকারিণী যে শক্তি, তাহা হেয়তা-দোষের আকর। অপ্রাকৃত জগতে তদ্রূপ বিচিত্রতায় কোন দোষ নাই। যেহেতু 'দোষ' নামক হেয় পদার্থ এই ভূতাকাশের ন্যায় পরব্যোমে স্থান লাভ করে না। যোগমায়া—শ্রীহরির চিচ্ছক্তি,—এই কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে সপ্তশতী চণ্ডীতেও লিখিত আছে। হরিবস্তুতে এই যোগমায়া-শক্তি অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার পাঁচ প্রকার রসাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবক-সেবিকাগণের কৃষ্ণ-সেবার উপযোগী উদ্দীপন-ভাব স্থায়ীভাব-রতিতে মিলিত হয়। প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যে দোষারোপ করিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতার লক্ষণ। চিত্তশুদ্ধি হইলেই এই সকল কথার উপলব্ধি ঘটে।

ঐশ্বর্য্যপর বিচারে যে সেবোন্মুখতা, তাহাতে যে 'হরে রাম'-শব্দ উচ্চারণ, তদ্দ্বারা দশরথ-নন্দনকেই বুঝায় কিন্তু মাধুর্য্যপর ভক্তগণ গোপীরমণকেই 'রাম' বলিয়া জানেন। তিনি নন্দের নন্দন। যেথানে 'রাম' শব্দে রাধারমণের সেবা বিহিত হয়, সেই স্থলে 'হরা' শব্দের সম্বোধন-পদেই পরা শক্তির আকর-বিগ্রহ শ্রীবৃষাকপি-তনয়াকেই বুঝায়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাঁহারা দীক্ষা-সমাপ্তি না হইতেই "দীক্ষা সমাপ্ত হইল" জানিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, সেই সকল ব্যক্তি দুঃসঙ্গফলে যদি কিছু অধঃপতিত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রাক্তনদোষ নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা পুনরায় গৌড়ীয় মঠের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন। অনন্যভজনের মূলমন্ত্রের আভাসমাত্র যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কথনও পতনের সম্ভাবনা নাই। তবে, প্রাক্তন বৈষ্ণবাপরাধফলে তাঁহারা যে গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত পরিচয়ে মঠের শাসন স্বীকার করেন না, তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্যজনিত। ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে কোনরূপ দুষ্প্রবৃত্তির আবাহন সম্ভাবনা হইবে না। যত্ন করিয়া এই সকল ন্যূনাধিক বিচ্যুত জনগণকে সাহায্য করিলে তাহাদের মঙ্গল বিধান জন্য-প্রকৃত বন্ধুর কার্য্যই করা হইবে।

যে সকল অনভিজ্ঞ জন মহাভাগবতের মহাবদান্য-লীলা ধারণা করিতে অসমর্থ, সেই সকল অবিবেচক বলিয়া থাকে যে, গৌরসুন্দরের আশ্রিত কালাকৃষ্ণদাস কেন ভট্টথারিগণের স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিল? ছোট হরিদাসের কেন ঐ প্রকার ইতরচেষ্টা হইয়াছিল? কেন রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর আনুগত্য পরিহার করিয়াছিল? অদ্বৈতাচার্য্যের কতিপয় সন্তানব্রুব, বীরভদ্রপ্রভুর কতিপয় শিষ্যব্রুব কেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল? অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারগত বিচারকে দূষিত করিয়া যে সকল কথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেই নির্ব্বোধ

ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহাভাগবতগণের লোকাতীত মহাবদান্য-লীলার তাৎপর্য্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, অযোগ্য আপামর সর্ব্বসাধারণকে মঙ্গলপথের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য, 'জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ যে কৃষ্ণদাস'—এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণদাস্য তাৎকালিক ভোগ-সাম্মুখ্যক্রমে বিপর্য্যস্তভাবে যে কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহা অনধিকার-রাজ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিন্দনীয় ব্যাপার হইলেও 'অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের তাৎপর্য্য লঙ্ঘিত হয় না। মহাভাগবত জানেন সকলেই তাঁহার গুরু। তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচার-প্রণালী শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত-শ্রীমদ্ভাগবতবিদ্বেষি জনগণ তাহাদের সূক্ষ্মবিচারে স্বভাবতঃ বঞ্চিত হইয়া মূল তাৎপর্য্যগ্রহণে অসমর্থ। সুতরাং কৃষ্ণসেবাবর্জ্জিত কামাদি ষড়্‌রিপুর বশবর্ত্তী জনের বিচার গৌড়ীয় মঠের আচারসম্পন্নগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে অবস্থিত। ভোগীর কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার ভক্তিপথের আশ্রিত ভাগবতগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ঠাকুর হরিদাস বলেন,—আমার নামগ্রহণরূপ দীক্ষা সমাপ্ত না হইলে আমি পাপ বা পুণ্যসংগ্রহরূপ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিব না। তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার করিবার মানসে কপটতার বশবর্ত্তী হইয়া গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহার সহিত গৌড়ীয় মঠের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বা নাই। কপটতাময়ী ভক্তির আবরণ কখনই শুদ্ধভক্তির সহিত সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। দীক্ষার অভিনয় ও দিব্যজ্ঞানলাভ—এক নহে।

অধিকার-লঙ্ঘন অনর্থ—আলস্য হইতে জাত এঁচড়ে পাকা-বুদ্ধি প্রকৃত প্রস্তাবে ফলপ্রদানে অসমর্থ। ক্ষুদ্র জীব, বিধিপথের পথিক ; কিন্তু রাগের বিরোধী নহে। রাগের কথা বড়, তবে সকলের মুখে শোভা পায় না। ছোট মুখে বড় কথা শুনিলে ভজনানুরাগিগণ হাস্য করিয়া উড়াইয়া দেন। কৃষ্ণ কি বস্তু, তাহা যাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই, তাঁহার অনুরাগ-পথে উন্নতাধিকার প্রাপ্তির চেষ্টা—আলস্যজ্ঞাপক ; ইহাই মহাজনগণ পদে পদে বলিয়াছেন। শ্রীভগবন্নাম ও ভগবান্ একই বস্তু। যাহাদের নিজের বদ্ধবিচারে নামনামীতে ভেদ বুদ্ধি আছে, তাহাদের অনর্থ-নিবৃত্তির জন্য ভজনকুশল জনের সেবা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ; ইহা দেখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের পার্ষদভক্তগণ তাহা বর্ণন করেন। তোতাপাখীর ন্যায় আওড়াইলে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইতে হইবে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ এইরূপ দুর্গতিপঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া সেই সকল "পঙ্কে গৌরিব সীদতি" দলকে রাগানুগা ভক্তির মহিমা প্রদর্শন করিতে হইলে স্বয়ং ভজনচতুর হইয়া অপরের মঙ্গল বিধান করিতে হয়। 'ভজন' বাহিরের বা লোক দেখাইবার বস্তু নহে। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলে আলস্যরূপ ভোগ গ্রাস করিতে পারিবে না।

অর্চ্চকের জ্ঞাতব্য—প্রাপ্তমন্ত্রব্যরা অর্চ্চন করিবার ইচ্ছা থাকিলে অর্চ্চন করিবেন, নতুবা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় দ্বাদশবার মন্ত্র ও গায়ত্রীসমূহ জপ করিতে পারেন। জপাদি করিবার কালে বৈক্লব্য উপস্থিত না হইলে জপাদি সুষ্ঠু হইতেছে জানিতে হইবে।

রুদ্র দেবতাকে বিষ্ণু হইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাঁহাকে বৈষ্ণবরূপে দর্শন করিতে হয় ; বিষ্ণুর গুণাবতার-রূপে দর্শন করিলে আধিকারিক দেবতা মাত্র জ্ঞান হয়। বিষ্ণু-কলেবরে বিকারের সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু শান্তবলীলায় প্রকৃতি-গুণের সহিত সম্বন্ধ আছে। কাজেই বিষ্ণু হইতে ভেদ-দর্শন আসিয়া পড়ে।

ব্রহ্ম গায়ত্রী, শ্রীগুরু গায়ত্রী, কাম-গায়ত্রী ও শ্রীগৌর-গায়ত্রী গান করিবার উদ্দেশ্যে জপ করিতে হইবে। সংখ্যা-নাম ক্রমশঃ লক্ষ-সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। লক্ষ নামের কম হইয়া গেলে তাহাকে 'পতিত' বলা হয়। সুতরাং অপতিত নাম করিবারই যত্ন করিতে হইবে। অর্চ্চনকালে জল, তুলসী, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ,—সকলই হরিসেবার জন্য ব্যবস্থা করিবেন।

সাংসারিক বিপত্তিতে কর্ত্তব্য—কর্ম্মপথে ভ্রমণ করিতে গেলে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ আসিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করে। সাংসারিক অসুবিধা হইলেই ভগবান্ সেই সময় আশ্রয়স্থল হইয়া নিজের সেবায় অধিকার দেন। গীতা—"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" সুতরাং ভগবৎসেবায় আশ্রয় গ্রহণ করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ গুলিই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।

সাত্বত-স্মৃতি-বিধি অবশ্য পাল্য—কেহ যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অশৌচ-বিধি স্মার্ত্তের শাসনানুগত্যে স্বীকার করেন এবং বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধান সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করিবার বিচার তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণব-স্মৃতিলঙ্ঘনজনিত অসদাচার উহাতে উপস্থিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য জ্ঞানপূর্ব্বক পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক। যদি এরূপ কার্য্য অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে এই বিষয়ে বৈষ্ণব-স্মৃতির তাৎপর্য্য জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

প্রকৃতপ্রস্তাবে বৈষ্ণব-শাসনবিধি মর্য্যাদাপথে কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না। যেখানে বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়ার আবশ্যকতা হয়, তৎস্থলে ভক্তির আদরকারী জনগণ হরিসেবার অনুকূলে ভক্তিবিরোধী স্মার্ত্ত-সমাজের শাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য, নতুবা স্মার্ত্তের আনুগত্যে পারমার্থিক চেষ্টায় ঔদাসীন্য লক্ষিত হইবে। দীক্ষিত বৈষ্ণবগণ যথাশাস্ত্র বৈষ্ণবস্মৃতিবিধি পালন করিবেন; অকরণে প্রত্যবায় আছে। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব আত্মীয়-স্বজন নামে পরিচিত, তাঁহারা যদি বৈষ্ণবস্মৃতি বিধি পালনে বাধ্য না হন, তাহা হইলে অদীক্ষিত পূর্ব্ব বর্ণোচিত স্মার্ত্তবিধিপালনপর ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অধিকার-বিচারে বিমুখ হইয়া তাহাদের প্রতি বৈষ্ণববিধি বল-পূর্ব্বক স্থাপন করিতে গেলে কখনই সুফল লাভ ঘটিবে না। সুতরাং তাহাদিগকে প্রেতশ্রাদ্ধাদি ও আদান-প্রাদানাদি কাজে তাহাদের পূর্ব্বাচরিত বিধি পালন করিতে দিয়া দীক্ষিত ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া ঐ সকল কার্য্য অনুমোদন করিবেন না, অথবা ঐ সকল কার্য্যে বাধা দিবার জন্যও উদ্যত হইবেন না। নিরপেক্ষতাই অবলম্বনীয়; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্ব বর্ণের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে গিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতির অনুগমন করার পক্ষে বাধা দিবেন না।

দুঃসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য—শ্রীচৈতন্যদেব গৃহস্থভক্ত ও মহিলাগণকে ঘরে বসিয়া ভগবৎসেবায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিলে জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে। তৎকালে কৃষ্ণেতর বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হয়।

সখীভেকিদলের যে কৌপীনধারী ব্যক্তির উচ্ছিষ্টগ্রহণে ভাল মন্দ প্রশ্ন হইয়াছে, ইহা "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়িবার পর 'সীতা' কার বাবা?" প্রশ্নের ন্যায়। কালনেমী, ধর্ম্মধ্বজী, কৌপীনপরা পাষণ্ডগণের সহিত বাক্যালাপ-দর্শনাদি পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ; তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাওয়া ত' দূরের কথা, তাহাদিগকে উচ্ছিষ্ট দিলেও অধঃপতন অনিবার্য্য। কলি নানামূর্ত্তিতে বৈষ্ণবের বেশে জীবকে পাতিত করায়। ধর্ম্মের নামে ভবিষ্যতে অধর্ম্মবৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে যে তীর্থবাস ও ধর্ম্মের আচরণ, উহা আদৌ সঙ্গত নহে। এই জন্যই শ্রীরূপসনাতন প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণ প্রকটলীলা সম্বরণ করিয়া কেবল ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। নতুবা ধর্ম্মধ্বজিগণের ধর্ম্মের আচরণে বদ্ধজীবগণকে আরও বদ্ধভূমিকায় লইয়া যায়। যাহাদের আত্মবিৎএর নিকট নিজদের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি সর্ব্বক্ষণ উদিত হয় নাই, সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ যতই প্রীতিপ্রদ হউক না কেন, উহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। শ্রীচৈতন্যদেবের পরমেশ্বরী মোদকের পত্নীর সহিত নীলাচলে সম্ভাষণ-ব্যবহার-তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে সকল কথা হৃদয়ে আপনা হইতেই উদিত হইবে।

জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল—গৃহব্রত-বুদ্ধিতে পুত্র-স্বজনাদির স্নেহ হরিভজনের ব্যাঘাত করে। গৃহব্রত-বুদ্ধি ও হরি-সেবাময় মঠ পৃথক্ বস্তু। যখন 'গৃহসেবাকেই' হরিসেবা মনে হইতেছে, তখন গৃহকে মঠে পরিণত করিতে গিয়া এক্ষণে মঠই চিরদিনের জন্য গৃহরূপে পরিণত হইতে চলিল। অনাত্মবস্তু পুত্রে আসক্তি দ্বারা 'হরি-সেবা' কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতেই আবদ্ধ হইয়া পড়িলে, পুত্র-স্নেহই ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 'কে কাহার পুত্র'? এই বিবেক নষ্ট হওয়া উচিত নহে। অসংখ্য গৌরদাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান। আবার কোন নির্দ্দিষ্ট গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান গ্রাস করা অনুচিত। জন্মান্তরে মুক্তদশায়ও যখন পুত্র, স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরি-বিমুখ সঙ্গকেই হরি-সেবার অনুকূল বোধ হইতে লাগিল, তখন শুদ্ধ-হরিভজন-স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে জানিতে হইবে। এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক কিছুকাল সৎসঙ্গে হরিসেবায় থাকিয়া পরে অন্য চিন্তা ও মায়ার বশীভূত হইলেও চলিবে। পুত্র-স্নেহ-পাশ, পত্নীসহবাস-সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্ব্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্য কালের জন্য পতিত করায়। অসৎসঙ্গপ্রভাবে গৃহ-কথাকে 'হরিভজন' বলিয়া ভ্রান্তি ঘটায়। এরূপ জঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হইলে হরিজন-সঙ্গ ও শাস্ত্র শ্রবণ করা প্রয়োজন। দীর্ঘকাল ধরিয়া হরিকথা শ্রবণে যদি বুদ্ধি ভাল হয়। কৃষ্ণ সুবুদ্ধি প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা করি।

গৌর ও কৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য—শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, পার্থক্য নাই। কেবল ভেদ এই যে, গৌরহরি—কৃষ্ণভজনান্বেষণপর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণ—সম্ভোগরসবিগ্রহ। শ্রীগৌরহরির কৈঙ্কর্য্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে। গৌরসুন্দরের দয়া অত্যধিক আর কৃষ্ণচন্দ্রের মধুরিমা অতুল্য। সেজন্য গৌরকে ঔদার্য্য-বিগ্রহ ও কৃষ্ণকে মাধুর্য্যবিগ্রহ বলা হয়। এই দুই বিগ্রহে কমবেশী নাই। গৌরপাদাশ্রয় ও কৃষ্ণসেবা—একই কথা। দুই মূর্ত্তিই পরম মনোহর। রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু গৌরবিগ্রহ; সুতরাং কৃষ্ণ হইতে অধিক বা কম নহে। একই জিনিষকে কম বেশী মনে করিতে হইবে না। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জীবের পরম মঙ্গল হয়। নামই ভগবান্ অর্থাৎ নাম ও নামী ভিন্ন নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন— 'গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। প্রেমরতন-ধন হেলায় হারাইনু॥ অধনে যতন করি, ধন তেয়াগিনু। আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥" এইসকল প্রার্থনা হৃদয়ে রাখিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবেন। বৈষয়িক কোন ক্লেশ কিছুই করিতে পারিবে না।

অর্চ্চন ও নামভজন—শ্রীহরিনাম নির্ব্বন্ধ সংখ্যা করিয়া গ্রহণ করিবেন। গুরুধ্যান:—"প্রাতঃ শ্রীমন্নবদ্বীপে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্। বরাভয়প্রদং শান্তং স্মরেত্তন্নাম পূর্ব্বকম্॥" তিলক-মন্ত্র: -"ললাটে কেশবং ধ্যায়েৎ নারায়ণ-মথোদরে। বক্ষঃস্থলে মাধবস্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে। বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্। ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে। শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে। পৃষ্ঠে পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ। তৎ-প্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি।…… শ্রীহরিনাম ও ভগবান্ হরি একই বস্তু। শ্রীনাম গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। "শ্রীহরিনাম প্রভু" মুক্তজীবের উপাস্য বস্তু। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, কল্যাণকল্পতরু প্রভৃতি সাধুগ্রন্থসমূহ পাঠ করিবেন। আদৌ গুরুপূজা, দ্বিতীয়তঃ গৌরাঙ্গপূজা, তৃতীয়তঃ কৃষ্ণপূজার বিধান। এক্ষণে কেবল মন্ত্র জপ করিবেন। আপনার যেরূপ ধারণা আছে, পূজাকালে তদ্রূপ ভাবেই ধ্যান করিবেন। ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে ধ্যানের নির্ম্মলতা হইবে। পূজা-ধ্যানাদি হইতে তাৎপর্য্যরূপে কৃষ্ণনাম-গ্রহণই প্রধান ফল বলিয়া জানিবেন।

বৈষ্ণবসেবা ও হরিনাম—সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পায়, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবেন। উপদেশামৃত, চরিতামৃত প্রভৃতি সর্ব্বদা পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিবেন। ভগবান্ পরম দয়ালু, অবশ্যই কোন না কোন দিন তাঁহার দয়া হইবে।

শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত সর্ব্বদা হরিনাম করিবেন। ভগবান্‌ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অভাব দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও দৃঢ়তার সহিত কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্‌ও নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যাহা সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তাদৃশ সুফল প্রদান করিবেন। হরিসেবার নামই ভক্তি। কৃষ্ণনাম উচ্চারণকেই ভক্তি বলিয়া জানিতে পারিবেন। জপের মালা মনে মনে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম স্পর্শ করাইয়া উহাতেই কৃষ্ণনাম করিবেন। দুঃসঙ্গ মনে মনে পরিবর্জ্জন করিয়া ভগবন্নাম নিরপরাধে গ্রহণ করিবেন। মায়াবাদীর সঙ্গ, বৈষয়িক শাক্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গ এবং কর্ম্মিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবেন। যে বংশে ভক্ত জন্ম গ্রহণ করেন, সেই বংশীয় পূর্ব্ব পুরুষগণের বিশেষ মঙ্গল হয় এবং তাঁহারা কৃত কৃতার্থ হইয়া যান। সেই পিতৃপুরুষদের জন্য স্বর্গকামনা করিতে হয় না বা গয়ায় কামনামূলে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিবার দরকার নাই। "বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ" প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোক দ্বারা তাদৃশ বাহ্যারম্ভময় কার্য্য নিরস্ত হইয়াছে। ঐসকল বৃহৎ ব্যাপারে প্রবিষ্ট হইবেন না।

নিষ্কপট ভাগ্যমান—শ্রীগৌরসুন্দর পরীক্ষার জন্য আমাদিগকে নানা অসুবিধা ও সঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া নানাপ্রকারে পরীক্ষা করেন। সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। শ্রীগৌরহরি দয়া করিয়া নিত্য সত্য জীবের হৃদয়ে অন্তর্য্যামী হইয়া জনাইয়াছেন। যাঁহারা নিষ্কপট ভাবে হরি-গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কোনদিনই বিপথে ভ্রমময় বাক্য শুনিয়া শ্রদ্ধা করিতে হয় না। দুর্ভাগা জীবই কপট বাক্য শুনিয়া ভ্রান্ত হয়। দশাপরাধ শূন্য হইয়া নামগ্রহণ করুন ; তাহা হইলেই হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে। বাজে সম্প্রদায়ের লোকের কথা আলোচনা না করাই ভাল। নিরপরাধে নিঃসঙ্গে হরিনাম করিতে থাকুন। বহির্ম্মুখের কথা আলোচনা না করাই উচিত। কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই কুজ্ঝটিকার ন্যায় দূরীভূত হইবে।

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন—দিন দিন মায়াবাদিগণ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে কতকগুলি মূর্খ দুশ্চরিত্র ছোটলোক আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' (?) বলিত, এক্ষণে গোটাকতক মায়াবাদী নিজেদের বৈষ্ণব বলিয়া জাহির করিতেছে। শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর আজ্ঞামত ঐ সকল মায়াবাদীকে তাড়াইয়া দিয়া নিঃসঙ্গে হরিনাম করিলে গৌরহরি দয়া করিবেন।

প্রত্যেক কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রপঞ্চে আসেন না। অষ্টাবিংশচতুর্যুগের কলিতে আসেন। তিনি কেবল যুগাবতার নহেন। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার পাঠ "কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে" ঠিক অর্থাৎ কামনা কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে নিযুক্ত করাই অভিপ্রেত। "যৎ করোষি" প্রভৃতি গীতার শ্লোক কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, ইহা কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণের উদ্দিষ্ট নহে। কর্ম্মের ফল-ভোক্তা জীব ; আর অখিল-কর্ম্ম-চেষ্টা হরিসেবায় নিযুক্ত করা ভক্তের কেবলা ভক্তি।

শ্রীমূর্ত্তি-সেবা—শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গৃহস্থগণের করা কর্ত্তব্য। তবে যে সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁহারা অর্চ্চনকারীদিগকেও আদর করেন। যিনি গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার জন্য অর্চ্চন করেন না, তাঁহার বিত্ত-শাঠ্য হয়। কদর্য্য-চরিত্র বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক।

আধ্যক্ষিকবিচার-মূঢ়-সম্প্রদায় পরমেশ্বরের বিচার বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। Progenitor ও Annihilator পর্য্যন্তই প্রয়াশঃ তাঁহাদের বিচার সীমাবদ্ধ অর্থাৎ সৃষ্টি ও ধ্বংসের-বিচার প্রসঙ্গে তাঁহাদের ধারণা—সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা ও সংহার-কর্ত্তা মহেশ্বর পর্য্যন্ত। Sustainer (পালক) বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে যে কিছু কিছু ঈশ্বরত্বের স্বীকার আছে, তাহাতেও Qualitative reference রহিয়াছে। মহাপ্রভুর সর্ব্বেশ্বরেশ্বরত্ব—প্রেমে সমগ্র জগৎকে আকৃষ্ট করার কথা তাঁহারা ধরিয়া উঠিতে পারেন না।

প্রয়াগ-প্রসঙ্গ :——প্রকৃষ্ট যাগস্থলীই প্র+যাগ বা প্রয়াগ। তাপ, পুণ্ড্র, নাগ ও মন্ত্র-সংস্কারের পরেই যাগ-সংস্কার। শ্রীসনাতন-শিক্ষাক্ষেত্র বারাণসী ধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতন প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া জীবকে সম্বন্ধ-জ্ঞান-

দীক্ষা প্রদান এবং প্রয়াগে দশাশ্বমেধ-ঘাটে শ্রীল রূপপাদকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা জীবকে অভিধেয় শুদ্ধভক্তি-যজ্ঞে দীক্ষা-দান-মুখে যে শিক্ষা বিস্তার করেন, সেই দীক্ষা ও শিক্ষায় দীক্ষিত ও শিক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব সর্ব্বাত্মস্নপনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না। কর্ম্মতীর্থ ও জ্ঞানতীর্থ-স্নানে আত্মার সম্যক্ স্নান সাধিত হয় না বলিয়া প্রয়াগে শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রকটিত; তাঁহাতে অবগাহনেই সর্ব্বাত্মস্নপন-বিধান। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবল্লভকে গঙ্গার পরপারে লইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রিয় শ্রীরূপকে প্রয়াগক্ষেত্রে লইয়া তৎসমক্ষে তাঁহার পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিত ঔদার্য্যময় রূপমাধুর্য্য প্রকট করিয়া তাঁহার উন্নতোজ্জ্বল স্বভক্তি-সম্পদ্ প্রদান করিলেন। জীবের যতদিন পর্য্যন্ত না "আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্ রূপপদাম্ভোজ-ধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি॥" বলিয়া শ্রীরূপপাদপদ্মের পরাগ মস্তকে ধারণ করিবার—তাঁহার দাসানুদাসের পদরেণুতে অভিষিক্ত হইবার সৌভাগ্য উদয় না হইবে, তৎকালাবধি অর্দ্ধকুম্ভ কেন কোটি কোটি পূর্ণকুম্ভ-যোগ-কালে কোটি কোটি কল্প-কাল প্রয়াগে বাস করিলেও আত্মার নিত্যমঙ্গল সাধিত হইবে না—সর্ব্বাত্ম-স্নপন হইবে না। বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু তাঁহার "বিলাপকুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে যে বৈরাগ্য-বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার সেই বিচার-গাম্ভীর্য্য শ্রীরূপানুগগণ ব্যতীত আর কাহারও উপলব্ধির বিষয় হয় না; বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু উহার চতুঃসীমানায়ও পৌঁছিতে পারে না। শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে প্রাণৈর্ব্রজেন চ বরোরু বকারিণাপি॥"—"অর্থাৎ হে বরোরু, মদীশ্বরী গান্ধর্ব্বিকে, আমি এতদিন আশাপ্রাচুর্য্যের অমৃত-সিন্ধুতে অতি-কষ্টে কালাতিপাত করিলাম, ইহা নিশ্চয় জানিও। এখনও তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে এ পোড়া প্রাণ, ব্রজবাস অধিক কি, বক-শত্রু শ্রীকৃষ্ণকেও আমার কাজ নাই।" শ্রীরূপের ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্নান ব্যতীত এরূপ বৈরাগ্য-বিবেক কি কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধিৎসু-জ্ঞানীর হৃদয়ে কোটি-কল্পেও উদিত হইতে পারে? শ্রীরূপ ও সনাতন-শিক্ষানুসরণ ব্যতীত জীব কখনই চিন্ময়রাজ্যের সংবাদ জানিতে পারেন না।

শ্রীরূপ এক এক বৃক্ষতলে এক এক রাত্র উদ্‌যাপন পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-সম্পাদনে যত্ন করিয়াছিলেন। আমাদেরও তাঁহার আনুগত্যে শ্রীগৌড়মণ্ডলের বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার আবশ্যক। শ্রীনারদ যেমন লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ এবং তাঁহার রহস্যময় শুভলীলাচেষ্টা-সমূহ স্মরণমুখে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে "প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্॥ আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণোন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥"—এই দৈন্যাত্মক বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আমাদেরও তদ্রূপ দৈন্যাবলম্বনে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে দেহ-পতনকাল অপেক্ষা করিবার বিচার হওয়া আবশ্যক। আমরাও শ্রীনারদোক্ত "এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগে দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥" বিচারানুসারে "পরিবদতু জনো যথা তথা বা ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ। হরিরস-মদিরামদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশাম॥" বিচারে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে করিতেই জীবনের অবসান অপেক্ষা করিব।

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামীকে দশ দিন ধরে' কৃষ্ণের কথা ব'লেছিলেন। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥ উপজিয়া বাড়ে লতা,' ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি যায়। 'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' 'ভেদি' 'পরব্যোম', পায়॥ তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন।' 'কৃষ্ণচরণ' কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥" কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল-নিদান। কৃষ্ণের পদ—পূর্ণ কৃষ্ণ, পরিপূর্ণ-রসপরাকাষ্ঠার কল্পবৃক্ষ। বাহিরের ব্রহ্মাণ্ড—এই জগৎ ততদূর, যতদূর পর্য্যন্ত মানবের ধারণা, প্রাণীর ধারণা যায়;—যেমন ডিম্বের ভিতরের দিক্‌টা উহার বাহিরের কথা নয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টির চারিদিকে যেন একটা প্রাচীর দেওয়া আছে। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশটী স্তর আছে।

যাঁ'রা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছেন, তাঁ'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন—এই সকল ইন্দ্রিয় হইতে সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটী স্তর যথা—ভূ, ভুবঃ, স্ব, মহঃ, জন, তপঃ, ও সত্য; অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মাঝে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং উর্দ্ধে ৫টা লোক। আমরা এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়ত করি। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই ৫টী লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর-মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি উর্দ্ধলোকে এবং অন্তরীক্ষে কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপার-সমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূল ব্যাপার। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটাকে ছেড়ে দি'—নির্ম্মলতা লাভ করি, তখন উর্দ্ধলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূল-প্রার্থী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্ম-জড়িত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি। 'আমি'র উপরের আবরণ সূক্ষ্ম শরীর অন্তঃকরণ স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধ যুক্ত হ'য়ে রূপ-রসাদি গ্রহণ করি। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীর সহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমান হ'ন, উহাই 'ভবঘূরে' অবস্থা—যাতায়ত—নাগরদোলায় উঠা-নামার মত। কখনও সৎকর্ম্ম-বশে উর্দ্ধলোকে গমন, কখনও অসৎকর্ম্ম-ফলে নিম্নলোকে আগমন। উর্দ্ধলোকে উঠ্‌লেই নিম্নলোকে আস্‌তে হ'বে, নিম্নলোক হ'তে আবার উর্দ্ধলোকে উঠ্‌তে হ'বে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য। পুণ্য ক'র্‌লেই পাপ কর্‌বার প্রবৃত্তি হ'বে, পাপ ক'র্‌লেই পুনরায় পুণ্য ক'র্‌বার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে—এইরূপ ঘুরপাক। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণ-দ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপস্যাদি প্রভাবে স্থূল দেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্ম দেহে পুনরায় উর্দ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থান-কালেও চিন্তাদ্বারা উর্দ্ধলোকে গমন ক'র্‌তে পারি। কিন্তু গীতা তা' ক'র্‌তে নিষেধ করেছেন,—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্। ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারাঃ স উচ্যতে।" অর্থাৎ 'চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে। অতএব সেই মূঢ়কে 'মিথ্যাচারী' বলা যায়।' তা'তে মনুষ্যের অমঙ্গল ঘটে। বহির্জ্জগতের স্থূল ও স্থূল হ'তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করায় অমঙ্গল ঘটে। একমাত্র ভগবদুপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল-সূক্ষ্মের অতীত। কিছুতে তাঁ'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র সেবা-দ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণের আমাদের যোগ্যতা আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে-যে খোলসে যে-যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনা-নির্ম্মুক্ত হওয়ার অনেক কৃত্রিম পন্থা কল্পিত হ'য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন। কালক্ষোভ্য অবস্থা অবলম্বনে জীবসকল ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ করেন। দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন্,—এই যাবতীয় অবস্থা বস্তুতঃ হেয় ও নশ্বর।

গুরুর অনুগ্রহবশে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা কর্‌ছেন, আর একজন বঞ্চনা ক'রে কৃপা গ্রহণ ক'র্‌ছেন না—এরূপ নয়। প্রসাদ—যা' প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। আমাদের ব্যবহারোপযোগী যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, সেই অনুগ্রহ পাই। কি পাই? ভৃত্য হ'য়ে প্রভুতে সেবা করা—ভক্তি।' পরে সেবাকার্য্যে মতি-গতি হ'বে, তাঁর বীজ ভক্তি বা সেবালতার বীজ। জ্ঞান-কর্ম্মবৃক্ষের বীজও নানারকমের আছে। উহারাও বিস্তারশীল। সদ্‌গুরু বা কৃষ্ণের কৃপা-বঞ্চিত ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য ঐ সকল আপাত প্রেয়ঃ বিষ-বৃক্ষের বীজ লাভ হয়। কর্ম্মের ভোগ-প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ-প্রবৃত্তিতে নিজের সুখ-তাৎপর্য্য আছে; কিন্তু সেবাবৃত্তি নাই। "আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই "মালী হওয়া"। মালী যেমন

বৃক্ষের সেবা করে—বীজ থেকে আরম্ভ ক'রে গাছ বড় হওয়া পর্য্যন্ত—তা'র পরেও ফল-বিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কার্য্য, তদ্রূপ যিনি সেবন-ধর্ম্মের মালী হ'ন, তিনি বৃক্ষের বীজ লাভ করার সময় থেকে শ্রবণ-কীর্ত্তন জল-সেচন ক'র্‌তে থাকেন, সযত্নে অঙ্কুরকে রক্ষা করেন, বৃক্ষ বড় হ'লেও সেচন-কার্য্য পরিত্যাগ করেন না—সেবন-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না—ফলাস্বাদন, ফল-বিতরণরূপ সেবন-কার্য্য ক'র্‌তে থাকেন—নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন।

আমরা কি সেবা ক'র্‌ব? ভক্তিলতার বীজ—যা' গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লাম—যা' কৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপা বশতঃ নিজে সেবক-গুরুরূপে কৃষ্ণই প্রদান ক'র্‌লেন, সেই বীজ পেয়ে আমিও কৃষ্ণ-সেবাই ক'র্‌ব। ভক্তিলতার বীজ লাভ—গুরুর আদর্শ-সেবকের সেবা দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নিষ্কপটে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তখন আমার বিশ্রম্ভ সেবাবৃত্তির উদয় হয়। কৃষ্ণসেবাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হয়—ভক্তপ্রসাদজও সাধনাভিনিবেশজ। তাঁহার ভক্তকে সেবা করা'বার জন্য ভগবান্ নিজ প্রেষ্ঠের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে সেবার অধিকার দিবেন। যদি গুরু বলেন,—"আমি সেবা গ্রহণ ক'র্‌ব না, তা' হ'লে শিষ্যের সেবা লাভ হ'বে না। গুরু বলেন,—যে জিনিষটির আমি সেবা ক'র্‌ছি, তুমি সেই জিনিষটির সেবা কর। ভোগী-ত্যাগী হ'য়ে তা' হ'তে তফাৎ হ'য়ো না। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দেবো।" "ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা।" ভগবানের সেবার উপকরণ আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হ'লে সেই উপকরণের সেবা, উপকরণের দ্বারা সেবা সম্ভব হয়। যাঁ'র নিকট হ'তে সেবা শিক্ষা করি, তিনি যে-রকম সেবা ক'র্‌ছেন, সেইরূপ ক'র্‌লে সেবা হয়। তাঁ'র ফুলগুলো যদি তুলে এনে দি,' সর্ব্বতোভাবে তাঁ'কে সাহায্য করি, তা' হ'লে আমিও সেবক-শ্রেণীর মধ্যে এসে গেলাম। তখন আমার গুরুদেব ও তাঁ'র বন্ধু সাধুগণ আমার সেব্য, এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ ক'র্‌লে তাঁ'র শতকরা শত পরিমাণ অপ্রতিহত সেবাধর্ম্ম যদি সুষ্ঠুভাবে দেখ্‌বার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা ক'র্‌তে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁ'র বন্ধুবর্গ বহির্জ্জগতের বস্তু ন'ন। আমি মূর্খ, যে-ভাষায় ব'ল্লে আমার মূর্খতা যায়, তাঁ'রা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের যত্ন করেন—আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের বৃত্তি Batteryর action এর মতন। উহা অসদ্বস্তুকে Repel ও সদ্বস্তুর attract করে। সাধুদিগের সঙ্গ-দ্বারা সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্বস্তু ত্যাগ ও সদ্বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যা'রা অসাধু, তা'রা সর্ব্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন—অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলেন। সাধুর মুখে যখন অসদ্বস্তু ত্যাগ ও সদ্বস্তু গ্রহণের কথা শুন্‌তে পাওয়া যায়, তখন তা'র তাৎপর্য্য অনুসন্ধান ক'র্‌তে হয়। সাধু-গুরু পৃথিবীতে সাজান আছে। সেবাপথে কিছু দূর অগ্রসর হ'লে তা' বুঝ্‌তে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে অসাধুসঙ্গ হ'য়ে যায়। তদ্দ্বারা আমার ভজনে ব্যাঘাত হয়,—"জড়বিদ্যা যত, মায়ার বৈভব, তোমার ভজনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিত্য সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা॥" গাধা যেমন জিনিস ব'য়ে ব'য়ে মরে, কুবিষয়ের পিপাসায়ও জগতের লোক তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা বহন করে, কখনও বৃথা ত্যাগ-তপস্যা করে। ঐরূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ-তপস্যাও—গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভজনের বাধা। ভজনের বাধা উপস্থিত হ'লে আমরা আত্মঘাতী হই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-বলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়।

গুরু-মুখ হ'তে—সাধুগণের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তাঁ'দের নির্দ্দেশ মত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথগামী হ'য়ে কখনও সৎকর্ম্মের গাধা হ'য়ে যাই—প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হ'বার যত্ন করি'—আইন-কানুন বাঁচিয়ে চলি—আবার কখনও নির্ব্বিশেষ ভাব গ্রহন ক'রে অলসতা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে এইরূপ দুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুতি হ'লে এরূপ অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন—জল; সেচনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। আর

পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা কর্‌বার দরকার নেই। ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন কর্‌তে হ'বে। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা কর্‌ব—এই বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত হওয়ায় যত অমঙ্গল আস্‌ছে। সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। তাঁ'রা কৃপাপূর্ব্বক আমাদের কত সেবায় সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে—আদর্শ চরিত্র বর্ণন ক'রে তাঁ'রা আমাদের কত মঙ্গল-বিধান করেন। তাঁ'দের বর্ণন-সমূহ অনুভব কর্‌বার বুদ্ধি যদি হয়, তা' হ'লে কত সুবিধা!

"আমি নিজে পড়্‌ছি"—এটা দুর্ব্বুদ্ধি। "আমার পড়া অন্য লোক শুনুক"—এটা শ্রুত বাক্যের কীর্ত্তন হ'ল না। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" বৈষ্ণবের নিকট হ'তে ভাগবত শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। "আমি ভাগবত পড়্‌ছি"—গোড়ীয় মঠের অনুগত ব্যক্তি এরূপ কখনও বলেন না। তাঁ'রা বলেন,—"আমরা নিজের কোনো কথা প্রচার কর্‌ব না। পূর্ব্বগুরুগণ যা' ব'লেছেন, একমাত্র তাহাই প্রচার কর্‌ব।" "আমরা বেশী বোঝা'তে পারি, পূর্ব্বগুরুবর্গ বোঝা'তে পারেন নাই, তাঁদের কথা মনুষ্যজাতি বুঝ্‌তে শুন্‌তে পারে না"—ইহা দুর্ব্বুদ্ধি, নিজে না বুঝ্‌তে পারা। তাঁ'দের কৃত্য—শ্রবণ-কীর্ত্তন—শ্রীগুরুকৃপালব্ধ ভক্তিলতা-বীজে নিত্য জল সেচন করা। তাঁ'দের এরূপ বিচার নয় যে, তাঁ'রা বোঝেন, অন্য কেউ বোঝেন না কিংবা তাঁ'রা সোজা ক'রে অন্যকে বোঝা'তে পারেন—এসব দুর্বুদ্ধি তাঁ'দের নাই।

জল-সেচন না কর্‌লে বীজ শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে যায়। কোন সময় অতিরিক্ত জলে পচে যায়। অনধিকারী যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচন কর্‌বার ছলনায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রাসপঞ্চাধ্যায় প্রভৃতি শ্রবণ (?) বা কীর্ত্তনের (?) বাড়াবাড়ি করেন, তবে ভক্তিলতার বীজটুকু আর অঙ্কুরিত হয় না। পঞ্চম বর্ষের বালিকাকে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতি শিক্ষা দিলে তা'র পক্ষে তা' "ইচড়ে পাকামী"র কাজ হয়, আর উপযুক্ত সময়ে স্ত্রী-পুরুষের প্রীতির বিষয় স্বতঃই যুবতীর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হয়, তখন সে প্রকৃত প্রস্তাবে তা' বুঝ্‌তে পারে।

সুষ্ঠ অভিজ্ঞান লাভ আবশ্যক। বিপরীত কথা হ'তে তফাৎ হওয়ার জন্য যত্ন আবশ্যক; নতুবা সাধু-গুরুর কথা ধর্‌তে পার্‌ব না। জয়দেবের কথা বুঝ্‌তে না পেরে বৃথা সময় যা'বে—ম'রে যা'ব। সময়ে যদি কাজ না করি, তা' হ'লে সুবিধা হবে না। কিন্তু যক্ষ্মারোগীর বমিতাভিলাষের উদাহরণের তাৎপর্য্যে কাজ কর্‌তে হ'বে না—যেমন পুরীতে ব্যাখ্যা হচ্ছে। পরীক্ষিৎ মহারাজের ন্যায় বিচারের আবশ্যক।

"উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।" কৃষ্ণ-পাদপদ্মের সেবা কর্‌তে হ'বে। ইন্দ্রিয়ের সেবাকার্য্যে ব্যস্ত হ'তে হ'বে না। ভক্তিলতাবীজে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন ক'রে লাভবান হওয়া আত্মার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। শরীর পালন করা পশুরও ধর্ম্ম। নিত্যমঙ্গলের অনুসন্ধান না কর্‌লে মনুষ্য-জন্মের কার্য্য হ'লো না। আত্মঘাতী পশুপ্রকৃতি অপ্রাকৃত বস্তুর শ্রবণ-কীর্ত্তন করে না। যখন ভক্তিলতা বাড়ে, তখন লতা একটা মাচা চায়। কোন্ জিনিষটা মাচার কার্য্য করে? কৃষ্ণপাদপদ্ম মাচার কার্য্য কর্‌বে। কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আশ্রয় গ্রহণ কর্‌লেই লতা প্রফুল্ল ও পরিবর্দ্ধিত হ'তে থাকে। সত্য, জনঃ, মহঃ, তপঃ, ইত্যাদি লোকে গেলে লতা জ্বলে যা'বে—পুড়ে যা'বে। তা' হ'লে পণ্ড পরিশ্রমে পর্য্যবসিত হ'বে—খোলে কেবল চাটি দেওয়া মাত্রই সার হ'বে। জগতে যে-সব বিভিন্ন মনোধর্ম্মের বিচারযুক্ত ব্যক্তি আছেন, তাঁ'দের সকলের ঐরূপ অসুবিধা হ'বে। ভক্তিলতা এই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ ক'রে যায়। ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা—একটা বড় গড়খাই। তা'তে জল—কারণ-বারি আছে। কারণ-বারি থেকে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হ'য়েছে। সেখানে রাজোধর্ম্ম নাই—অজধর্ম্ম আছে—গুণসাম্যাবস্থা আছে। রজঃ তমঃ ও সত্ত্ব একটা জিনিষ তিন ভাগে বিভক্ত হ'য়ে ত্রিধা চূর্ণ হ'য়ে পড়ে—বিরজাতে neutralised হয়। এখানে সৃষ্ট বস্তুর কারণ প্রকৃতি বর্ত্তমান। খানিকটে প্রগতি দেখিয়ে শুদ্ধ-ভাব এনে দেওয়া ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব। এখানে অধিষ্ঠান পাওয়া যায় না—সেবা করার বস্তু পাওয়া যায় না। বিরজার অপর পারে ব্রহ্মলোক।

বিরজা-জলধির মধ্য দিয়ে লতা চল্‌লো। ব্রহ্মলোক নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় স্থান। সেখানেও লতা এমন কোন বস্তু পেল না—যা'র সেবা কর্‌তে পারা যায়।

ব্রহ্মলোকের পরে সবিশেষ ভগবদ্ধাম—মহাবৈকুণ্ঠ। সেখানে গৌরবের সহিত সেবা—শান্ত, দাস্য ও সখ্যের নিম্নার্দ্ধ বিরাজমান। মর্য্যাদা-পথে নারায়ণ-সেবাতে আড়াইটা রসে আটক প'ড়ে যায়। ইহ জগতে দেখ্‌ছি, রস পাঁচ প্রকার। কিন্তু বৈকুণ্ঠে আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে, আর আড়াই প্রকার দেখা যাচ্ছে না। গোলোক-দর্শন—সমগ্রতায় দর্শন—সেখান থেকে উপরের অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে—সখ্যের উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। যেদিক থেকে দেখা যাচ্ছে, সেদিক থেকে অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে। 'তদুপরি যায় লতা গোলোক-বৃন্দাবন'। তা'র উপরে উঠে পাঁচটাই দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আংশিক দর্শন ছাড়িয়ে পূর্ণ দর্শন। কৃষ্ণই পূর্ণ। বিষ্ণুর যাবতীয় অবতার—কৃষ্ণের অংশাংশ—কলা—বিকলা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি দর্শন—আংশিক দর্শন, পূর্ণ দর্শন নহে। গোলোকে কৃষ্ণ আছেন। অন্যত্র কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—কৃষ্ণের অপূর্ণ দর্শন।

ভক্তির দ্বারা দর্শন—ভক্তিতে আড়াই প্রকার রসে আংশিক দর্শন। আংশিক দর্শনে কতকটা অসুবিধা হয়। পাঁচ প্রকার রসের যে কোনো রসে কৃষ্ণসেবা পাওয়া যায়। কৃষ্ণসেবায় সর্ব্বরসের রসিক হ'তে পারে। অন্য অবতার-সমূহে তা' হয় না। উৎকর্ষ-অপকর্ষ-তারতম্য-বিচারে অবতার-সমূহে আড়াইটা রসের অভাবে আংশিক দর্শন। এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। (ভাঃ ১।৩।২৮)। চব্বিশটি অবতার। অংশ প্রথমভাগ। যেমন ডিগ্রী, সেকেণ্ড ইত্যাদিকে অংশ, অংশাংশ প্রভৃতি বলা যায়। Minutes, seconds, thirds, fourths etc. অংশ, কলা, বিকলা ইত্যাদি। সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৩২। অর্থাৎ "নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপ-দ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।" রসের দ্বারাই উৎকর্ষ-বিচার। কৃষ্ণ এবং অবতারসমূহ বস্তুতঃ একই জিনিষ। কৃষ্ণ কেন পূর্ণ ভগবান?—রসের উৎকর্ষ প্রাকট্যের কম-বেশীতে কৃষ্ণের অংশ এবং অংশিত্ব বিচার।

গৌরসুন্দর অন্য অবতারদের কথা না ব'লে কেবল কৃষ্ণকথা বলেন। 'ইহা দোলো কথা, কিংবা গৌরসুন্দরের শিক্ষা দোলো শিক্ষা মাত্র'—এরূপ যাঁ'রা বলেন, তাঁ'রা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মোটেই বুঝ্‌তে পারেন নাই। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণালোচনা কর্‌লে বুঝ্‌তে পারা যা'বে যে, গৌরসুন্দর বেফাঁস কথা বলেন নাই। কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষের জন্য এই সমুদয় অবিবেচনার কথা উপস্থিত হ'য়েছে। নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য যে চেষ্টা করি, তা' যদি হরিসেবার দিকে নিয়োজিত করি—হরি-সেবকের সেবায় নিযুক্ত করি, তা' হ'লে ইন্দ্রিয়-তর্পণের দুর্ভোগ হ'তে পরিত্রাণ লাভ কর্‌তে পারি। শ্রীরূপ এবং তাঁহার অনুগ জনগণের ইহাই বক্তব্য।

এ-সমুদয় জানা হ'য়ে গেলে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়া হ'তে পারবে। যদি চিত্তবৃত্তি সাধু-গুরুর চরণে থাকে, তা' হ'লে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ কর্‌বে। নতুবা ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বৃদ্ধি হ'বে। যেমন কেউবা প্রচারকের সজ্জায় সেজে জড়প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে নিযুক্ত হ'য়ে গেলেন। এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতা করা কর্ত্তব্য নহে। নিরন্তর সাধু-গুরু-কার্ষ্ণগণের সেবা কর্‌লে সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে। তখন শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার বিশুদ্ধতা লাভ ক'র্‌বে—সমস্ত কথার মধ্যে প্রবেশ লাভ হ'বে—যা'র যেরূপ যোগ্যতাই থাকুক না কেন। মনুষ্যজাতি কৃষ্ণেতর কথার যথেষ্ট আলোচনা কর্‌ছে। কিন্তু কৃষ্ণকথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। কৃষ্ণকথার নামে কৃষ্ণেতর কথা আবার জগতে পুতনার ন্যায় স্নেহস্তন্যদায়িনী মূর্ত্তিতে এসে পরমার্থ জগতের শিশুগণকে বিনাশ কর্‌ছে। চৈতন্যদেব যাঁ'কে দয়া করেন, তাঁ'রই অকৈতব কৃষ্ণপ্রসঙ্গ শ্রবণে রুচি হয়। নতুবা অচৈতন্য কথা শ্রবণের মাদকতা যায় না। চৈতন্য-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য অধিকার আমাদের নাই। অন্য প্রকারে ভক্তি-বৃদ্ধির উপায় নাই। কৃষ্ণের

কথা শোনা, কৃষ্ণের কথা বলা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়েও লোক-শিক্ষার জন্য কৃষ্ণকথা শুন্‌বার ও কৃষ্ণকথা বল্‌বার লীলা প্রদর্শন ক'রেছেন। গয়া গিয়ে কৃষ্ণের কথা শুনলেন। পরে কৃষ্ণের কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। গয়া যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রবণের পূর্ব্ব কর্ত্তব্য প্রদর্শন ক'রেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন সর্ব্বভাবে জয়যুক্ত হউন। "যদন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্য তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।"

কৃষ্ণ অক্ষজ বস্তু ন'ন। তিনি অধোক্ষজ। বিষয় কথার মধ্যে তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। তা' হ'লে কি উপায়ে এগুলোর মধ্যে তাঁ'কে দেখ্‌তে পাওয়া যা'বে? নির্ম্মল অন্তঃকরণে শ্রবণ কর্‌তে হ'বে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ কর্ত্তব্য। একটুকু শোনা হ'লে কীর্ত্তন আরম্ভ হ'বে। কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কর্ত্তব্য থাক্‌বে না। কেউ অন্য কথা শুনা'তে আস্‌লে তা'কে মার্‌তে যা'বে। চৈতন্যদেব পড়ুয়াদিগকে মার্‌তে গিয়েছিলেন—গোপীর কথা তা'রা বুঝ্‌তে না পারার জন্য। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে কৃষ্ণকথা বোঝা'বার জন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাসী হ'লেন। তাঁ'রা বুঝ্‌তে পারলেন না—এখন পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারেন নাই; অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে গেলেন।

আগে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় ক'রতে হ'বে। নচেৎ গুরু হ'য়ে (?) শোনা হ'য়ে যা'বে—থিয়েটারের অভিনয় দেখা শোনার মতন। প্রথমে নিজে লঘু হ'তে হ'বে। ইহার নাম—আশ্রয়। ভণ্ডকে যদি 'গুরু' বলে স্থাপন করা যায়, তা'হ'লে অসুবিধা হ'বে। শিষ্যের দানগ্রহণকারী চোরকে 'গুরু' কর্‌তে হ'বে না। তা' হ'লে 'গুরু' করা না হ'য়ে চাকর করা হ'য়ে যা'বে। সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ কর্‌তে হ'বে। আর যে গুরু (?) এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য গ্রহণ করবেন, তিনি চোর হ'য়ে যা'বেন। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি ক'রে নিলে আর গুরুপদবাচ্য হ'বেন না। যে-সকল গুরু (?) শিষ্যের (?) বিত্ত অপহরণ করেন, তাঁ'রা লঘু। তাঁ'দিগকে আশ্রয় কর্‌লে আরো লঘু হ'য়ে যেতে হ'বে। প্রকৃত গুরু লাভ হ'লে তিনি (শ্রীগুরুদেব) হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা কিরূপে হৃষীকেশের সেবা কর্‌ছেন লক্ষ্য কর্‌তে হ'বে, তা'হলে সুবিধা হ'বে। 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ'। কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয়-মূর্ত্ত-বিগ্রহ হ'য়ে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না।

বর্ত্তমানে আমাদের বিষয়ী আর যোষিৎ দর্শন হচ্ছে। গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরু-পাদপদ্ম দর্শনের পরেও যদি আবার যোষিৎ দর্শন হয়, তা' হ'লে পতন হ'য়ে গেল। তখন দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরু থেকেও বড় গুরু আছে। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু কৃষ্ণ-সেবা করেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণ-বিষয়ে দিব্য-জ্ঞান—দীক্ষা লাভ হ'বে। কৃষ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞান প্রদানের জন্য ভণ্ডগণ কতই না চেষ্টা কর্‌ছে। যে কার্য্য কর্‌লে বিষয়ী ও যোষিৎকে আর দেখ্‌তে হয় না, সেই কার্য্য কর্‌তে হ'বে। তখন কৃষ্ণ-যোষিৎকে পরম পূজ্য গুরু জ্ঞান কর্‌তে পারা যা'বে। তখন 'যোষিতের ভোক্তা'—এই দর্শন হ'তে নিরস্ত হওয়ায় ভগবানের সেবাবৃত্তি উদিত হয়। তখন কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হয়—'আমি যোষিৎপতি'—এরূপ বিচার হয় না। কৃষ্ণই একমাত্র যোষিৎপতি—এইরূপ দর্শন হয়। কেবল কৃষ্ণ-ভজনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। মানুষ তখন নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে—এ সকল পিতা-পুত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না—তখন মঠবাস হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যা' করেছেন, সেই কৃত্য কর্‌বার অভিলাষ হয়। সর্ব্বদা হরি কীর্ত্তন হয়—তখন জীব প্রকৃতপ্রস্তাবে 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'ন, নিন্দা কর্‌বার প্রবৃত্তি থাকে না। শ্রবণ-কীর্ত্তন না হ'বার জন্য কৃষ্ণের দর্শন হচ্ছে না। আশ্রয় ত' ক'র্‌ব আমি। আমি আশ্রয় না ক'র্‌লে আর কি হ'বে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হ'বে। তাঁর দয়া না হ'লে আমার শত চেষ্টা-দ্বারাও কিছু হ'বে না। তাঁ'র দয়াই মূল জিনিষ। যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁ'কেই সত্য সত্য চাই, তা' হ'লে তাঁ'র নিশ্চয়ই দয়া লাভ হয়। যতক্ষণ অন্য বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই জন্মৈশ্বর্য্যাদির অভিমানে সর্ব্বনাশ হয়। ভগবান্ কি বস্তু, যাঁ'রা আলোচনা ক'র্‌লেন না, তাঁ'রা ঐ সব অসার জিনিষের (জন্মৈশ্বর্য্যাদির) আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিলেন। ঐ সব বিষয়ে

বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়্‌লে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না করলে বিষয়-ভোগ ছাড়া জীব আর কি করবে?

অনাত্মবস্তুর সৃষ্টি আছে। আত্মবস্তুর সৃষ্টি নাই। আত্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হ'লে পুনরায় আমার স্বভাব প্রাপ্ত হ'ব। পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হ'বার অভিমান হ'বে না। বলদের বুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'বে না। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে জীবন নষ্ট করতে হ'বে না। F.R.S. D.C.L. হ'য়ে আধ্যক্ষিক হ'বার জন্য যত্ন হ'বে না। আত্মপরীক্ষা না করার দরুণ—শ্যামাঘাসকে ধান গাছ বিবেচনা করার দরুণ দুর্গতি ঘট্‌লো। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুবিধা পেয়ে গেলেই বা তা'তে কি হ'লো? তা'তে দুরাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হ'লো বই ত' নয়। আবার পরে সে-সব ছেড়ে দিয়ে নির্ব্বিশেষ চেষ্টা হ'বে। যোগভূমিকার প্রাপ্য পতঞ্জল ঋষির কৈবল্য পেয়েই বা কি লাভ? এ সব দুর্ব্বাসনা কালসর্পের মতন। কামড়ালেই পশুর ন্যায় ক'রে ফেল্‌বে। এ গুলোর বিষদাঁত না ভেঙ্গে এদের সঙ্গে বাস করলে মারা পড়্‌তে হয়।

বিষয়ী হ'বার চেষ্টায় অভিভূত হওয়ায় যে অমঙ্গল ঘটে, সেই সব অমঙ্গল-বাসনার মুখে ছাই দেবার সুবিধা হয়—যখন ভগবানের দাসেদের সঙ্গে দেখা হ'বার সুযোগ হয়। নারদ যেমন নিজের সুবিধা ক'রে নেওয়ার লীলা দেখিয়েছিলেন। নারদের অজ্ঞাত সুকৃতির উদয় হ'য়েছিল—সেই সুকৃতিবশে তিনি বুঝ্‌তে পেরেছিলেন যে, জাগতিক ব্যাপার আবশ্যক নয়—"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা" ইত্যাদি (ভাঃ ১১।২।৪০)। পৃথিবীর লোক ইহাদিগকে নির্ব্বোধ, পাগল ব'লে বিচার ক'রে। ভগবানে অনুরাগ হ'ল। ক্রিয়া কি দেখা গেল? হাস্‌ছেন—দেখ্‌ছেন জগৎ—কি করছে, অথবা তখন 'বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে', তাই তিনি আনন্দে হাস্‌ছেন—সর্ব্বত্র কৃষ্ণময় দর্শন; আবার কাঁদ্‌ছেন,—জগতের লোক কত অশান্তিতে র'য়েছে! অন্য লোক কি বিবেচনা করছে, তাঁ'র গ্রাহ্যের বিষয় হ'চ্ছে না। মহাভাগবতের সঙ্গ-প্রভাবে অযাচিতভাবে যদি সেই জিনিষ লাভ হয়, তা' হ'লে শ্রবণের যোগ্যতা হয়। হঠাৎ এই সৌভাগ্য উদিত হ'তে পারে।

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অভিধেয়-নির্ণয়-বৈশিষ্ট্য—

সম্বন্ধ-কেন্দ্রের তারতম্যানুসারে অভিধেয়ের পার্থক্য বিচারিত হইয়াছে। যাহারা অচেতন বা চিদাভাসকে সম্বন্ধরূপে নির্ণয় করিয়াছেন অথবা চেতনের অসম্যক্ প্রতীতি বা আংশিক প্রতীতিকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অভিধেয় অচেতন ও চিদাভাসের উপর ক্রিয়া করে, অথবা অভিধেয় শুষ্কভাব ধারণ করিয়া থাকে। পূর্ণ ও অনাবৃত চেতনের সম্বন্ধ কেন্দ্রীভূত না হইলে অভিধেয়ের প্রফুল্লতা ও সচেতনতা ব্যাপ্ত হইতে পারে না। অভিধা শক্তি সম্বন্ধ্য বস্তুর মুখ্যার্থ বা সহজার্থ প্রকাশ করে। আবৃত বস্তু বাচ্য হইলে উহার মুক্ত মুখ্যার্থ প্রকাশিত হয় না। মুখ্যার্থ ও বস্তুতঃ গৌণার্থ, সহজার্থও তত্ত্বতঃ কৃত্রিমার্থই সাধন করিয়া থাকে। অতাত্ত্বিক-সম্প্রদায় এই সুসূক্ষ্ম বিচার ধরিতে না পারিয়া আবৃত ও অনাবৃত উভয় প্রকার বস্তু, দশা বা প্রতীতির অভিধাকে একাকার করিয়া লোকপ্রিয় চিজ্জড়সমন্বয়বাদী হইয়া পড়েন। জগতের যখন শতকরা প্রায় শত জনই আবৃতদশায় কবলিত, তখন আবৃতসহজার্থকে আবৃতবস্তুর মুখ্যার্থরূপে দর্শন করিতে তাঁহাদের সুবিধাবাদের আপাত ক্ষতি হয় না; কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক অনাবৃত তত্ত্বজ্ঞ উহাকে মুখ্যার্থ বা সহজার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। এজন্য তাঁহারা লোকপ্রিয় হইতে পারেন না—চিজ্জড়সমন্বয়বাদীর আবৃত-দর্শন, আবৃত-অভিধা ও আবৃত-তত্ত্ববস্তুর বিচারের তৌলদণ্ডে "গোঁড়া", "সাম্প্রদায়িক" প্রভৃতি বলিয়া বিচারিত হন! কিন্তু অনাবৃত সম্বন্ধের অনাবৃত অভিধা অর্থাৎ পূর্ণচেতনে কেন্দ্রীভূত সহজার্থ, সহজ-সাধন একমাত্র নির্ম্মলা ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। অভিধেয়-নির্ণয়ে এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবত-মূর্ত্তলীল শ্রীগৌরসুন্দর শুদ্ধভক্তি ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিপাদ্য অভিধেয় বিদ্ধা ভক্তি বা মিছা ভক্তি নহে। জগতে বিদ্ধা ভক্তি বা মিছা ভক্তিকে

অনেকেই 'ভক্তি' মনে করিয়া ভক্তিযাজনের মৌখিকতা প্রকাশ করেন। তথাকথিত বা প্রচলিত ধর্ম্মজগতে আজকাল খুব কম লোকই আছেন, যাঁহারা তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিতা এবং তাঁহাদের স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তিকারিণী ভক্তিকে "অভিধেয়" বলিতে অন্ততঃ মৌখিকভাবে অস্বীকৃত হন। ভাবপ্রবণ বঙ্গদেশে স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তিকারিণী ভাবুকতাকে 'ভক্তি' বলিতে শতকরা প্রায় শতজন লোকই ন্যূনাধিক কুণ্ঠিত নহেন। একান্ত শুষ্ক জ্ঞানালোচনা এদেশের আবহাওয়া জল কাদার সহিত সমন্বিত হয় না,—একথা এদেশের ভাবপ্রবণগণ ন্যূনাধিক স্বীকার করিয়া তাহাদের স্বকপোলকল্পিতা ভক্তির (?) চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ মত আন্তরিকতায় অনেকেই পোষণ করেন এবং তর্কস্থলে বাহ্যে যুক্তি প্রদান করিয়া বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারাও ভক্তি (?) স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা 'একঘেয়ে' গোঁড়া' নহেন, ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, সকলই তাঁহাদের মতে সমান ; এক একটী উপায়, এক একটী পথ মাত্র ; যাহার যেটি ভাল লাগে বা সুবিধা হয়, তিনি সেইটি গ্রহণ করিয়া সাধন করিবেন। যেমন কালিঘাটে যাইতে হইলে কেহ নৌকায়, কেহ ষ্টীমারে, কেহ ট্রামে, কেহ পদব্রজে, আজকাল আবার টেক্সি, বাস, মোটর প্রভৃতিতে যাইতে পারেন। এইরূপে হয় ত' যখন আরও কোন নূতন নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইবে, তখন সেই নূতন নূতন সাধনের দ্বারাও সেই স্থানে যাওয়া যাইবে। ভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ব্যতীত আরও যদি কিছু উপায় ভবিষ্যতে সৃষ্ট বা আবিষ্কৃত হয়, তবে ঐ সকল নব উদ্ভাবিত সাধনের দ্বারাও মূল গন্তব্য পথে সকলেই পৌছিতে পারিবেন। বর্ত্তমানে আরও একটি নবমত প্রকাশিত হইয়াছে সুশীলা ধর্ম্ম। এইরূপ যুক্তি বিপুলকায়া মনোহারিণী, বালঘাতিনী পুতনার ন্যায় একদিকে যেমন মাতৃসুলভ স্নেহ-প্রাচুর্য্যের কৃত্রিম মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া লোক লোচনে নির্ম্মলা ভক্তি অনাবৃত-অভিধেয়তত্ত্বকে আবৃত করিতেছে, অপরদিকে তেমনি স্নেহসিক্ত স্তন্য-সুধায় বিবর্ত্ত উৎপাদন-পূর্ব্বক বিষয় হলাহল পরমার্থ-রাজ্যের শিশু-সন্তানগণের মজ্জায় মজ্জায় সঞ্চারিত করিয়া জগৎ হইতে একান্ত পরমার্থ-যাজকের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বা শ্রীমদ্ভাগবত তারস্বরে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যে কথা কীর্ত্তন করিলেন, সেই একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিই নির্ম্মলা বা অনাবৃত আত্মার সহজ বৃত্তি—অনাবৃত অভিধেয়,—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং........যয়াত্মা সম্প্রসীদতি।" এই সমস্ত কথাই বহির্ম্মুখ লোকসমষ্টির ইন্দ্রিয়তর্পণ বা আপত প্রেয়োরুচি এবং সেই প্রেয়োরুচির ইন্ধনসরবরাহকারী নায়কগণের স্বার্থচেষ্টার প্রাবল্যে যেন লোকের বিস্মৃতিসাগরে মগ্ন অথবা অধিকাংশস্থলে সঙ্কীর্ণতা-দ্যোতক বাক্য বা 'অর্থবাদ' বলিয়া পরিগণিত হইল। মাতালের দল বা ব্যভিচারি-সম্প্রদায় যেমন মাদক দ্রব্য বর্জ্জন বা ব্যভিচারের প্রতিকূল উপদেশকে 'সঙ্কীর্ণতা', 'গোঁড়ামী', 'অনুদারতা' বলিয়া প্রচার করে, আর লোকপ্রিয়তার গ্রাহক-সম্প্রদায়ের নায়কগণ যেমন প্রচ্ছন্ন-ব্যভিচারী ও স্পষ্ট ব্যাভিচারী উভয় দলেরই প্রিয়তা অর্জ্জন করিবার জন্য ব্যভিচার ও অব্যভিচার উভয়ই সমান বলিয়া প্রচার করেন। অর্থাৎ উভয় পক্ষকেই সন্তুষ্ট রাখিয়া নিজ জড় প্রতিষ্ঠা সংগ্রহরূপ কাম্যবস্তু সংগ্রহ করেন, সেইরূপ চিজ্জড়-সমন্বয়বাদি-সম্প্রদায়ের নায়কগণও ভক্তি (?) ও অভক্তি উভয়ই সমান বলিয়া স্থাপনের বা প্রচারের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হইয়া পড়িয়াছিলেন! ঐরূপ হেত্বাভাসপূর্ণা, বালমনোহারিণী, বহির্ম্মুখগণ-রঞ্জনকারিণী দুর্ব্বলা যুক্তি ও অভিসন্ধি দ্বারা সত্যের পরম সবল পক্ষ বিপর্য্যস্ত হয় না। কালিঘাট যাইবার বিভিন্ন উপায়ের দৃষ্টান্তে জড়মায়া যে বঞ্চনা করে, বিবর্ত্ত উৎপাদন করে, তাহাতে বাস্তব সত্যের উপাসকগণ পতিত হন না। কালিঘাট যদি পূর্ব্বদিকে থাকে, আর বিভিন্ন যানে আরোহণ করিয়া লোকসজ্ঘ যদি ক্রমাগত পশ্চিম দিকে চলিতে থাকেন, তবে কি উহারা কালিঘাট হইতে ক্রমাগতই দূরে নীত হইবেন না? যাহারা অভক্তিমার্গ সমূহ—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ব্রত, তপস্যাদি অভক্তি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা বিভিন্ন যানারোহণে বা পদব্রজে খুব চলিলেও গন্তব্য স্থান হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন। অভক্ত-সম্প্রদায় পূর্ব্ব হইতেই—সম্বন্ধ-নির্ণয়েই পশ্চিমদিককেই লক্ষ্যরূপে স্থির করিয়া

চলিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের যত চেষ্টা, সব অভক্তি চেষ্টা অর্থাৎ গন্তব্য স্থান হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতেছে। আর একান্ত অকৃত্রিম ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বপ্রথমেই পূর্ব্বদিককে সম্বন্ধ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার যাবতীয় অভিলাষ, যাবতীয় কর্ম্ম, যাবতীয় জ্ঞান, যাবতীয় যোগ, তপঃ, ব্রত সকলই সেই পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইবার সাধক বা সহায়ক হইয়াছে। অন্যাভিলাষী, ফলভোগী কর্ম্মী, নির্ভেদজ্ঞানী, অষ্টাঙ্গযোগীর "গোড়ায়ই গলদ" রহিয়াছে—কালিঘাট যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে—ভুলদিক্ ধরা হইয়াছে—সম্বন্ধতত্ত্ব বিচারেই ভ্রম রহিয়াছে, কাজেই ঐরূপ দিগ্‌ভ্রান্ত বা বিবর্ত্তগ্রস্ত ব্যক্তি যে-সকল সাধন বা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে কালিঘাট পৌঁছাইবার সম্ভাবনা কোথায়? ঐরূপ দিগ্‌ভ্রান্ত যাত্রী যে কালীঘাটে পৌঁছায় সেখানে জড় মায়ার নৃত্য—ছায়াশক্তির নৃত্য—ইন্দ্রিয়তর্পণের তাণ্ডব। ভগবদ্ভক্ত ঐরূপ ছায়া-শক্তির নাট্যের দ্বারা পরিচালিত হন না। ভগবদ্ভক্তকে চিচ্ছক্তি সর্বদা পরিচালিত করেন—কাজেই তাঁহার বিবর্ত্ত বা দিগ্‌ভ্রম হয় না। তাঁহার দিগ্‌ভ্রম না হইবার আর একটা কারণ,—তিনি যে সাধন বা উপায় গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার সাধ্য বা উপেয়। সাধন একটী, আর সাধ্য অন্য একটী হইলে দিগ্‌ভ্রম হইতে পারে! কিন্তু সাধন ও সাধ্য একবস্তু হইলে তাহাতে আর দিগ্‌ভ্রম কি করিয়া হইবে? সুদক্ষ কর্ণধারের যান আশ্রয় করিলেই তাঁহার উপেয় লাভ করতলগত হইল। ভগবদ্ভক্তের পথ ও সীমায় ভেদ নাই—পথ সীমা পর্য্যন্ত সংলগ্ন—সীমা হইতে পথ পৃথক্ নহে, পথ হইতেও সীমা পৃথক্ নহে। পথ স্পর্শ করিতে পারিলেই সীমা স্পর্শ হয়—কেবল স্তরভেদ, এই মাত্র। কিন্তু অভক্তি পথের সম্বন্ধে তাহা নহে—অভক্তি পথে হাটিতে হাটিতে যে সীমা পাওয়া যায়, তাহা পথ হইতে ভিন্ন। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ—এক একটী পথ, ঐ পথগুলি সীমা নহে অর্থাৎ কর্ম্ম-পথের পথিক যে রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন, ফলপ্রাপ্তিতে তিনি সেই যজ্ঞশ্রম আর অভিলাষ করেন না; জ্ঞানপথের পথিক যে জ্ঞানালোচনা করিলেন, তাহার ফল প্রাপ্তিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব সংরক্ষণ হয় না; অষ্টাঙ্গযোগী ফলকালে আর আসন-প্রাণায়ামাদিকে সাধ্য বলিয়া বিচার করেন না। সুতরাং তাঁহাদের পথ সীমার সহিত সংলগ্ন বা একবস্তু নহে—পথ ও সীমার মধ্যে খুব বড় ব্যবধান আছে—তাঁহারা পথকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া 'সীমা' লাভ করিতে চাহেন। সাধক প্রতীক-উপাসনারূপ পথ ধরিলেন, সেই প্রতীককে চূর্ণ-বিচূর্ণ বা বিসর্জ্জন না করা পর্য্যন্ত সাধকের সিদ্ধিই ফলিত হইল না। অভক্তিমার্গে এইজন্য পথ ও গন্তব্য সীমার সম্পূর্ণ ভেদ আছে—উপায় ও উপেয়ে ভেদ আছে—সাধন ও সাধ্যে ভেদ আছে। কাজেই সেখানে দিগ্‌ভ্রম হয়। কিন্তু ভক্তিপথে উপায় ও উপেয়, সাধন ও সাধ্য একবস্তু হওয়ায় একবার হাঁটিতে আরম্ভ করিলে (ভাঃ ১১।২।৩৫) চক্ষু মুদ্রিত করিয়াও ["যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ"] গন্তব্য সীমায় পৌঁছান যায়—তাহাতে বিপরীত দিকে যাইবার আর উপায় নাই। সেই ভক্তিপথে যে-সকল বিভিন্ন উপায়—চঃতুষষ্টি ভক্ত্যঙ্গ প্রভৃতি আছে, তাহাদিগকেই এক গন্তব্য পথের ভিন্ন ভিন্ন উপায় বলা যাইতে পারে; কিন্তু ঐ সকল উপায়গুলি অভক্তি-পথের কল্পিত উপায়ের ন্যায় উপেয় হইতে ভিন্ন নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীসনাতন-শিক্ষায় (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১৩১।১৪২)। পৈত্রিক সম্পত্তি মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত আছে জানিলেই ধন করতলগত হয় না। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই তাহার প্রাপ্তির একমাত্র উপায় বা পথ বলিয়া দিতে পারেন। যে-কোন স্থানে খনন করিলেই সম্পত্তি লাভ হইবে—সব স্থানই সমান—সকলই মৃত্তিকা—এরূপ বিচারকগণের কখনই সম্পত্তি লাভ হয় না। অসর্ব্বজ্ঞ সম্প্রদায় ঐরূপ উক্তি দ্বারা লোকবঞ্চনা করিতে পারেন; কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি একায়ন পদ্ধতির কথা বলেন,—সত্যের দিক্ বহু নহে—সত্যসূর্য্য একমাত্র পূর্ব্বদিকে উদিত হন। পূর্ব্বদিক ব্যতীত অন্য কোন দিকে সূর্য্যের সন্ধান্ পাওয়া যাইবে না। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি পথ সূর্য্যের উদয়াচল নহে—একমাত্র পূর্ব্বদিকে—প্রাচীন, সনাতন, শ্রৌতপথ যাহা, সেই ভক্তিপথে সত্যসূর্য্য উদিত হন।

পূর্ব্বদিকেই সেই পৈত্রিক সম্পত্তি—আমাদের শ্রৌতপরম্পরা-প্রাপ্ত সনাতন ধন পাওয়া যায়—অল্প খনন করিলেই অতি সহজেই সেখানে বস্তু লাভ হয়। দক্ষিণদিকে—দক্ষিণা-মার্গে অর্থাৎ কর্ম্ম-মার্গে কখনও শ্রৌতসম্পত্তি—পৈত্রিক ধন পাওয়া যাইবে না—অধিকন্তু পাপ-পুণ্যরূপ ভীমরুল, বরুলীর ভীষণ দংশনের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতে হইবে। শ্রুতিও বলেন যে কর্ম্ম-দ্বারা কখনও নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি লাভ হইতে পারে না। পশ্চিম দিক্—পূর্ব্বদিকের ঠিক বিপরীত। বিভূতিপাদের যক্ষ সেখানে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া ধনকে আবৃত করিয়া রাখে। কিম্বা যক্ষ ঈশ্বর-সাযুজ্যের লোভ দেখাইয়া জীবের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। উত্তর দিক—দক্ষিণা মার্গের প্রতিযোগী—নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানমার্গ। উত্তরাপথে কৃষ্ণ অজগর—বড় তাপস, অপ্রতিগ্রাহী, কাহারও কাছে কিছু চাহিতে যায় না।—খুব ত্যাগী—যাহা হইতে 'অজগর বৃত্তি' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু জীবরূপ সন্তাকে ঐ উত্তরাপথের কৃষ্ণঅজগর সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া ফেলে! পৈত্রিক সম্পত্তি—শ্রৌত ধন লাভ হইবে না।

কিন্তু পূর্ব্ব দিকে—শ্রৌতসনাতনপথে—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ময়ী বিশুদ্ধ ভক্তিপথে সেই পৈত্রিক সম্পত্তি—জীবের নিত্যস্বরূপ, নিত্য অধিকার—ভগবৎপ্রেমা লাভ হয়। তাই শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—ভক্তিই সর্বশাস্ত্রে 'অভিধেয়' বলিয়া কীর্ত্তিত। অভি—সর্ব্বতোভাবে ধা—(ধারণে) সর্ব্বতোভাবে ধৃত হয় যাহার দ্বারা। ভক্তি সমগ্রভাবে আত্মার সম্বন্ধ ও প্রয়োজনতত্ত্বকে ধারণ করিতে পারে। ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই পরাৎপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ ও প্রেমা প্রয়োজনকে ধারণ করিতে পারে না। 'অভিধেয়'-শব্দের অর্থ—বাচ্য, প্রতিপাদ্য। ভক্তিই—বাচ্য, প্রতিপাদ্য বিষয়—আত্মার নিত্য বাচ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়; ইহা ছাড়া অন্য কিছু আত্মার বাচ্য হইতে পারে না। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ—আত্মার বাচ্য ও প্রতিপাদ্য হইতে পারে না; কারণ, উহাদের কেহই আত্মার অবিকৃতাবস্থা বা নিত্য অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে না। 'অভিধেয়' শব্দের অপর অর্থ—'নাম'। ভক্তিপথে অভিধেয়ই (নাম, বাচ্য)—অভিধেয়। অসর্ব্বজ্ঞ-সম্প্রদায় ইহা জানে না। সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ যাহারা অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান যোগাদি পথ ও ভক্তিপথ—সকল পথকেই সুষ্ঠু দর্শন করিয়াছেন—যাঁহারা প্রয়োজনতত্ত্বের সীমায় পৌঁছিয়াছেন—যাঁহারা সম্বন্ধের ভূমিকায় নিত্য সংলগ্ন আছেন সেই সকল সর্ব্বজ্ঞ ভাগবত-সম্প্রদায় ভক্তিকেই অভিধেয়-তত্ত্বরূপে নির্ণয় করিয়াছেন।

অকৃত্রিম বেদান্তভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত যে গান গাহিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবতমূর্ত্তলীল শ্রীগৌরসুন্দর যে গানের অব্যভিচারিণী রাগিণী শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের দ্বারা জগতে বিস্তার করিয়াছেন—শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় "কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, 'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়। নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে; তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥"—প্রভৃতি যে গীতির ঝঙ্কারে গৌড়দেশ ভাসাইয়াছেন; শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ যে গীতির ভাষ্য-বিবৃতিতে পারমার্থিক-বিশ্ব মুখর করিয়াছেন, সেই গীতি যখন নানাবিধ প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা, মনোধর্ম্মের তাণ্ডব নৃত্য, চিজ্জড়সমন্বয়বাদের ভেক-কোলাহলের দ্বারা আবৃত হইয়া লোক-কর্ণকে বধির করিয়া দিয়াছিল—অবিমিশ্র বৈকুণ্ঠ সঙ্গীত-সুধা-লহরী গ্রহণে যখন লোক-কর্ণ কুণ্ঠিত-কুঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল—মায়ামরুমলমিশ্রিতা আপাত-কর্ণসুখসঞ্চারিণী মায়াব্যাধগীতিই যখন গণকর্ণ-তোষিণী বলিয়া অভ্যর্থিত হইতেছিল—এমন সময় বিলুপ্ত-স্মৃতি জন-মণ্ডলীর নিকট ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভাগবতী গীতির পুনরাবৃত্তি করিলেন। সেই পুনরাবৃত্তি অধিকাংশস্থলে অর্চ্চার ন্যায় তাঁহার ভাগবত-গ্রন্থমালা-মন্দিরে যেন 'শয়ন' লাভ করিয়া থাকিলেন—অর্চ্চাকে পূজা করিবার অকৃত্রিম অর্চ্চক, উপাসক খুব কমই পাওয়া গেল—কারণ, "এ হাটে না বিকায় চাউল।" ঠাকুর ভক্তিবিনোদেরই সাক্ষাৎ আদেশ ও প্রেরণাক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সেই শ্রীবিগ্রহকে জাগরিত করিলেন—মূর্ত্তিমতী ভাগবত-পুনরাবৃত্তিগীতি ভারতের দ্বারে দ্বারে—পৃথিবী পর্য্যন্ত যত দেশ, গ্রাম—সর্ব্বত্র চেতনময়ী রাগিণীতে,

প্রাণময়তার ঝঙ্কারে, জীবন্ত আচার-প্রচার-আদর্শের ঐক্যতানে, বিস্তার করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর, সমগ্র জগতের সমস্ত ভেককোলাহল-সম ইতর সঙ্গীত নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের উচ্চ ঢক্কা বাদ্যের ন্যায় শব্দের বিদ্বদ্রুঢ়ির উচ্চরবে স্তব্ধ করিয়া, আবৃত করিয়া, অবিদ্বদ্রুঢ়ির যাবতীয় তাণ্ডব বহিদ্রূঢ়ির তাণ্ডবিনী রতি-নৃত্যের দ্বারা বিলুপ্ত করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীঅভিধেয়-মূর্ত্তিরূপে প্রকটিত হইলেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রত্যেক চিন্ময় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেক মুদ্রা, আচার-ব্যবহার, আদর্শ, বিভাব, অনুভাব বেশ, আবেশ—অভিধেয়-কলার নবনবায়মান সৌষ্ঠব-বিস্তারক। ইহা বাস্তব প্রত্যক্ষ যে, শ্রীল প্রভুপাদ অভিধেয়-মূর্ত্তি। সেই অভিমর্ত্ত্য অভিধেয়-মূর্ত্তির সংস্পর্শে আসিলে যিনি যেরূপ যোগ্যতায়, যেরূপ অবস্থানে, যেরূপ স্বভাবেই থাকুন না কেন, তাঁহাকেই সেই যোগ্যতা, অবস্থান ও স্বভাব লইয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অভিধেয়ের কিছু না কিছু আনুকুল্য করিয়া ফেলিতেই হইবে। অপ্রাকৃত সদ্বৈদ্য শ্রীল প্রভুপাদ নানা কৌশলে, নিজ প্রভাবে, সংস্পর্শে, সান্নিধ্যে নিতান্ত অনভীপ্সুকেও কোনও না কোনভাবে অভিধেয় যাজন করাইয়া লন। স্পর্শমণির সমীপে উপনীত হইলে যেরূপ লোহা সোনা হয়, সেইরূপ ইহা প্রত্যক্ষ যে, অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদের সমীপে আসিয়া যিনি যতটুকু তাঁহার গাত্রের কর্দ্দমরাশি অনাবৃত করেন, তিনি সেই পরিমাণে সদ্য সদ্য স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। অনেক সময় স্পর্শমণির সান্নিধ্যেও মলিন লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের এইটীই অচিন্ত্য প্রভাব যে, তাঁহার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত যিনি যতই মলিন থাকুন না কেন, প্রত্যেককেই অন্ততঃ কমবেশী অভিধেয়-সুকৃতি সঞ্চয় করিতেই হইবে। সেবোন্মুখের দ্বারা অভিধেয় সাধন, আবার বহির্ম্মুখের এমন কি বিদ্বেষীর দ্বারাও তাহার অজ্ঞাত-সুকৃতি সঞ্চয় করাইয়া তাহার নিত্যমঙ্গল উদিত করাইতে পারেন। শ্রীল প্রভুপাদ অভিধেয়ের এমন এক অভিমর্ত্ত্য চক্রজাল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, যে-দিকে যাও না কেন, এড়াইবার উপায় নাই—যত বিমুখ হউক না কেন ছাড়াছাড়ি নাই, কিছু না কিছু অভিধেয়ের স্পর্শ করিতেই হইবে—অভিধেয়-সুকৃতির অন্ততঃ একটী কণ বরণ করিয়া লইতেই হইবে। কত লোক যে এই অতিমর্ত্ত্য অভিধেয়-শ্রীমূর্ত্তির চেতনময়ী বাণীতে লক্ষ লক্ষ জন্মের অন্যাভিলাষাগ্রহিতা, কর্ম্মাগ্রহিতা, জ্ঞানাগ্রহিতা, কুযোগাগ্রহিতা, পাষণ্ডতাগ্রহিতা বিসর্জ্জন দিয়া সেই স্থানে অবিসর্জ্জনীয়া, নিত্যারাধ্যা, চিন্ময়ী কৃষ্ণভক্তি-অভিধেয়-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে হইলে শত শত প্রবন্ধের প্রয়োজন। এই সকল প্রত্যক্ষ বাস্তব ঘটনা—বুজরুগদলের ভূত প্রেত দেখাইয়া লোক-সংগ্রহ বা গণেন্দ্রিয়-তোষণময়ী জড়প্রতিষ্ঠালোলুপতাকে সাধুত্বের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাইবার কুমতলব নহে।

শ্রীল প্রভুপাদ মুহূর্ত্তেও এমন কার্য্য করেন নাই—এমন মুদ্রা প্রদর্শন করেন নাই—এমন আচরণ দেখান নাই—এমন কিছু উপদেশ দেন নাই, যাহা পূর্ণতমরূপে—শতকরা শত পরিমাণরূপে কৃষ্ণানুশীলনের পরিপুষ্টি না করে। ইহা প্রত্যক্ষ, বাস্তব প্রত্যক্ষ, একান্ত প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষাদপি প্রত্যক্ষ, চেতনের সুলক্ষিত সত্য—সত্য—সত্য। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি ব্যতীত জগতের অন্যত্র কোথাও এরূপ পূর্ণতম অভিধেয়-শ্রীরূপ দর্শনের কথা শুনা যায় না। অভিধেয়-শ্রীরূপের করুণা-কলা-লহরীর এরূপ অবিরাম সম্পত্তিও কেহ কোথাও অনুভব করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। মিশ্র-অভিধেয়—পাঁচমিশাল অভিধেয়ের কথা জগতে প্রচারিত আছে, আর আছে—মৌখিকতায়, কল্পনায়, বাক্যবাগীশতায়, শ্লোকোচ্চারণে, কপটভাবপ্রদর্শনে, বক্তৃতামঞ্চে "সভায়াং বৈষ্ণবো মতঃ" মুদ্রাপ্রদর্শনীতে অবাস্তব তথাকথিত আবৃত অভিধেয়ের কথা। কিন্তু অনাবৃত; অনাবিল, অবিমিশ্র, অকৃত্রিম অভিধেয়-মূর্ত্তি ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা সর্ব্বাঙ্গের শাখাপল্লব-ফুল-ফলরূপ সুবিস্তৃতির দ্বারা সর্ব্বক্ষণ এইরূপভাবে কারুণ্যমহাবারিধির প্লাবন আনিয়াছেন, এরূপ আচার্য্য অতি বিরল। মহাপ্রভুর সময়—গোস্বামিগণের প্রকটকালে ভাগ্যবন্ত জনগণের প্রত্যক্ষ হইয়াছিল। কিন্তু বহুরূপিনী নাস্তিকতা-বিরাটরাক্ষসীর ভুবনমোহন তাণ্ডব যে যুগকে গ্রাস

করিয়াছে, সেই যুগে মহাবদান্যাবতারী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রচারিত অকৃত্রিম অভিধেয়ের আনুকরণিক কৃত্রিম মুদ্রাগুলি —যাহা বস্তুতঃ অচল এবং রাজদণ্ডের অধিকারের বস্তু হইলেও সচলরূপে প্রচারিত হইতেছিল, সেই কৃত্রিমতার শত বিশ্লেষণ দেখাইয়া দিয়া আজ স্বীয় জীবন্ত আদর্শে সবাক্ অকৃত্রিম-অভিধেয়-মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল কথা কহিবার মাত্র কথা নহে—কহিয়া পুর্ণতৃপ্তি হয় না। ইহা অধ্যয়নের বিষয়। যিনি যতটা সেবোন্মুখতার কুমুদকে প্রফুল্ল করিয়া অধ্যয়ন করিতে পারিবেন, তিনি ততটা সেই প্রফুল্ল কুমুদে অভিধেয়-মূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদের পাদনখ-শোভার আসন আবিষ্কার করিয়া চমৎকৃত হইতে থাকিবেন।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ—শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ শ্রীরূপের অভিধেয়-শ্রীর শ্রীমূর্ত্তিস্বরূপ শ্রীল প্রভুপাদ হরি-কীর্ত্তনকেই একমাত্র অভিধেয়রূপে বিস্তার করিয়াছেন—'অভিধেয়'কেই অভিধেয়ত্বে স্থাপন করিয়াছেন। 'অভিধেয়'-শব্দের অর্থ—'নাম'—'বাচ্য'। শ্রীগৌরকৃষ্ণ'-নাম-সংকীর্ত্তনের পরম বিজয়-বিঘোষণা অভিধেয়-শ্রীমূর্ত্তি শ্রীল প্রভুপাদে জীবন্ত প্রত্যক্ষ।

শিমুলিয়ার যুবক চতুষ্টয়ের প্রত্যহ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচাদি করিয়া ইষ্টমন্ত্র যপ, ও হরিনাম কীর্ত্তন, শ্রীজগন্নাথ-দর্শন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলী যথা—গম্ভীরা, সার্ব্বভৌম-ভবন, পাদপীঠ ইত্যাদি দর্শন করিয়া প্রত্যহ দুইলক্ষ হরিনামগ্রহণ ও টোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ তাঁহাদের নিত্যকৃত্য হইয়াছিল। সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের অঙ্গে পুলক, চক্ষে অশ্রুধারা শোভা পাইত। মধ্যে মধ্যে হা শচীনন্দন! হা গৌরহরি! বলিয়া ক্রন্দন করিতেন ও শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থলীতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেন আর বলিতেন—"এবে যদি এঅধমে কৃপা না করিবে। দুর্ল্লভ মানব জনম দিলে কেনে তবে।।" তাঁ'দের দৈন্য ও ভাব দেখিয়া অতিবড় পাষণ্ডীরও হৃদয় গলিয়া যাইত। আহার নিদ্রার চেষ্টা নাই, সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিনামগ্রহণ ও শ্রীমন্দিরে প্রসাদ সেবন। আর ছিল—সর্ব্বক্ষণ দৈন্যনিবেদন ও নির্ব্বেদ। হরিকথা শ্রবণের প্রবল পিপাসাই তাঁহাদের হৃদয়ের শোভা হইয়াছিল। প্রত্যহ বৈকালে শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণতলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণতি করিয়া নিজ দৈন্য নিবেদন করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজও তাঁহাদের তীব্র পিপাসা দেখিয়া প্রাণখুলিয়া সর্ব্বসিদ্ধান্ত ও রসময় কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজেরও হরিকীর্ত্তনকালে অপূর্ব্ব ভাব সকলের প্রকাশ পাইত। এক দিন খুব বর্ষা ও ঝড় হইতেছিল, তথাপি তাঁহাদের প্রবল হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ ও তীব্রপিপাসা রোধ করিতে পারিল না। তাঁহারা যথা সময়ে শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণোদ্দেশে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে বলিতে লাগিলেন—আহা! শ্রীল বাবাজীমহারাজ কত কৃপাময়, তাই আমাদের ন্যায় হতভাগাদিগের জন্য এত কষ্ট করিয়া কত অমূল্য সময় ব্যায় করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অধিকার। আমাদিগকে কোনও প্রকার প্রশ্ন করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত দেন না। কথাগুলি সর্ব্বশাস্ত্রসমুদ্র মন্থনোত্থিত নবনীর ন্যায়। এমন কোনও শাস্ত্র নাই, যাহা তাঁহার অজ্ঞাত। তাঁহার কথা যতই আমরা আলোচনা করিতেছি, নিত্যই নূতন নূতন রসাস্বাদ পাইতেছি। শ্রীল বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তিত হরিকথাই তাঁহাদের সর্ব্বদা আলোচ্য হইয়াছিল।

অদ্য টোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে গমন করিয়া যুবক চতুষ্টয় দেখিলেন, শ্রীল বাবাজী মহারাজ যেন কি এক অপূর্ব্বভাবে বিভাবিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন। তাঁহারা শ্রীল বাবাজীমহারাজের শ্রীচরণতলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—আমরা নিতান্ত অপদার্থ, পতিত, অধম তাই আপনার ন্যায় মহাভাগবতের শ্রীমুখে সিদ্ধান্তামৃত শ্রবণ করিয়াও সকল ধারণা করিতে পারিতেছি না। ইহা ব্রহ্মাদিরও প্রার্থনীয়। আপনার কৃপাশক্তি সঞ্চার ব্যতীত আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল জীবের ক্ষুদ্রাধারে সুধাসমুদ্রের ধারণ অসম্ভব। আমাদের মস্তকে পাদপদ্ম দিয়া কৃপাশক্তি সঞ্চার ব্যতীত অন্য কোনও উপায় দেখিতেছি না। আমরা মহাপাপী

"হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই, সহস্র সহস্র বার হরি" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আহা! তাঁহাদের এই ক্রন্দনে স্থাবর ত' দূরের কথা, যেন বৃক্ষলতাও বিগলিত হইয়া গেল। তখন পরমকরুণ বৈষ্ণব ঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উঠাইয়া প্রেমালিঙ্গন করিয়া অশ্রুধারায় স্নাত করিলেন। আহা! সে অশ্রু নয়—যেন সুধা-ধারায় স্নাত করিয়া মহাকৃপাসমুদ্রে মজ্জন করাইলেন। সকলে স্থির হইয়া বসিলে, যুবকগণের মধ্যে একজন বলিলেন—প্রভু আমরা মহাপাপী ও নারকী। শাস্ত্রে 'পাপী' ও 'নারকী'-শব্দ বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাপ কি? এবং নরকই বা কি? সে বিষয় আপনার শ্রীমুখ হইতে নির্দ্দেশ পাইলে নিজের প্রাপ্য বিষয় বুঝিতে পারিব। তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন, বাবা—তোমরা শ্রীগৌরধামের অধিবাসী, অতএব আমার প্রাণসদৃশ। তোমরা কেন পাপী হইবে? এবং কেনই বা নরকে যাইবে? তোমাদের দৈন্যে আমায় হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমরা দৈন্য সংবরণ কর। তোমাদের শ্রবণাগ্রহে শ্রীগৌরসুন্দর বহু রসময় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন, যাহা দ্বারা আমিও কৃতকৃতার্থ হইতেছি। যাহা হউক তোমাদের যখন জানিবার আগ্রহ হইয়াছে, আমি যথা শাস্ত্র বর্ণনা করিতেছি। তোমাদের ওগুলির আবশ্যক নাই বলিয়াই সেগুলি বর্ণনা করি নাই।

পাতক—"পাতয়তি অধোগময়তি দুষ্ক্রিয়াকারিণম্‌" ইতি। পতিত বদ্ধজীবগণ 'কাম,' 'ক্রোধ', ও 'লোভ' নামে প্রধান রিপুত্রয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে। আচরিত পাপসকল 'অতিপাতক', 'মহাপাতক', 'অনুপাতক', 'উপপাতক', 'জাতিভ্রংশকর', সঙ্করীকরণ,, 'অপাত্রীকরণ', 'মলাবহ' এবং প্রকীর্ণক, নামে অভিহিত। তন্মধ্যে মাতৃগমন, কন্যাগমন, এবং পুত্রবধূগমন—এই ত্রিবিধ পাপ 'অতিপাতক'। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের সুবর্ণ-চুরি ও গুরুপত্নিগমন—এই চতুর্ব্বিধ এবং এইরূপ পাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গই "মহাপাতক"। "অনুপাতক"—পঁয়ত্রিশ প্রকার—(১) নীচজাতি হইয়া আপনাকে উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া। (২) যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ বলা। (৩) গুরুজনের মিথ্যাদোষ রটনা করা—এই তিনটী ব্রহ্মহত্যার সমান। (১) বেদত্যাগ কিংবা বেদ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া। (২) বেদের নিন্দা করা। (৩) কুটিল কথা বলিয়া ফেরে ঘোরে সাক্ষী দেওয়া—(ইহা দুই প্রকার (১) কোন বিষয় জানিয়া—তাহা গোপন রাখা। (২) সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলা)। (৪) বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করা। (৫) বিষ্টাদিজাত দ্রব্য ভোজন করা। (৬) অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করা। এই ছয় প্রকার অনুপাতক সুরাপানের সমান। (১) গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিয়া লওয়া, (২) মানুষ চুরি করা, (৩) ঘোড়া চুরি করা, (৪) রূপা চুরি, (৫) ভূমি চুরি, (৬) হীরা চুরি, (৭) মণি চুরি,—এই সাত প্রকার অনুপাতক সুবর্ণ হরণ করার সমান। (১) সহোদরা ভগিনী গমন, (২) কুমারী গমন, (৩) নীচজাতির স্ত্রী গমন, (৪) বন্ধুর স্ত্রী গমন, (৫) ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন অন্য পুত্রের স্ত্রী গমন, (৬) পুত্রের অসবর্ণা স্ত্রী গমন, (৭) মাতৃষসা গমন, (৮) পিতৃষসা গমন, (৯) শাশুড়ী গমন, (১০) মাতুলানী গমন, (১১) পুরোহিত স্ত্রী গমন, (১২) ভগিনী গমন, (১৩) আচার্য্যের স্ত্রী গমন, (১৪) শরণাগতা স্ত্রী গমন, (১৫) রাণী গমন, (১৬) যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন স্ত্রী গমন, (১৭) শ্রোত্রিয়-স্ত্রী-গমন, (১৮) সাধ্বী-স্ত্রী গমন এবং (১৯) উচ্চবর্ণের স্ত্রীর কাছে নীচ বর্ণের পুরুষের গমন—এই উনিশ প্রকার অনুপাতক গুরুপত্নী-হরণের তুল্য। গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, মাতা, পিতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ ও আলস্য দ্বারা অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম্ম-সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ, এরূপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে কন্যাদান অথবা এইরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করা, অরজস্কা কন্যাদূষণ, বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা, ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগাদি দ্বারা ব্রতচ্যুতি, তড়াগ, উদ্যান কিংবা স্ত্রীপুত্রাদি বিক্রয় করা, ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতব্য প্রভৃতি বান্ধব ত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদ অধ্যায়ন, অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞায় সুবর্ণাদি-খনিতে কাজ, বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ, ওষধি নষ্ট,

ভার্য্যাদির উপ-পতি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, শ্যেনাদি আভিচারিক যোগ বা মন্ত্র দ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্ট করণ, জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষছেদন, দেবপিত্রাদির উদ্দেশ-ব্যতিরেকে নিজের জন্য পাকযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, লশুনাদি নিন্দিত খাদ্যভোজন, অগ্ন্যাধান না করা, সোনা ব্যতীত অন্য জিনিষ চুরি, দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, অসৎশাস্ত্রের আলোচনা; গীতবাদ্যে আসক্তি, ধান্য, তাম্র ও লৌহাদি ধাতু ও পশু চুরি, মদ্য-পায়িনী, স্ত্রীগমন, স্ত্রী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা—এই সকল 'উপপাতক'। দণ্ডাদিদ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া; লশুন-পুরীষাদি বস্তু ও মদ্য আঘ্রাণ করা, কুটিলতা, পশু মৈথুন এবং পুংমৈথুন—এই সকল পাপ 'জাতিভ্রংশকর'। গ্রাম্য ও অরণ্য-পশুহিংসা-পাপ—'সঙ্করকরণ'। নিন্দিতের নিকট হইতে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য ও কুসীদদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, অসত্যভাষণ এবং শূদ্রসেবা এই সকল পাপ 'অপাত্রীকরণ'। পক্ষিহত্যা, জলচর হত্যা, মৎস্যাদি জলজপ্রাণিহত্যা, কৃমিহত্যা ও কীটহত্যা, মদ্যসংশ্লিষ্ট দ্রব্য ভোজন—এই সকল পাপ—'মলাবহ'। যে-সকল পাপের বিষয় লিখিত হইল না, সেই সকল পাপ—প্রকীর্ণক-পদবাচ্য (—বিষ্ণুসংহিতা, প্রায়শ্চিত্তবিবেক এবং মনুসংহিতা দ্রষ্টব্য)। মহাভারত দানধর্ম্মে পাপ—দশবিধ বলিয়া উক্ত আছে,—প্রণিহত্যা, চৌর্য্য ও পরদারহরণ—এই তিন প্রকার পাপ 'কায়িক', অসৎপ্রলাপ, পারুষ্য, পৈশুন্য এবং মিথ্যাবাক্য কথন—এই চারি প্রকার 'বাচিক' এবং পরধনে চিন্তা, সর্ব্বজীবে দয়াশূন্যতা ও কর্ম্মের ফল হউক' —এইরূপ চিন্তা, এই ত্রিবিধ পাপ 'মানসিক'।

নরক—শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীকপিলদেব দেবহূতিকে জানাইয়াছেন (ভাঃ ৩।৩০।২৯)—হে মাতঃ, এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ—তত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাই কহিয়া থাকেন। নরকে যে সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত বাক্যে নরক ও স্বর্গের যেরূপ নির্দ্দিষ্ট লোক বা স্থান আছে, তদ্রূপ এই পৃথিবীতেও নানা যাতনা ও ভোগসুখের মধ্যে সেই সকল নরকও স্বর্গলোকের ক্লেশাদির চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বা মাতৃকুক্ষিতেই নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, কেহ বা মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রমণকালে অসহ্য ক্লেশভোগ করিয়া আজন্ম উপদংশ, গলিতকুষ্ঠ বা নানা ক্লেশকর ব্যাধিতে পীড়িত হয়, কেহ বা জ্ঞান লাভ করিয়া মানসিক তাপে চিরকাল তপ্ত থাকে, কেহ বা অত্যন্ত দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া খাদ্যাদির অভাবে শিশুকালেই ক্লেশ পাইতে থাকে, কেহ বা ভূমিকম্পে, কেহ বা হিংস্রজন্তুর মুখ-বিবরে, কেহ বা জলপ্লাবনে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে বিভিন্ন যানাদির সংঘর্ষে নানা প্রকারে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ম্মফলবাধ্য জীব মাতৃকুক্ষিতেই নরক ভোগ করে। মাতৃগর্ভে কিরূপে নরক-ক্লেশ ভোগ হয়, তাহা শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য ১।২০৩-২৪০) বর্ণিত আছে। এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।৩১।৫-১০) বর্ণিত আছে। যথা—'সেই জীব মাতৃ-ভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং তাহার অনভিপ্রেত হইলেও তাহাকে প্রাণিগণের উৎপত্তিস্থান মল-মূত্র-গর্ত্তে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়। সেই গর্ত-মধ্যে তত্রস্থ ক্ষুধার্ত্ত কৃমি সকল তাহার সুকুমার দেহ পাইয়া, সর্ব্বাঙ্গ নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে, তাহাতে সে নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হইতে থাকে। গর্ভধারিণী দুঃসহ, কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লবণ, রুক্ষ অন্নাদি যে সকল রস ভক্ষণ করেন, সেই সকলের সহিত গর্ভস্থ-জীবের দেহ সংযুক্ত হওয়ায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা জন্মে। সে ভিতরে জরায়ু-দ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ীদ্বারা বিশেষরূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও গ্রীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষি দেশে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থান করে। সুতরাং পিঞ্জরস্থ পক্ষীর ন্যায় স্বীয় অঙ্গসঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই গর্ভমধ্যেই বাস করে। তথায় ঐ জীবের দৈবক্রমে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মের কৃতকর্ম্মের স্মৃতি উদিত হয়। তখন ঐ জীব শত-শত-জন্মের-পাপকর্ম্ম সমূহ স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে। এইরূপে সপ্তম-মাসে পদার্পণ

করিলে জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রসবকারণ বায়ুদ্বারা পরিচালিত হইয়া সমানোদর-জন্মা বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় একস্থানে স্থির হইয়া অবস্থিত হয় না।

জন্মের পূর্ব্বে বদ্ধজীবের মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে যেরূপ নরকভোগ হয়, হরিসেবাবিহীন ও জড়বিষয়ে আসক্ত হইয়া এই জগৎ হইতে চলিয়া যাইবার কালেও যাতনা ভোগ করিতে করিতে নরক গমন করিতে হয়। তাহা (ভাঃ ৩।৩০।১৮-২৮) বর্ণিত আছে—কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের সাতিশয় দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অধীর হয়; অবশেষে সে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে। তাহার মৃত্যুর সময় সক্রোধনেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রস্ত হৃদয় হয় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে। অনন্তর ঐ যমদূতদ্বয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে। যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে থাকে। পথিমধ্যে কুক্কুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে, তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্বকৃত পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। পথটী অত্যন্ত প্রতপ্ত-বালুকা-পরিপূর্ণ; তথায় কোন বিশ্রাম-স্থল বা পানীয়-জল নাই; ঐব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্যকিরণ ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে, সুতরাং সে অতি কষ্টে চলিতে বাধ্য হয়।

শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার চেতনতা লাভ করিয়া পাপবহুল অন্ধকারময়-পথদ্বারা যম-সদনে নীত হয়। যে-পথে যম-গৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ—নিরানব্বই সহস্র যোজন। যমদূতেরা কোন কোন দণ্ড্য-ব্যক্তিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সেই পাপী যমসদনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পায়—কোথাও জলন্ত অঙ্গার-দ্বারা গাত্র-বেষ্টিত করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুক্কুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ীসকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে, কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া নৃশংসভাবে ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও বা জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—এই সকল যাতনা সে ভোগ করিয়া থাকে। যতপ্রকার নরক-যন্ত্রনা পরস্পরের পাপ-সংসর্গ-জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি পুরুষ বা স্ত্রী সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ, ২৬শ অধ্যায়ের বিচরানুসারে লিখিত নরক বিবরণ ঃ—

পাপের পরিচয়	নরকের নাম	তাহার দণ্ডের পরিচয়
১। পরধন, পরস্ত্রী, পরপুত্র-অপহরণ	তামিস্র	যমদূতগণ কালপাশে বন্ধন করিয়া বলপূর্ব্বক 'তামিস্র'নরকে নিক্ষেপ করে। এ স্থান ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ স্থলে ভোজ্য ও পানীয় অভাবে এবং দণ্ড, তাড়না ও তর্জ্জনাদির যাতনায় সর্ব্বদা পীড্যমান থাকিতে হয়।
২। বৈধস্বামীকে বঞ্চিত করিয়া অপরের কলত্রাদি সম্ভোগ	অন্ধতা মিস্র	বৃক্ষকে পতিত করিতে যেমন মূল ছেদন করে তদ্রূপ ঐ নরকে নিক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে যমদূতগণ পাপীকে নানারূপ যন্ত্রনা প্রদান করে। এখানে বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়।

৩। দেহ ও অর্থাদিতে আমি-বুদ্ধি করিয়া অপর প্রাণীর হিংসা-দ্বারা নিজেরও নিজ-কুটুম্বের ভরণপোষণ।	রৌরব	যে সকল প্রাণীকে পীড়ন করিয়াছিল, মৃত্যুর পর সেই সকল হিংসিত প্রাণী রুরু সর্প হইতেও অত্যন্ত ক্রূরস্বভাব-বিশিষ্ট ভারশৃঙ্গনামক প্রাণী-বিশেষ হইয়া তাহাকে প্রপীড়ন করে।
৪। ঐ রূপ নিজদেহ ও কুটুম্ব-ভরনার্থ অধিকতর প্রাণিহিংসা	মহারৌরব	ক্রব্যাদ-নামক রুরুগণ পরমাংসে স্বদেহ-পোষণপর নরকস্থ ব্যক্তিকে মহারৌবব নরকে রৌরব নরক হইতেও অধিক পীড়া প্রদান করে।
৫। নিজপ্রাণ পুষ্টির জন্য পশু ও পক্ষী হত্যাপূর্ব্বক পাক	কুম্ভীপাক	নরমাংসভোজী রাক্ষসগণের দ্বারাও ঘৃণিত হইয়া ঐ পাপী-ব্যক্তি যমদুতের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহাকে তপ্ততৈলে পাক করা হয়।
৬। ব্রহ্মহত্যা	কালসূত্র	পরিধি দশসহস্রযোজন তাম্রময় সমভূমি। নিম্নে অগ্নি ও উর্দ্ধে সূর্য্যতাপে তপ্ত তাম্র। কখন শয়ন, উপবেশন, দণ্ডায়মান ও ছুটিয়া বেড়াইতে হয়। পশুদেহে যতসংখ্যক রোম, তত সংখ্যক সহস্র বৎসর যাতনা ভোগ হয়।
৭। পাষণ্ডধর্ম্ম বা বেদবিরুদ্ধ মার্গাবলম্বন	অসিপত্রবন	বেত্রাঘাত-যন্ত্রনায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইলে উভয়পার্শ্বের অসিতুল্য তালপত্রের ধারে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হয় ও বিষম যন্ত্রনায় মূর্চ্ছিত হয়।
৮। অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ডপ্রদান কিংবা অদণ্ডনীয় ব্রাহ্মণকে শারীর দণ্ড বিধান	শূকরমুখ	পাপীর অবয়ব ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় নিষ্পেষণ করে তখন আর্ত্তস্বরে রোদন, নির্দ্দোষ দণ্ডিত হইলে যেমন মোহপ্রাপ্ত হয় তদ্রূপ মোহপ্রাপ্ত ও মূর্চ্ছিত হয়।
৯। বিবেকী হইয়াও মৎকুণাদি বিবেকহীন জীবগণকে পীড়ন	অন্ধকূপ	পাপী পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, উকুন, ছারপোকা ও মক্ষিকাদি যে সমস্ত জীবকে পূর্ব্বে হিংসা করিয়াছিল, তাহারা সকলে চতুর্দ্দিক হইতে পীড়ন করিতে থাকে, তখন যন্ত্রনায় বহু কষ্ট ভোগ করে।
১০। ভক্ষ্যদ্রব্যের যথাযথ অংশ অতিথি-বাল-বৃদ্ধদিগকে না দিয়া নিজে ভোজন কিংবা পঞ্চবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান না করা	কৃমিভোজন	ঐ বায়সতুল্য ব্যক্তি লক্ষযোজনবিস্তৃত কৃমিকুণ্ডের কৃমি হইয়া কৃমি ভক্ষণ করে, ও তথাকার কৃমিরাও তাহাকে তথায় থাকিয়া ভক্ষণ করে। পাপক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত থাকিয়া স্ব স্ব আত্মাকে নানা যন্ত্রণা ভোগ করায়।
১১। প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত না হইলেও ব্রাহ্মণ বা অপরের হিরণ্য-রত্নাদিধন চৌর্য্যবৃত্তি বা বলপ্রয়োগদ্বারা অপহরণ	সন্দংশ	পাপীকে লৌহময় অগ্নিপিণ্ড ও সাঁড়াশী-দ্বারা তাহার ত্বক ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।
১২। পুরুষ বা স্ত্রী অগম্য-গমন	তপ্তশূর্ম্মী	ঐ পুরুষ বা স্ত্রীকে কশাঘাত করে এবং পুরুষকে তপ্ত-লৌহময়ী স্ত্রীমূর্ত্তি ও স্ত্রীকে তদ্রূপ পুরুষমূর্ত্তিদ্বারা আলিঙ্গন করায়।

১৩। পশ্বাদিতে অভিগমন	বজ্রকণ্টকশাল্মলী	বজ্রতুল্য কণ্টকযুক্ত শাল্মালীবৃক্ষে চড়াইয়া টানিতে থাকে।
১৪। সৎকুলজাত হইয়াও রাজন্য বা রাজপুরুষগণের ধর্ম্মসেতু-ভেদ	বৈতরণি নদী	নরকের পরীখাস্বরূপ, ইহাতে যে সকল হিংস্র জলজন্তু আছে, তাহারা ভক্ষণ করে, তথাপি পাপীর দেহ নাশ বা প্রাণ বহির্গত হয় না। সে বিষ্ঠা মূত্র, পুয়, শোণিত, কেশ, নখ, অস্থি, মেদ, মাংস, রসা-বাহিনী নদীতে পড়িয়া ভীষণ যন্ত্রনা ভোগ করে।
১৫। শূদ্রা বা বেশ্যার ভোক্তা হইয়া শৌচাচার, নিয়ম ও লজ্জা-বিহীন হইয়া পশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচার	পূয়োদ	পুয়, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা ও লালা-পুর্ণ-সাগরে পতিত হইয়া ঐ সকল অতিঘৃণিতপদার্থ ভক্ষণ করে।
১৬। বিহিত স্থানব্যতীত অন্যত্র ও ব্রাহ্মণাদির কুকুর ও গর্দ্দভপালক হইয়া মৃগয়ায় গমন ও পশু হনন	প্রাণিবিরোধ	পাপীকে লক্ষ্য করিয়া যমদূতগণ বান দ্বারা বিদ্ধ করিতে থাকে।
১৭। দম্ভের সহিত যজ্ঞানুষ্ঠান ও সেই যজ্ঞে পশুবধ	বৈশস	যমদূতগণ পাপীকে অশেষ যন্ত্রনা প্রদান করিয়া বধ করে।
১৮। কামান্ধ দ্বিজের সবর্ণা ভার্য্যাকে বশীকরনার্থ স্বীয় শুক্রপান করান	লালাভক্ষ্য	পাপীকে শুক্রনদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শুক্র পান করায়।
১৯। দস্যুবৃত্তি, পরগৃহে অগ্নিদান, বিষপ্রদান, রাজা, বা রাজ দূতগণ'কর্ত্তৃক গ্রামবাসী বা বণিক্‌গণের প্রতি হিংসা	সারমেয়াদন	সাতশতাবশ-সংখ্যক যমানুচর কুকুর তাহাদের বজ্রতুল্য দন্তের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সহিত পাপীকে ভক্ষণ করে।
২০। সাক্ষ্য প্রদান, ক্রয়-বিক্রয় ও দানকালে মিথ্যা ভাষণ	অবীচিমৎ	কোন অবলম্বন স্থান নাই, প্রস্তর-পৃষ্ঠস্থল জলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, সুতরাং ঐ জলে তরঙ্গ নাই। পাপীকে শত-যোজন উন্নত পর্ব্বত শিখর হইতে অধঃশিরা করিয়া এখানে নিক্ষেপ করে। ইহাতে পতিত হইয়া পাপীগণের শরীর তিল-তিল করিয়া বিশীর্ণ হয়, কিন্তু মৃত্যু হয় না। পুনঃ উঠাইয়া পুনঃ নিক্ষেপ করে।
২১। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর সুরাপান, ব্রতস্থ হইয়া বা প্রমাদ-বশতঃ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সোমপান	অয়ঃপান	যমদূতগণ পাপীর বক্ষস্থল চাপিয়া ধরে এবং মুখে অত্যন্ত উত্তাপ-সংযোগে দ্রবীভূত কৃষ্ণবর্ণ লৌহ সেচন করে।

২২। 'আমি বড়' এইরূপ অহঙ্কার-পূর্ব্বক প্রকৃত শ্রেষ্ঠব্যক্তিকে অনাদর বা অবমাননা	ক্ষারকর্দ্দম	পাপীকে অধোমুখ করিয়া নিক্ষেপ করে এবং নানা যাতনা প্রদান করিয়া থাকে।
২৩। ভৈরব ও ভদ্রকালী প্রভৃতি পূজায় স্ত্রী ও নৃপশু বলি ও ভক্ষণ	রক্ষোগণভোজন	হিংসিত পশু যমালয়ে রাক্ষস হইয়া সুতীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা পূর্ব্ব-ঘাতকদিগকে বধ করিয়া তাহাদের রক্ত পান করিয়া নৃত্য করে।
২৪। শরণাগত পশুকে বিশ্বাসোৎ-পাদন করিয়া শূল ও সূত্রাদিতে বিদ্ধকরণ ও ক্রীড়াসামগ্রীর ন্যায় ক্রীড়া ও যাতনাপ্রদান	শূলপ্রোত	পাপীকে শূলাদিতে প্রোথিত করিয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত করিয়া থাকে এবং চারিদিক হইতে কঙ্ক-বকাদি তীক্ষ্ণচঞ্চু পক্ষী আরও পীড়া প্রদান করে।
২৫। ক্রোধপরায়ণ হইয়া প্রাণিগণকে পীড়ন	দন্দশূক	পঞ্চ ও সপ্তমুখ দন্দশূক সর্পগণ পাপীকে মূষিকের ন্যায় ধরিয়া গ্রাস করিতে থাকে।
২৬। প্রাণিগণকে অন্ধকূপে, গোলা বা তুষানলে বা গুহাদিতে রুদ্ধ করিয়া পীড়ন	অবটনিরোধ	পাপিগণকে অন্ধকূপাদিতে বিষমিশ্রিত বহ্নি ও ধূমের দ্বারা শ্বাস-রোধ জনিত যন্ত্রনা ভোগ করায়।
২৭। গৃহপতি হইয়া অতিথি-অভ্যাগত দেখিলে কোপ-প্রকাশ ও পাপ কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ	পর্য্যাবর্ত্তন	বজ্রের ন্যায় কঠিন-চঞ্চুবিশিষ্ট গৃধ্র, কাক ও বকাদি পক্ষী পাপীর চক্ষুর্দ্বয় সহসা বলপূর্ব্বক উৎপাটন করে।
২৮। ধনমদমত্ত হইয়া 'আমি শ্রেষ্ঠ' এইরূপ অহঙ্কারে বক্রদৃষ্টি, ধনাপহরণের আশঙ্কায় গুরু-জনের প্রতি সন্দেহ, ধনক্ষয় ভাবনা, পিশাচের ন্যায় অর্থরক্ষা, অর্থোপার্জ্জন, বর্দ্ধন ও রক্ষণাদি বিষয়ে চিত্ত সন্নিবেশ	সূচীমুখ	যমদূতগণ ঐ ধনপিশাচ পাপীর সর্ব্বাঙ্গে তন্তুবায়ের ন্যায় সূত্র বয়ন করে।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট ঐ সকল নরকের নামও দণ্ডের বিষয় বর্ণন করিয়া জনাইয়াছিলেন, যে,—যমালয়ে ঐরূপ আরও অসংখ্য নরক আছে। যে সমস্ত অধার্ম্মিকের কথা তথায় উল্লেখ করা হইয়াছে, কিংবা যাহা উল্লেখ করা হয় নাই, তাহারা সকলেই পর্য্যায় ক্রমে ঐ সকল নরকে প্রবেশ করে, আর যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা স্বর্গাদি পুণ্যময় লোকে গমন করেন। পাপ ও পূণ্য উভয়েই নশ্বর বলিয়া পাপপুণ্য শেষ হইতে না হইতেই পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিবার জন্য জীব এই পৃথিবীতেই আসিয়া পড়ে। (ভাঃ ৫।২৬।৩৭)

উক্ত নরক সমূহ—ত্রিলোকীর অন্তরালে অবস্থিত। দক্ষিণদিকে ভূতলের অধোভাগে এবং জলের উপরিভাগে নরক সমূহের অবস্থান। ঐ দিকে অগ্নিস্বত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ পরম সমাধিযোগে ভগবানের ধ্যান এবং স্ব-স্ব-গোত্রোদ্ভব

ব্যক্তিগণের মঙ্গল কামনা করিয়া বাস করিতেছেন। ঐস্থানে পিতৃরাজ ঐশ্বর্য্যশালী রবিপুত্র যম সপার্ষদে পরমেশ্বরের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন না করিয়া মৃত্যুর পর (তাঁহার দূতগণের দ্বারা) তাঁহার অধিকার-মধ্যে আনীত প্রাণিগণের স্ব-স্ব দোষাদোষের বিচারপূর্ব্বক দণ্ডপ্রদান করিতেছেন। (ভাঃ ৫।২৬।৬)

শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের ৩৪ অধ্যায় ও পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডের ৪৮ অধ্যায় এবং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতিখণ্ডের ২৭ ও ২৮ অধ্যায়ে বিভিন্ন নরকের বর্ণনা আছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র-গ্রন্থেও নরকের নাম ও বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ৮৬টী নরককুণ্ডের নাম ও পাপভেদে তথায় প্রবেশের তালিকাও দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আরও কয়েকটীর নামকরণ দেখাইলাম।

১। হরিকীর্ত্তনে অকৃত্রিম রোদনকারী ও গদ্‌গদ্-চিত্তে গানকারী ভক্তকে দেখিয়া হাস্যকারী—অশ্রুকুণ্ড নরকে পতিত হয়।

২। বিপ্রের মৎস্যভোজন ও হরির অনৈবেদ্য ভোজনকারী —'কৃমিকুণ্ড' নরকে পতিত হয়।

৩। কামদৃষ্টিতে পরস্ত্রীর বক্ষোদর্শনকারীর —'কাককুণ্ড' নরকে পতিত হইতে হয়।

৪। ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক শূদ্রের যজন ও তাহার শ্রাদ্ধে ভোজনকারীর—'পূয়কুণ্ড' নরকে পতিত হইতে হয়।

৫। উপবাসাদি-দিবসে সংযমত্যাগীর—'লোমকুণ্ড' নরকে পতিত হইতে হয়।

৬। নিজ ভোজনের জন্য জীবহত্যাকারীর—'মজ্জকুণ্ড' নরকে পতিত হইতে হয়।

ভুক্তিপর পুণ্যকর্ম্মী সাধক

সাধক	সাধন	সাধ্য	প্রাপ্যলোক	বিষ্ণুমূর্ত্তি
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পরায়ণ সকাম পুণ্যকর্ম্মা গৃহী	অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম, পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক-কর্ম্ম, ব্রতাদি কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান	ঐহিক ও পারত্রিক পুণ্যসুখ	ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক	দিব্যস্বর্গে—ভগবান্ শ্রীউপেন্দ্র ; পূজক—ইন্দ্র
পুণ্যকর্ম্মা অগৃহী (ক) উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী (যাঁহার সমাবর্ত্তন করিয়া গৃহী হন)	কর্ম্মি-গুরুগৃহে বাস, কর্ম্মি-গুরু-সেবা ও তদনুজ্ঞায় বেদোক্ত স্বধর্ম্মাচরণ	পুণ্য পবিত্রতাই মানসিক শান্তি ও প্রাজাপত্য সুখভোগ	মহর্লোক	ভগবান্—যজ্ঞেশ্বর ; পূজক—ভৃগুপ্রভৃতি প্রজাপতিগণ
(খ) নৈষ্ঠিক বা আকুমার ব্রহ্মচারী (বৃহদ্‌ব্রতী)	কর্ম্মি-গুরু গৃহে বাস, ও আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদোক্ত ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান	উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী সাধক হইতে কিঞ্চি-দধিক সুখভোগ	জনলোক	যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু
(গ) বানপ্রস্থ	পঞ্চাশ বছরের পরে বা তৎপূর্ব্বেই সস্ত্রীক বা একাকী বনে গমনপূর্ব্বক বৈদিক ঊর্দ্ধ-রেতা হইয়া কর্ম্মকাণ্ডের অনুশীলন	প্রাজাপত্য সুখ হইতেও কোটিগুণ অধিক সুখ-ভোগ, অণিমাদি সিদ্ধি-লাভ, আত্মারামতা ও পূর্ণকামতারূপ চিত্তপ্রসাদ, যোগীন্দ্র-পদ লাভ	তপোলোক	ভগবান্—চিত্তাধি-ষ্ঠাতা—বাসুদেবস ধ্যাতা,—চতুঃসন

(ঘ) যতি	শতজন্ম-কৃত শুদ্ধ সঞ্চিত স্বধর্ম্মানুষ্ঠান।	শোক, সন্ত্রাস ও দুঃখহীন পরমবিভূতি ও আনন্দপ্রাপ্তি	সত্যলোক	ভগবান—শেষনাগের উপর শায়িত ও লক্ষ্মী-দ্বারা শ্রীচরণ-সেবিত ; পূজক—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা

নরকের যে সকল চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহা একান্ত ভগবদ্ভক্তগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে ; তবে অন্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ যাহাতে পাপ ও পুণ্য এবং তৎপ্রাপ্য নরক ও স্বর্গ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া পাপপুণ্যাতীত শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তি ও ধর্ম্ম—হরিভজনে নিযুক্ত হন এবং প্রত্যেক বস্তু ও ব্যাপারকে হরিসেবার অনুকূল করিতে পারেন, তজ্জন্যই ঐ সকল বিষয় বর্ণিত হইল। এতৎসহ স্বর্গাদিরও পরিচয় কিছু দেওয়া আবশ্যক বোধে উপরে শ্রীল সনাতনগোস্বামীপ্রভু-কৃত বৃহদ্ভাগবতামৃতে বর্ণিত বিষয় প্রদত্ত হইল।

পতিত বদ্ধজীব যে রিপুষট্‌কের বশীভূত হইয়া কাম্যকর্ম্মাদি ও পাপকার্য্য করে তাহার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। ছয়টী রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য। তন্মধ্যে 'কাম' :—রিপু অর্থাৎ শত্রু, বিরোধী ইত্যাদি। কাম শব্দে বাসনা বা ইচ্ছা। ইহা রজোগুণ সমুদ্ভূত। কামের ন্যায় দুরাসদ বৈরি মানুষের আর নাই। ইহা দ্বারা চালিত হইলে এমন কোন অন্যায় কর্ম্ম নাই যে মানুষে না করিতে পারে। মোহ বা সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাবেই সর্ব্বপ্রকার বাসনার উদ্ভব হয়। কাম-দ্বারা আহতচিত্ত হইয়া জীবের সংসার গতি উপস্থিত হয় এবং অবিদ্যার দ্বারা আবৃত হইয়া জীব বহু ভোগের বিষয় কল্পনা করে। ভোগের বিষয়গুলি সত্য না হইলেও বর্ত্তমানে সম্বন্ধ-জ্ঞান অভাবে সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। নীতিশাস্ত্রে যে কাম পরিত্যাগের ব্যবস্থা আছে, তাহা ন্যূনাধিক পরিমাণে অন্যান্য বাসনার দ্বারা আবৃত। সর্ব্বপ্রকার কাম, কামদেব শ্রীকৃষ্ণে নিয়োজিত না হওয়া পর্য্যন্ত কাম দূর হয় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কামের স্বরূপ ও তাহার পরিত্যাগের যে বৈজ্ঞানিক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায়—কাম অন্ধতম একটী অবস্থা, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিই উহার প্রবর্ত্তক। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিরূপ প্রেম ভাস্করের উদয়েরই তাহার অপগম হয়। একমাত্র গোপীগণের বাঞ্ছাই কামগন্ধহীন, কারণ তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার কৃত্য কৃষ্ণসুখের জন্য। তাঁহারাই যথার্থ নিষ্কাম। প্রবৃত্তি মার্গে স্ত্রীগ্রহণাদি দ্বারা নৈসর্গিক প্রকৃতিকে ক্রমান্বয়ে বিধির বশীভূত করিয়া নিবৃত্তিমার্গে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা থাকিলেও তাহা হইতে সত্যপ্রাপ্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। অর্থাৎ 'কাম উপভোগের দ্বারা দূরীভূত হয় না বরং আগুনে ঘৃতাহুতির ন্যায় বাসনার বৃদ্ধি হয়।' কিন্তু "কাম" মানুষের স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে। বিরূপ ধারণ করিলে কাম আমাদের প্রতিপালকের স্থান অধিকার করে। কিন্তু কিছুকাল কামের উপাসনা করিলে বুঝা যায়, কাম প্রতিপালন করিতে পারে না। তখন তাহা হইতে অতিক্রান্ত হইতে গিয়া মুক্তির জন্য যে চেষ্টা করা হয়, তাহাও কামের প্রকার ভেদ। যাহারা নিজ চেষ্টার প্রতি হতশ্রদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হ'ন, তাঁহাদের সম্বন্ধে—"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ। উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধিস্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষাত্ম-দাস্যে ॥" কিন্তু এইরূপ শরণাপন্ন হইতে গিয়াও যদি নানাপ্রকার গুপ্ত কামের সেবা করিয়া বসি, তাহা হইলে আর সুফল লাভ হইল না। কামকে কৃষ্ণ-সেবায় অর্পণ অর্থাৎ স্বীয় ইচ্ছাকে কৃষ্ণেচ্ছানুগত করিয়া না দিয়া ও 'প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ' পদ্যগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে স্ব-স্ব-ভাবে বিভোর হইয়া গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িয়া নানাবিধ অপসম্প্রদায় পুষ্টি হইয়া যায়।

জীব বহু বহু চেষ্টা করিয়াও কামনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না। বদ্ধজীবকে বিপ্রলিপ্সা-দোষে মায়াদেবীকর্তৃক পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইতে হয়। ভগবানের ও সাধুগুরুর চরণে নিষ্কপট শরণাপত্তি অর্থাৎ নির্ব্ব্যলীক না হওয়া পর্য্যন্ত কামনার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই।

ক্রোধ—কাম বাধা প্রাপ্ত হইলে যে সমস্ত দৈহিক তাড়নাদি ও মানসিক আক্রোশাদি আসে তাহাই ক্রোধ নামে কথিত হয়। ইহা রজোগুণ সমুদ্ভূত কামনা হইতে জাত। তজ্জন্য কামী লোকেই ইহার প্রাকট্য দেখা যায়। ক্রোধদ্বারা আক্রান্ত হইলে মানুষ পরমার্থবিচ্যুত হয়—পরমার্থ কেন, ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি লাভেও বঞ্চিত হয়। তজ্জন্য নীতিশাস্ত্রে কামের ন্যায় ক্রোধও নিন্দিত হইয়াছে। ইহার রূপ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, এমন কি লোকে ক্রোধের বশীভূত হইয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে হরিভজনপ্রয়াসীকে বলিয়াছেন,—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরো উপস্থবেগং। এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥" এতান্ বেগান্ অর্থাৎ বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর ও উপস্থের বেগ যে ধীর ব্যক্তি নিয়মিত করিতে পারেন, তিনিই পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ। ধীর অর্থাৎ শান্ত। "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধকামী সকলি অশান্ত॥" বাস্তবিক একমাত্র কৃষ্ণভক্তই শান্ত, তদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলে স্ব স্ব কাম-কর্ত্তৃক চালিত হইয়া ও কামের বাধা প্রাপ্তিতে ক্রোধান্ধ হইয়া অশান্ত।

ভোগী ও ত্যাগী উভয় সম্প্রদায়ের কাম বাধাপ্রাপ্ত হইলে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। ভক্তে তাদৃশ ক্রোধের সম্ভাবনা নাই, কারণ তিনি সর্ব্বপ্রকার হৃদ্গত কাম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিয়া নিত্যকালের জন্য কর্ম্মবন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন ও স্বীয় স্বরূপের সিদ্ধবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। খুব দৃঢ় বিশ্বাসরূপ ভিত্তির উপর এই বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত। মৎসরতা বশে ভোগী ও ত্যাগী উভয় সম্প্রদায় ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। তাই ভক্ত, ভক্তদ্বেষীকে নানাপ্রকার তাড়নাদিদ্বারা স্বীয় স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য যে চেষ্টা করেন, তৎফলে অনেক সুকৃতি সম্পন্ন জীব সুদর্শন চক্রের আঘাতে বৈষ্ণব হৃদয়ের নির্দ্বন্দ্বতা উপলব্ধি করেন ও তাঁহাদের প্রেমমূল চেষ্টাকে বাহ্য বিষয়চেষ্টার সহিত ভেদ দর্শন করিয়া অদ্বয় জ্ঞানী হ'ন। অনভিজ্ঞ লোকে দ্বৈতজ্ঞানে কখন আচার্য্য প্রভুকে ও কখনও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে যে অবহেলা করেন, তাহাতে ভক্তিবিচ্যুত হ'ন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন, 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে,' তাই ভক্তের বিদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ। ভক্তগণ আপাতমধুর ভোগকে অনুমোদন না করিলেও জীবের পরম বন্ধু। দুর্ভাগা ব্যক্তি বৈষ্ণবের দূর উদ্দেশ্য অক্ষজ প্রতীতিতে বুঝিতে না পারিয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাতে তাঁহাদের প্রতি আক্রোশ পোষণ করিয়া জন্মজন্মান্তরের জন্য ভক্তিমন্দির হইতে বিদায় লাভ করেন। কেহ বা ভক্ত ও ভগবান্‌কে মারিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বৈষ্ণব এরূপ কোন সদোষ পরিমিত কুণ্ঠাময় স্থানে বাস করেন না যে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র, ষড়যন্ত্র তথায় গতিলাভ করিতে পারে। বৈষ্ণব নিত্যকালই বৈকুণ্ঠবাসী—তথায় কোন প্রকার শোক ও ভয় নাই, অমৃতই তথাকার আস্বাদনীয় বস্তু। আর যিনি সেই অমৃত আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি অজড় ও অমর। জীবগণকে, কামরূপ শল্যবিদ্ধ হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়া উহা হইতে উদ্ধার করিয়া আপাতক্ষণিক কষ্ট দিতে যিনি শঙ্কিত হন না, নানাপ্রকার বিরুদ্ধমতবাদীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে তাহাদের ক্রোধোৎপত্তি হইবে জানিয়াও নিত্যসত্য-প্রচারে কুণ্ঠিত হন না, তাঁহার ভগবানে আত্মনিবেদন ও জীবে দয়া আদর্শস্থানীয়। তিনিই সদ্‌গুরু। বদ্ধজীবের জড়ভোগকামনার ব্যাঘাত হইলে যে ক্রোধের উদয় হয়, তাহা আদরণীয় নহে; কিন্তু গুরুবিদ্বেষীর দণ্ডবিধানার্থ যে ক্রোধ, তাহা ভক্ত্যঙ্গ। যিনি সত্য ধ্বংস করিতে উদ্যতজনে অবাধে মৌনভাবে অনুমতি প্রদান করেন তাঁহার ভক্তি-পথ রুদ্ধ জানিতে হইবে।

লোভ—লোভের অপর নাম দ্বিতীয়াভিনিবেশ। মায়িক বৈচিত্র্যে মোহিত হইয়া জীব কামনা-পরবশ হয়। কামের বাধা-প্রাপ্তিতে যেরূপ ক্রোধ উদ্গত হয়, তদ্রূপ কিঞ্চিন্মাত্র কামের সফলতায় জীব লোভাভিভূত হয়।

ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবিক অনুরাগভরে অসংখ্য বাধা বিপত্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া যে বৃত্তিবশে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় তাহাই লোভনামে কথিত হয়। ইহা মনেরই একটী অনুরাগময়ী চেষ্টাবিশেষ। ক্রোধের ন্যায় লোভও পরমার্থ-সাধনে দ্বিতীয় কণ্টকস্বরূপ। ব্যাধের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হরিণের ন্যায় জীবগণ ইন্দ্রিয়গণের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া মায়াজালে নিবদ্ধ হয়। তখন জড় মায়াকে ভোগ বা অতিক্রম করিতে গিয়া অনন্ত অপার বাসনারাজিদ্বারা ক্রম-প্রবাহমান চক্রে ঘূর্ণায়মান হইয়াও মায়ার সীমা অতিক্রম করিতে না পারিয়া নিতান্ত পরাধীন বা বদ্ধাবস্থায় বাস করে।

লোভ জীবগণকে কেবল জালবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেয় না। বদ্ধাবস্থায় মানবগণ লোভ দ্বারা চৌর্য্যবৃত্তি পরদারাপ-হরণাদি অবৈধ ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া নানাবিধ দুষ্কার্য্যের আবাহন করিয়া থাকে। শাস্ত্রের সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে পরকালে সুখপ্রাপ্তির আশায় কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিয়াও লোভের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পান নাই। আর এক সম্প্রদায় সংসারের সকল আশাভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া লোভের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পরিব্রাজক বেশে বনে গমন করিয়াও ভগবানের শরণাপত্তির অভাবে পুনঃ লোভের হাতে পতিত হইয়া রাবণের সীতা-হরণের ন্যায় লোভে লিপ্ত হইয়া নিধনপ্রাপ্ত হয়।

ভক্তগণ লোভকে সাধুসঙ্গে হরিকথায় নিয়োজিত করিয়া মায়িক লোভের হাত হইতে পরিত্রাণ পান। তাঁহারা জানেন, ব্যতিরেকভাবে বিষয় পরিত্যাগের চেষ্টা ফলবতী হয় না ; কারণ, প্রত্যেক স্বার্থের গতিই বিষ্ণু। বিষ্ণু-সম্মুখ বা সেবাভিলাষী বস্তুর বিনাশ নাই। কিন্তু দুরাশয় ব্যক্তি দূরদর্শনরাহিত্য হেতু স্বার্থকে নিজের ভোগে নিযুক্ত করে। বর্ত্তমান সময়ে সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনার বড়ই অভাব হইয়াছে। কতকগুলি কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভী লোক স্ব-স্ব স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনার্থ ভক্তির দোহাই দিয়া ভোগপ্রচারে ব্যস্ত হইয়াছে। যদি সত্যসত্যই তাঁহারা সাধুসঙ্গী ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির আদর করিতেন তাহা হইলে শ্রীগুরুর কৃপাবলে সম্বন্ধজ্ঞানলাভ করিতে পারিতেন এবং তৎফলে কৃষ্ণাকর্ষণ তাঁহাদের স্বাভাবিক হইত। তাহা না করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণকলেবর শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীহরিনামকে তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের যন্ত্র বা পূজ্যবস্তুকে সেবকসূত্রে গ্রহণ করিয়া অপরাধ ফলে অধিক লোভের বশবর্ত্তী হইয়া নরকের পথের যাত্রী হইতেছেন।

মোহ—"মোহ" ভগবানের "অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার" শক্তিবিশেষ, ষড়্রিপুর অন্যতম বা অন্য রিপুপঞ্চকের জননী। সংজ্ঞাবিলুপ্ত বা বস্তুর যথার্থ স্বরূপ ছাড়া বিনিময়জ্ঞানকেও 'মোহ' বলে। কখনও কখনও আমরা শারীরিক দুর্ব্বলতাহেতু ইন্দ্রিয়জ্ঞান হইতেও মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকি, তদ্রূপ চিজ্জগতের অতি ক্ষুদ্র পরমাণু জীব কৃষ্ণসেবারূপ বলহীন হইলে মায়াকর্ত্তৃক সম্মোহিত হইয়া আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন। তখন তাঁহার নিত্য সংজ্ঞা বা সম্বন্ধজ্ঞান আচ্ছাদিত হয়, ইহাকেই 'মোহ' বলে। মোহপ্রাপ্ত হইলে জিজ্ঞাসার অভাব, ইন্দ্রিয় অর্থাৎ অবভাসিক জ্ঞানের প্রবলতা, কর্ত্তব্য বিচ্যুতি, নশ্বর বস্তু হইতে সুখেচ্ছা, ইন্দ্রিয়গণের অনিয়ামকতা ইত্যাদি দোষ জীবকে আক্রমণ করে। মোহাবিশিষ্টতা হইতেই জীবগণ মাৎসর্য্যহেতু আমিত্বে প্রাকৃত বুদ্ধি করে, তাহা হইতে জাগতিক নানাবিধ কামনা, কামের বাধাপ্রাপ্তিতে ক্রোধ ও উপভোগ মত্ততাহেতু পুনঃ পুনঃ বিষয়-সম্ভোগেচ্ছা 'লোভ' নামে কথিত হয়। ইহাই মোহের ক্রমপরিণতি।

মায়ার মোহনক্রিয়া জীবকে মুগ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলেও মানবগণ সর্ব্বদাই তাহা মোচনের জন্য যত্ন করিতেছে, কিন্তু কিসে তাহার সেই বন্ধন বা অভাবমোচন হয় তাহা না জানাহেতু অযথা চেষ্টায় বন্ধন দৃঢ় হইতেছে। জীব বদ্ধ হইলেও তাহার স্বরূপ ও বৃত্তি একেবারে ভুলিয়া যায় নাই, তাই তাহার দৈহিক মানসিক অভাব পরিপূরণের জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সহিত গৃহনির্ম্মাণ, দেহ রক্ষার্থে উত্তম উত্তম ভোজ্য প্রস্তুতকরণ, সামাজিক বিধিবিধানদ্বারা সমাজ রক্ষা, ব্যাধি-প্রশমনের জন্য ঔষধ আবিষ্কার ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারদ্বারা নিজের অভাবদূরীকরণই অন্য

প্রাণী অপেক্ষা মানবের বিশেষত্ব ; তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"মানুষ্যমর্থদং" কারণ মনুষ্যজন্মই একমাত্র 'অর্থদ' অন্য কোন জন্মে জীব এই সামান্য অর্থের দ্বারাও নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে, আবার এই সমস্ত অর্থ যখন পরমার্থান্বেষণ করে তখনই তাঁহার যাথার্থ্য সম্পন্ন হয়, নতুবা কেবল অর্থান্বেষণও দ্বিতীয় পশু জন্ম। আর জীবের বৃত্তি প্রেম তাহা হইতেও কিসে বিরত আছে ? স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, পিতা পুত্রকে ভাল বাসিবার চেষ্টা করিতেছে। ইহা প্রেমের কার্য্য হইলেও নিকৃষ্ট অবস্থা "কাম নামে আখ্যাত।" যেহেতু ঐগুলি প্রবৃত্তিমূলা অথবা উৎপত্তিক বিবর্ত্তক্রমে দেহে অনাত্মবুদ্ধিপ্রসূত বদ্ধ জীব উহা লাভ করে। যখন ঐ অনুরাগ ঈশ্বরাভিমুখী হয় তখনই জীব বিমল ও নিত্যানন্দের অধিকারী হয়। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—"বিষয়িলোকের বিষয়ের প্রতি যেরূপ অনুরাগ, ভগবান্ তোমাতে আমার ঐরূপ অনুরাগ উদিত হউক।

আবার ঐ বৃত্তি যখন মায়াদ্বারা পরিচালিত হয় তখন মরীচিকায় জলভ্রমে ধাবিতের ন্যায় তৃষ্ণার্ত্তির অথথা পরিশ্রম সার হয়। তাই বিষয়ী মোহান্ধ হইয়া প্রবলবেগে বিষয়ের দিকে ছুটিয়া গিয়া পরে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। জীব আমিত্ব ভুলে নাই, দেহকে 'আমি' বুদ্ধি করিয়াছে, প্রেম ভোলে নাই, প্রেমের বিষয়কে ভুলিয়াছে—তাই বিবর্ত্তবুদ্ধিতে মিথ্যাভিমানে অনিত্য বস্তুর উপাসনায় ব্যস্ত হইয়াছে। উপাস্য, উপাসক ও উপাসনার বিচার অভাব-হেতু উহা কালে পরিসমাপ্তি হইয়া যাইতেছে। ইহাই মোহান্ধতা। সাধুগুরুকৃপায় জীবের এই বিবর্ত্তবুদ্ধি নষ্ট হয়।

কালে কালে ক্রমোন্নতির সোপানে আমরা নানাবিধ বিরুদ্ধমতবাদ দেখিয়া নিত্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া পড়ি। কখনও বা দেশকালপাত্রগ ধর্ম্মকে নিত্যধর্ম্ম বলিয়া ভ্রান্ত হই, সেও জীবের মোহ। অন্যাভিলাষিকে প্রাকৃত স্থূল রূপ, রস হইতে নিবৃত্ত করিতে গিয়া শাস্ত্রকার সূক্ষ্ম জ্ঞানের মনোরমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, ভোগই ইহাদের লক্ষিতব্য, তবে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে প্রবেশ করানই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। আবার কর্ম্মকাণ্ডপর লোকসকল পরলোকে সুখপ্রাপ্তির আশায় অত্যন্ত পশুহননে ব্যস্ত হইলে ভগবদ্ভাব—বুদ্ধ হইয়া 'অহিংসা-পরমধর্ম্ম' দ্বারা নাস্তিক্যবাদ প্রচার করিয়া অসুর সকলকে বিমোহিত করেন, তাদৃশ অসুরসকলের দ্বারা বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ধ্বংসোন্মুখ হইলে, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া পুনরায় বৈদিক বিকৃত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংস্থাপন করেন ও অদ্বৈতবাদ-প্রচারদ্বারা সর্ব্ব ধর্ম্মের সমন্বয়সাধনপ্রয়াসে পঞ্চোপাসকদিগের স্ব স্ব বিবাদ ব্রহ্মেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে বলিয়া অসুর সকলকে বৌদ্ধধর্ম্মের কবল হইতে উদ্ধার করেন। ইদানীন্তনও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের স্রোতে ভাসমানোদ্যত ভারতবাসীকে রক্ষা করিতে গিয়া স্বর্গীয় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় দেশহিতৈষী মহাত্মা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন, উহা হিন্দুধর্ম্মের শাখাবিশেষ বর্ণাশ্রম। পরিত্যক্তনব্যমত, খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মানুরূপ-আচারব্যবহার। কালে কালে এই সমস্ত ধর্ম্ম উপযুক্ত মূঢ়গণের মোহ বৃদ্ধির জন্য সৃষ্টি হইয়াছে। তাই কর্ম্মী জড়, স্থূলরূপ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মে "মোহিত" হন। আবার জ্ঞানিগণ ভগবানের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বৃহত্ত্ব ব্রহ্মজ্যোতিতে মোহিত হইয়া ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য দর্শনে অপারগ হ'ন। কর্ম্মী ও জ্ঞানী মোহপরিত্যাগের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াও "মোহ" হইতে উদ্ধার হইতে পারেন নাই। ভক্ত যে প্রকারে মোহকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহা শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের পদ হইতে জানা যায়। "মোহ ইষ্টলাভ বিনে', মদ কৃষ্ণগুণগানে, নিযুক্ত করিব যথা তথা॥" রিপু সকলকে যথাযোগ্যস্থানে নিযুক্ত ছাড়া একেবারে ধ্বংশ করার বাসনা ভক্তের নাই, কারণ ভক্ত নির্ম্মৎসর ; সর্ব্বভূতে দয়া বিশিষ্ট, তৎকারণ তাঁহাদের হিংসা নাই। সামান্য এই কয়েকটী বাঙ্গালা পদ্য যে আমাদের সর্ব্বসিদ্ধান্তের নির্য্যাস তাহা শ্রীগীতার কতিপয় সমর্থন সূচক বাক্য সন্দেহ নিরাশ করেন। শ্রীগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬৯ শ্লোকে ব্রহ্মস্থিত পুরুষের জীবন ও আচারপ্রদর্শনস্থলে বলিয়াছেন—"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥" 'তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী'—এই উক্তি হইতে যাঁহারা অষ্টাঙ্গ যোগ

হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদিকে ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই পন্থা উর্ব্বশী, মেনকার কাম-কটাক্ষে অনেক সময় বিধ্বস্ত ও ভগ্ন হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক ইতিহাস হইতে জানা যায়। কিন্তু ভক্ত জীবনে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্জ্জন গোফায় রাত্রিকালে রামচন্দ্র খাঁ প্রেরিত বেশ্যা বহুবিধ মনোমুগ্ধকর ব্যাপার দ্বারা ঠাকুরের চিত্ত বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই কেন? মানুষের ইন্দ্রিয়সকল ত' নির্জ্জনপ্রদেশে ভোগোন্মত্ত। দেশ, কাল, পাত্রের সমবায়ে কার্য্য ত' অবশ্যম্ভাবী? তবে হরিদাস ঠাকুরের নির্জ্জন কুটীরে রাত্রিকালে ভোগীর উপকরণ যোষিৎ উপস্থিত থাকিতেও তিনি মৌন কেন? তিনি ত' সর্ব্বতোভাবে মোহ ইষ্টলাভবিনে ইহার অনুবর্ত্তনকারী; ভোগী যেখানে ভোগে উন্মত্ত তিনি তথায় মোহ প্রাপ্ত সংজ্ঞাশূন্য, আর বিষয়ী লোক যথায় সুপ্ত তিনি তথায় জাগ্রত থাকিয়া শ্রীহরিনামের অনুশীলনকারী; ইহাই প্রকৃতির গুণ হইতে নির্ম্মুক্তি। আর ইনিই সত্য সত্য "মোহান্ত"। যিনি কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার হরিসেবা প্রবৃত্তি আদর্শ। মায়া বহুবিধ ক্রিয়ার দ্বারাও তাঁহার চিত্তের ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না।

মদ—'মদ' অর্থে প্রমত্ততা বা আসক্তি ষড়রিপুর অন্যতম। ইহা তমোগুণ সম্ভূত। জীব বিবর্ত্ত বুদ্ধিতে প্রাকৃত বস্তুতে আমিত্ব বুদ্ধি করিয়া তাহাতে প্রমত্ত হইলে উহা 'মদ' নামে অভিহিত হয়। বিষয়আসক্তিবৃদ্ধির দ্রব্য বিশেষকেও 'মদ' কহে। অবৈষ্ণবাভিমানিগণ ইহা দ্বারা মায়ার উপাসনা করিয়া গাঢ়ভাবে বিষয়ে প্রমত্ত হ'ন। অদ্বয়জ্ঞানে ত্রিগুণ সাম্যাবস্থা লাভ করিয়াছে বলিয়া "বস্তু" ও "অবস্তু" ভেদে প্রযুক্ত 'মদ' "জ্ঞানান্মুক্তিঃ জ্ঞানবন্ধশ্চ" এই তত্ত্বসূত্র ন্যায়ে বন্ধন ও মুক্তির কারণ হইয়া থাকে। বস্তু অর্থাৎ ভগবান্ নিত্যাস্তিত্বময়; অবস্তু অর্থাৎ খণ্ড কালান্তর্গত প্রতীতি সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। মানবগণ ধন, জন, রূপ, বল, (শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক) যৌবন ইত্যাদি মায়িক বৈভবজাত পদার্থে অহং ও মমত্ব বুদ্ধি করিয়া সত্য বস্তু হইতে দূরে অবস্থান করেন। তাই গুণময় জগতে তমঃ রজঃ গুণাপেক্ষা সত্ত্বগুণের আদর এবং ব্রাহ্মণবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত বলিয়া সর্ব্বদা তমঃ ও রজঃগুণ তিরোহিত বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাসক। আর সত্ত্বই জীবের স্বরূপ উদ্বোধক। অজ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ বিচার পরিহার করিয়া গুণময় জগতেই ত্রিগুণের সাম্যভাব কল্পনা করিতে গেলে যে অনর্থের উৎপত্তি হয় তাহারই ফল স্বরূপে বৈষ্ণবের নামে এত দৌরাত্ম্য। যদি সত্য সত্য ব্রাহ্মণতার আদর থাকিত—গুণানুসারে বর্ণ বিধান শ্লথ না হইত, তাহা হইলে ভারতের এত দুর্দ্দশা হইত বলিয়া মনে হয় না। জাতিমদে প্রমত্ত হইয়া মূর্খ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিসকল নিজ অস্থি চর্ম্মাদিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া যে পরিচয় দেন, উহা সত্য সত্য ব্রাহ্মণতা নহে। উহারা ব্রাহ্মণ ব্রুব। আর কতিপয় প্রাকৃতসহজিয়া কেবল অনুরাগ পথের পথিক বলিয়া বৈষ্ণবী দীক্ষায় সাবিত্র সংস্কার ও আশ্রমান্তরে ত্রিদণ্ডাদি গ্রহণ ক্রমপ্রথায় ছিদ্রান্বেষণ করেন। ক্রম পরিত্যাগে অনেক স্থলে আত্মার সাহজিক প্রেম উদ্দীপনের বিঘ্নকারক হয় না জানা হেতু তাহাদিগকে 'প্রাকৃত সহজিয়া' বলে। তাহারা রাগ ও বিধির অপূর্ব্ব সমাবেশ জানে না তাই আপনাদিগকে জড়প্রমত্ত রসিকভক্ত মনে করিয়া শ্রীগৌরসেবা ছাড়িয়া দেয় ও নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদ বুদ্ধি করে। কখনও বা প্রাকৃতরসমদে মত্ত হইয়া শ্রীগৌরকে নাগরভাবে উপাসনা করিতে গিয়া মাধুর্য্য সমূলে বিনষ্ট করে।

অবৈষ্ণবাভিমানী জগতে ন্যূনাধিক সকলেই 'মদ' দ্বারা অভিভূত হইয়া সংসারে ভ্রাম্যমান, আর ভগবানের ব্যতিরেক কৃপা সংসারের অখিল ক্লেশ রাশি তাহাদিগকে সত্য বস্তু ধারণা করাইতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু দৈবী মায়ার কি প্রভাব, ভগবানে আনুগত্যাভাবে পুনঃ পুনঃ দণ্ড পাইয়াও জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া পুনরায় সংসারগর্ত্তে পতিত হইতেছে। আবার আসক্তিকেই সর্ব্ব দুঃখের আকর জানিয়া কতিপয় জ্ঞানের প্রয়াস। সেবাবুদ্ধি রহিত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞান পরস্পর বিবাদমান আর সেই বিবাদের অবসান করিতে গিয়া সমস্ত মিথ্যা বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করে। এদের ব্যবস্থা ফোঁড়ার চিকিৎসা গলায় ছুরি, তাহা হইলে সমস্তই নির্ব্বাণ।

ভগবান্ নির্ম্মল সেবাবুদ্ধি প্রণোদিত জীবহৃদয়ে যে তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি করান উহা ঐরূপ আত্মবিনাশের পরামর্শ নহে। বৃত্তি ও বিষয়ের ভিতর যে ব্যবধান তাহাই নিরোধ করিবার উপদেশ করেন। আসক্তিকে ছেদন করিতে হইবে না, আসক্তির বিষয় 'কে' তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। বিষয় অভাবে বৃত্তি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বস্তুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ভক্ত্যালোকে নিরতই ভক্তের নিকট প্রত্যক্ষ হইতেছে। উহা জ্ঞানীর বৃথা অনুমানের অপেক্ষা করে না। সাধনপ্রভাবেই সত্য সত্য সম্বন্ধজ্ঞান আবির্ভূত হয় তাহাই অভিধেয় লক্ষণাত্মক ভক্তি। সেই ভক্তিই জীবের নিরতিশয় পরমপ্রয়োজনীয় বস্তু। জ্ঞানিগণ 'মদ' পরিত্যাগ করিতে গিয়া জ্ঞানমদে প্রমত্ত, তজ্জন্য তাঁহারা সত্য বস্তু ধারণা করিতে অসমর্থ। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—"মদ, কৃষ্ণ-গুণগানে, নিযুক্ত করিব যথাতথা। আনন্দ করি হৃদয়, রিপু করি পরাজয়, অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব।" জীব মায়ার ত্রিগুণে বিক্ষুব্ধ হইয়া কৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণগান হইতে বিরত হয়, তাই আসক্তি তাহার বন্ধনের হেতু হইয়াছে। একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই তাহা নিরস্ত হয়। যোগ জ্ঞান পথাবলম্বনে আনন্দের ধ্বংস দ্বারা রিপু সকলকে পরাভূত করিবার যে পন্থা, উহা ক্লেশজনক। ভক্ত তাদৃশ ক্লেশজনক পন্থার পথিক নহেন, তাঁহারা আনন্দের সমৃদ্ধির দ্বারা রিপু সকলকে নিযুক্ত বা পরাজয় করিয়া অনায়াসে নিখিলকাল শ্রীগোবিন্দের ভজন করেন। ইহাই আত্মার সাহজিক ধর্ম্ম।

মৎসরতা—ছয় রিপুর মধ্যে মাৎসর্য্য বা মাৎসরতাই সর্ব্বপ্রধান। কাহারও মতে অন্য রিপুগুলি মৎসরতার সহচর এবং কেহ কেহ বলেন যে অপর রিপুগুলি মৎসরতার অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ কায়ব্যূহ মাত্র। ভগবান্‌ই একমাত্র বাস্তববস্তু এবং নির্ম্মৎসরগণই তাঁহাকে অবগত হইয়া থাকেন। নির্ম্মৎসরগণ কর্ত্তৃকই অনর্থের নাশ সম্ভব, অনর্থ নষ্ট না হইলে ভগবদনুভূতির যোগ্যতা হয় না। মৎসরতার অপগমে অন্য রিপুবর্গের নাশ হয় বলিয়া অন্য রিপুগুলি মৎসর-তার সহচর। রিপু অর্থে শত্রু। শত্রুর ধর্ম্ম অনিষ্ট সাধন করা। মাৎসর্য্যকে ভীষণ কালকূট সদৃশ বিবেচনা করাই সমীচীন। হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা বা পরসুখ অসহনশীলতা নামক যে বীভৎস বৃত্তি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানব হৃদয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে, তাহা মৎসরতারই প্রকার ভেদমাত্র। বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর রিপুপঞ্চক প্রবল হইয়া একত্রিত হইলে মাৎসর্য্যরূপে পরিণত হয়।

যাহারা ভোগ-মোক্ষ-নিরাকাঙ্ক্ষী তাহারা স্বার্থপরতার পরিবর্ত্তে পরার্থপর হইতে বাধ্য হন। 'পর'-শব্দ শ্রেষ্ঠ-তার বাচক এবং শ্রীভগবান্‌ই অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠপদার্থ। অতএব পরার্থপর ভক্ত ভগবৎ-সুখান্বেষী। ভগবৎ-সুখতাৎপর্য্যবিহীন স্বার্থপর মানব স্বসুখবিধানার্থে হিংসাকে আশ্রয় করে। হিংসাবৃত্তির প্রকট হইলে তৎসহচর অন্য রিপুপঞ্চক একে একে মৎসরতাপূর্ণ হৃদয়ে আবির্ভূত হয় ও তাহাদের তাণ্ডব নৃত্যফলে সেই মূঢ় মানব ক্রমশঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে নরকাভিমুখে গমন করিতে থাকে। ভোগ বা মোক্ষপর মানবগণ হিংসাক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া যে ভীষণ হিংসাজাল বিস্তার করিতেছে, অজ্ঞানান্ধতা বশত স্বীয়বলে তাহা ছিন্ন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সুকৃতিবলে যাঁহারা সদ্গুরুর শ্রীচরণে প্রপন্ন হইয়াছেন, জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হওয়ায় কেবলমাত্র তাহারাই হিংসার ভীষণ আকার সন্দর্শন করিতে ও তন্নির্ম্মিত জাল ছেদন করিতে সমর্থ হন।

জাগতিক ভালবাসার মূলদেশে মৎসরতার সহচররূপ স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে; তাহার প্রেরণায় নিজ ছিদ্রটীকে কেহ সহসা অন্যের নিকট স্বার্থ হানির ভয়ে ব্যক্ত করিতে চাহে না; মৎসরগণ ইহা বুঝিয়াও বোঝে না। সাধুবেশধারী রাবণের ন্যায় হিংসাবৃত্তি স্বীয় বীভৎসরূপ আচ্ছাদন করত মোহন-মূর্ত্তিতে বদ্ধজীবকে মুগ্ধ করিয়া সর্ব্বনাশ করে। মৎসরগণকর্ত্তৃক যাবতীয় গর্হিত কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখা যায়। পরদ্রব্যাপহরণ, পরস্ত্রী-হরণ, মিথ্যাভাষণ, জীবহত্যা, সাধু-নিন্দা, ভগবৎবিদ্বেষ, গৃহব্রত-পালন, অসৎ-শাস্ত্রপ্রণয়ন, কপটভক্তিপ্রচার ইত্যাদি জঘন্য কার্য্য করিতে মৎসরগণ আদৌ পশ্চাৎপদ নহে, বরং তত্তৎকার্য্যসাধনের জন্য তাহারা সতত লালায়িত থাকে ও

তাহা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। যদি মৎসরতা কর্তৃক কেহ আক্রান্ত না হইতেন, তাহা হইলে কুশিক্ষা আদৌ জগতে স্থান পাইত না এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ সুখের আলয়রূপে দৃষ্ট হইত—জগৎ বৈকুণ্ঠাকারে ভাসমান থাকিত। স্বার্থপরতার অভাবে সকলেই কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবাপর হইতেন এবং অপরাপর জীবে প্রগাঢ় সেবাপ্রবৃত্তি দর্শনে প্রত্যেকেই আপনাকে সর্ব্বোত্তম মনে করিতেন না ও কবে অন্যের ন্যায় স্বারসিকী সেবাপ্রবৃত্তি জন্মিবে এতদর্থে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন। দৈন্য-রত্নে-জীব-হৃদয় সুশোভিত থাকিত। মৎসরতাদোষদুষ্ট ব্যক্তি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরাতুল্য জ্ঞান করে, নিজের ক্ষুদ্র যোগ্যতা অপরের হিংসাকার্য্যে নিযুক্ত করে; কিন্তু নির্ম্মৎসর সাধুগণ ঠিক তাহার বিপরীত স্বভাবসম্পন্ন হওয়ায় নিজকে 'তৃণাদপি সুনীচ' মনে করেন, নিজ যোগ্যতা সর্ব্বতোভাবে ভক্ত ও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন ও 'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে'। তাহাতে স্বসুখতৎপরতা না থাকায় উঁহাকে মৎসরতার অভিব্যক্তি বলা যায় না। কারণ তাহাতে ভগবৎ-সুখান্বেষণ প্রবৃত্তিই পূর্ণভাবে বর্ত্তমান; তাহাতে মৎসরতার পূতিগন্ধ আদৌ থাকিতে পারে না। শাস্ত্রে উক্ত আছে—"অকামো বিষ্ণুকামো বা" অর্থাৎ ভগবৎসেবারতি কামগন্ধশূন্য। ভগবৎসেবার জন্য জীবের শুদ্ধ স্বরূপে যে অহৈতুকী প্রবৃত্তি স্বতঃ সিদ্ধরূপে সদা বর্ত্তমান আছে তাহা মৎসরতাদুষ্ট কামনার সহ কখনই সমপর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে না।

মৎসরতাকে খর্ব্ব করিতে যে সকল সামাজিক কিম্বা নৈতিক নিয়ম বা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রাপক সকাম উপাসনার বিধি মৎসরগণ কর্তৃক রচিত হইয়াছে তদ্দ্বারা উহার উপাশম না হইয়া বরং বৃদ্ধিই সাধিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত তাহার সুষ্ঠু উপায় বর্ণন করিয়াছেন।—নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃপঠন্, গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্। গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনাঃ গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ॥" অর্থাৎ শ্রীনারদ বলিতেছেন যে, আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীঅনন্তদেবের নাম সমূহ উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবল্লীলা চেষ্টা সমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও নির্ম্মৎসর হইলাম।" অতএব অন্যাভিলাষ-শূন্য হইয়া ভগবন্নামোচ্চারণ ও তাঁহার গুণকীর্ত্তন দ্বারাই মৎসরতা পরিত্যাগ সম্ভব॥ শ্রীগীতায়—'মম মায়া দুরত্যয়া, মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" অর্থাৎ ভগবানের মায়া-শক্তি অতীব প্রবল। স্বল্পশক্তিশালী চিৎকণ-জীব নিজ চেষ্টায় মায়ার বশ্যতা পরিত্যাগ করিতে নিতান্ত অক্ষম। মায়াধীশ ভগবানের আনুগত্য ব্যতীত মায়ার ভবদোষ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতে ১।১।২ শ্লোকে—"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং" মাৎসর্য্যহীন সর্ব্বভূতে দয়াশীল সাধুগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—শুদ্ধ ভক্তিযোগ নিরূপিত হইয়াছে। ইহার অনুশীলন ফলে ত্রিতাপ ও তাহার মূল-কারণস্বরূপ অবিদ্যার খণ্ডনকারী পরমানন্দ-অনুভবকারক অবিনাশী অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অনুভব হয় এবং অচিরে অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন অনুশীলনকারীর হৃদয়ে অবরুদ্ধ হ'ন। ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ে অবরুদ্ধ হইবা মাত্রই তাহার সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হইয়া যায়। যাবৎ না কাহারও হৃদয়ে শ্রীভগবান্ অবরুদ্ধ হন, তৎকাল পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুত্রাদি সাধকের হৃদয়ে অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্ত্তমান থাকে। সেই ব্যক্তি কখনই নির্ম্মৎসর হইতে পারে না।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় অন্য পাঁচটী রিপুকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু মাৎসর্য্যকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত বা তাহার শোধনার্থে কোন ব্যবস্থাই দিলেন না। কারণ অন্যান্য কামক্রোধাদিরিপুগণ মাৎসর্য্য সংযুক্ত হওয়াতেই তাহাদের রিপুত্ব। মাৎসর্য্যবিহীন হইলে তাহারা আর রিপু না হইয়া পরম বন্ধু হয় এবং ভক্ত্যঙ্গরূপে পরিণত হয়। কাম মাৎসর্য্যযুক্ত হইলে ঘৃণিত 'কাম', আর মাৎসর্য্যবিহীন হইলে শ্রীভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইবার ও ভগবৎসেবা করিবার উপযুক্ত হয়, তখন কাম কামদেবের সেবায় লাগিয়া পরমোপাদেয় ভক্ত্যঙ্গরূপে শোভমান হয়। ক্রোধ ও তদ্রূপ মাৎসর্য্যহীন হইলে ভক্ত্যঙ্গরূপে পরিণত হয়। লোভও কৃষ্ণভক্তিরসভাবিত মতি-ক্রয়ের মূল্যরূপে

পরিণত হয়—যাহা কোটিজন্মার্জ্জিত সুকৃতি অপেক্ষাও সুদুর্লভ ও মূল্যবান হয়। এইপ্রকার সকল রিপুই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলে তাহাদের মাৎসর্য্য-সঙ্গবিহীনই শুদ্ধাবস্থায় পরমোপাদেয়ত্ব সাধিত হয়। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে শুদ্ধ নিষ্কপট পূর্ণশরণাগতিই এই মাৎসর্য্য হইতে পরিশুদ্ধির উপায়। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া শরণাগতকে মাৎসর্য্য রাক্ষসীর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া কামক্রোধাদিকে শুদ্ধ করিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণের শুদ্ধ সেবাময়ী চিত্তবৃত্তির অধীন ও কিঙ্কর করিলে তখন ঐ কামক্রোধাদি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদও সেবকগণের সেবায় নিযুক্ত হইলে, তাঁহাদের কৃপায় তাদাত্ম্য-বৃত্তিময় হইলে তখন কামক্রোধাদি পরমোপাদেয় হইয়া ভক্তগণের ভগবৎসেবায় সহায়ক হয়। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—"কামক্রোধ সাধকেরে কে বা কি করিতে পারে, যদি হয় সাধুজনের সঙ্গ।" অতএব সমস্ত রিপু-গণকে জয় করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে একমাত্র সাধুগুরুর কৃপাই সম্বল। অন্য কোনও উপায়ে সম্ভবপর নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৫।২২-২৫) "অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং, ক্রোধং কামবিবর্জনাৎ। অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং, ভয়ং তত্ত্বাবমর্শ-নাৎ॥ আন্বীক্ষিক্যা শোকমোহৌ, দম্ভং মহদুপাসয়া। যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥ কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা। আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া॥ রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশ-মেন চ। এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥" অর্থাৎ "অসঙ্কল্পদ্বারা কামের জয় করিবে। এইরূপ কামপরিত্যাগ দ্বারা ক্রোধ, অর্থানর্থবিচারদ্বারা লোভ, তত্ত্ববিচারদ্বারা ভয়, আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞান দ্বারা শোকমোহ, মহাপুরুষসেবা দ্বারা দম্ভ, মৌন দ্বারা যোগের অন্তরায়সমূহ, "কামাদিচেষ্টারাহিত্যদ্বারা হিংসা, কৃপাদ্বারা ভূতজন্য দুঃখ, সমাধিদ্বারা দৈবদুঃখ, যোগবলদ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখ, সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রা, সত্ত্বগুণদ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ এবং উপশম দ্বারা সত্ত্বগুণকে জয় করিবে। পরন্তু পুরুষ একমাত্র গুরুভক্তিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত সমস্তকেই সত্বর জয় করিতে সমর্থ হন।" অতএব সর্ব্বপ্রকার অনর্থ নিবৃত্তি বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীগুরুসেবাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সত্বর এবং সহজপন্থা ইহা সুনিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

এক্ষণে সংক্ষেপে গৌড়ীয় ভজন প্রণালী কি, তাহা বলিতেছি।—শ্রীগৌরানুগত ভজন বলিয়া অনেক প্রকারের প্রণালী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণাশ্রয়াভিলাষী ব্যক্তিগণকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলে। বদ্ধজীব ভোগময়ী প্রবৃত্তি লইয়া এ জগতে আবির্ভূত। ইহাই তাহার বদ্ধতা। বদ্ধজীব বিশেষ সতর্ক ও আশ্রয়বলে বলীয়ান না হইলে এই স্বাভাবিক ভোগপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মার নিত্যস্বরূপ সেবাধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

যাহারা মহাজন পথ উল্লঙ্ঘন করিয়া নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করেন বা তদুদ্ভাবনকারীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা শুদ্ধ গৌড়ীয় ভজন প্রণালী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তাহাদের সঙ্গক্রমে ভজনে অবনতি অবশ্যম্ভাবী। যাহারা শুদ্ধ-গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালী অসম্পূর্ণতা-জ্ঞানে বা স্বীয় প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় উহাতে অভিনব ব্যাপার সংযুক্ত করিতে সচেষ্ট, তাঁহারাও গুরুলঙ্ঘনকারী শুদ্ধ আম্নায় পারম্পর্য্যের উল্লঙ্ঘনকারী। সুতরাং তাহারা শুদ্ধ-গৌড়ীয়-ভজন-প্রণালীর অবমাননাকারী, তাহারা কখনও নির্ম্মল ব্রজরসের অনুসন্ধান পায় না, জড়রসকে ব্রজরস বলিয়া বরণ করিয়া পতিত হয় ও তদনুগত জনকেও পাতিত করে। যাহারা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পুরুষবেশ গোপন করিয়া স্ত্রীবেশকেই ভজন বলিয়া স্বীকার করেন, তাহারাও গুর্ব্বাবজ্ঞাপরাধে অপরাধী। অপরাধীর সঙ্গ প্রভাবে ভক্তি নামক অপরাধ অর্জ্জন করিয়া বালিশগণের সর্ব্বনাশ হয়।

যাঁহারা বংশ গৌরবের মোহে অন্তর্দৃষ্টিহীন হইয়া বংশ বিশেষেই মহাজনত্ব আবদ্ধ জ্ঞান করিয়া "যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া অতাত্ত্বিক গুরুবংশ স্থাপন করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের অপরাধের সীমা নাই।

শ্রীগৌড়ীয় ভজনপ্রণালী জিজ্ঞাসু সুধী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু প্রমুখ প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ অনুবর্ত্তন এবং শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীল কবিরাজ, শ্রীল নরোত্তম,

শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীবিশ্বনাথ প্রভৃতি গৌড়ীয় আচার্য্য শিরোমণিবর্গের আদর্শ অনুসরণ অক্ষুন্নভাবে করিয়া আসিতেছেন এমন গুরুপ্রণালী স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীগুরুচরণে ঐকান্তিকভাবে আশ্রয় লইয়া নিরন্তর শ্রীনামভজনে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহার ভক্ত্যঙ্গগুলি শ্রীরূপপাদবর্ণিত চতুঃষষ্টি ভক্ত্যাঙ্গের অন্তর্গত ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন-সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবে। তদরিক্ত কোন অভিনব ব্যাপার তাহার মধ্যে আদর পাইবে না। এমন কি নিজের অধিকার উন্নতির জন্য ক্রম স্বীকার করিয়া প্রথমে অর্চ্চনের সহিত কেবল শ্রীনামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিতে হইবে। তাহাতে অন্তঃকরণ শুদ্ধিমূলে অনর্থনিবৃত্তি বা জীবন্মুক্তি ঘটিলে ক্রমে রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির স্ফূর্ত্তি আপনা হইতেই ঘটিবে। অনর্থযুক্ত অবস্থায় কৃত্রিমভাবে উহাদের শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে গেলে অনর্থ কেবল বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, জড় ভোগ-পিপাসা নিবৃত্তির পরিবর্ত্তে উহা হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল হইয়া যাইবে। তবে যে—'শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে করিতে হৃদ্রোগ কাম বিদূরিত হইবার ব্যবস্থা আছে', তাহা জাতনিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে। যে অবস্থায় শ্রদ্ধা ঘনীভূত হইয়া নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে, সাধন পর্য্যায়ের এই অবস্থায় ইহাতে সুফল ফলে। এখানে শ্রদ্ধা বলিতে লৌকিক প্রারম্ভিক শ্রদ্ধা মনে করিয়া ভ্রান্ত হইতে হইবে না। যাঁহারা 'শ্রদ্ধার' এই অর্থে সন্দিহান হইবেন, তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৫।২৫ 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' শ্লোকের টীকাগুলি আলোচনা করিলে আর শ্রীজীব গোস্বামীর চরণে অপরাধী হইতে হইবে না। এবং (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪) 'শ্রবণং কীর্ত্তনং' শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ দ্রষ্টব্য। ১।

আবার 'গুরুকৃষ্ণ অভেদ' এই গন্ধ বলে গুরুঅভিমানী ভোগানন্দে মাতিয়া কৃষ্ণ সাজিয়া ভোগরত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত বিরোধ বাধাইয়া তাঁহার অনুগত পরিচয়ের মূর্খলোক সংগ্রহপূর্ব্বক দেশকে উৎসন্ন করিতে বসিয়াছে। তাহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস' এই অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব অবজ্ঞা করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে বিপুল অপরাধ করিতেছে। তাহারা শ্রীল রঘুনাথদাসগোস্বামিপাদের "গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ" এই উপদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া গৌড়ীয়গণের, অধিক কি, মানবগণের মহাশত্রু।

প্রকৃতসহজিয়া প্রভৃতি কতকগুলি অপসম্প্রদায় অনর্থযুক্ত অবস্থায় মধুররসের ভজন অভ্যাস করিতে গিয়া পারকীয় রসাস্বাদকেই ভজনের অঙ্গ বলিয়া লইয়া নিজেদের মত পোষণ জন্য কতকগুলি অনুকুল বাক্য, পয়ার ও অনুষ্টুভ-ছন্দে রচনা করিয়া মহাজন দিগের স্কন্ধে চাপাইয়া বৃথা শ্রীরামানন্দ, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীরঘুনাথ এই পঞ্চরসিকের অনুগত পরিচয়ে পরিচিত হইবার দুর্ব্বাসনা পোষণপূর্ব্বক গোস্বামিবর্গের শ্রীচরণে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অপরাধ সঞ্চয় করিতে করিতে ব্যাভিচারের পঙ্কিলস্রোতে নিমগ্ন হওয়াই বড় আনন্দের বিষয় মনে করিতেছে। কতকগুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন অপরাধী ব্যক্তি তথাকথিত শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক আচার্য্য-সন্তান পরিচয়ে পরিচিত হইয়া শিষ্যদ্বারে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার্জ্জনকেই জীবনের সার জানিয়া ভক্তভাবে গৌর গৌর করিয়া শিষ্যের অর্থে পুষ্ট হইতেছে। এই ধারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ও শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভৃতি গোস্বামিবর্গের অনুমোদিত নহে। বলপূর্ব্বক নিজদিগকে গোস্বামী নামে ডাকাইয়া জিতেন্দ্রিয় না হইয়া অসংযমের আদর্শকেই জগতে বরণীয়রূপে দাঁড় করাইবার প্রযত্ন করিতেছেন। ইহাদের অনুগত কখনও গৌড়ীয় ভজন প্রণালী প্রাপ্ত হইতে পারে না।

গৌড়ীয় ভজন প্রণালী একমাত্র নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণেরই সুরক্ষিত ধন। ভোগী সম্প্রদায় ইহার কোন সন্ধান পান নাই, পাইতে পারেন না। কেহ কেহ বা ভোগবাসনা পরিতৃপ্তিজন্য নানা দেবদেবীর উপাসনা করিয়া ও শিষ্যবর্গকে করাইয়া ভজন পথ হইতে সকলে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন।

আর এক শ্রেণীর লোক আলস্য ও মূর্খতাকে গৌড়ীয় ভজন বলিয়া ভ্রম করিয়া বসেন। সাধক অবস্থায় নির্জ্জনে বসিয়া মালা টানিয়া, কৃত্রিমভাবে লীলাস্মরণের চেষ্টা করিয়া ও কষ্টকল্পনাসহকারে দৈন্যের অভিনয় করিলে ভজন

হয় না। নির্জ্জনভজন, লীলাস্মরণ, দৈন্যভাব সিদ্ধের পক্ষেই সম্ভবপর, অসিদ্ধের পক্ষে এইগুলির কৃত্রিম আবাহন ও পুলক-কম্পাশ্রু প্রভৃতি বিকারের চেষ্টা কেবল অনর্থ বর্দ্ধন করে মাত্র। সাধকগণকে শ্রীরূপ প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে নানাবিধ ভাবে শ্রীভগবৎসেবা কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে মায়িক অভিনিবেশ কখনও তাহাদের চিত্ত ত্যাগ করিবে না। সম্বন্ধজ্ঞান পুষ্টির জন্য শ্রীগুরুপাদমূলে তন্নির্দ্দিষ্ট ভক্তিশাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন, শ্রবণ ও বিচার করিতে হইবে। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥ (চৈঃ চঃ)।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও সিদ্ধান্তের পরিহার করিতে বলেন নাই, তজ্জন্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন; নচেৎ বৃথা তর্কানল আমাদের চিত্তকে দগ্ধ করিবে। সিদ্ধের কৃত্যগুলিতে বিশেষ অঙ্গচেষ্টা না থাকিতে পারে, কিন্তু সাধক অবস্থায় তাঁহার অনুকরণে আলস্যরূপে মায়া নানাভাবে বিজড়িত করিতে যত্ন করিবে। সেবাকার্য্যে আলস্য অর্থে ভজনাভাব। আর কৃত্রিমভাবে পিচ্ছিল হৃদয়ের পরিচয় দিলেও তাহাতে হৃদয় কঠিন হইয়া যায়। "তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং" শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এ বিষয়ে বিশেষ-ভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ স্পষ্টভাবে উপদেশ করিয়াছেন যে, ভাবের সঙ্কুরোদ্গম হইলেই নয়টী ভাবাঙ্কুর লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে কৃষ্ণেতর বিষয় মাত্রে বৈরাগ্য। যেখানে ভোগের তাণ্ডব নৃত্য আছে, সেখানে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যকার্য্যে অন্ততঃ কিছুকালও ব্যয়িত হয়। সেখানে ভাবের অঙ্কুর হয় নাই জানিতে হইবে। দেখিতে গেলে উত্তমকল্পে সেটী আত্মপ্রতারণা। যেখানে প্রতারণা উদ্দেশ্য, সে কপটতা অভক্তোচিত ত' বটেই, পরন্তু অভদ্রোচিত। উহাতে ভজনের কোন কথাই নাই। সরল সাধক এ সকল বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইয়া আত্মরক্ষা করিয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইয়া শুদ্ধ ভজন পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

গৃহি বৈষ্ণবাচার—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ গৃহি ও অগৃহি ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে "গৃহী বৈষ্ণবাচার" বর্ণনা করিতেছি,—যাঁহারা বৈদিক বর্ণাশ্রমে পঞ্চসংস্কার দ্বারা দীক্ষিত থাকিয়া অনন্য কৃষ্ণোপাসক তাঁহারাই গৃহী বৈষ্ণব। বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিত বর্ণাশ্রমস্থিত শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্যাদি ব্যতীত অবশিষ্ট অনন্যশরণ বর্ণাশ্রমী ও সঙ্কর অন্ত্যজাদি গৃহস্থভক্তের পিতৃদেবার্চ্চনাদি কার্য্য বেদশাস্ত্রে, সংসারে ও ধর্ম্মশাস্ত্রাগমস্মৃতিপুরাণাদিতে কোথাও আদিষ্ট নাই, অনন্যশরণদিগের পিতৃদেবার্চ্চন করায় সেবানামাপরাধ ঘটে। শ্রীল প্রভুপাদ গোপালভট্ট গোস্বামি প্রভুর "অনন্যশরণ" সম্বন্ধে 'অনন্য'-শব্দে কেবল শ্রীগোবিন্দ উপাসকগৃহস্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। 'গৃহিদ্বিজাদি'-শব্দে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণসঙ্কর অন্ত্যজ কেবল ভগবন্মন্ত্রে দীক্ষিত সদ্গুরূপদিষ্ট ভক্তদিগকে বুঝিতে হইবে। বশিষ্ঠ-সংহিতায়ও—গৃহী বৈষ্ণব নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, দান, সঙ্কল্প, দৈব এবং পৈত্রকর্ম্ম করিবেন না। স্কন্দপুরাণে রেবা-খণ্ডে বর্ণিত আছে—বিষ্ণুমন্ত্রোপাদিষ্টো লোকমাত্র পিতৃদেবার্চ্চনাদি করিবেন না। পিতৃ শব্দে পিতৃমাতৃগণের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি। দেবার্চ্চন শব্দে গণেশাদি সর্ব্বদেবতাগণের পূজা। আদি শব্দে নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্যাদি অপর নামা-পরাধজনক সমস্ত কর্ম্ম তথা সঙ্কল্প অর্থাৎ তত্তৎকর্ম্মফলোদ্দেশকারকে অনুসন্ধান। কুশ ধারণ করিবেন না।

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত প্রমাণ বলে মনুষ্যমাত্রেই ছয়প্রকার ঋণের বশবর্ত্তী হয়। জন্মমাত্রেই মানব দেবতা, পিতৃ, বন্ধু, ঋষি, ভূত ও মনুষ্যগণের নিকট ঋণী হন ও তদধীনতা লাভ করেন। কিন্তু ভগবন্নামমন্ত্রে উপদিষ্ট অনন্যশরণ গৃহস্থাদি নরমাত্রেরই এই ছয় ঋণ হয় না। গৃহিবৈষ্ণবগণের হরিলোকগত পিতৃমাতৃগণের শ্রাদ্ধ কিরূপভাবে ও কোন দিনে করণীয়? এ বিষয়ে শ্রীল গোপালভট্টগোস্বামিপ্রভু শ্রীসৎক্রিয়াসার-দীপিকায় শ্রীভগবদ্বচন-প্রমাণ দেখাইয়াছেন। মহাগুরু পিতার জীবিতকালে তাঁহাকে ভক্তিসহকারে সেবনাদি ব্যতীত তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে 'মৃতদিবসে' বর্ণাশ্রমাদি সকল জীবের ভূরিভোজনাচরণ ব্যতীত, মদ্ভক্তের ব্রহ্মণাদি জীবমাত্রে বিশেষতঃ বৈষ্ণবে সহজ অন্নজলাদি নিবেদন ব্যতীত পিতৃগণকে মহাপ্রসাদ চরণোদক নিবেদন ব্যতীত যদি আমার বহির্ম্মুখ-

ভাববশতঃ কেহ তর্পণ-শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরস্থ সংঘাতকরত কর্ম্মীদিগের ন্যায় ক্রিয়াপর হন তাহা হইলে তিনি তত্তৎ-কর্ম্মফলে পিতৃলোকে গমন করেন।

সংস্প্রদায়ের আনুগত্যে দীক্ষিত বা ভগবানে আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি আর তত্তৎকুলোদ্ভূত চ্যুতগোত্রীয় কোন অনিত্য বস্তু থাকে না। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—"দীক্ষাকালে ভক্তকরে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্ম সম॥ সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত-দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয়॥" দীক্ষা—দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে জীব নিজেকে কর্ম্মমার্গীয় গতাগতিশীল অনিত্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বা অন্ত্যজ বলিয়া ভাবনা করেন না। কারণ তিনি জানেন যে, তিনি স্বরূপে নিত্য ভগবদ্দাস, তিনি পাঞ্চভৌতিক দেহ বা মনবুদ্ধি অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ নহেন, তিনি অণুচৈতন্য জীব, বিভুচৈতন্যের নিত্যদাস্যই তাঁহার নিত্য-স্বভাব। সুতরাং তিনি দীক্ষাপ্রভাবে অচ্যুতগোত্রত্ব লাভ করিয়া তাঁহার নিত্যস্বরূপধর্ম্ম যাজন করিয়া থাকেন। তিনি পার্থিব শোক দুঃখে মুগ্ধ হন না। কাজেই দীক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অশৌচাদি থাকিতে পারে না। সাধারণ মানুষের শোক দুঃখে চিত্ত চিত্ত-বৈক্লব্য হেতুই শাস্ত্রে অর্চ্চনাদির দেশ কাল নিয়ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নতুবা অর্চ্চনাদি ক্রিয়ার দেশকালাদির নিয়ম নাই, এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন যথা,—ব্রহ্মসূত্র—॥ ওঁ॥ যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ॥ ওঁ॥ বরাহ-পুরাণে যথা—যে যে দেশে যে কালে ও যে অবস্থাতে মন প্রসন্ন হয়, সেই দেশাদিতে অর্চ্চনাদি করিবে। যেহেতু দেশাদিতে কোন নিয়ম উক্ত নাই। কেবল মনঃপ্রসাদনের নিমিত্তই দেশকালাদির বিবেচনা আবশ্যক। গৃহি-বৈষ্ণবগণের ভিতর যদিও বর্ণাশ্রমানুযায়ী অশৌচাদি পালন রক্ষিত হয় তাহা কর্ম্মিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবার জন্য বা লোকসংগ্রহার্থে বাহ্যাচরণ বুঝিতে হইবে, উহা পালন না করিলেও তাঁহাদের প্রত্যবায় নাই। শ্রীল গোপালভট্টপ্রভুকৃত সৎক্রিয়া সার দীপিকায়—

পূর্ব্বকৃত দৈবঘটনা-বশতঃ যে সকল মহাপাতক, পাতক, অতিপাতক, উপপাতক প্রভৃতি শোচ্যকর্ম্মের যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। 'চ'-কার হইতে সেই সকল প্রায়শ্চিত্তফল তাঁহার লাভ হইয়াছে। তাহা কিরূপ, শ্রীগুরুগোবিন্দ হইতে তদভাবে গুরুপত্নীর নিকট হইতে, তদভাবে তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে, তদভাবে গুরুর সতীর্থভ্রাতার নিকট, তদভাবে স্বজাতীয় অনন্যশরণ সাধুর নিকট হইতে পুনরায় পঞ্চসংস্কার-পূর্ব্বক-ভগবন্নাম-মন্ত্র-গ্রহণ করিবেন। পুনরায় সংস্কার দ্বারা অতিশয় শুদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবের বিষ্ণুপূজা, তন্নামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বন্দনাদিপূর্ব্বক মহোৎসব প্রভৃতি কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণে—'বৈষ্ণবের সঙ্কল্প নাই, দান নাই এবং কামনা নাই। তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত নাই, যাগ নাই, পরন্তু সদ্ ব্রাহ্মণাদির (ভক্তের) পূজা করিবে। কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বদা শুদ্ধ পবিত্র এবং কুশ-ধারণবর্জ্জিত। যে হেতু তিনি কামসঙ্কল্পরহিত এবং অন্তর্ব্বাহে হরিময়। গৃহিবৈষ্ণবগণের গর্ভাধানাদি দশ সংস্কার 'সৎক্রিয়াসার-দীপিকা' নামক বৈষ্ণবস্মৃতি মতে করনীয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে "সৎক্রিয়াসার-দীপিকা" বৈষ্ণব স্মৃতি গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীল গোপালভট্টগোস্বামি-প্রভু বলিয়াছেন—"দ্রাবিড় দেশোৎপন্ন ঋক্সামযজুর্ব্বেদবিৎ, নানা পুরাণ শাস্ত্রজ্ঞ ভট্টবৃন্দ, কর্ম্মিগণের জন্য পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। আমি বেদোক্ত প্রমাণ বাক্য, পুরাণ, উপপুরাণ, ভাগবত, আগম, যামল, রামায়ণ, অপর শাস্ত্রবাক্য, মন্বাদি অষ্টাদশ ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণিক দ্বারা এবং পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি-সমূহ হইতে ভগবদ্ধর্ম্ম রক্ষানুরূপ সারাৎসার সপ্রমাণ বাক্য দ্বারা বর্ণাশ্রমান্তর্গত ব্রাহ্মণাদি এবং কানীন গোলক জারজাদি গোবিন্দভক্তসমূহের পদ্ধতি করিতেছি। সুতরাং সৎক্রিয়াসার-দীপিকা বৈষ্ণব স্মৃতি হইতে সংগৃহীত উপযুক্ত ব্যবস্থাগুলি গৃহিবৈষ্ণব ভিন্ন অপর সম্প্রদায়ের জন্য নহে।

ভিক্ষা:—অগৃহি বৈষ্ণবগণ সর্ব্বক্ষণ নামসংকীর্ত্তন, নামপ্রেমপ্রচার ও ভিক্ষার দ্বারা জীবিক নির্ব্বাহ করিবেন। গৃহি ও অগৃহি দ্বারা বৈষ্ণবের তারতম্য বিচার করা যায় না। ভক্তির তারতম্য অনুসারে কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম

বৈষ্ণবতা জানিতে হইবে। অগৃহি বৈষ্ণব ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। সেই ভিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল শ্রীধর-স্বামিচরণ ভাবার্থদীপিকায় পঞ্চবিধ ভিক্ষা-সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন। (১) মাধুকরী, (২) অসংক্লিপ্ত, (৩) অযাচিত, (৪) প্রাক্‌প্রণীত ও (৫) তাৎকালিক-প্রাপ্ত।

মাধুকরী :—'মধুকর' বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধু (পুষ্পসার) সংগ্রহ করিয়া থাকে। মধুকরের মধুর অধিকাংশ যেরূপ পরার্থেই নিয়োজিত হয়, তদ্রূপ বৈষ্ণব বিভিন্ন স্থান হইতে যে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন, তাহা যদি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার্থ নিয়োজিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 'মাধুকরী ভিক্ষা' বলা যায়। বহু পুষ্প হইতে মধু সংগৃহীত হওয়ায় ভিক্ষামধ্যে কোনও একটি বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রের দোষস্পর্শ হয় না। মধুকর-সমূহ সারগ্রাহী, আর গর্দ্দভ-সমূহ ভার বহন করে। বৈষ্ণবগণ মধুকরের ন্যায় হরি সেবার্থে 'মধু' আহরণ করেন, সেই 'মধু' ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়। শ্রীবলদেব-প্রভু 'মধু' পান করেন। শ্রীকৃষ্ণেরও মধুপানলীলার কথা বর্ণিত আছে। মধুর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের, বলদেবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয়, এজন্য মাধুকরী ভিক্ষাই সারগ্রাহি-বৈষ্ণবগণের কৃত্য। যাহারা বহির্ম্মুখ সংসারে আসক্ত, কেবল দণ্ডোদর-পরিপূর্ত্তি ও বহির্ম্মুখ ভোগ্যগণের জন্য আহার্য্য-সংগ্রহে ও সঞ্চয়ে ব্যস্ত, তাহাদের বৃত্তি—ভারবাহী গর্দ্দভের বৃত্তি।

"যেইজন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর।" 'চতুর' অর্থে—ধূর্ত্ত নহে,—সারগ্রাহী। ধূর্ত্ততা—সারগ্রাহিতা নহে; উহা একপ্রকার ভারবাহিতা বা আত্মবঞ্চনা। কিন্তু সারগ্রাহিগণ জগতের সমস্ত বস্তুর হেয়তার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া অনাসক্তভাবে সমস্ত বস্তুর সারভাগ বা উপাদেয়ত্ব চয়নপূর্ব্বক কৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্ব্বান্ধিত করিবার কৌশল জানেন বলিয়াই তাঁহাদের উপায়ন-সমূহ মাধুকর ভৈক্ষ্য। বিশ্বের বিভিন্ন লোকের প্রাণ, অর্থ, বাক্য, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি লোকে স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণ-জন্য অর্থাৎ ভার-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করে, মানবজাতি হইতে সাধুগণ ঐ সকল ভিক্ষা করিয়া ভগবৎ-নাম, কাম ও ধাম-সেবায় নিযুক্ত করেন বলিয়া উহা সারগ্রাহিতা বা মাধুকরী ভিক্ষা। অকপট সাধুগণ মধুকর—মাধুকরী ভিক্ষাই তাঁহাদের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সেবা। সমস্ত মধুই কৃষ্ণের কামবর্দ্ধনার্থ নিযুক্ত হইবে। যদি বহু নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ একজন সেব্যের সেবার উদ্দেশ্যে পরস্পর প্রীতিবদ্ধ হইয়া বাস করেন তবে তাহাদের মিলিত শুদ্ধসংঘ মধুচক্র-রূপে পরিণত হইবে। আর যদি স্ব স্ব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে মধুর জন্য পৃথক্ ভাণ্ডার করিয়া সেব্য কৃষ্ণকে বঞ্চিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরাই বঞ্চিত হইবে—নিজেরা পরস্পর মারামারি করিয়া মধুচক্র-স্থলে বিষচক্র সৃষ্টি করিবে। অতএব একমাত্র স্বরাটের ও তৎপ্রকাশবিগ্রহ সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রের মনোঽভীষ্ট-পূর্ত্তির উদ্দেশ্যে ভারবাহি-সম্প্রদায়কে ভারবহন-কার্য্য হইতে মুক্তি-প্রদানের জন্য তাঁহাদের প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য প্রভৃতি আহরণই—মাধুকরী ভিক্ষা, আর ঐ সকল আহৃত উপকরণই—'মাধুকর ভৈক্ষ্য' নামে অভিহিত হইতে পারে। 'মাধুকর ভৈক্ষ্যের' ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হন। উহার ভোক্তা—স্বয়ং কৃষ্ণ, আর সেই কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ব্রহ্মা, সূর্য্য ও সমস্ত ভূত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সারগ্রাহি-সম্প্রদায় জীবের যে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, "মাধুকর ভৈক্ষ্য" রূপে আহরণ করেন, তদ্দ্বারা বিষ্ণুর সেবা হয় এবং তাহার ফল সমগ্র জগৎ প্রাপ্ত হ'ন। কর্ম্মফলবাধ্য, ক্ষুধাতাড়িত ভিক্ষুককে কর্ম্মি-সম্প্রদায় যে দান করেন, তাহা ভারবাহিতা-মাত্র। ব্যক্তিগত বা বহু ব্যক্তির ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ ভিক্ষাগ্রহণ—ঋণ-গ্রহণ-মাত্র; ঐ ঋণ কোনও না কোন প্রকারে এই জন্মে বা পরজন্মে ঐ কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুককে শোধ করিতেই হইবে। কিন্তু শ্রীভগবানের নাম, ধাম ও কাম-সেবাই যাঁহাদের জীবন; তাঁহারা বিঘসাশী, শ্রীগুরু-কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টভোজী; কর্ম্মফল-বাধ্য ভিক্ষুকের ন্যায় তাঁহারা 'অর্থ' 'অর্থ' মন্ত্রজপকারী বা 'অভাব' 'অভাব' ধ্যানকারী নহেন। তাঁহাদের মাধুকরী ভিক্ষা—'মহামন্ত্র-জপ', 'মহামন্ত্র কীর্ত্তন,' 'শ্রীহরিধ্যান' হইতে পৃথক্ নহে। তদ্দ্বারা সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উপকার বা প্রকৃত পরার্থিকতার জন্য উদ্দিষ্ট হয়। ইহা সকল জীবের সকল অভাবের নিদান—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা-দূরীকরণে—ভগবানের সেবার দুর্ভিক্ষ-অপনোদনে নিয়োজিত হইয়া তদ্দ্বারা সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল

সাধিত হয়— যথার্থ পরার্থিতার শ্রেষ্ঠ ফল-লাভ হয়। ইহা মুক্ত অমুক্ত—সকলেরই শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন—সাধক।

কোনও অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক-বিশেষ বা তজ্জাতীয় বহু কর্ম্মফলবাধ্য ভিক্ষুক যে দান গ্রহণ করে ও দাতা দান করে, তদ্দ্বারা ভিক্ষুক বা দাতার কোনও নিত্য মঙ্গল বা উপকার হয় না। একজনকে উপকার করিতে অন্যকে বঞ্চিত, নিরাশ বা প্রাণীহত্যা করার জন্য পাপ সংগ্রহই লাভ হয় মাত্র।

১। মাধুকর ভৈক্ষ্য :—আর ভেট, দক্ষিণা, ব্যবসায়ীর দর্শনী, বস্তুর বিনিময়ে দেয় মূল্য—একজাতীয় বস্তু নহে। নিষ্কিঞ্চন সাধুগণ নামপ্রেম প্রচার ও সদ্‌গ্রন্থাদি প্রচারোদ্দেশ্যে জগন্মঙ্গল কার্য্যার্থে যে ভিক্ষা গ্রহণ করেন তাহা সকলই 'মাধুকর-ভৈক্ষ্য'। গণমস্তিষ্ক ইহা বুঝিতে পারে না। যাঁহাদের কায়মনোবাক্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরি-সেবায় দণ্ডিত হইয়াছে, তাঁহারাই "মাধুকর-ভৈক্ষ্য" গ্রহণের অধিকারী। অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত সম্প্রদায়ের তাহাতে অধিকার নাই। ভারবাহী কর্ম্মি-জ্ঞানি-সম্প্রদায়ও 'মাধুকর-ভৈক্ষ্যের' অধিকারী নহে। কপটী ফল্গু মর্কট-বৈরাগীগণ নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণকে বঞ্চিত করিয়া নবদ্বীপ বৃন্দাবনাদি ধামে ও অন্যত্র মাধুকরী ভিক্ষার নাম করিয়া হরিভজন হীন দগ্ধোদর পুরণে ব্যস্ত হইয়াছে ; ইহা কথনই মাধুকরী ভিক্ষা নহে। একমাত্র শ্রীবলদেব কৃষ্ণের নিষ্কপট সেবক—তাঁহাদের সকল বাক্য, সকল অঙ্গ ও সকল অন্তঃকরণই মাধুকরী ভিক্ষার যোগ্য। ইহা যেদিন বুঝিতে পারিবেন সেদিন ভারবাহিতা বিদূরিত হইয়া সারগ্রাহী হইতে পারিবেন এবং অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তির সেবায় কায়-মনোবাক্য, সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়া জীবনকে মধুময় অর্থাৎ মধুস্বরূপ পরমপুরুষের সেবার উপকরণ করিতে পারিবেন।

২। অসংক্লিপ্ত ভৈক্ষ্য :—এখানে ইহা লাভ হইবে—এইরূপ পূর্ব্বের অনুদ্দিষ্ট ভৈক্ষ্য-সামগ্রী।

৩। প্রাক্‌প্রণীত :—পূর্ব্ব হইতে উদ্দিষ্ট বা নির্দ্ধারিত যে ভৈক্ষ্য। কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি নিশ্চয়ই ভিক্ষা প্রদান করিবেন,—এইরূপ পূর্ব্বে জানিয়া তাঁহার নিকট যে ভিক্ষা গৃহীত হয়।

৪। অযাচিত :—অজগর-বৃত্তি বলা যাইতে পারে। ভিক্ষার জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া স্ব-স্থানে বসিয়া যে ভিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাই—"অযাচিত ভৈক্ষ্য"।

৫। তাৎকালিকোপপন্ন :—পূর্ব্বে কোনও বন্দোবস্ত, কথাবার্ত্তা বা প্রার্থনা নাই, উপস্থিতক্ষেত্রে কোনও স্থানবিশেষে অস্মাৎ বা দৈবাৎ যে ভিক্ষা পাওয়া যায়।

এতদ্ব্যতীত কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই ত্রিবিধ ভৈক্ষ্য মানবজাতি সর্ব্বক্ষণই এই জগৎ হইতে আহরণ করিতেছেন। কায়িক ভৈক্ষ্য—স্থূল, আর বাচিক ভৈক্ষ্য—সূক্ষ্ম। এই উভয় ভৈক্ষ্য মানসিক ভৈক্ষ্যের অনুমোদন অপেক্ষা করিয়া থাকে। মানস ভৈক্ষ্য নিয়ন্তৃরূপে শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ভাবদ্বয়ের বিচার করে। কিন্তু যাঁহাদের মনোনিগ্রহ হইয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে "মাধুকর-ভৈক্ষ্য"-আহরণে যোগ্য হইতে পারেন।

এই পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যের মধ্যে "মাধুকর ভৈক্ষ্য" কোনও ভূতোদ্বেগ উৎপন্ন করে না অর্থাৎ সকলেই অল্প অল্প করিয়া ভগবৎসেবার্থ প্রদান করিতে সমর্থ হয় এবং সারগ্রাহী ভিক্ষুক বহুস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বহু লোকের প্রদত্ত দ্রব্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া বহু লোকের কল্যাণ বিধান করিতে পারেন। বহু লোকের একত্র উপকার করিতে হইলে মাধুকর ভৈক্ষ্যেই শ্রেষ্ঠ। বহু লোক মিলিয়া যেরূপ হরিসংকীর্ত্তন সাধিত হয়, সেরূপ বহু লোকের উপায়ন-দ্বারাও নাম-প্রচারে আনুকুল্য হয়। এইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু হরিকীর্ত্তনকারীগণকে মাধুকরী-ভিক্ষা আহরণ করিতে বলিয়াছেন। "মাধুকর ভৈক্ষ্য" ও নামসংকীর্ত্তন"—একই তাৎপর্য্যপর।

অসংক্লিপ্ত ভিক্ষায় অনেক সময় ভিক্ষুককে নির্য্যাতিত ও প্রত্যাখ্যাত হইতে হয়। কখনও বা ভিক্ষুকের বহু দ্রব্যও লাভ হইতে পারে। শ্রদ্ধাবান্ বা হরিসেবায় ঐকান্তিক গৃহস্থগণের নিকট হইতে প্রাক্‌প্রণীত ভৈক্ষ্য লাভ হইয়া থাকে। অযাচিত ভিক্ষা, আকাশবৃত্তি বা অজগরবৃত্তির দ্বারা ভজনানন্দিগণ জীবন নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু

হরিকীর্ত্তনবিস্তারে পঞ্চবিধ ভৈক্ষ্যই যুগপৎ নিয়োজিত হইতে পারে। ইহা দ্বারা বিশ্বের পরম ও ঐকান্তিক মঙ্গল সাধিত হয়

পরদিন ভক্তচতুষ্টয় একটু পূর্ব্বেই শ্রীটোটাগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে আসিয়া দেখিলেন, শ্রীল বাবাজী মহারাজ আজ নিজ ভজন কুটীরের মধ্যে কি যেন এক অপূর্ব্বভাবে বিভাবিত। অন্যদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজ অঙ্গনে আসিয়া তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করেন। আহা কি অপূর্ব্ব যোগ—যেমন ভক্তচতুষ্টয়ের শ্রবণোৎকণ্ঠা প্রবল, তেমনি শ্রীল বাবাজী মহারাজের কীর্ত্তনাভিলাষ তীব্র। কিন্তু আজ শ্রীল বাবাজী মহারাজ অঙ্গনে না আসায় তাঁহারা বিতর্ক করিতে লাগিলেন, হায়! আমাদের শ্রবণ-পিপাসার লাঘব দেখিয়া বোধ করি শ্রীল বাবাজী মহারাজ উদাসীন হইয়াছেন। হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য! এই বলিয়া ব্যাকুল হইয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীরের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন; শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীঅঙ্গ পুলকিত, চক্ষে অজস্র অশ্রুধারা, হস্তে শ্রীনামমালিকা, মুখে কৃষ্ণনাম করিতেছেন; অষ্টসাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত। তাঁহারা তদ্দর্শনে ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, হায়! আমাদের এমন দশা ক'বে হইবে? শ্রীহরিনামে কবে আমাদের অষ্ট সাত্ত্বিকভাব প্রকাশিত হইবে? আমাদের ভাগ্যে কি এমন শুভদিন আসিবে? এই বলিয়া পুলকিত অঙ্গে ও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ পতিত থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীল বাবাজী মহারাজের বাহ্যদৃষ্টি হইলে তাঁহাদিগকে দেখিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অঙ্গনে যাইয়া বসিলেন। ভক্তচতুষ্টয় প্রত্যহই কিছু না কিছু শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেবার জন্য আনিতেন। যে দিন যে ভাল দ্রব্য দেখিতেন তৎক্ষণাৎ তাহা আনিতেন। কোন দিন বা শ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র প্রসাদ আনিতেন। গোপনে থাকিয়া তাঁহার ত্যক্ত মহামহাপ্রসাদ উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত হইতে কুড়াইয়া গ্রহণ করিতেন। "ভক্তপদ-ধূলি আর ভক্তপদজল, ভক্তভুক্ত শেষ তিন সাধনের বল।" সেদিনও কিছু শ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র প্রসাদ লইয়া তাঁহার কুটীরের মধ্যে সাবধানে সুরক্ষিতভাবে রাখিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের পদান্তিকে যাইয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন,—"প্রভো সমস্ত শাস্ত্রেই শ্রীনামভজনেরই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও পরমোপাদেয়ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। কৃপা-পূর্ব্বক নাম সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়া আমাদের রবিতপ্ত মরুভূমিসদৃশ চিত্ত যাহাতে শীতল হয়—সেই কৃপা প্রার্থনা করিতেছি।" তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ হুঙ্কার করিয়া বলিলেন,—'আজ আমার এত সৌভাগ্যোদয় হইল যে, আজ আমি প্রভুর নাম কীর্ত্তন করিব, ভক্তসঙ্গের এই ফলই শ্রেষ্ঠফল।" এই বলিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীনাম—জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেব একমাত্র নাম ভজনই সাধ্য ও সাধনতত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়া নিজে অন্য কোনও গ্রন্থ রচনা না করিলেও শ্রীশিক্ষাষ্টক নামক নামভজনাত্মক আটটী শ্লোকে সর্ব্বশাস্ত্রসার সর্ব্বসাধনশিরোরত্ন-মুকুটমৌলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। তাহাই তাঁহার সর্ব্ব-মহাদানের ঘনীভূত সার। শ্রীচৈতন্য পার্ষদবৃন্দ, গোস্বামীবৃন্দ সকলেই তাঁহারই অনুকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতেই অসংখ্য বিপুল গ্রন্থ-সম্পত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-যুগল-মিলিত ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র-রূপেও নিজেকে বিতরণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বয়ং মহামন্ত্র এবং মহামন্ত্রের ঋষি, ইহাই শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু মহাপ্রভুকে "জয় জয় 'হরে কৃষ্ণ' মন্ত্রের প্রকাশ" এবং শ্রীব্যাসাবতার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন—"প্রভু বলে, কহিলাঙ এই মহামন্ত্র" বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের ফলে চতুর্ব্বিধ মুক্তিধিক্কারী শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়—ইহাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। চারিযুগের যথাক্রমে চারিটি তারক-ব্রহ্ম-নামের কথা শ্রুত হয়। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি যে মহামন্ত্র উপদেশ করিয়াছেন তাহা একাধারে কলিযুগের তারক ও পারক-ব্রহ্মনাম। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-সংকলিত শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে (পাদ্মবচনে) উক্ত হইয়াছে—"তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ।" মায়াদেবী শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছেন—"মুক্তি-হেতুক

তারকব্রহ্ম হয় 'রামনাম'। 'কৃষ্ণনাম' পারক হঞা করয়ে প্রেমদান॥ (চৈঃ চঃ অ৩।২৫৫)। এক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোথাও 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষরকে 'মহামন্ত্র' বলিয়া সর্ব্বক্ষণ অনুশীলনের কথা নাই। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের 'শ্রীমন্নারায়ণচরণৌ শরণং প্রপদ্যে", "শ্রীমতে নারায়ণায়"—এই নাম সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয় এবং অষ্টাক্ষর প্রণবপুটিত মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিকের সময় তুলসীমালায় জপ্য। উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীরামানন্দি-শাখার দীক্ষামন্ত্রই আহ্নিকের সময় জপ করা হয়। সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয় কোন নির্দিষ্ট মন্ত্র নাই। তত্ত্ববাদিগণের মধ্যেও ঐরূপ বিচার। শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ে "শ্রীকৃষ্ণ শরণং মম" বাক্যকে মহামন্ত্র বলা হয় এবং উহা তুলসী-মালায় গোমুখীর (মালার থলের) মধ্যে জপ করা হয়। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ে শ্রীকেশবকাশ্মিরীর প্রশিষ্য শ্রীহরিব্যাস-দেবজীর সময় হইতে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের অনুকরণে "রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে ॥"—বাক্য মহামন্ত্ররূপে তুলসী মালায় জপ্য হইয়াছে।

শ্রীমহামন্ত্র যেরূপ 'হরা' (শ্রীরাধা) ও কৃষ্ণনামের যুগলিতস্বরূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদ্রূপ হরা ও কৃষ্ণ-নামীর যুগলিত বিগ্রহ। রসরাজের মধ্যে যে মহাভাবস্বরূপিণী কাঞ্চনপঞ্চালিকা আছেন, তিনিই রসরাজের দ্বারা আপামর জীবে স্বীয় প্রেমসম্পত্তি বিতরণ করেন। এই মহাবদান্যতাপরাকাষ্ঠার নিত্যসিদ্ধ মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীমন্মহাপ্রভু। যেখানে আকার, সেখানে নাম থাকিবে। অতএব নিত্যসিদ্ধ গৌরাকারের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ গৌরনাম এবং গৌর-মন্ত্রও আছেন। শ্রীরাধার সহিত মিলিত শ্রীমাধব শ্রীগৌররূপে শ্রীরাধাতন্ত্রে প্রকাশিত যে মহামন্ত্র বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার অনুশীলন হইতেই গৌড়ীয় মহতের কৃপায় মহাভাবের চরম অবস্থা লাভ হইতে পারে। এই দয়ার চমৎকারিতার কথা কেবল 'অনুভবকারীই মাত্র তাহা জানেন, অপরে নহে'—এই বাক্যে প্রকাশকরা ব্যতীত অধিক বলা যায় না।০

বেদে নামের মাহাত্ম্যঃ—ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ। (ঋগ্বেদ)। ইহার শ্রীজীবপ্রভুকৃত অর্থঃ—হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশ-রূপ সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির মাত্র অভ্যাস করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়কজ্ঞান প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণব-ব্যঞ্জিত পদার্থ 'সৎ' অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধঃ; অতএব ভয় ও দ্বেষাদি-স্থলেও শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে; কারণ "সাঙ্কেত্য" ইত্যাদিস্থলে নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।" উপনিষদে (কলিসন্তরণ) "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি ষোড়শ নাম কলিকলুষ-নাশকারী, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ উপায় সর্ব্ববেদের মধ্যেও দৃষ্ট হয় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে—নাম সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, তাহাই এই জগতে জীব-সকলের 'পরম-ধর্ম্ম' বলিয়া কথিত হয়॥ (ভাঃ ৬।৩।৫১)।

হে রাজন্, কলির দোষরাশি মধ্যেও একটী মহান্ গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণের কীর্ত্তনমাত্রেই জীব বন্ধন-মুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়। (১২।৩।৫১)॥

অতএব শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম্ম ও নামসকলের সম্যক্ কীর্ত্তনই যে জীবের পাপহরণে উপযোগী তাহা নহে; তদীয় নামগুণাদির অসম্যক কীর্ত্তন বা নাভাসেই ঐ পাপ হরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। অজামিলই তাহার দৃষ্টান্ত। সেই মহাপাপী অজামিল মৃত্যুকালে অসুস্থচিত্তে 'নারায়ণ' বলিয়া আপনার পুত্রকে আহবান করিয়াও মুক্তি লাভ করিল। (ভাঃ ৬।৩।২৪)॥ (সঙ্কেত অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া), পরিহাস (উপহাসচ্ছলে), স্তোভ (অগৌরবের সহিত), ও হেলা (অনাদর পূর্ব্বক) বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণে অশেষ পাপ নাশ হয়। এই চারি প্রকার ছায়া নামাভাষ তাদৃশ ভগবন্নামাভাষকে অশেষ পাপ নাশক বলিয়া জানেন। (ভাঃ ৬।২।১৪)॥

অনন্ত-সংহিতা—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"—

এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলি যুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদুষ্ট-পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদিগুরু ব্রহ্মা 'কলিসন্তরনাদি শ্রুতিতে' পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতিপরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহামন্ত্র প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে; তাহারা শাস্ত্র ও গুরু-লঙ্ঘনকারী। আত্মহিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধপূর্ণ সেই সব দুর্জ্জনের মত (দুঃসঙ্গজ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবেন।

অগ্নিপুরাণ :—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" এই মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলা পূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন; তাঁহারা কৃতার্থ হন—ইহাতে কোন সংশয় নাই।

"শ্রীনারদীয় পুরাণ"—হরিনাম-জপপরায়ণ-ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তনকারী যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা ঠিক কথা। কারণ, কেবল জপকারী ব্যক্তি নিজেকেই নিজে পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তনকারী আপনাকে ও তৎসঙ্গে শ্রোতৃগণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন।

"পদ্ম পুরাণ"—যাঁহার মুখে একটি হরিনাম উদিত, স্মরণ-পথগত বা শ্রোত্রমূল-প্রাপ্ত হয়, তাহা শুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক্ বা ব্যবধানযুক্ত অশুদ্ধবর্ণেই উক্ত হউক, ব্যবধানরহিতই হউক্ অথবা খণ্ডোচ্চারিতই হউক্, নাম-গৃহীতাকে অবশ্যই উদ্ধার করিবে। হে বিপ্র, নামের এইরূপ মাহাত্ম্য বটে, কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ, পাষণ্ড, (চিজ্জড়-সমন্বয়-বুদ্ধি) ইত্যাদি, পাষাণ-স্বরূপ অপরাধ মধ্যে পতিত হয়, তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ নামাপরাধ-নিবৃত্তির যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন না করিলে নামাপরাধ দূর হয় না।

বৃহদ্ভাগবতামৃত :—যাহা হইতে নিজধর্ম্ম; ধ্যান ও পূজাদি চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন, এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ॥

"হরিভক্তি বিলাস" :—হে ভরতবংশাবতংস, যিনি শত শত পূর্ব্ব জন্মে সম্যক্‌রূপে বাসুদেবের অর্চ্চন করিয়াছেন, তাঁহার মুখেই শ্রীহরির নামসমূহ নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

হে রাজন, বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন বিষয়ে কোন দেশ কাল নিয়ম নাই, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায়। দান ও যজ্ঞে কালনিয়ম আছে, স্নানে ও অন্যান্য জপে কালনিয়ম আছে, কিন্তু এই পৃথিবীতলে বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কোন কালনিয়ম বিহিত হয় নাই। (বৈষ্ণব-চিন্তামণিবাক্য)

হে লুব্ধক, শ্রীহরির নামকীর্ত্তনবিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখে কিম্বা কোন প্রকার অশুচি-অবস্থাতেও নিষেধ নাই (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর বাক্য)।

এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল-স্বরূপ; মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক্, কিংবা হেলায় হউক্, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন॥" বিষ্ণুর স্মরণ পাপচ্ছেদক হইলেও তাহা বিপুল আয়াসদ্বারাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু ওষ্ঠস্পন্দন মাত্রেই অনায়াসেই যে বিষ্ণুর কীর্ত্তন হয়, তাহা স্মরণ হইতেও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বিরচিত

"ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" :—'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্য-রসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত। কেন না, নাম-নামীতে ভেদ নাই। সচ্চিদানন্দ-রসময় (আদি পদে বিভিন্নরসের বিষয়-বিগ্রহ)-তত্ত্ব এক-অদ্বয়বস্তু সেই অদ্বয়তত্ত্বই 'বিগ্রহ' ও 'নাম' এই দুইরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন।

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষুকর্ণ রসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হ'ন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হ'ন, তখন জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্তিলাভ করেন।

হে গুণনিধে, তুমি পরমপাবন উত্তমশ্লোকমৌলি শ্রীকৃষ্ণকে শ্রদ্ধামূলক মতির সহিত অতি শীঘ্র সরলভাবে ভজন কর। কেন না, তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনিষ্ট করে।

"বিদগ্ধমাধব"—'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না; দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা জিহ্বায় নৃত্য করে, তখন বহু জিহ্বা পাইবার জন্য রতি বিস্তার (আসক্তি বৰ্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন অর্ব্বুদ-কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায়, যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

"উপদেশামৃত"—অহো! যাহার রসনা অবিদ্যাপিত্তদ্বারা উত্তপ্ত, তাহার নিকট শ্রীকৃষ্ণনামগুণচরিতাদিরূপ সুমিষ্ট মিশ্রিও রুচিপ্রদ হয় না। কিন্তু যদি আদরের সহিত (শ্রদ্ধান্বিত হইয়া) নিরন্তর সেই কৃষ্ণনামচরিতাদিরূপ মিশ্রি সেবন করা যায়, তবে ক্রমশঃ তাহার আস্বাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং কৃষ্ণবিমুখতারূপ জড়ভোগব্যাধিরও উপশম হয়।

"পদ্যাবলী":—জগন্মঙ্গল হরিনাম যুক্ত হউন, সূর্য্য যেমন উদিত হইয়া তিমির-সমুদ্র নাশ করেন, তদ্রূপ হরিনাম একমাত্র উদিত হইলেই লোকের পাপ নাশ করেন। (শ্রীধরস্বামী)

'জ্ঞান ও সিদ্ধি—এই উভয় তুলাদণ্ডে তুলিত হইয়াছে, কিন্তু প্রেম ও কৃষ্ণনাম—এই দুই তুলিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ চারি বেদের হৃদয় আকর্ষণপূর্ব্বক চারিটী বর্ণদ্বারা স্পষ্টরূপে নারায়ণ এই পদ যোজনা করিয়াছেন, আমরা নিরন্তর সেই 'নারায়ণ'-পদকে গান করিয়া সম্প্রতি আত্মাকে পবিত্র করিব, হরিসন্তোষনিমিত্ত অন্য কোন সাধন জানি না।

ত্রিগুণাতীত মুক্তকুলের চিত্তের আকর্ষক-স্বরূপ, পাপপুণ্যের উন্মূলনকারী, চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া বাক্‌শক্তিমান্ ব্যক্তি মাত্রেরই সুলভ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যের বশকারী,—এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণনামস্বরূপ এই 'মহামন্ত্র' রসনা-স্পর্শমাত্রেই ফলপ্রদান করেন, দীক্ষাদি সৎকার্য্য বা পুরশ্চরণ, এ সকলকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করেন না।

হে ভক্তগণ! সমস্ত কল্যাণের আদিকারণ, কলিকলুষনাশক, সমুদায় পবিত্রের পবিত্র, উচ্চারণমাত্রে মুমুক্ষুদিগের সহসা পরমপদ-লাভের পাথেয়স্বরূপ, পণ্ডিতদিগের বাক্যসকলের এক বিশ্রামস্থান, সাধুদিগের জীবন-তুল্য এবং ধর্ম্ম বৃক্ষের জীবনসদৃশ কৃষ্ণনাম তোমাদিগের সমৃদ্ধির নিমিত্ত সমর্থ হউন॥

হে ঈশ! তোমার নামকীর্ত্তন করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলে পাপসকল কম্পিত হয়, মোহমহিমা অর্থাৎ মোহাতিশয় সম্যক্ প্রকারে মোহপ্রাপ্ত হয়, সুনিপুণ চিত্রগুপ্ত সঙ্কিত হইয়া পূর্ব্বে পাপিশ্রেণীমধ্যে লিখিত নামোচ্চারকের নাম-কীর্ত্তনার্থ নরুণধারণ করেন এবং বিধাতা নামোচ্চারক ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন, এই বিবেচনা করিয়া তাঁহার পূজানিমিত্ত আনন্দসহকারে মধুপর্কধারণবিষয়ে উদ্যম করেন, অতএব হে প্রভো! ইহার পর আর কি বলিব?

জগতের এক মঙ্গলস্বরূপ কৃষ্ণনাম যদি কণ্ঠপীঠকে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে প্রেতপুরের পুরন্দর (যম) কোথাকার কে? এবং কেই বা তাঁহার কিঙ্কর হয়?

অপরিমিত ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় সমস্ত ঐশ্বর্য্য এবং সমুদায় চেতনপদার্থ যাঁহার অংশস্বরূপ, সেই তেজোময় শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণনামই আমার সাধ্য, সাধন ও জীবনস্বরূপ।

কেবল শ্রীবিষ্ণুর নামই পুরুষসকলের পাপনাশ ও পুণ্য উৎপাদন করতঃ, ব্রহ্মাপ্রভৃতির ধামসম্বন্ধীয় ভোগ হইতে বিরতি এবং গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মযুগলে ভক্তি ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞান জন্মাইয়া, পরে সংসারসম্বন্ধীয় জনন-মরণ-ভ্রান্তির বীজ অবিদ্যা দাহ পূর্ব্বক সম্পূর্ণ আনন্দজ্ঞানে পুরুষকে স্থাপন করিবার আর আবশ্যক নাই, এই বোধে নিবৃত্ত হয়েন।

স্বর্গপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান কেবল লোকসকলকে দীনভাবাপন্ন করে, 'আমি মুক্ত হইব, এই অভিলাষ' তাহা জনকে কেবল ক্লেশভাগী করে এবং যোগের অভ্যাস অতিশয় বিরস, অতএব ঐ সকল প্রয়াসে অপ্রয়োজনীয়বোধে পরিত্যাগ করিয়া আমার রসনা কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করুক।

হে ভগবান! যদিচ তোমার অঙ্গের প্রভাস্বরূপ নির্ম্মল ব্রহ্ম সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, তথাপি তিনি সংসার-বৃক্ষের একটী মাত্র পত্রও ছেদন করিতে সমর্থ হয়েন না, কিন্তু হে প্রভো! ক্ষণকালের জন্যও যদি তোমার নাম জিহ্বাগ্রস্থ হয়েন, তাহা হইলেই ঐ নাম মূলের সহিত সংসারতরু উৎপাটন করিয়া দেন, অতএব ব্রহ্ম অপেক্ষা তোমার নামই শ্রেষ্ঠ। এই শ্লোক শ্রীধরস্বামিপাদের কৃত।

শ্রীকৃষ্ণকথার মাহাত্ম্য—আমি উপনিষৎপ্রতিপাদ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু তাহা শ্রীকৃষ্ণের কথারূপ অমৃত হইতে অতিশয় দূরবর্ত্তী; যেহেতু ঐ ব্রহ্ম-শ্রবণে চিত্তদ্রব বা কম্পাশ্রু-পুলকোদ্গমাদি কিছু-মাত্র হয় না। এই শ্লোক শ্রীব্যাসদেবের কৃত।

হে নাথ! আমি স্বর্গসুখ ভোগ এবং অপবর্গও কামনা করি না, কেবল কৃষ্ণকেলি-চরিতামৃতই প্রতিদিন আমার কর্ণবিবরে প্রবেশ করুক, এই মাত্র প্রার্থনা করি। (কবিরত্ন কৃত শ্লোক)

কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি পদে পদে সুধার সুধারাপেক্ষা মধুর এবং দিন দিন চন্দন ও চন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল যশোদা-তনয়ের যশঃ গান করেন, তিনি কখন কলির দিবস-সকলে পীড়িত হয়েন না। (কবিরত্ন কৃত শ্লোক)

আমরা নন্দনন্দনের কৈশোর-লীলামৃতস্বরূপ মহাসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আমাদের আর মুক্তিরূপলবণজলে কি হইবে? (মাধবেন্দ্রপুরী কৃত শ্লোক)

হে ভগবান্! কোন কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তি আনন্দসহকারে তোমার কথারূপ অমৃতসাগরে বিহার করতঃ ধর্ম্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়কে তৃণতুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। (শ্রীধরস্বামী)

যে স্থানে ভগবান্ অচ্যুতের সুমহৎ কথার প্রসঙ্গ হইয়া থাকে, সেই স্থানেই গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও সরস্বতী এবং অন্যান্য তীর্থ-সমুদয় অবস্থিতি করেন।

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টক

১। নিখিলবেদের শিরোভাগ উপনিষদ্-রূপ-রত্নমালার প্রভানিকর দ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ-সীমা নিরন্তর নিরাজিত হইয়াছে এবং নিবৃত্ততৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছে। অতএব, হে হরিনাম! আমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।

২। মুনিবৃন্দ সর্ব্বদা তোমাকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, নিখিল লোকরঞ্জনের জন্য তুমি পরম অক্ষরাকার (অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম-রূপ) ধারণ করিয়াছ। সাঙ্কেত্য, পরিহাস, স্তোভ, হেলা—এই চারিপ্রকার নামাভাসের সহিতও যদি তোমাকে কেহ উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেও তুমি তাঁহার যাবতীয় উৎকট তাপ, (এমন কি লিঙ্গদেহ পর্য্যন্ত) বিনষ্ট করিয়া থাক। অতএব হে নামধেয়, তুমি জয়যুক্ত হও।

৩। হে ভগবন্নাম-সূর্য্য, তোমার ঈষৎ প্রকাশও (নামাভাসও) সংসারান্ধকারনিমগ্ন ব্যক্তির অজ্ঞানতমঃ বিনষ্ট করে, আবার তত্ত্বদৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে ভক্তিবিষয়িনী দৃষ্টিও প্রদান করিয়া থাক। অতএব এই জগতে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তিই বা তোমার মহিমা সম্যক্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে পারে?

৪। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ ব্যতীত

নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম! জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়;—বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন।

৫। হে অঘদমন, হে যশোদানন্দন, হে নন্দসূনো, হে কমলনয়ন, হে গোপীচন্দ্র, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে প্রণত-করুণ, হে কৃষ্ণ—ইত্যাদি বহুস্বরূপে তুমি আবির্ভূত হইয়াছে! অতএব হে নামধেয়, তোমাতে আমার রতি প্রচুরপরিমাণে বর্দ্ধিত হউক।

৬। হে নাম, 'বাচ্য' অর্থাৎ বিভুচৈতন্য ও আনন্দময়-বিগ্রহ এবং 'বাচক' অর্থাৎ কৃষ্ণ, গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণাত্মক তোমার দুইটী স্বরূপ, কিন্তু আমরা ঐ বাচ্যস্বরূপ হইতে বাচকস্বরূপকে অধিক কৃপাময় বলিয়া মনে করি; কেন না, জীবসকল তোমার বাচ্যস্বরূপে কৃতাপরাধ হইয়া বাচকস্বরূপ তোমার 'নাম' উচ্চারণ করিবামাত্রই (নিরপরাধ হইয়া) ভগবৎপ্রেমসুখে নিমজ্জিত হন।

৭। হে নাম, হে কৃষ্ণ, তুমি আশ্রিত জনগণের পীড়া-সমূহ নাশ কর; তুমি—পরম সুন্দর চিদ্ঘনস্বরূপ এবং গোকুলবাসিগণের মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ। অতএব পরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠস্বরূপ তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

৮। হে কৃষ্ণনাম, তুমি নারদের বীণার সঞ্জীবনস্বরূপ এবং মাধুর্য্যপ্রবাহরূপ অমৃত-তরঙ্গের সারাংশস্বরূপ। অতএব তুমি আমার জিহ্বাতে সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত যথেষ্টরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ কর।

শ্রীল কৃষ্ণদাসকবিরাজগোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে—কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার। নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥ দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম'-উক্তি তিনবার। জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥ 'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ। জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥ অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার। নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত 'এব'-কার॥ (চৈঃ চঃ আঃ ১৭)॥ নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥ (ঐ ঐ আঃ) হরিদাস কহেন,—"যৈছে সূর্য্যের উদয়। উদয় না হৈতে আরম্ভ তমের হয় ক্ষয়॥ চৌর প্রেত-রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ। উদয় হৈলে ধর্ম্ম-কর্ম্ম-আদি পরকাশ॥ ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ-আদির ক্ষয়। উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৮২-৮৪)॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ (অঃ ৪)॥ বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন। তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ (আঃ ৮।১৬)॥ 'এক' কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥ অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥ (আ ৮।২৬, ২৮)॥ হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥ তবে জানি, তাহাতে অপরাধ প্রচুর। কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না করে অঙ্কুর॥ (অ ৮।২৯-৩০)॥ প্রভু কহে, শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ। গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন॥ মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার। 'কৃষ্ণমন্ত্র জপ' সদা,—এই মন্ত্রসার॥ কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥ নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। সর্ব্বমন্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্রমর্ম্ম॥ এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে। কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে॥ "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" (বৃহন্নারদীয়ে)

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ। নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত। হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত॥
তবে ধৈর্য্য ধরি' মনে করিলাম বিচার। কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য্য নাহি মনে। এত চিন্তি' নিবেদিলাম গুরুর চরণে॥
কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল। জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন। এত শুনি' গুরু মোরে বলিলা বচন॥

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব। যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু। ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥
কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ। কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজয় লোভ ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়। উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায় ॥
স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্গদ, বৈবর্ণ্য। উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়। কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাষায় ॥
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ। তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্ব্বজন ॥
এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে। ভাগবতের সার এই বলে বারে বারে ॥

(শ্রীভাঃ ১১।২।৩৮ শ্লোক)—এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ।। এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস ধরি'। নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি ॥ সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়। গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥ কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ (আ ৭) ।। 'কৃষ্ণনাম,' 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুইত 'সমান' ॥ 'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ ॥ তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ' ॥ দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'। জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥ নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥ (পদ্মপুঃ ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন) ।। অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'। প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥ 'কৃষ্ণনাম' 'কৃষ্ণগুণ', 'কৃষ্ণলীলা' বৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপ-সম, সব—চিদানন্দ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭) ।। প্রভু কহে,—"যাঁর মুখে শুনি একবার। কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য,—শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥" "এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব-পাপ ক্ষয়। নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বা-স্পর্শে আ-চণ্ডালে সবারে উদ্ধারে ॥ অনুসঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয় ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১০৬—১০৯) ।। "কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে। সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥ * * * ॥ যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম। তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥" (মঃ ১৬) ।। এবং মধ্য নবম পরিচ্ছেদে—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি। ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে ॥ (পদ্ম পুঃ) অর্থাৎ—অনন্ত সত্যানন্দ-চিদাত্মস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগিসকল রমণ (আনন্দ লাভ) করেন। এই জন্যই পরম-ব্রহ্মবস্তুকে রামনামে অভিহিত করা যায়। এবং শ্রীধরস্বামিধৃত মঃ ভাঃ উঃ পঃ—"কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥" অর্থাৎ—কৃষ্-ধাতু—ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্তা-বাচক ; ণ-শব্দ নিবৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষ্-ধাতুতে ণ-প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে 'কৃষ্ণ'-শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ "পরংব্রহ্ম দুইনাম সমান হইল। পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল ॥ যথা পদ্মপুরাণে—"রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ অর্থাৎ 'রাম', 'রাম' 'রাম' বলিয়া মনোরম যে রাম, তাহাতে আমি রমণ (আনন্দ লাভ) করি। হে বরাননে, একটী রাম নাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্। একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥ অর্থাৎ—বিষ্ণুর পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল দিয়া থাকেন। সুতরাং

তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়॥ 'এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার। তথাপি লইতে নারি, শুন হেতু তার॥ ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই। সুখ পাঞা রামনাম রাত্রি দিন গাই॥ তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল। তোমার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুর নামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে

প্রভু ব'লে,—"বিপ্র, তোমার ভাগ্যের কি কথা। কৃষ্ণভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা। * * * কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ত্তন। চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম জীবের কারণ॥ * * * অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥ রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥ শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ। যেইজন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য॥ অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া। কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল। হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র। ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র॥ সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪)॥ "শুন, বিপ্র, সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম। পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম। পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে। শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে'॥ জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে। উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥ অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে। শতগুণ ফল হয় সর্ব্বশাস্ত্রে বলে॥ জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চসঙ্কীর্ত্তনকারী। শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি॥ (আদি ১৬)॥ আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান। সূত্র-বৃত্তি-টীকায়, সকল হরিনাম॥ প্রভু বলে,—"সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম। সর্ব্ব-শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বলয়ে আন॥ হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর। অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর। কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে। বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে॥ আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন। সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণপদে ভক্তিধন'॥ মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়। ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥ করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন। সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন॥ হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি-মতি। পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র, তাহার দুর্গতি॥ দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম। সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥ এইমত সকল-শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায়॥ কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে। সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে॥ শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে॥ গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥ পড়িঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে। কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে॥ পুতনারে যেই প্রভু কৈলা মুক্তি-দান। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে করে অন্য ধ্যান॥ অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈলা মোচন। কোন্ সুখে ছাড়ে লোকে তাঁহার কীর্ত্তন? যে-কৃষ্ণের নামে হয় জগৎ পবিত্র। না বলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র॥ যে-কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল। তাহা ছাড়ি নৃত্য-গীতে করে অমঙ্গল॥ অজামিলে নিস্তারিলা যে-কৃষ্ণের নামে। ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে॥ শুন ভাই-সব সত্য আমার বচন। ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন॥ যে-চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ। যে-চরণ-সেবিঞা শঙ্কর শুদ্ধদাস॥ যে-চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ। হেন পাদপদ্ম, ভাই, সবে কর আশ॥ * * * প্রভুবলে,—"আজি পড়িলাও কৃষ্ণনাম। সত্য কৃষ্ণ-চরণকমল গুণধাম॥ সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন। সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে জন॥ সে-ই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য়। অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥ "যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে। শ্রোতব্যং নৈব তৎ শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥" "মুচি হ'য়ে শুচি হয়, যদি 'হরি' ভজে, শুচি হয়ে মুচি হয়, যদি 'হরি' ত্য'জে—"চণ্ডাল 'চণ্ডাল, নহে,—যদি 'কৃষ্ণ' বলে। বিপ্র 'বিপ্র' নহে,—যদি অসৎপথে চলে॥……"শুন শুন মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব সর্ব্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ॥ কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ। কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥

গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে। কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে॥ জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ। পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ প্রথম অধ্যায়)॥ প্রভু বলে,—"কৃষ্ণভক্তি হউক সবার। কৃষ্ণ-নাম-গুণ বই না বলিহ আর।।" আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে। "কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে।। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'।। প্রভু বলে,—"কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। ইহা জপ' গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥ ইহা হৈতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইবে সবার। সর্ব্বক্ষণ বল' ইথে বিধি নাহি আর॥ "দশ-পাঁচ মিলি' নিজ দ্বারেতে বসিয়া। কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥ "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'॥ সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা' সবাকারে। স্ত্রী-পুত্রে-বাপে মিলি' কর' গিয়া ঘরে॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩।)

প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরেকে আন। শব্দ মাত্রে কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান॥ পড়ুয়া সকলে বলে,—"ধাতু-সংজ্ঞা কার্?" প্রভু বলে—"শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার॥ ধাতুসূত্র বাখানি, শুন ভাইগণ! দেখি, কার্ শক্তি আছে, করুক খণ্ডন? সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি। তাহা-সনে করে স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি॥* * * ধাতু-সংজ্ঞা—কৃষ্ণশক্তি বলভ সবার। দেখি,—ইহা দূষুক,—আছয়ে শক্তি কার্? এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি। হেন কৃষ্ণে, ভাইসব! কর' দৃঢ়ভক্তি॥ বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম। অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর' ধ্যান॥ যাঁহার চরণে দুর্ব্বা-জল দিলে মাত্র। কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র॥ অঘ-বক-পূতনারে যে কৈলা মোচন। ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ। যাঁহার চরণ সেবি' শিব—দিগম্বর। যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥ অনন্ত যে চরণ-মহিমা-গুণ গায়। দন্তে তৃণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ-পা'য়॥ যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি। তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি॥ কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন। চরণে ধরিয়া বলি,—'কৃষ্ণে দেহ' মন'॥ কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়। সবে দেখি,—তাই ভাই! বলি সর্ব্বথায়॥ যত শুনি শ্রবণে, সকল—কৃষ্ণনাম। সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম॥* * * কৃষ্ণ-বিনু আর বাক্য না স্ফুরে আমার॥* * * তোমরা—সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ। কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন॥ নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ হউ তোমা' সবাকার ধন প্রাণ॥ যে পড়িলা, সে-ই ভাল আর কার্য্য নাই। সবে মেলি 'কৃষ্ণ' বলিবাঙ এক ঠাঁই॥ কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সবার। তুমি-সব—জন্ম-জন্ম বান্ধব আমার॥***"পড়িলাঙ শুনিলাঙ যতদিন ধরি'। কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর' পরিপূর্ণ করি'॥ শিষ্যগণ বলেন—"কেমন সংকীর্ত্তন?" আপনে শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥ "(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥" দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া। আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥ আপনে কীর্ত্তন-নাথ করেন কীর্ত্তন। চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ॥ (চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।) "শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস। সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥ প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা। 'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥'***"আজ্ঞা পাই' দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে। "বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥ কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন। হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই' একমন॥" পুনঃ—"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥ তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥" (চৈঃ ভাঃ মঃ ১৩।)

গৌর পার্ষদপ্রবর শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীপ্রেমবিবর্ত্তগ্রন্থে শ্রীনামসম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—"নামরহস্য পটল" শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি:—"শুন হে ভকতবৃন্দ, কলিকালের ধর্ম্ম। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিনা আর নাহি কর্ম্ম॥ কর্ম্মজ্ঞান-যোগ ধ্যান দুর্ব্বল সাধন। অপ্রাকৃত সম্পত্তি লাভের নহে ক্রম॥ ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোম সকলই প্রাকৃত। অপ্রাকৃত তত্ত্বলাভে নাহি করে হিত॥ কৃষ্ণনাম উচ্চারণে, স্মরণে শ্রবণে। অপ্রাকৃত সিদ্ধি হয়, বলে শ্রুতিগণে॥ শ্রীনামরহস্য সর্ব্বশাস্ত্রেতে দেখিবা। নাম উচ্চারণমাত্র চিৎসুখ লভিবা॥ 'জপ ও কীর্ত্তন" পদ্মপুরাণ বচন—(গ্রন্থক

কর্তৃক পদ্যানুবাদ) 'উচ্চারণ'-শব্দে বুঝ শ্রীনামকীর্ত্তন। 'করে' বা মালায় সংখ্যা করে ভক্তগণ।। সংখ্যা ছাড়ি অসংখ্য নাম কভু কভু হয়। 'উচ্চারণ'-শব্দে এসব জানহ নিশ্চয়।। লঘূচ্চারে 'জপ' হয়, উচ্চারে 'কীর্ত্তন'। স্মরণ কীর্ত্তনে সব হয় ত গণন।। কি প্রকারে নাম কৈলে সুকীর্ত্তন হয়। শ্রীনামকীর্ত্তনে তাহা বিধান নিশ্চয়।। শ্রীনামকীর্ত্তন হয় জীবের নিত্যধর্ম্ম। জগতে বৈকুণ্ঠে জীবের এই মুখ্য কর্ম্ম।। মায়াবদ্ধ জীবের এই মোক্ষ সাধন হয়। মুক্তজীবের পক্ষে তাহা সাধ্যাবধি রয়।। ধর্ম্মশাস্ত্র-উক্ত ভক্তিহীন ধর্ম্ম যত। ভক্ত্যুদ্দেশ বিনা আর যত প্রকার ব্রত।। ভক্ত্যুত্থিত বিরাগ ব্যতীত যত ত্যাগ। ভক্তি-প্রতিকূল যজ্ঞ প্রাকৃত বিভাগ।। এই সব শুভকর্ম্ম সম্বন্ধ বিচারে। ভক্তি-অনুকুল বলি শাস্ত্রেতে প্রচারে।। কলিকালে সেই সব জড়ধর্ম্ম হইল। ভক্তি-আনুকূল্য ত্যজি ধর্ম্ম নষ্ট ভেল।। অতএব কলিকালে নামসংকীর্ত্তন। বিনা আর ধর্ম্ম নাই শুন ভক্তগণ।। সে ধর্ম্মের ব্যতিকর যাহাই দেখিবে। তাহাই বর্জ্জিবে যত্নে ভক্তির প্রভাবে।।

শ্রীসনৎকুমার উবাচ :—কলিতে সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম তমোময়। নামধর্ম্ম বিনা জীবের সংসার নহে ক্ষয়।। শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দে শরণ যে লয়। তার সর্ব্বপাপ নামে নিশ্চয় হয় ক্ষয়।। কৃষ্ণনাম লয়ে কাঁদে নিজ দোষ বলে। অতি শীঘ্র তার পাপ যায় ভক্তিবলে।। কর্ম্মজ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তে তার কিবা ফল। সে ফল দুর্ব্বল তা ত', তার নাহি বল।। এক কৃষ্ণনামে পাপীর যত পাপক্ষয়। বহু জন্মে সেই পাপী করিতে নারয়।। হেন পাপ স্মার্ত্তশাস্ত্রে না আছে বর্ণন। এক কৃষ্ণনামে যাহা না হয় খণ্ডন।। তবে কেন স্মার্ত্তলোক প্রায়শ্চিত্ত করে? সুকৃতি-অভাবে তার কর্ম্মে মতি হরে।। কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তে কভু বাসনা না যায়। জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তে শোধে বাসনা হিয়ায়।। পুনঃ কিছুদিনে সে বাসনা হয় স্থূল। ভক্তিতে অবিদ্যা যায় বাসনার মূল।। যে জন গোবিন্দপদে লইয়া শরণ। নাম লয় কাকুভরে করয় রোদন।। তার পক্ষে শ্রীমুখের বাক্য সুমধুর। জীবের মঙ্গল, গীতায় দেখহ প্রচুর।। (গীতায়—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইত্যাদি।) অতএব কর্ম্মাঙ্গ প্রায়শ্চিত্তাদি পরিহরি। বুদ্ধিমান্ জন ভজে প্রাণেশ্বর হরি।। কৃষ্ণনাম দয়াময় কৃষ্ণতেজোময়। স্থাবর-জঙ্গম-মুক্তিদাতা সুনিশ্চয়।।

নামের ফল—নাম-অপরাধী তাহে করে অপরাধ। অতিচার আসি নামধর্ম্মে করে বাধ।। সেই মহা-অপরাধীর দোষ, নামে হয় ক্ষয়। নাম বিনা জীববন্ধু জগতে না হয়।। "নামাপরাধ"—নামরূপ মহাকৃত্য জীবের নিশ্চয়। সেই কৃত্য যাহে সাধকের নষ্ট হয়।। নামকে প্রাকৃত করি সাধন করাঞা। সামান্য প্রাকৃত ফলে দেয় ফেলাইয়া। একান্ত-নামেতে আশ্রয় আছে যাঁর। সাধুপদবাচ্য তেঁহ তারেন সংসার।। জড়কর্ম্মজ্ঞানচেষ্টা ছাড়ি সেই জন। শুদ্ধভক্তিভাবে নাম করেন উচ্চারণ।। নামের প্রচার একা তাঁহা হৈতে হয়। তাঁর নিন্দা কৃষ্ণনাম কভু না সহায়।।

সাধু নিন্দা—সে সাধুর নিন্দা, তাঁ'তে লঘু-বুদ্ধি যা'র। বড় অপরাধ নামে নিশ্চয় তাহার।। যত্নে এই অপরাধ করিয়া বর্জ্জন। সেই সাধু-সঙ্গ-বলে করহ ভজন।। (ক)।। মঙ্গলস্বরূপ বিষ্ণু পরতত্ত্ব হরি। অপ্রাকৃত স্বরূপেতে শ্রীব্রজবিহারী।। তাঁর নাম-রূপ-গুণ-লীলা অপ্রাকৃত। তাঁহার স্বরূপ হৈতে ভিন্ন নহে তত্ত্ব।। নাম নামী এক তত্ত্ব অপ্রাকৃত ধর্ম্ম। এ জড় জগতে তার নাহি আছে মর্ম্ম।। এই শুদ্ধজ্ঞান লাভ ভক্তিবলে হয়। তর্কে বহুদূর, ইহা জানিহ নিশ্চয়।। নিজ শুদ্ধসাধন, আর সাধু-গুরু-বল। দুইয়ের সংযোগে লভি এ তত্ত্বমঙ্গল।। এই তত্ত্বসিদ্ধ যত দিন নাহি হয়। ততদিন প্রাকৃতবুদ্ধি কভু না ছাড়য়।। ততদিন নাম করি না পাই স্বরূপ। নামাভাসমাত্র হয় ভজন-বিরূপ।। বহুযত্নে লাভ ভাই স্বরূপের সিদ্ধি। শুদ্ধনামোচ্চারে পাবে পরংপদ-বুদ্ধি।। যত্নসহ নিরন্তর নামাভাসে হরি। নামতে স্বরূপ সিদ্ধি দিবে কৃপাকরি।।

দ্বিতীয় নামাপরাধ—সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ, তাহে জানিবে নিশ্চয়। শিবাদি দেবতা তাঁর অংশরূপ হয়।। সেই সেই দেবের নামাদি গুণরূপ। কৃষ্ণশক্তিদত্ত সিদ্ধি জানহ স্বরূপ।। এরূপ জানিলে শিববিষ্ণুতে অভেদে। জন্মিবে স্বরূপ-বুদ্ধি গায় সর্ব্ববেদে।। ভেদবুদ্ধি অপরাধ যত্নেতে ত্যজিবে। গুরুকৃপাবলে তবে শ্রীনাম ভজিবে।। (খ)।।

গুর্ব্ববজ্ঞা :— কৃপা করি যেই জন হরি দেখাইল। হরিনাম পরিচয় করাইয়া দিল ॥ সেই মোর কর্ণধার গুরু মহাশয়। তাঁহারে অবজ্ঞা কৈলে নামাপরাধ হয় ॥(ক) (৩) যেই শ্রুতিশাস্ত্র নামের ব্রহ্মত্ব দেখায়। অপার মাহাত্ম্য নামের জগতে জানায়। তাঁরে অনাদর করি' কর্ম্মাদি প্রশংসে। শ্রুতিনিন্দা বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে ভাষে ॥(খ) (৪) নাম নিত্যধন সদা চিন্ময় অগাধ। তাহাতে কল্পনাবুদ্ধি গুরু অপরাধ ॥(গ) (৫) নামবলে পাপবুদ্ধি হৃদয়ে যাহার। সতত উদয় হয় সেই ত অসার ॥(ঘ) (৬) রোচনার্থা ফলশ্রুতি কর্ম্মমার্গে সত্য। ভক্তিমার্গে নামফল সর্ব্বকালে নিত্য ॥ অপ্রাকৃত নামের মাহাত্ম্য সীমাহীন। তা'তে যার অর্থবাদ সেই অর্ব্বাচীন ॥(ঙ) (৭) বর্ণাশ্রমময় ধর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে যত। দর্শপৌর্ণমাসী আদি তমোময় ব্রত ॥ দণ্ডী মুণ্ডী সন্ন্যাসাদি ত্যাগের প্রকার। নিত্য নৈমিত্তিক হোম আদির ব্যাপার ॥ অষ্টাঙ্গ ষড়ঙ্গ যোগ আদি শুভ কর্ম্ম। সকলই প্রাকৃত তত্ত্ব এই সত্য মর্ম্ম ॥ উপায়স্বরূপেতে তা'রা উপেয় সাধয়। না সাধিলে জড় বই কিছু আর নয় ॥ নাম কিন্তু অপ্রাকৃত চিন্ময় ব্যাপার। সাধনে উপায়তত্ত্ব সাধ্যে উপেয়-সার ॥ অতএব নামতত্ত্ব বিশুদ্ধ চিন্ময়। জড়োপায় কর্ম্ম সহসাম্য কভু নয় ॥ কর্ম্ম জ্ঞান সহ নামে সাম্যবুদ্ধি যথা। নাম-অপরাধ গুরুতর ঘটে তথা ॥(চ) (৮) নামে যার বিশ্বাস না জন্মিল ভাগ্যাভাবে। তাকে নাম উপদেশি অপরাধ পাবে ॥(ছ) (৯) এই সব অপরাধ সদ্গুরুকৃপায়। বহু যত্নে ছাড়ি ভাই নামধন পায় ॥ নামের মাহাত্ম্য সব শুনি শাস্ত্র হৈতে। তবু তাহে রতি যা'র নৈল কোনমতে ॥ অহংতা মমতা-বুদ্ধি দেহেতে করিয়া। লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাতে রহিল মজিয়া ॥ পাপে রত হৈঞা পাপ ছাড়িতে না পারে। নামে যত্ন করি চেষ্টা করিবারে নারে ॥ সাধুসঙ্গে মতি নহে অসাধু বিষয়ে। সুখ পায় বিবেক বৈরাগ্য ছাড়াইয়ে ॥ এই ত নামাপরাধ ঘটনা তাহার। নামে রুচি নাহি পায় কৃষ্ণের সংসার ॥(জ) (১০) এই দশ অপরাধ নামাপরাধ হয়। নামধর্ম্মে বাধা দেয় সুমঙ্গলক্ষয় ॥ পাপ তাপ অপরাধ জীবের যত হয়। শ্রীহরিসংশ্রয়ে সব সদ্য হয় ক্ষয় ॥ কলির সংসার ছাড়ি' কৃষ্ণের সংসার। অকৈতবে করে যেই অপরাধ নাহি তার।

দীক্ষা—পূর্ব্বে যত পাপাদি বহু জন্মে করে। হরিদীক্ষামাত্রে সেই সব পাপে তরে ॥ অকৈতবে করে যবে আত্মনিবেদন। কৃষ্ণ তার পূর্ব্ব পাপ করেন খণ্ডন ॥ প্রায়শ্চিত্ত করিবারে তার নাহি হয়। দীক্ষামাত্র পাপক্ষয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ নিষ্কপটে হর্য্যাশ্রয় করে যেই জন। সর্ব্ব অপরাধ তার বিনষ্ট তখন ॥ আর পাপতাপে কভু রুচি নাহি হয়। পুণ্য পাপ দূরে যায়, মায়া করে জয় ॥

সেবা-অপরাধ—তবে তার কভু হয় সেবা-অপরাধ। সেই অপরাধে হয় ভক্তিক্রিয়াবাধ ॥ সাধুসঙ্গে করে কৃষ্ণনামের আশ্রয়। নামাশ্রয়ে সেবা-অপরাধ নষ্ট হয় ॥ নামকৃপা হৈলে জীব সর্ব্বশুদ্ধি পায়। কৃষ্ণের নিকট গিয়া করে শুদ্ধসেবার আশ্রয়॥ কিন্তু যদি নাম-অপরাধ তার হয়। তবে পুনঃ অধঃপাত হইবে নিশ্চয়॥ সর্ব্বজীব-বন্ধু নাম, তাঁর অপরাধ। কোনক্রমে ক্ষয় নহে প্রাপ্ত্যে হয় বাধ ॥ নাম-অপরাধ ত্যাগ বহু যত্নে করি। লভে জীব সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় হরি ॥ সাধু-গুরু-সন্নিধানে বহু দৈন্য ধরি। দশ-অপরাধ-তত্ত্ব লবে শিক্ষা করি' ॥ অপরাধগুলি যত্নে জানিয়া ত্যজিবে। সত্বরে শ্রীহরিনামে প্রেম উপজিবে ॥ নাম পেয়ে আপরাধ বর্জ্জন না করে। সহসা তাহার দশ অপরাধ ধরে ॥

অপরাধ খণ্ডনের উপায়—নামেতে শরণাপত্তি যেই ক্ষণে হয়। তখনই নামাপরাধের সদ্য হয় ক্ষয় ॥ তথাপি প্রমাদে যদি উঠে অপরাধ। তাহাতেও ভক্তিতে হইয়া পড়ে বাধ ॥ অপরাধ প্রমাদেতে হইবে যখন। নামসংকীর্ত্তন তবে করিবে অনুক্ষণ ॥ নামেতে শরণাগতি সুদৃঢ় করিবে। অনুক্ষণ নামবলে অপরাধ যাবে ॥ নামেই নামাপরাধ হইবেক ক্ষয়। অপরাধ নাশিতে আর কারও শক্তি নয় ॥ যা'র মুখে উচ্চারিত এক কৃষ্ণ নাম। যাহার স্মরণপথে এক নাম গুণধাম ॥ যা'র শ্রোত্রমূলে তাহা প্রবেশ করিবে। ব্যবহিত-রহিত হৈলে তখনই তারিবে ॥ 'ব্যবহিত' এই শব্দে দুই অর্থ হয়। অক্ষরের ব্যবধানে নাম আচ্ছাদয়॥ অবিদ্যার আচ্ছাদনে প্রাকৃত প্রকাশ। নাম নামী একভাবে অবিদ্যা বিনাশ ॥ ব্যবহিত-রহিত হৈলে শুদ্ধনামোদয়। বর্ণশুদ্ধাশুদ্ধিক্রমে দোষ নাহি হয় ॥ অপ্রাকৃত নামে কৃষ্ণ

সর্ব্বশক্তি দিল। কালাকাল শৌচাশৌচ নামে না রহিল ॥ সর্ব্বকাল সর্ব্বাবস্থায় শুদ্ধ নাম কর। সর্ব্ব শুভোদয় হবে সর্ব্বাশুভ-হর ॥ দেহ, ধন, জন, লোভ, পাষণ্ডসঙ্গ ক্রমে। ব্যবহিত জন্মে জীব পড়ে মহাভ্রমে ॥ অতএব সকলের অগ্রে সঙ্গ ত্যজি। অনন্যশরণ লঞা নামমাত্র ভজি ॥ নামকৃপাবলে হবে প্রমাদ রহিত। অপরাধ দূরে যা'বে হইবেক হিত ॥ অপরাধ মুক্ত হঞা লয় কৃষ্ণনাম। প্রেম আসি নাম সহ করিবে বিশ্রাম ॥ অপরাধীর নামলক্ষণ কৈতব নিশ্চয়। সে সঙ্গ যতনে ছাড়ি কর নামাশ্রয় ॥ 'অপরাধপর জন বিষ্ণুনাম জানি। পাঠ করিলেই মুক্তি লাভে ইহা মানি' ॥ হরিদাসের অনুগত হইয়া শ্রীনাম। ভজিবে যে জন সেই নিত্যসিদ্ধকাম ॥

নাম-মহিমা—প্রভু বলে "কৃষ্ণনামের মহিমা অপার। কৃষ্ণ নিজে নাহি জানে, কি জানিব জীব ছার ॥ শাস্ত্রে যাহা শুনিয়াছি কহিব তোমারে। বিশ্বাস করিয়া শুন যাবে ভবপারে ॥ সর্ব্বপাপপ্রশমক সর্ব্বব্যাধিনাশ। সর্ব্ব-দুঃখবিনাশন কলিবাধাহ্রাস ॥ নারকি-উদ্ধার আর প্রারব্ধ-খণ্ডন। সর্ব্ব-অপরাধ-ক্ষয় নামে সর্ব্বক্ষণ ॥ সর্ব্ব-সৎ-কর্ম্মের পূর্ত্তি নামের বিলাস। সর্ব্ববেদাধিক নামসূর্য্যের প্রকাশ ॥ সর্ব্বতীর্থের অধিক নাম সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ সকল সৎ-কর্ম্মাধিক্য নামেতে উদয় ॥ সর্ব্বার্থপ্রদাতা নাম, সর্ব্বশক্তিময়। জগৎ-আনন্দকারী নামের ধর্ম্ম হয় ॥ নাম লঞা জগদ্বন্দ্য হয় সর্ব্বজন। অগতির গতি নাম পতিতপাবন ॥ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সেব্য সর্ব্বমুক্তিদাতা। বৈকুণ্ঠপ্রাপক নাম হরিপ্রীতিদাতা ॥ নাম স্বয়ং পুরুষার্থ ভক্ত্যঙ্গপ্রধান। শ্রুতিস্মৃতি শাস্ত্রে আছে বহুত প্রমাণ ॥ পাপী অজামিল দেখ বিবশ হইয়া। হরিনাম উচ্চারিল 'নারায়ণ' বলিয়া ॥ কোটি কোটি জন্মে পাপ করিয়াছে যত। সে সকল হইতে মুক্ত হইল সাম্প্রত ॥ ভাঃ—স্ত্রী-রাজ-গো-ব্রাহ্মণ-ঘাতী মদ্যরত। গুরুপত্নীগামী মিত্রদ্রোহী চৌর্য্য-ব্রত ॥ এ সবের পাপ আর অন্য পাপচয়। হরিনাম উচ্চারণে সব পরিষ্কৃত হয় ॥ পাপ সুনিষ্কৃত হৈলে কৃষ্ণে হয় মতি। এইরূপে নামে জীবের হয় ত সদ্গতি ॥ চান্দ্রায়ন ব্রত আদি শাস্ত্রোক্ত প্রকারে। পাপ হইতে পাপীকে নাহি সেরূপ নিস্তারে ॥ কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারিত যবে। সর্ব্বপাপ হইতে পাপী মুক্ত হয় তবে।

নামাভাস—"সঙ্কেত বা পরিহাস স্তোভ হেলা করি। নামাভাসে কভু যদি বলে 'কৃষ্ণ' 'হরি' ॥ অশেষপাতক তার দূরে যায় তবে। শ্রীবৈকুণ্ঠে নীত হয় যমদূতের পরাভবে ॥ পড়ি খসি ভগ্নদষ্ট দগ্ধ বা আহত। হইয়া বিবশে বলে 'আমি হৈনু হত' ॥ 'কৃষ্ণ' 'হরি' 'নারায়ণ' নাম মুখে ডাকে। যাতনা কখন আশ্রয় না করে তাহাকে ॥ অজ্ঞানে বা জ্ঞানে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে। সর্ব্ব পাপ ভস্ম হয় যথা কাষ্ঠ অগ্ন্যর্পণে ॥" ভাঃ—"বর্ত্তমান পাপ আর পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত। ভবিষ্যতে হবে যাহা সে সকল হত ॥ অনায়াসে হবে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে। নাম বিনা বন্ধু নাহি জীবের জীবনে ॥" 'মহীতলে সজ্জনের প্রতি পাপাচারে। নামকীর্ত্তনেতে মুক্তি লভে সর্ব্ব নরে ॥' কৌর্ম্মে—শাস্ত্রে কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্ত আছে কহে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের তুল্য কেহ নহে ॥ হরিনামে যত পাপনির্হরণ করে। তত পাপ পাপী কভু করিতে না পারে ॥ স্কান্দে—মনোবাক্‌কায়জ পাপ তত নাহি হয়। কলিতে গোবিন্দ-নামে নাহি হয় ক্ষয় ॥ বৃহন্নারদীয়ে—'নামে সর্ব্বব্যাধিধ্বংশ সর্ব্বশাস্ত্রে গায়। ওগো স্থানেশ্বরী ভক্ত বলি হে তোমায় ॥ সত্য সত্য বলি লহ বিশ্বাস করিয়া। অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ এই নাম উচ্চারিয়া ॥ কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাক শ্রীমধুসূদনে। সর্ব্বরোগনাশ হবে শ্রীনামকীর্ত্তনে ॥ ব্রহ্মাণ্ডেঃ—মহাপাতকীও অহর্নিশ হরিগানে। শুদ্ধ হঞা গণ্য হয় সুপংক্তিপাবনে। অগ্নিপুঃ—মহাব্যাধি-ভয়ও বা রাজদণ্ড ভয়। নারায়ণ-সংকীর্ত্তনে নিরাতঙ্ক হয় ॥ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণেঃ—সর্ব্বরোগ সর্ব্বক্লেশ উপদ্রব সনে। অরিষ্টাদি বিনাশ হয় হরি-উচ্চারণে ॥ ভাঃ ১২ স্কন্ধে—যথা অতিবায়ুবলে মেঘ দূরে যায়। সূর্য্যোদয়ে তমো নাশ অবশ্যই পায় ॥ তথা সংকীর্ত্তিত নাম জীবের ব্যসন। দূর করে স্বপ্রভাবে এ ব্যাসবচন ॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—আর্ত্ত বা বিষণ্ণ শিথিলমনা ভীত। ঘোরব্যাধিক্লেশে আর নাহি দেখে হিত ॥ 'নারায়ণ' 'হরি' বলি করে সংকীর্ত্তন। নিশ্চয় বিমুক্তদুঃখ সুখী সেই জন ॥ অসীম শক্তিমান্‌ বিষ্ণু, তাঁহার কীর্ত্তনে। যক্ষ-রক্ষ-বেতালাদি ভূত-প্রেতগণে। বিনায়ক-ডাকিন্যাদি হিংস্রক

সমস্ত। পলায়ন করে সবে দুঃখ হয় অন্ত॥ সর্ব্বানর্থনাশী হরিনাম-সংকীর্ত্তন। ক্ষুধা তৃষ্ণা স্খলিতাদি বিপদনাশন॥ ইহাতে সংশয় যথা, নিশ্চয় তথায়। নামের বিক্রম কভু না হয় উদয়॥ বিশ্বাসে নামের কৃপা, অবিশ্বাসে নয়। এ এক রহস্য, ভক্ত জানহ নিশ্চয়॥ স্কান্দে—কলিকালকুসর্পের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা হেরি। ভয় না করিও ভক্ত শুন শ্রদ্ধা ক'রি॥ কৃষ্ণনাম-দাবানল প্রজ্জলিত হঞা। সে সর্পের দংষ্ট্রা দগ্ধ করিবে ফেলিয়া॥ বৃহন্নারদীয়ে—এই ঘোর কলিযুগে হরিনামাশ্রয়ে। কৃতকৃত্য ভক্তগণ ত্যক্ত-অন্যাশ্রয়ে॥ হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়। এই নাম সংকীর্ত্তনে বড় সুখোদয়॥ সদা যেই নাম গায় বিশ্বাস করিয়া। কলিবাধা নাহি তার সদা শুদ্ধ হিয়া॥ নারসিংহে—নারকী কীর্ত্তন করে 'হরি 'কৃষ্ণ' বলি। হরিভক্ত হঞা যায় দিব্যধামে চলি॥ ভাঃ ৬ষ্ঠ স্কন্দ—প্রারব্ধখণ্ডন কেবল হরিনামে হয়। জ্ঞানকর্ম্মে সেই ফল কভু না মিলয়॥ বিনা হরিকীর্ত্তন কভু কর্ম্মবন্ধ। খণ্ডন না হয় মুমুক্ষুতা নহে লব্ধ॥ যে মুক্তি লভিলে আর না হয় কর্ম্মসঙ্গ। রজঃতমোদোষ হীন শূন্য মায়াসঙ্গ॥ ভাঃ দ্বাদশে—ম্রিয়মাণ ক্লিষ্ট জন পড়িতে খসিতে। বিবশ হইয়া কৃষ্ণ বলে কোন মতে॥ কর্ম্মার্গলমুক্তহঞা লভে পরাগতি। কলিকালে যাহা নাহি লভে অন্য মতি॥ বিষ্ণুযামলে—শ্রদ্ধা করি নাম লইলে অপরাধকোটী। ক্ষমা করে কৃষ্ণ যদি না থাকে কুটিনাটী॥ ইহাতে বিশ্বাস যার না হয় যে জন। বড়ই দুর্ভাগা আর নাহিক মোচন॥ ভাঃ ৮ম—মন্ত্র-তন্ত্র ছিদ্র দেশ-কাল-বস্তু-দোষ। নামসঙ্কীর্ত্তনে যায়, পায় পরম সন্তোষ॥ সৎকর্ম্মপ্রধান নাম, তাহার আশ্রয়ে। অন্য সৎকর্ম্মের সিদ্ধি হইবে নিশ্চয়ে॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—সর্ব্ববেদাধিক নাম ইহাতে সংশয়। যে করে তাহার কভু মঙ্গল না হয়॥ প্রণব কৃষ্ণের নাম যাহা হৈতে বেদ। জন্মিল ব্রহ্মার মুখে বুঝ তত্ত্বভেদ॥ ঋক-যজু-সামাথর্ব্ব সে কৈল পঠন। হরি হরি যার মুখে শুনি অনুক্ষণ॥ স্কান্দে—ঋক্-যজু-সামাথর্ব্ব পঠ কি কারণ। গোবিন্দ গোবিন্দ নাম করহ কীর্ত্তন॥ পাদ্মেঃ—বিষ্ণুর প্রত্যেক নাম সর্ব্ববেদাধিক। 'রাম' নাম জান সহস্র নামের অধিক॥ ব্রহ্মাণ্ডেঃ—সহস্র নাম তিনবার আবৃত্তি করিলে। যেই ফল হয় তাহা এক কৃষ্ণ নামে মিলে॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। এই নাম সর্ব্বক্ষণ ভক্ত সব কর হে॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ এই ষোল নামে সর্ব্বদিক্ বজায় রহিল হে। সর্ব্বফল সিদ্ধি লাভ এই ষোলনামে হইবে হে॥ স্কান্দেঃ—তীর্থযাত্রাপরিশ্রমে কিবা ফল হবে। 'হরে কৃষ্ণ' নিত্যগানে সব ফল পাবে॥ কিবা কুরুক্ষেত্র কাশী পুষ্কর ভ্রমণে। জিহ্বাগ্রেতে হরিনাম যাঁর ক্ষণে ক্ষণে॥ বামনেঃ—কোটি শত কোটি সহস্র তীর্থে যাহা নয়। হরিনামকীর্ত্তনেতে সেই ফল হয়॥ বিশ্বামিত্রসংহিতায়—কুরুক্ষেত্রে বসি' বিশ্বামিত্র ঋষি বলে। শুনিয়াছি বহুতীর্থ নাম ধরাতলে॥ হরিনামকীর্ত্তনের-কোটি অংশতুল্য। কোন তীর্থ নাহি এই বাক্য বহুমূল্য॥ লঘুভাগবতে—বেদাগম বহু শাস্ত্রে কিবা প্রয়োজন। কেন করে লোক বহুতীর্থাদি ভ্রমণ॥ আত্মমুক্তিবাঞ্ছা যার সেই সর্ব্বক্ষণ। গোবিন্দ গোবিন্দ বলি করুক কীর্ত্তন। সর্ব্বসৎকর্ম্মাধিক নাম জানহ নিশ্চয়। এই কথা বিশ্বাসিলে সর্ব্ব ধর্ম্ম হয়। সূর্য্য-উপরাগে কোটি কোটি গরুদান। প্রয়াগেতে কল্পবাস মাঘেতে বিধান॥ অযুত যজ্ঞাদি কর্ম্ম স্বর্ণমেরুদান। শতাংশেতে হরিনামের না হয় সমান॥ বৌধায়ন-সংহিতায়—ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম্ম বহু বহু কৃত হৈলে। তাথাপি সে সব ভবহেতু শাস্ত্রে বলে॥ হরিনাম অনায়াসে ভবমুক্তিধর। কর্ম্মফল নামের কাছে অকিঞ্চিৎকর॥ গারুড়—সাংখ্য অষ্টাঙ্গাদি যোগে কিবা আশা ধর। মুক্তি চাও, গোবিন্দ-কীর্ত্তন সদা কর॥ মুক্তিও সামান্য ফল নামের নিকটে। হেলায় করিলে নাম জীবের মুক্তি ঘটে॥ ভাঃ ৩য়—শ্বপচ হইলেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলি তারে। যাহার জিহ্বাগ্রে কৃষ্ণনাম নৃত্য করে। সর্ব্বতপ কৈল, সর্ব্বতীর্থে কৈল স্নান। সর্ব্ববেদ অধ্যয়নে আর্য্য মতিমান্॥ এই সব সাধনের বলে ভাগ্যবান্। রসনায় সদা করে হরিনাম গান॥ স্কান্দে—সর্ব্ব-অর্থ-দাতা হরিনাম মহামন্ত্র। ফুকারিয়া বলে যত বেদাগমতন্ত্র॥ হরিনামবলে সর্ব্ব-বড়্-বর্গদমন। রিপুনিগ্রহণ আর অধ্যাত্ম-সাধন॥ ভাঃ ১১শে—গুণজ্ঞ সারভুক্ আর্য্য কলিকে সম্মানে। সর্ব্বস্বার্থ লভি কলৌ

নামসংকীর্ত্তনে ॥ স্কান্দে—সর্ব্বশক্তিমান্ নাম কৃষ্ণের সমান। কৃষ্ণের সকল শক্তি নামে বর্ত্তমান ॥ দানব্রতস্তপস্তীর্থে ছিল যত শক্তি। দেবগণে কর্ম্মকাণ্ডে হইয়া বিভক্তি ॥ রাজসূয়ে অশ্বমেধে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে। সব আকর্ষিয়া কৃষ্ণ নিল আপন নামে ॥ ব্রহ্মাণ্ডে—দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব অর্থ শক্তি। যুক্ত সব নাম, তঁহি মধ্যে যাতে অনুরক্তি ॥ সেই নাম সর্ব্ব অর্থে যোজনা করিবে। সর্ব্ব অর্থ শক্তি হৈতে সকলই মিলিবে ॥ গীতায়—হৃষীকেশ-সংকীর্ত্তনে জগদানন্দিত। অনুরাগে হৃষ্টচিত্ত সর্ব্বদা সম্প্রীত ॥ দৈত্যরক্ষ ভীত হঞা পলাইয়া যায়। সিদ্ধসংঘ সদা প্রণমিত তাঁর পায় ॥ যেই কৃষ্ণ সেই নাম নামের প্রভাব। উপযুক্ত বটে তা'তে না থাকে অভাব ॥ বৃহন্নারদীয়ে—বর্ণাদি বিচার নাহি শ্রীনামকীর্ত্তনে। দীক্ষাপুরশ্চর্য্যা বিধি বাধা নাই গণে ॥ নারায়ণ জগন্নাথ বাসুদেব জনার্দ্দন। যার মুখে সদা শুনি পূজ্য গুরু সেই জন ॥ শয়নে স্বপনে আর চলিতে বসিতে। কৃষ্ণনাম করে যেই পূজ্য সর্ব্ব মতে ॥ নারায়ণব্যূহস্তবে :—স্ত্রী শূদ্র পুক্কশ যবনাদি কেন নয়। কৃষ্ণনাম গায় সেও গুরু পূজ্য হয় ॥ পাদ্মে—অন্যগতিশূন্য ভোগী পর-উপতাপী। ব্রহ্মচর্য্য জ্ঞানবৈরাগ্যহীন পাপী ॥ সর্ব্বধর্ম্মশূন্য নামজপী যদি হয়। তাহার যে সুগতি তাহা সর্ব্ব ধার্ম্মিকের নয় ॥ বিষ্ণুধর্ম্মে—হরিনামগ্রহণে দেশকালের নিয়ম নাই। উচ্ছিষ্ট অশৌচে বিধি নিষেধ না পাই ॥ স্কান্দে—কৃষ্ণ নাম সদা সর্ব্বত্র করহ কীর্ত্তন। অশৌচাদি নাহি মান নাম স্বতন্ত্র পাবন ॥ বৈষ্ণবচিন্তামণি—যজ্ঞে দানে স্নানে জপে আছে কালের নিয়ম। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কালাকালচিন্তা মহাভ্রম ॥ দেশ-কাল-নিয়মাদি নামে কভু নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তন সদা করহ সবাই ॥ ভাঃ—সংসারে নির্ব্বিণ্নচিত্ত অভয়পদ চায়। হেন যোগীর জন্য নাম একমাত্র উপায় ॥ স্কান্দে—হরিনাম বিনা আর সহজ মুক্তিদাতা। কেহ নাহি ত্রিজগতে, নামই জীবের ত্রাতা ॥ একবার মুখে বলে হরি দু'অক্ষর। সেইজন মোক্ষপ্রতি বদ্ধপরিকর ॥ পাদ্মে—জিতনিদ্র হঞা একবার নারায়ণ বলে। শুদ্ধ-চিত্ত হঞা সেই নির্ব্বাণপথে চলে ॥ ভাঃ—এ ঘোর সংসারে বলে বিবশে 'হরে হরে'। সদ্যোমুক্ত হয়, ভয় তারে ভয় করে ॥

ভাঃ ৩য় স্কন্দে—মৃত্যুকালে বিবশে যে করে উচ্চারণ। তাঁর অবতার নাম লীলা বিড়ম্বন ॥ বহুজন্মদুরিত সহসা ত্যাগ করি। যায় সে পরমপদে ভজে সেই হরি ॥ লিঙ্গপুরাণে—চলিতে বসিতে স্বপ্নে ভোজনে শয়নে। কলি-দমন কৃষ্ণোচ্চারে বাক্যের পূরণে ॥ হেলাতেও করি নাম নিজ স্বরূপ পাঞা। পরমপদ বৈকুণ্ঠে যায় নির্ভয় হইয়া ॥ বারাহে—যেন তেন প্রকারেতে লয় কৃষ্ণ-নাম। তাকে প্রীতি করে কৃষ্ণকরুণা নিদান ॥ মদ্যপানে ভূতাবিষ্ট বায়ু-পীড়া-চ্ছলে। হরিনামোচ্চারে মুক্তি তাঁর করতলে ॥ পাদ্মে—হরিনাম স্বতঃ পরমপুরুষার্থ হয়। উপেয়-মাঙ্গল্য-তত্ত্ব পরংধনময় ॥ জীবনের ফলবস্তু কাশীখণ্ডে বলে। পদ্মপুরাণেও তাহা কহে বহুস্থলে ॥ প্রভাস-খণ্ডে—সর্ব্ব মঙ্গলের হয় পরম মঙ্গল। চিত্তত্ত্ব-স্বরূপ সর্ব্ববেদবল্লীফল ॥ কৃষ্ণনাম লয় যেই শ্রদ্ধা বা হেলায়। নর-মাত্র ত্রাণ পায় সর্ব্ববেদে গায় ॥ বৈষ্ণবচিন্তামণি—ভক্তির প্রকার যত শাস্ত্রে দেখা যায়। তঁহি মধ্যে নামাশ্রয় শ্রেষ্ঠ বলি গায় ॥ কষ্টেতে অষ্টাঙ্গ যোগে বিষ্ণুস্মৃতি সাধে। ওষ্ঠস্পন্দনেই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তন বিরাজে ॥ দীক্ষা পূর্ব্বক অর্চ্চন যদি শতজন্ম করে। তাহার জিহ্বায় নিত্য হরিনাম স্ফুরে ॥ স্কান্দে—কলিকালে মহাভাগবত বলি তারে। কীর্ত্তনে যে হরিভজে এ ভব-সংসারে ॥ বৃহন্নারদীয়ে :—চিদাত্মক হরিনাম বারেক উচ্চারে। শিব-ব্রহ্মা-অনন্ত তার ফল কহিতে নারে। নামোচ্চারণমাহাত্ম্য অদ্ভুত বলি গায়। উচ্চারণমাত্রে নর পরমপদ পায় ॥ আদিপুরাণে—কৃষ্ণবলে "শুন অর্জ্জুন বলিব তোমায়। শ্রদ্ধায় হেলায় জীব মম নাম গায় ॥ সেই নাম মম হৃদি সদা বর্ত্তমান। নামসম ব্রত নাই, নামসম জ্ঞান ॥ নামসম ধ্যান নাই, নামসম ফল। নামসম ত্যাগ নাই, নামসম বল ॥ নামসম পুণ্য নাই, নামসম গতি। নামের শক্তি গানে বেদের নাহিক শকতি ॥ নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি। নামই পরমাশান্তি, নামই পরমা স্থিতি ॥ নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা মতি। নামই পরমা প্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি ॥ জীবের কারণ নাম, নামই জীবের প্রভু। পরম আরাধ্য নাম, নামই গুরু প্রভু ॥ বারাহে—

স্বপনে জাগ্রতে যেবা জল্পে কৃষ্ণনাম। কলিতে সে কৃষ্ণরূপী, কৃষ্ণের বিধান॥ নারসিংহে :—কৃষ্ণ বলি নিত্য স্মরে সংসার-সাগরে। জলোত্থিত পদ্ম যেন নরকে উদ্ধারে॥ প্রভাসখণ্ডে :—কৃষ্ণনাম সর্ব্বমুখ্য জীবের আশ্রয়। অশেষ পাপ হরে, সত্যপাপমুক্তিকর॥ "প্রভু বলে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস সকলের মূল। বিশ্বাস-অভাবে কেহ নাহি লভে ফল॥ প্রভু বলে অন্তর্য্যামী নাম ভগবান্। বিশ্বাসানুসারে ফল করেন প্রদান॥ নামের মহিমা পুর্ণ বিশ্বাস না করে। নামের ফল নাহি পায় নাম-অপরাধে মরে॥ অর্থবাদ করে ফলে বিশ্বাস ত্যজিয়া। ফল নাহি পায় থাকে নরকে পড়িয়া॥ ইতি॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত **শ্রীশিক্ষাষ্টক** :—নামসঙ্কীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ। সর্ব্ব-শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০) ১। "চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্। আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥" অর্থাৎ—চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন॥ শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপ্রভুর ব্যাখ্যা—সঙ্কীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন। চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম। কৃষ্ণপ্রেমোদ্গাম, প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্যাখ্যা :—পীতবরণ কলিপাবন গোরা। গাওয়ই ঐছন ভাববিভোরা॥ চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥ হেলা-ভবদাব-নির্ব্বাপণবৃত্তি। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি॥ শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধু জ্যোৎস্নাপ্রকাশ। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তি-বিলাস॥ বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূ-জীবনরূপ। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ॥ আনন্দপয়োনিধি-বর্দ্ধনকীর্ত্তি। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয় প্লাবন মূর্ত্তি॥ পদে পদে পীযুষস্বাদপ্রদাতা। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা॥ ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপনবিধান। কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমনিদান॥

২। উঠিল বিষাদ, দৈন্য, পড়ে আপন-শ্লোক। যাহার অর্থ শুনি' সব যায় দুঃখ-শোক॥ (চৈঃ চঃ অঃ ২০।১৫)॥ নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ। অর্থাৎ—হে ভগবন্ তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এই জন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না। চরিতামৃতে ব্যাখ্যা—অনেক-লোকের বাঞ্ছা—অনেক-প্রকার। কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার॥ খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল, দেশ, নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ "সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ। আমার দুর্দ্দৈব,—নামে নাহি অনুরাগ॥ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ব্যাখ্যা :—তুঁহু দয়ার সাগর তারয়িতে প্রাণী। নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি'॥ সকল শকতি দেই নামে তোহারা। গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা।। শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা। বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা। তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা। অতিশয় মন্দ, নাথ, ভাগ হামারা॥ নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর। ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর॥

৩। যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়। তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ-রামরায়॥ (চরিতামৃত অঃ ২০।২০)।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ ৩॥ অর্থাৎ—যিনি তৃণাপেক্ষা অপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপরলোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী॥ চরিতামৃত :—উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম। দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥ বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়॥

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন। ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥ এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়। শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥ ৩ ॥ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ব্যাখ্যা—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার। পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার ॥ তৃণাধিক হীন, দীন, অকিঞ্চন ছার। আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার ॥ বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন। প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন ॥ জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে। পর-উপকারে নিজ-সুখ পাসরিবে ॥ হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়। প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয় ॥ কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা। করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা ॥ দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন। চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন ॥ ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভু-পায়। হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায় ॥ ৩ ॥

৪। কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা। 'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥ প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ। সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'। (চরিতামৃত অঃ ২০।২৭-২৮)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৪ ॥ অর্থাৎ—হে জগদীশ ; আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না ; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক ॥ ৪ ॥ চরিতামৃত—"ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী। 'শুদ্ধ ভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি' ॥" ৪ ॥ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্যাখ্যা—প্রভু! তব পদযুগে মোর নিবেদন। নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন ॥ নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি। না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ॥ নিজকর্ম্মগুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই। জন্মে জন্মে যেন তব নাম-গুণ গাই ॥ এই মাত্র আশা মম তোমার চরণে। অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥ বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥ বিপদে সম্পদে থাকুক তাহা সমভাবে ॥ দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে ॥ পশুপক্ষী হ'য়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে। তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে ॥ ৩৪ ॥

৫। অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান। আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান। (চরিতামৃত অঃ ২০।৩১।) "অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ। কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৫ ॥" অর্থাৎ—ওহে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য-কিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্ম-বিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলীসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর ॥ চরিতামৃত—'তোমার নিত্য দাস মুঁই, তোমা পাসরিয়া। পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়া বদ্ধ হঞা ॥ কৃপা করি' কর মোরে পদধূলী-সম। তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন ॥ ৫ ॥ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের ব্যাখ্যা—অনাদি করম-ফলে, পড়ি'-ভবার্ণব-জলে, তরিবারে না দেখি উপায়। এ বিষয়-হলাহলে, দিবানিশি হিয়া-জ্বলে, মন কভু সুখ নাহি পায় ॥ আশা-পাশ শত-শত, ক্লেশ দেয় অবিরত, প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা। কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়, অবসান হৈল আসি' বেলা ॥ জ্ঞান-কর্ম্ম—ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,' অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে। এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু, কৃপা করি' তোল মোরে বলে ॥ পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্ম-ধূলি করি', দেহ' ভক্তিবিনোদে আশ্রয়। আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ, বদ্ধ হ'য়ে আছি, দয়াময় ॥ ৫ ॥

৬। পুনঃ অতি-উৎকণ্ঠা, দৈন্য হইল উদ্গম। কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগে প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ (চরিতামৃত অঃ ২০।৩৫)। "নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥ অর্থাৎ—হে নাথ, তোমার নামগ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হইবে? বাক্য নিঃসরণ-সময়ে বদনে গদ্গদ্ স্বর বাহির হইবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকিত হইবে?" চরিতামৃত—"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন! 'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন!" শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুরের ব্যাখ্যা—অপরাধ-ফলে

মম, চিত্ত ভেল বজ্রসম, তুয়া নামে না লভে বিকার। হতাশ হইয়ে, হরি, তব নাম উচ্চ করি', বড় দুঃখে ডাকি বারবার ॥ দীন দয়াময় করুণা-নিদান। ভাববিন্দু দেই' রাখহ পরাণ ॥ কবে তব নাম-উচ্চারণে মোর। নয়নে ঝরব দর দর লোর ॥ গদ্‌গদ্-স্বর কণ্ঠে উপজব। মুখে বোল আধ আধ বাহিরাব ॥ পুলকে ভরব শরীর হামার। স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হবে বার বার ॥ বিবর্ণ শরীরে হারাওব জ্ঞান। নাম সমাশ্রয়ে ধরবু পরাণ ॥ মিলব হামার কিএ ঐছে দিন। রোয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন ॥ ৬ ॥

৭। রসান্তরাবেশে হইল বিয়োগ-স্ফুরণ। উদ্বেগ, বিষাদ, দৈন্যে করে প্রলাপন ॥ (চরিতামৃত অঃ ২০।৩৮)। "যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্। শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥ ৭ ॥" অর্থাৎ—হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার 'নিমেষ'-সকল 'যুগ'বৎ বোধ হইতেছে; চক্ষু হইতে বর্ষার ন্যায় জল পড়িতেছে; সমস্ত জগৎ শূন্যপ্রায় বোধ হইতেছে! চরিতামৃত—উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ', হৈল 'যুগ'সম! বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন! গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন! তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥ কৃষ্ণ উদাসীন হইলা করিতে পরীক্ষণ। সখী সব কহে,—'কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ'! এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়। স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয় ॥ ৭ ॥ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্লোক ব্যাখ্যা—গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল। কৃষ্ণ নিত্যদাস মুক্তি হৃদয়ে স্ফুরিল ॥ জানিলাম মায়াপাশে এ জড়-জগতে। গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানামতে ॥ আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল। কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি—এ চিন্তা বিশাল ॥ কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়। বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয় ॥ নিমেষ হইল মোর শতযুগ-সম। গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম ॥ শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে, পরাণ উদাস হয়। কি করি, কি করি, স্থির নাহি হয়, জীবন নাহিক রয় ॥ ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ, দেখাও শ্রীরাধানাথে। ভকতিবিনোদ-মিনতি মানিয়া, লওহে তাহারে সাথে ॥ (অধিকারভেদে সপ্তম গীত)—শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ আর সহিতে না পারি। পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি ॥ গাইতে 'গোবিন্দ'-নাম, উপজিল ভাবগ্রাম, দেখিলাম যমুনার কুলে। বৃষভানুসুতা-সঙ্গে শ্যাম নটবর রঙ্গে, বাঁশরী বাজায় নীপমূলে ॥ দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন, জ্ঞানহারা হইলু তখন। কতক্ষণ নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হইল মানি, আর নাহি ভেল দরশন ॥ সখি গো, কেমনে ধরিব পরাণ। নিমেষ হইল যুগের সমান ॥ শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়, শূন্য ভেল ধরা তল। গোবিন্দ-বিরহে প্রাণ নাহি রহে, কেমনে বাঁচিব বল ॥ ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া, পুনঃ নামাশ্রয় করি'। ডাকে রাধানাথ, দিয়া দরশন, প্রাণ রাখ, নহে মরি ॥ ৭ ॥

৮। হর্ষ, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয়। এতভাব এক-ঠাঞি করিল উদয় ॥ এতভাবে রাধার মন অস্থির হৈল। সখীগণ-আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িলা ॥ সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিলা। শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনে হইলা ॥ "আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা। যথা তথা বা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥ ৮ ॥" অর্থাৎ—এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্ব্বক পেষণ করুন, অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মাহতাই করুন, তিনি—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেরূপেই বিধান করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নন, আমারই প্রাণনাথ ॥ ৮ ॥ চরিতামৃত—"আমি—কৃষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো—রসসুখ-রাশি, আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ। কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনুমন, তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥ সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়। কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, মোর প্রাণেশ্বর—কৃষ্ণ, অন্য নয় ॥ ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন, মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া। তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া, সেই নারীগণে দেখাঞা ॥ কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট, অন্য নারীগণ করি' সাথ। মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া, তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥ না গণি আপন-দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর

সুখ—আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য্য॥ যে নারীরে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তা'র রূপে সতৃষ্ণ, তারে না পাঞা হয় দুঃখী। মুই তার পায়ে পড়ি', লঞা যাঙ হাতে ধরি', ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী॥ কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ, সুখ পায় তাড়ন-ভর্ৎসনে। যথাযোগ্য করে মান, কৃষ্ণ তাতে সুখ পান, ছাড়ে মান অল্প-সাধনে॥ সেই নারী জীয়ে কেনে, কৃষ্ণ-মর্ম্ম নাহি জানে, তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ। নিজ-সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ, কৃষ্ণের মাত্র চাহিয়ে সন্তোষ॥ যে গোপী মোর করে দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে, কৃষ্ণ যা'রে করে অভিলাষ। মুই তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা, তবে মোর সুখের উল্লাস॥ কুষ্ঠী-বিপ্রের রমণী, পতিব্রতা শিরোমণি, পতি লাগি' কৈল বেশ্যার সেবা। স্তম্ভিল সূর্য্যের গতি, জীয়াইল মৃত পতি, তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন-দেবা॥ "কৃষ্ণ—মোর জীবন, কৃষ্ণ—মোর প্রাণধন, কৃষ্ণ—মোর প্রাণের পরাণ। হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি' সুখী করোঁ, এই মোর সদা-রহে ধ্যান॥ মোর সুখ-সেবনে, কৃষ্ণের সুখ—সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান॥ কৃষ্ণ মোরে 'কান্তা' করি,' কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরি', মোর হয় 'দাসী'-অভিমান॥ কান্ত-সেবা-সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর, তাতে সাক্ষী—লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারায়ণ-হৃদি স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে 'দাসী-'অভিমানী॥ এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেম-লক্ষণ, আস্বাদয়ে শ্রীগৌর-রায়। ভাবে মন নহে স্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর, মন-দেহ ধারণ না যায়॥ ব্রজেশ্বর-শুদ্ধপ্রেম,—যেন জাম্বূনদ হেম, আত্ম-সুখের যাঁহা নাহি গন্ধ। স্ব-প্রেম জানা'তে লোকে, প্রভু কৈলা এই শ্লোকে, পদ কৈলা অর্থের নির্ব্বন্ধ॥ এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা। প্রলাপ করিলা কিছু শ্লোক পড়িয়া॥ পূর্ব্বে অষ্ট-শ্লোক করি' লোকে-শিক্ষা দিলা। সেই অষ্ট-শ্লোক আপনে আস্বাদিলা॥ প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-শ্লোক যেই পড়ে, শুনে। কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে-দিনে॥" ৮ম শ্লোকের শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ব্যাখ্যা:—"বন্ধুগণ! শুনহ বচন মোর। ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন, দেখা দেয় চিত্ত-চোর॥ বিচক্ষণ করি' দেখিতে চাহিলে, হয় আঁখি-অগোচর। পুনঃ নাহি দেখি' কাঁদয়ে পরাণ, দুঃখের না থাকে ওর॥ জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ। যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ॥ দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে, বলে মোরে প্রণয়-বচন। পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া, প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন॥ যাহে তাঁ'র সুখ হয়, সেই সুখ মম। নিজ-সুখে-দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম॥ ভকতিবিনোদ, সংযোগে, বিয়োগে, তাহে জানে প্রাণেশ্বর। তাঁ'র সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ, সে কভু না হয় পর॥ "অধিকারি ভেদে"—যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত, বৃন্দারণ্যে কদম্ব-কাননে। রাধা-সহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী, প্রাণ মোর তাঁহার চরণে॥ সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন। পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ॥ কভু কৃপা করি', মম হস্ত ধরি,' মধুর বচন বলে। তাম্বুল লইয়া, খায় দুই জনে, মালা লয় কুতুহলে॥ অদর্শন হয় কখন কি ছলে। না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে॥ যেখানে সেখানে, থাকুক দু'জনে, আমি ত চরণ-দাসী। মিলনে আনন্দ, বিরহে যাতনা, সকল সমান বাসি॥ রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে। মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দু'জনে॥ ভকতিবিনোদ, আর নাহি জানে, পড়ি' নিজ সখী-পায়। রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত, যুগলচরণ চায়॥

নামভজনপ্রণালী—বহু ভাগ্যক্রমে জীবের শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী শ্রদ্ধার উদয় হইলেও প্রথমে বিষয় চেষ্টা-রূপ প্রতিবন্ধক থাকে। তাহা অতিক্রম করিয়া নামবল লাভ করিবার জন্য একটী সাধনক্রম শ্রীগুরুদেব দিয়া থাকেন। সংখ্যা করিয়া তুলসীর মালায় নামস্মরণ বা কীর্ত্তনই সেই উপাসনা-ক্রমই সকল লাভের মূল। সুতরাং প্রথমে অত্যল্প কাল নির্জ্জনে একাগ্র হইয়া নাম করিবে। ক্রমে নামসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামানুশীলনের নৈরন্তর্য্য এবং বিষয় প্রতিবন্ধকের ক্ষয় অবশ্য হইবে। ভক্তিসাধনে দুই প্রকার প্রবৃত্তি আছে। একটী অর্চ্চন-প্রবৃত্তি একটি স্মরণ-কীর্ত্তন-প্রবৃত্তি। উভয়ই সমীচীন হইলেও স্মরণ কীর্ত্তন প্রবৃত্তিই ঐকান্তিক ভক্তদিগের মধ্যে প্রবলা। অনেক মহাজনগণ নাম-মালাতেই কিয়ৎ পরিমাণে স্মরণ ও কিয়ৎ পরিমাণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কীর্ত্তনের বিশেষ লাভ এই যে তাহাতে

শ্রবণ স্মরণ ও কীর্ত্তন এই তিন অঙ্গেরই অনুশীলন হইতে থাকে। নামে নবধা ভক্তি আশ্রয় করিয়া থাকিলেও কীর্ত্তন-স্মৃতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সাধনক্রম যথা—অন্তর্ম্মুখ ভক্তমহাশয় প্রথমে দশ অপরাধ ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল নামস্মরণ ও কীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য সাধন করিবেন। স্পষ্ট স্পষ্ট নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক স্মরণকীর্ত্তন করিবেন। নাম স্পষ্ট স্থির ও সুখকর হইলে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ ধ্যান করিবেন। হস্তে মালা সংখ্যা মনে বা মুখে কৃষ্ণনামানুসন্ধান করিতে করিতে নামার্থ যেরূপ তাহা চিন্ময়নে দর্শন করিতে থাকিবেন। অথবা শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে বসিয়া রূপ দর্শন ও নাম স্মরণাদি করিবেন। নামের সহিত রূপ একত্ব প্রাপ্ত হইলেও কৃষ্ণগুণ সকল স্মরণে আনিতে অভ্যাস করিবেন। নামরূপ ও গুণ একত্র অভ্যস্ত হইলে প্রথমে মন্ত্রধ্যানময়ী লীলার স্মরণ করিয়া তাহার নামরূপগুণের সহিত ঐক্য করিয়া লইবেন। স্মৃতিকালে যোগপীঠে কল্পতরুতলে গোপ-গোপীবৃত শ্রীকৃষ্ণকে কুতুহলে স্মরণ করিতে হইবে। এই সময়েই নাম-রসের উদয় হয়। মন্ত্রধ্যানময়ী ভাবনা দৃঢ়া হইলে স্বারসিকী অষ্টকাল লীলা ধ্যান করিতে করিতে সম্পূর্ণ রসোদয় হইবে। এই সাধনের আরম্ভকালে সাধক প্রায় কনিষ্ঠভাব প্রাপ্ত। অনতিবিলম্বেই সাধক উত্তম সাধুসঙ্গে মধ্যম ভক্ত হইয়া অবশেষে উত্তম ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন। কনিষ্ঠাবস্থায় কিছুদিন নামাভ্যাস হয়। নামাভ্যাসে অনর্থ দূর হইলেই শুদ্ধ নামাধিকার ও বৈষ্ণব সেবাধিকার হয়।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার রসপঞ্চকের মধ্যে শৃঙ্গাররসই চরম রস। এই রসের অধিকারীগণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমানুগৃহীত। এই রসে কৃষ্ণের অনেক যূথেশ্বরী থাকিলেও শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী সকলের প্রার্থনীয়া। তিনি সাক্ষাৎ স্বরূপশক্তি এবং অন্য সমস্ত ব্রজাঙ্গনাই তাঁহার রসকায়ব্যূহ। শ্রীমতীর যূথের মধ্যে গণিত হওয়াই রসিকমাত্রের প্রয়োজন। গোপী আনুগত্য বিনা ব্রজে কৃষ্ণ সেবা লাভ হয় না। সুতরাং শ্রীমতীর যূথে ললিতাদির গণে প্রবিষ্ট হওয়াই প্রয়োজন। এই প্রণালীতে রসসাধনে প্রবৃত্ত হইলে সাধন ও ভজন সিদ্ধি পরস্পর অতি সন্নিকট হইয়া পড়ে। অত্যল্পদিনের মধ্যেই স্বরূপসিদ্ধি উদয় হয়। যূথেশ্বরীর কৃপায় কৃষ্ণেচ্ছা সহজে হয়। তাহা হইলেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা নিবন্ধন যে মায়িক লিঙ্গ দেহ তাহা অনায়াসেই নষ্ট হয় এবং জীব বিশুদ্ধ বস্তু স্বরূপে ব্রজে বাস করেন। ব্রজের উজ্জ্বলরস সাধিতে যাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তিনি ব্রজের গোপীর আনুগত্য স্বীকার অবশ্য করিবেন। জীব পুরুষভাবে শৃঙ্গাররসের অধিকারী হন না। ব্রজগোপী স্বরূপ লাভ করিলে কৃষ্ণ ভজন হয়। একাদশপ্রকার ভাবগ্রহণ করিলে ব্রজগোপীত্ব লাভ হয়। ১ সম্বন্ধ, ২ বয়স, ৩ নাম, ৪ রূপ, ৫ যূথ-প্রবেশ, ৬ বেশ, ৭ আজ্ঞা, ৮ বাসস্থান, ৯ সেবা, ১০ পরাকাষ্ঠা, ১১ পাল্যদাসীভাব। সাধক, জগতে যে আকারে থাকুন না কেন, হৃদয়ে এই একাদশটি ভাবগ্রহণ পূর্ব্বক ভজন করিবেন।

এই প্রকার সিদ্ধি কিরূপ সহজ হইল তাহা বলিতেছেন। জীব শুদ্ধ চিৎকণ, জীবের চিৎস্বরূপগত একটী সিদ্ধ চিদ্দেহ আছে। সেই নিজ সিদ্ধসত্ত্ব ভুলিয়া মায়াবদ্ধ কৃষ্ণাপরাধী জীব জড়াভিমানে ঔপাধিক জড়দেহে মত্ত হইয়া আছেন। শুদ্ধগুরুকৃপায় জানিতে পারিলে স্বীয় সিদ্ধ পরিচয় লাভই পরম সহজ বস্তু। এইস্থল হইতে স্বীয় সিদ্ধ স্বরূপ লাভের ক্রম লিখিত হইতেছে। বদ্ধজীবের ভক্তিসাধনেই সেই ক্রম আছে। তন্মধ্যে একটী বৈধক্রম, একটী রাগানুগ সাধ্যক্রম। উক্ত ক্রমদ্বয় প্রথমে পৃথক্ রূপে প্রতীত হয় কিন্তু ভাবাপন্নে সেই পার্থক্য আর থাকে না। শাস্ত্র-বিধিশাসনে বৈধ ক্রমের উদয় হয়। ব্রজজনের ক্রিয়ায় লোভ হইতে রাগানুগক্রমের উদয়; সুতরাং প্রথম ক্রমটি সাধারণ এবং শেষোক্ত ক্রমটি বিরল। (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

মহামন্ত্র গ্রহণ বিধি:—বদ্ধজীবসমূহ কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়া নিজেন্দ্রিয়তোষণ করিতে উদ্‌গ্রীব থাকে। তাহাদের বাক্যাবলী ইন্দ্রিয়-তোষণোপযোগি-জড়বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ায় আবদ্ধ। সুতরাং নাম-রূপ-গুণ-লীলাত্মক কৃষ্ণকথা শুনিবার সুযোগ না হওয়ায় তাহারা ইতর-বিষয় তৎপর বাগ্‌বৈখরীতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর 'জীবমাত্রেরই কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি উন্মেষিত করিবার জন্য কৃষ্ণেতর নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতি প্রজল্প করিতে নিষেধ করিয়া সর্ব্বদা হরি-সঙ্কীর্ত্তনেরই উপদেশ দিলেন। হরিকথার কীর্ত্তন খর্ব্ব হইলে জীবের বিষয়কথা-কীর্ত্তনই প্রবল হয়। উহাতে অমঙ্গলই ঘটে। শ্রীগৌরসুন্দর তাহাদের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া সহর্ষে শ্রবণ করিবার উপদেশ দিলেন। যাঁহারা বাধ্য হইয়া শ্রীনাম শ্রবণ করেন, তাঁহাদের তত উৎসাহ লক্ষিত হয় না। তজ্জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে কীর্ত্তিত কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ বা শ্রবণোপদেশ। সেবাবিমুখ জীব সর্ব্বদা অসৎপরামর্শক্রমে অসৎসঙ্গদোষে জর্জ্জরিত থাকায় ভগবৎকথা-শ্রবণে স্বভাবতঃ বিরত থাকে।

জড়ভোগচিন্তা হইতে বিরত হইবার প্রক্রিয়াকে 'মন্ত্র' বলে। শব্দমুখে উপদেশই ভোগ বা ত্যাগের চিন্তা হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়। উচ্চারিত শব্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিষয়াসক্ত মনকে নিয়ন্ত্রিত করিলেই মন্ত্র-সিদ্ধি হয়। ব্যক্তিবিশেষের মন অপরের মন হইতে পৃথক; সেজন্য মনন-ক্রিয়া এক ব্যক্তি দ্বারাই সম্পাদ্য। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ যে 'হরি' শব্দ কীর্ত্তন করেন, তাহাকে 'মন্ত্র' বলে।

মহামন্ত্র-সাধনে বহুব্যক্তি একযোগে সাধন করিতে পারেন। সাধনোপযোগী অনুকূল পরামর্শ-সমূহ অনেকেই দিতে পারেন; এজন্য শিক্ষা-গুরুর বহুত্ব স্বীকৃত ও মন্ত্রদীক্ষাগুরুর একত্ব সিদ্ধ। মহামন্ত্র ও মন্ত্রের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত-শুদ্ধি-ফলে সকল ইন্দ্রিয় নশ্বর-বিষয়-প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া অজস্র ভাবে নিত্যত্বের উপলব্ধি করে। তখন আর তাহার হেয় অনুপাদেয় বিচার প্রবল হইতে পারে না। যিনি এই সকল কথা সানন্দে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাঁহার পক্ষে নিরানন্দে অবস্থান করাই যোগ্যতা।

'মন্ত্র' নামাত্মক হইলেও তাহাতে চতুর্থ্যন্ত পদ প্রযুক্ত থাকায় সম্প্রদান-সম্বন্ধে আত্মসমর্পণেরই কথা ব্যক্ত হয়। মহামন্ত্রে সকল পদই সম্বোধনের পদ; তাহাতে মন্ত্রের ন্যায় চতুর্থ্যন্ত পদ নাই। স্মার্ত্তগণ মহামন্ত্রকে 'তারক-ব্রহ্মনামে' অভিহিত করেন। স্মার্ত্তগণ সকলেই ন্যূনাধিক নির্ব্বিশেষবাদী; সুতরাং ভোগাবসানে নির্ব্বিশিষ্ট ত্যাগেরই পক্ষপাত-যুক্ত ধর্ম্মে অবস্থিত। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর কবল হইতে মুক্ত পুরুষগণ কামনা-বর্জ্জিত। অপস্বার্থ কামের বশবর্ত্তী হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ভোগী এবং কতিপয় ব্যক্তি ভোগপরিহারেচ্ছাযুক্ত মুমুক্ষু হইয়া স্বীয় অবস্থা মোচনের জন্য মুক্তির প্রয়াসী। এইরূপ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মহামন্ত্র গ্রহণ করিলে তুচ্ছ ফলাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া পড়ে। 'হরি' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' এবং 'হরা' শব্দের সম্বোধনেও ঐ 'হরে' পদই নিষ্পন্ন হয়। স্বয়ংরূপ 'কৃষ্ণ' ও সর্ব্বশক্তিমান স্বয়ং-প্রকাশ 'রাম' এবং 'হরি' শব্দ কামনারহিত জিহ্বায় উচ্চারিত হইলে চতুর্দ্দশভুবন, বিরজা-নদী, ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে অবস্থান করিয়া সেবা করা সম্ভব হয় না। পরব্যোমেই সেবার আরম্ভ সম্ভাবনা আছে। কৃষ্ণের স্বয়ং-প্রকাশতত্ত্বে বা তাঁহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রকাশ-বিলাস-বিশেষে রসের উৎকর্ষ বিচার করিতে গেলে অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি কৃষ্ণেই সর্ব্বরসের পূর্ণাভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। সুতরাং রসের উৎকর্ষ-বিচার করিয়া আংশিক রসবিগ্রহের অধিষ্ঠান প্রকাশ-বিলাস-সমূহে সর্ব্বরসাপ্তির সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য তাঁহারা ন্যূনাধিক স্বয়ংরূপেরই নিজ-নিজ অংশ প্রকাশ-দ্বারা সেবা করিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তির উপলব্ধি ঘটিলে সম্বোধনের পদে 'আত্মারাম'-মাত্র উপলব্ধি করিবার পরিবর্ত্তে "রাধারমণের" সেবা-প্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়।

মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরেই সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনীয়; উহা আদৌ জপ্য নহেন,--এরূপ বিচার কাহারও চিত্তে উদিত না হয়, তজ্জন্য মহামন্ত্র 'জপ' করিবারও উপদেশ লিখিত হইয়াছে। 'নির্ব্বন্ধ'-শব্দে বিধিমতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণকেই লক্ষ্য করে। মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ্য নহেন, আবার অজপ্যও নহেন। মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবার উপদেশ থাকায় কেবল অনির্ব্বন্ধ কীর্ত্তনীয় নহেন; আবার নামমন্ত্রে সম্বোধনের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদ প্রয়োগ করিয়া কীর্ত্তন করিবার বিধিও উপেক্ষিত হয় নাই। 'সর্ব্বক্ষণ বল'—এই পদের দ্বারা কেবল মাত্র জপ্যতার বিচার নিরাশ করা হইয়াছে।

মন্ত্রাধিকার-নির্ণয়ে অনেকগুলি বিধি পালন করিতে হয়; কিন্তু মহামন্ত্রের সর্ব্বক্ষণ উচ্চারণ বা 'উপাংশু'-জপে সেই সকল বিধি পালন না করিয়াও সকলেরই সর্ব্বসিদ্ধি ঘটে; অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের লাভ রূপ ভুক্তি-সিদ্ধি, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপা মুক্তি-সিদ্ধি এবং উভয়ের ধিক্কারী; ভগবৎপ্রেম-সিদ্ধি—সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবারই যোগ্যতা হয়। মন্ত্রে কালাকালের বিচার আছে কিন্তু মহামন্ত্রে কালাকালের, যোগ্যাযোগ্যের অথবা স্থানাস্থানের বিচার নাই। তাই বলিয়া কাল্পনিক মন্ত্র-নামাদির জপে কোন প্রকার সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তাদৃশ শব্দগুলি অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিজাত। বীজ-পুটিত চতুর্থ্যন্ত-পদ-প্রযুক্তমন্ত্র বা প্রণব পুটিত চতুর্থ্যন্ত মন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে; পরন্তু 'নাম' বা সম্বোধন-পদযুক্ত নাম বা বীজ প্রণব-রহিত চতুর্থ্যন্ত পদ-প্রযুক্ত 'নমঃ'-শব্দযুক্ত মন্ত্রও সঙ্কীর্ত্তনীয় যথা—"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ'—এই পদ সঙ্কীর্ত্তনীয়। সঙ্কীর্ত্তনের মধ্যে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র ও চতুর্থ্যন্ত পদযুক্ত 'নমঃ'-শব্দযুক্ত সম্বোধনের সহিত মন্ত্রের প্রাপ্তিতে সকলের উল্লাস হইল। বহির্ম্মুখ স্মার্ত্তগণের বিচারে—স্বাহা-প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্রের আদান-প্রদানে অমঙ্গলের কথা বিহিত আছে, কিন্তু মহামন্ত্র-যোগে বা সম্বোধন-পদ-যোগে মন্ত্রের কীর্ত্তন সর্ব্ববাদি-সম্মত; তিনি প্রণব ও বীজপুটিত নহেন।

যাঁহাদের মন নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা প্রভুর নাম-মন্ত্রোপদেশ লাভ করিয়া ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে কৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে উপাংশু জপাদি করিতে থাকেন। (ভাঃ ২।৮।৪) "শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিতং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ নাতি-দীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥" শতশত জন্ম মন্ত্রের-দ্বারা অর্চ্চন করিবার ফলে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের যোগ্যতার উদয় হয়। সেরূপ যোগ্যতা লাভ করিলেই ধ্যানাদির সম্ভাবনা; নতুবা কৃত্রিম-ধ্যানাদির নিষেধের জন্যই কথিত শ্লোকের উপদেশ বিহিত হইয়াছে। (চৈঃ ভাঃ গৌড়ীয়-ভাষ্য মধ্য ১৩।)

মহাপ্রভুর আদেশে "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—এস্থলে "কীর্ত্তন"—শব্দে শ্রীরূপপ্রভু (ভঃ রঃ সিঃ) বলিয়াছেন—"উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্"—উচ্চৈঃস্বরে কথন বা উচ্চারণের নামই "কীর্ত্তন"। 'সদা' শব্দ দ্বারা স্থান পাত্র বা কালভেদ রহিত হইয়াছে। সুতরাং সকল সময়েই সর্ব্বভাবে 'হরিনাম' মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়। কোন কোন ভক্তবিটল অজ্ঞব্যক্তি বলেন যে, স্বীকার করিলাম না হয় মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়, কিন্তু উহা কেবল সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তনযোগ্য। খোল করতালের সহিত কীর্ত্তনীয় নহে। ঐ সকল ব্যক্তির এরূপ কুতর্ক উঠাইবার কারণ আর কিছুই নহে, কোন ছলে ভুবনমঙ্গল তারকব্রহ্ম নামের কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করা। ঐরূপ বুদ্ধি 'নামে' ভেদবুদ্ধি হইতেই উত্থিত। গোস্বামী শাস্ত্রের বহুস্থানে অগ্নিপুরাণোক্ত এই বাক্যটি আমরা দেখিতে পাই,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ॥—এই মহামন্ত্র যাঁহারা অবহেলাপূর্ব্বকও উচ্চারণ করেন, তাহারা কৃতার্থ হ'ন—ইহাতে কোন সংশয় নাই। 'রটনা'—শব্দের অর্থ ঘোষণা অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রচার। 'হেলয়া'—শব্দের দ্বারা সংখ্যাদি নির্ব্বন্ধ না থাকিলেও—ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং হরিনাম মহামন্ত্র খোল করতালের সহিত কীর্ত্তন, সংখ্যা বা নির্ব্বন্ধের সহিত কীর্ত্তন, মানসিক জপ বা উপাংশু জপ—সর্ব্বতোভাবেই নিরন্তর সেবিত।* * * অতএব সকল সময় সর্ব্বতোভাবে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম নামকীর্ত্তন ব্যতীত আর মঙ্গলের দ্বিতীয় পন্থা নাই। সকলে সদ্গুরুর আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতে করিতে বলুন অথবা মৃদঙ্গ করতাল সহযোগে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মহামন্ত্র বলুন।

ভক্তগণ নাম সাধকালে রুচি লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে কি না জানিবার জন্য সংখ্যা রাখিয়া কীর্ত্তন করেন। যখন নাম প্রভু ভক্তে উদিত হন, তখন সর্ব্বশক্তিমান স্বরাট লীলাপুরুষোত্তম অভিন্ন নামী তাঁহার অহৈতুক ও অপ্রতিহতা শক্তি প্রকট করেন। তাহাতে বিধি বাধ্যতাদি কোন প্রকারের অধীনতার মধ্যে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা শ্রীনাম প্রভুর অসমোর্দ্ধ সর্ব্বশক্তিমত্তাকে খর্ব্ব করিবার জন্য অপরাধ ও পতন ব্যতীত আর কিছু নহে। কৃষ্ণ-নাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়, সেই মোর সুখের সম্বল বিচার অবলম্বনীয়।

মহামন্ত্রের অর্থ

'হরি', 'কৃষ্ণ' ; 'রাম' এই নামত্রয়যুক্ত মহামন্ত্রে সম্বোধনময় তিনটী নাম আছে। তাহার 'মাধুর্য্যময়ী' ব্যাখ্যা যথা—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া অবিদ্যা হরণ করতঃ অজ্ঞানের কার্য্যগুলি বিনাশ করেন, এইজন্য তিনি 'হরি' নামে খ্যাত। একমাত্র আনন্দস্বরূপ, গোকুলের আনন্দপ্রদ কমললোচন নন্দনন্দন শ্রীশ্যামসুন্দরই' 'কৃষ্ণ'-নামে কথিত। লীলার মূর্ত্তবিগ্রহ বা অধিদেব রসিকচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ সতত শ্রীরাধিকাকে রমণ করাইতেছেন অর্থাৎ শ্রীরাধাকে আনন্দিত করিতেছেন বলিয়া তিনি 'রাম' নামে অভিহিত।

ঐশ্বর্য্যময়ী ব্যাখ্যা,—স্মরণকারী ভক্তগণের শতজন্মকৃত যাবতীয় তাপ ও পাপ হরণ করেন বলিয়া তিনি 'হরি'। 'কৃষ্' ধাতুর আকর্ষক সত্তাবাচক ও 'ণ' শব্দ নির্বৃত্তি অর্থাৎ সুখবাচক ; এই উভয়ের ঐক্যে আনন্দস্বরূপ আকর্ষক পরব্রহ্মই 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত। যোগিগণ চিন্ময়, অনন্ত, সত্যানন্দস্বরূপ পরতত্ত্বে রমণ অর্থাৎ আনন্দলাভ করেন বলিয়া সেই পরব্রহ্ম 'রাম' নামে কথিত। "যুগলস্মরণময়ী ব্যাখ্যা" যথা—কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা কৃষ্ণের চিত্ত হরণ করেন, এইজন্য শ্রীরাধা 'হরা' নামে কথিত হন। হরার সম্বোধনে 'হরে' পদ হয়। ব্রজ-রমণীগণের লজ্জা, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য ও মান দূরীভূত করিয়া বেণুরবে তাঁহাদিগকে গৃহ হইতে আকর্ষণ করেন বলিয়া সেই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন হরি 'কৃষ্ণ'-নামে অভিহিত হন। তিনি স্বীয় রূপলাবণ্যে ব্রজরমণীগণের মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা আনন্দিত করেন, সেই হেতু 'রাম'-নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুকৃত মহামন্ত্রের ব্যাখ্যা

১। হরেঃ—শ্রীরাধা নিজ অসমোর্দ্ধ প্রেমের দ্বারা সর্ব্বচিত্তহারী শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত হরণ করেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম 'হরা'। হরার সম্বোধনে 'হরে, পদ হয়।

২। কৃষ্ণঃ—নিজ রূপলাবণ্য ও বংশীধ্বনি দ্বারা ভুবনমোহনমোহিনী শ্রীরাধাকে আকর্ষণ করেন, এইজন্য তিনি 'কৃষ্ণ'-নামে অভিহিত।

৩। হরেঃ—রাসলীলাকালে মৃগনয়না শ্রীরাধা কেলিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক হৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া শ্রীরাধাকে 'হরা' বলা হয়। হরার সম্বোধনে 'হরে'।

৪। কৃষ্ণঃ—যিনি নিজ শ্যামাঙ্গ-শোভায় সুবর্ণকেও শ্যামময় করিয়া থাকেন, সেই শ্রীরাধারমণ শ্যামসুন্দরই 'কৃষ্ণ'-নামে কথিত।

৫। কৃষ্ণঃ—ব্রজবনে নিজকান্তা শ্রীরাধার ইচ্ছানুসারে শ্রেষ্ঠ সরোবর প্রকাশ করিয়া তন্মধ্যে সমস্ত তীর্থকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার নাম 'কৃষ্ণ'।

৬। কৃষ্ণঃ—লীলার দ্বারা ভুবনমোহন হইয়াও শ্রীহরি শ্রীরাধার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তৎকর্ত্তৃক যমুনাতট-কাননে আকর্ষিত হইয়া থাকেন, এই জন্য তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলা হয়।

৭। হরেঃ—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে বৃষরূপধারী বলিষ্ঠ অরিষ্টাসুরের প্রাণ হরণ করায় শ্রীরাধা তাঁহাকে হরি হরি বলিয়া সানন্দে আহ্বান করিয়াছিলেন, এজন্য শ্রীরাধা 'হরা' নামে কথিত হন। হরার সম্বোধনে 'হরে'।

৮। হরেঃ—শ্রীরাধা কখনও অস্ফুটস্বরে হরিলীলা উচ্চারণ করেন এবং কখনও প্রেমভরে তাহা কীর্ত্তন করেন বলিয়া রসিক-ভক্তগণ তাঁহাকে 'হরা' বলিয়া থাকেন। হরার সম্বোধনে 'হরে'।

৯। হরেঃ—কেলিপরায়ণা শ্রীরাধা রসাবেশোন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণের মুরলী হরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'হরা' নামে প্রসিদ্ধা। হরার সম্বোধনে 'হরে'।

১০। রাম :—শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনগিরিকুঞ্জে আলিঙ্গনাদি-দ্বারা শ্রীরাধাকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি 'রাম'-নামে খ্যাত ॥

১১। হরে :—পরমকরুণাময়ী শ্রীরাধা ভক্তগণের যাবতীয় দুঃখ হরণ করিয়া তাঁহাদিগকে পরম সুখদান করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'হরা'। হরার সম্বোধনে 'হরে'।

১২। রাম :—ভজনকারিগণের চিত্ত পরমানন্দ-বারিধি শ্রীকৃষ্ণে রমণ অর্থাৎ আনন্দ লাভ করে বলিয়া সেই শ্যামসুন্দর শ্রীহরি 'রাম'-নামে অভিহিত হন।

১৩। রাম :—শ্রীরাধা নিকুঞ্জবনে প্রেমভরে শ্রীহরিকে আনন্দ দান করেন (রময়তি আনন্দয়তি) বলিয়া তাঁহার নাম রামা। রামা শ্রীরাধার সহিত মিলিত কৃষ্ণই পুনঃ 'রাম' নামে অভিহিত ॥

১৪। রাম :—দাবাগ্নি দেখিয়া ব্রজবাসিগণ রোদন করিতে থাকিলে সেই দাবানল পান করিয়া ভক্তগণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন বলিয়া সেই ভক্তসুখাবহ নন্দনন্দন কৃষ্ণ 'রাম'-নামে কীর্ত্তিত হন।

১৫। হরে :—শ্রীহরি অসুর-সংহারের জন্য মথুরাপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। পরে শ্রীরাধার সহিত মিলন-কামনায় ব্রজে আগমন করেন। এইজন্যও শ্রীকৃষ্ণচিত্তহারিণী সেই শ্রীরাধার নামে 'হরা' হইয়াছে। হরার সম্বোধনে 'হরে'।

১৬। হরে :—যিনি মথুরা হইতে আসিয়া ব্রজবাসিগণের দুঃখ হরণ করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার মনোহারিণী লীলাবিশিষ্ট সেই শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণই 'হরি' নামে কথিত। হরির সম্বোধনে শেষোক্ত 'হরে' পদ হইয়াছে।

শ্রীল গোপালগুরুগোস্বামি-কৃত ব্যাখ্যা—১। অজ্ঞানজনিত-সংসারবিনাশকারী অনন্দস্বরূপ শ্যামকিশোর-মূর্ত্তি শ্রীরাধারমণকে মহাভাগবতগণ নিত্য স্মরণ করেন। (২) রসিক কৃতজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, শান্ত, অনন্যচিত্ত শিষ্যকে সাধুগণ কৃপাপূর্ব্বক মহামন্ত্র হরেকৃষ্ণ নাম প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ৩। অগ্নি যেরূপ অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, তদ্রূপ দুষ্টচিত্ত মানবগণের দ্বারাও কোনরূপে স্মৃত বা কীর্ত্তিত হইলে যিনি তাহাদের যাবতীয় পাপ হরণ করেন, সেই মঙ্গলময় ভগবানের নামই 'হরি'। ৪। অথবা—সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া অবিদ্যা বা অজ্ঞান হরণ করতঃ তাহার কার্য্যগুলি বিনাশ করেন, এইজন্য তিনি 'হরি' নামে খ্যাত। অথবা স্থাবর (অস্থাবর) জঙ্গম সকলের তাপত্রয় হরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'হরি'। ৬। অথবা অপ্রাকৃত সদ্‌গুণাবলী শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা বিশ্ববাসী সকলের মন হরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'হরি'। ৭। অথবা স্বীয় কোটিকন্দর্প লাবণ্য-মাধুর্য্য দ্বারা সমস্ত অবতারগণেরও মন হরণ করেন বলিয়া সেই ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণের নাম 'হরি'। হরির সম্বোধনে 'হরে' পদ হয়। ৮। অথবা রাসাদি প্রেমসুখ দান করিবার জন্য যিনি নিজ প্রেমবাৎসল্য ও রূপগুণাদি দ্বারা কৃষ্ণের মন হরণ করেন, সেই কৃষ্ণের আহ্লাদ-স্বরূপিণী শ্রীরাধা 'হরা' নামে অভিহিত হন। এই রাধাবাচক 'হরা' নামের সম্বোধনে 'হরে' হয়। (৯) 'কৃষ্' ধাতু আকর্ষক-সত্তা-বাচক ও 'ণ' শব্দ নিবৃত্তি অর্থাৎ সুখবাচক; এই উভয়ের ঐক্যে আনন্দস্বরূপ আকর্ষক পরব্রহ্মই 'কৃষ্ণ' নামে অভিহিত। (১০) কৃষ্ণই পরমেশ্বর; তিনি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, স্বয়ং অনাদি ও সকলের আদি এবং সর্ব্বকারণের কারণ। কৃষ্ণের অপর নাম গোবিন্দ। (১১) একমাত্র আনন্দ-স্বরূপ; গোকুলের আনন্দপ্রদ কমললোচন নন্দনন্দন শ্রীশ্যাম-সুন্দরই 'কৃষ্ণ' নামে কথিত। (১২) রাম-নামের 'রা'-শব্দোচ্চারণে পাপ সকল দূরীভূত হয় এবং 'ম'-শব্দোচ্চারণ কপাটতুল্য হওয়ায় পুনঃ পাপ আর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। (১৩) যোগিগণ চিন্ময় অনন্ত সত্যানন্দ-স্বরূপ পরতত্ত্বে রমণ অর্থাৎ আনন্দ লাভ করেন বলিয়া সেই পরব্রহ্ম 'রাম' নামে কথিত। (১৪) লীলার মূর্ত্তবিগ্রহ বা অধিদেব রসিক-চূড়ামনি শ্রীকৃষ্ণ সতত শ্রীরাধাকে রমণ করাইতেছেন অর্থাৎ শ্রীরাধাকে আনন্দিত করিতেছেন

বলিয়া তিনি 'রাম' নামে অভিহিত। অথবা শ্রীরাধার চিত্ত হরণ করিয়া তাঁহার সহিত রমণ অর্থাৎ ক্রীড়া করেন বলিয়া কৃষ্ণের একটী নাম 'রাম'।

ক্রমদীপিকা গ্রন্থে চন্দ্রের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি যথা—আমার শতনাম অপেক্ষা রাধার নাম শ্রেষ্ঠ। যিনি সর্ব্বদা শ্রীরাধার স্মরণ কীর্ত্তন করেন, তাঁহার যে কি ফল লাভ হয় তাহা আমি জানি না অর্থাৎ তাহা আমারও অজ্ঞেয়॥

১। হরেঃ—যিনি কৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনি হরা অর্থাৎ রাধা; তাঁহার সম্বোধনে হে 'হরে'।

২। কৃষ্ণ:—যিনি শ্রীরাধার মন আকর্ষণ করেন, তিনি কৃষ্ণ; তাঁহার সম্বোধনে হে 'কৃষ্ণ'।

৩। হরে:—শ্রীরাধা কৃষ্ণের লোকলজ্জা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সকলই হরণ করেন, এইজন্য তিনি 'হরা' তাঁহার সম্বোধনে হে 'হরে'।

৪। কৃষ্ণ:—শ্রীরাধার লোকলজ্জা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সকলই আকর্ষণ অর্থাৎ দূরীভূত করেন, এইজন্য তিনি কৃষ্ণ; তাঁহার সম্বোধনে হে 'কৃষ্ণ'।

৫। কৃষ্ণ:—শ্রীরাধা যেখানে যেখানে থাকেন বা যান, তিনি সেই সেই স্থানে দেখেন যে "কৃষ্ণ" আমাকে স্পর্শ করিতেছেন, বল পুর্ব্বক জামা প্রভৃতি সমস্ত কর্ষণ অর্থাৎ হরণ করিতেছেন' এইজন্য তিনি কৃষ্ণ; তৎসম্বোধনে হে 'কৃষ্ণ'।

৬। কৃষ্ণ:—তিনি শ্রীরাধাকে আনন্দ দান করিবার জন্য বনে আকর্ষণ করেন, এইজন্য 'কৃষ্ণ'; সেই পদের সম্বোধনে হে 'কৃষ্ণ'।

৭। হরে:—কৃষ্ণ যে স্থানে যান বা থাকেন, তিনি তথায় শ্রীরাধাকে সম্মুখে ও পার্শ্বদেশে দেখেন, অতএব 'হরা' শব্দে রাধা; 'হরা'র সম্বোধনে হে 'হরে'।

৮। হরে:—সেই কৃষ্ণকে হরণ করেন, স্বস্থানে অভিসার করান, তাই শ্রীরাধা 'হরা'; সম্বোধনে হে 'হরে'।

৯। হরে:—কৃষ্ণকে হরণ করিয়া বনে আনয়ন করেন বলিয়া শ্রীরাধা 'হরা'; তৎসম্বোধনে হে 'হরে।'

১০। রাম:—শ্রীরাধাকে দর্শন ও পরিহাসাদি দ্বারা রমণ (আনন্দিত) করেন বলিয়া 'রাম'। তৎসম্বোধনে হে 'রাম'।

১১। হরে:—শ্রীকৃষ্ণের তাৎকালিক ধৈর্য্যাবলম্বনাদি হরণ করেন বলিয়া শ্রীরাধা 'হরা'; তৎসম্বোধনে হে 'হরে'।

১২। রাম:—চুম্বন, স্তনাকর্ষণও আলিঙ্গনাদি দ্বারা রমণ বা ক্রীড়া করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'রাম'। তৎসম্বোধনে হে 'রাম'।

১৩। রাম:—পুনরায় শ্রীরাধাকে পুরুষের ন্যায় করিয়া রমন (আনন্দ দান) করেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণ 'রাম' তাঁহার সম্বোধনে হে 'রাম'।

১৪। রাম:—পুনঃ তথায় রমণ করেন; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ 'রাম'; তাঁহার সম্বোধনে হে 'রাম'।

১৫। হরে:—পুনরায় রাসান্তে শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করিয়া গমন করেন বলিয়া শ্রীরাধা 'হরা'। তাঁহার সম্বোধনে 'হে হরে'।

১৬। হরে:—শ্রীরাধার মন হরণ করিয়া গমন করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 'হরি'। তাঁহার সম্বোধনে 'হে হরে'।

নিষ্কিঞ্চন রসিক ভক্ত হরেকৃষ্ণ নাম নিম্নলিখিত ভাবের সহিত আস্বাদন করেন যথা পদকল্পতরু ১৮৩ পর্ব্বে অর্দ্ধবাহ্যদশায় প্রলাপ।

১। "হে হরে মাধুর্য্যগুণে, হরিলে যে নেত্র মনে, মোহন মূরতি দরশাই।

২। হে কৃষ্ণ আনন্দধাম, মহা আকর্ষক ঠাম, তুয়া বিনে দেখিতে না পাই॥

৩। হে হরে ধরম হরি, গুরুভয় আদি করি, কুলের ধরম কৈলে দূর।

৪। হে কৃষ্ণ বংশীর স্বরে, আকর্ষিয়া আনি' বলে, দেহ-গেহ-স্মৃতি কৈলা দূর ॥
৫। হে কৃষ্ণ কর্ষিতা আমি, কঞ্চুলি কর্ষহ তুমি, তা দেখি চমক মোহে লাগে।
৬। হে কৃষ্ণ বিবিধ ছলে, উরজ কর্ষহ বলে, স্থির নহ অতি অনুরাগে ॥
৭। হে হরে আমারে হরি, লৈয়া পুষ্পতল্পোপরি, বিলাসের লালসে কাকুতি।
৮। হে হরে গোপত-বস্ত্র, হরিয়া যে ক্ষণমাত্র, ব্যক্তকর মনের আকুতি ॥
৯। হে হরে বসন হর, তাহাতে যেমন কর, অন্তরের হর যত বাধা।
১০। হে রাম রমন অঙ্গ, নানা বৈদগধি রঙ্গ, প্রকাশি পুরহ নিজ সাধা ॥
১১। হে হরে হরিতে বলী, নাহি হেন কুতুহলী, সবার সে বাস্য না রখিলা।
১২। হে রাম রমণরত, তাহে প্রকটিয়া কত, কি রস আবেশে ভাসাইলা ॥
১৩। হে রাম রমণ শ্রেষ্ঠ, মন রমণীয় শ্রেষ্ঠ, তুয়া সুখে আপনা না জানি।
১৪। হে রাম রমণ ভাগে, ভাবিতে মরমে জাগে, সে রস-মূরতি তনুখানি ॥
১৫। হে হরে হরণ তোর, তাহার নাহিক ওর, চেতন হরিয়া কর ভোর।
১৬। হে হরে আমার বক্ষ, হর সিংহ প্রায় দক্ষ, তোমা বিনা কেহ নাহি মোর ॥
তুমি সে আমার প্রাণ, তোমা বিনা নাহি জান, ক্ষণেকে কলপ-শত যায়।
সে তুমি অন্যত্র গিয়া, রহ উদাসীন হৈয়া, কহ দেখি কি করি উপায় ॥
ওহে নবঘনশ্যাম, কেবল রসের ধাম, কৈছে রহ সদা মন ঝুরে।
চৈতন্য বিলায় যায়, হেন অনুরাগ পায়, তবে বন্ধু মিলয় অদূরে ॥ (রত্নদীপিকার ব্যাখ্যা)

অন্যত্র:—১। সচ্চিদানন্দমূর্তি ভগবত্তত্ত্বকে জানাইয়া অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য সংসার হরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে 'হরি' বলিয়া স্মরণ করা হয়। ২। একমাত্র আনন্দ বিনোদী পরমশোভাশালী পদ্মনেত্র গোকুলের আনন্দ-প্রদ নন্দতনয় শ্যামসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কথিত হয়। ৩। যিনি সর্বোত্তম রসিকচূড়মণি, লীলার মূর্তিমান অধিষ্ঠাতা দেব এবং নিত্য শ্রীরাধাকে আনন্দ প্রদান করেন, এই হেতু তাঁহাকে 'রাম' বলা হয়। ৪। ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য জন্ম-মরণমালা বিনাশার্থ সুখাত্মা শ্যামসুন্দর মূর্তি শ্রীরাধারমন মহাপুরুষকে মহাত্মাগণ নিত্য স্মরণ করেন। ৫। ব্রহ্মা, ঈশান, মহেন্দ্র, যম ও বরুণকে বলপুর্ব্বক হরণ করেন বলিয়া ত্রিভুবনে 'হরি' নামে প্রসিদ্ধ। ৬। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি শ্রীরাধা কৃষ্ণের চিত্ত হরণ করিয়া থাকেন বলিয়া 'হরা'-শব্দ দ্বারা শ্রীরাধাই কীর্ত্তিত হ'ন, হরা শব্দের সম্বোধনে 'হরে' হইয়াছে।

এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের বিরহে প্রিয়ের মিলন ধ্যান করিতে করিতে শ্রীরাধা মনের ক্লেশ দূর করণার্থ পুনঃ পুনঃ যাহা উচ্চারণ করিতেছিলেন। তাহাই মহামন্ত্র। শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বিরহে যে নামগুলি জপ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই মহামন্ত্রই জপ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মুখ নির্গত "হরে কৃষ্ণ" এই বর্ণময় তাঁহার নামসমূহ বিশ্বকে প্রেমে মগ্ন করিয়া বিজয় লাভ করুন। তন্মধ্যে রাগময়ী ব্যাখ্যা। ১। হরে নাম শ্রবণ মাত্রেন মম মনো হরসি অর্থাৎ হে হরে, কেবল নাম শ্রবণেই তুমি আমার মন হরণ করিতেছ।

২। কৃষ্ণ—বংশীবাদনেন মামাকর্ষসি; অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, বংশীবাদ্যে আমাকে আকর্ষণ করিতেছ।

৩। হরে—লজ্জা ধৈর্য্যাদিকং মম হরসি, অর্থাৎ হে হরে আমার লজ্জা ও ধৈর্য্যাদি হরণ করিতেছ।

৪। কৃষ্ণ—স্বাঙ্গসৌরভেণ মমাকর্ষসি, অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি নিজাঙ্গ সৌরভ দ্বারা আমাকে আকর্ষণ করিতেছ।

৫। কৃষ্ণ—স্বাঙ্গলাবণ্যেন প্রলোভ্য মামাকর্ষসি; অর্থাৎ হে কৃষ্ণ তোমার নিজাঙ্গ সৌরভে লুব্ধ করিয়া আমাকে আকর্ষণ করিতেছ।

৬। কৃষ্ণ—সর্ব্বাধিকানন্দেন প্রলোভ্য মামাকর্ষসি ; অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম আনন্দে আমাকে লুব্ধ করিয়া আকর্ষণ করিতেছ।

৭। হরে—স্ববাহুনিবদ্ধাং মা পুষ্পশয্যাং প্রতি হরসি ; অর্থাৎ হে হরে, তুমি আমাকে নিজবাহুযুগলে আবদ্ধ করিয়া পুষ্পশয্যার দিকে অপহরণ করিতেছ।

৮। হরে—তত্র নিবেশিতায়া মে অন্তরীয়মপি বলাদ্ধরসি, অর্থাৎ হে হরে সেই পুষ্পশয্যায় শায়িত আমার অধোবস্ত্র বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছ।

৯। হরে—অন্তরীয় হরণেন সর্ব্বং বিরহপীড়াং হরসি ; অর্থাৎ হে হরে তুমি আমার অধোবাস হরণ করিয়া সমগ্র বিরহ জনিত ক্লেশ বিনাশ করিতেছ।

১০। রাম—স্বচ্ছন্দং ময়ি রমসে, অর্থাৎ হে রাম তুমি নিজের ইচ্ছাক্রমে আমাকে আনন্দ ক্রীড়া করিতেছ।

১১। হরে—অবশিষ্টং মে বাক্যমপি হরসি ; অর্থাৎ হে হরে, আমার বাক্য মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তুমি তাহাও হরণ করিতেছ।

১২। রাম—মাং রময়সি স্বস্মিন্ পুরুষায়িতামপি করোসি ; অর্থাৎ হে রাম, আমাকে আনন্দকেলি করাইতেছ এবং তোমার প্রতি পুরুষবৎ আচরণ কারিণী করিতেছ।

১৩। রাম—তদাত্মনস্তদ্রমনীয়কং ময়ৈবাস্বাদ্যতে ; অর্থাৎ হে রাম, অতএব তোমাকে ও তোমার মনোরহরত্বকে (আনন্দ পরাকাষ্ঠা) আমিই আস্বাদন করিতেছি।

১৪। রাম—রমণং রমঃ, রমস্য ভাবঃ রামঃ ; হে রাম, তদা ত্বং সাক্ষাৎ রমণাধিদেবভাবরূপোঽপ্রাকৃত কন্দর্প এব ভবসি ; আর্থাৎ হে রাম, রমণ অর্থাৎ আনন্দই রস, রসের (রমণের ভাব রাম) হে রাম, অতএব তুমি প্রত্যক্ষ আনন্দের অধিষ্ঠাতার ভাব-রূপ অপ্রাকৃত কামদেবই হইতেছ।

১৫। হরে—মচ্চেতনা মৃগীমপি হরসি, মমানন্দ মূর্চ্ছিতাং করোষি ; অর্থাৎ হে হরে, আমার চেতনারূপা মৃগীকে হরণ করিতেছ এবং আমাকে আনন্দযোগে মূর্চ্ছিতা করিতেছ।

১৬। হরে—সিংহ বিক্রমঃ সিংহ ইব ত্বং রতৌ মহাপ্রাচণ্ড্যং প্রকটয়সি ; অর্থাৎ হে হরে, সিংহের ন্যায় প্রচণ্ড বিক্রমশালী তুমি রতিক্রীড়ায় মহাবলশালিত্ব প্রকট করিতেছ।

'হ'-কারে ললিতাখ্যাতা, 'রে' কারেচ শ্রীদামকঃ। বিশাখা চ 'কৃ'-কারেতু, সুদামা চ 'ষ্ণ'-কারকে ॥ ১ ॥
সুচিত্রাপি 'হ'-কারেচ, 'রে'-কারেপি সুদামক। 'কৃ' কারে চম্পকলতা, 'ষ্ণ'-কারে কিঙ্কিণী তথা ॥ ২ ॥
তুঙ্গবিদ্যা 'কৃ'-কারে চ, সুবলশ্চ 'ষ্ণ'-কারকে। ইন্দুলেখা 'কৃ'-কারে চ, স্তোককৃষ্ণ 'ষ্ণ'-কারকে ॥ ৩ ॥
'হ'-কারে রঙ্গদেবী চ, 'রে'-কারে গোপ অর্জ্জুনঃ। 'হ'-কারে শশীরেখা চ, 'রে'-কারে চ বরুথপ ॥ ৪ ॥
'হ'-কারে সুদেবী চ, 'রে'-কারে উজ্জ্বল স্তথা। হরিপ্রিয়া চ 'রা'-কারে 'ম'-কারে চ সুভানকঃ ॥ ৫ ॥
'হ'-কারে বিমলা দেবী, 'রে'-কারে বৃষভাতক। 'রা'-কারে পালিকা চৈব, বিমলশ্চ 'ম'-কারকে ॥ ৬ ॥
'রা'-কারে মঞ্জুরী নাম্নী, দেবব্রতো 'ম'-কারকে। 'রা'-কার মধুমতী চ, 'ম'-কারেতু মহাবল ॥ ৭ ॥
'হ'-কারে শ্যামলা খ্যাতা, 'রে' মহাবাহুরেব চ। 'হ'-কারে মঙ্গলা দেবী, 'রে' কারে চ সুমেধ স ॥ ৮ ॥
ইত্যাদি হরি নামাখ্যা গোপাশ্চ গোপনায়িকা। হরিনামানুসেবিনাং কুঞ্জকুট্যান্তঃ সংস্থিতি ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু বিরচিত নাম ব্যাখ্যা।

অতঃপর শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজ নিম্নলিখিত গানটী তাঁহার সুললিত কণ্ঠে তীব্র ব্যাকুলতার সহিত গাহিলেন। যথা—"কৃষ্ণনাম ধরে কত বল। বিষয়বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে, রবিতপ্ত মরুভূমি-সম। কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া,

হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া, বরিষয় সুধা অনুপম ॥ হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে, শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ। কণ্ঠে মোর ভাঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর, স্থির হইতে না পারে চরণ ॥ চক্ষে ধারা, দেহে ঘর্ম, পুলকিত সব চর্ম্ম, বিবর্ণ হইল কলেবর। মূর্চ্ছিত হইল মন, প্রলয়ের আগমন, ভাবে সর্ব্ব দেহ জর জর ॥ করি' এত উপদ্রব, চিত্তে বর্ষে সুধাদ্রব, মোরে ডারে প্রেমের সাগরে। কিছু না বুঝিতে দিল, মোরে ত বাতুল কৈল, মোর চিত্ত-বিত্ত সব হরে ॥ লইনু আশ্রয় যাঁ'র, হেন ব্যবহার তাঁ'র, বর্ণিতে না পারি এ সকল। কৃষ্ণনাম ইচ্ছাময়, যাহে যাহে সুখী হয়, সেই মোর সুখের সম্বল ॥ প্রেমের কলিকা নাম, অদ্ভুত রসের ধাম, হেন বল করয়ে প্রকাশ। ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ-গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ ॥ পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লঞা, দেখায় মোরে স্বরূপ-বিলাস। মোরে সিদ্ধ দেহ দিয়', কৃষ্ণপাশে রাখে নিয়', এ দেহের করে সর্ব্বনাশ ॥ কৃষ্ণনাম,-চিন্তামণি, অখিল-রসের খনি, নিত্যমুক্ত শুদ্ধরসময়। নামের বালাই যত, সব ল'য়ে হই হত, তবে মোর সুখের উদয় ॥"

শ্রীল বাবাজী মহারাজের যেমন মধুর কণ্ঠস্বর তেমনি ভাব। ভক্ত চতুষ্টয় ও অন্যান্য শ্রোতাগণ দোহার করিতে লাগিলেন। গীতটী যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিল। কখনও চক্ষে দর দর ধারা, পুলকিত শ্রীঅঙ্গ, কখনও বা কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তাঁর শব্দ উচ্চারণ স্পষ্ট করিতে পারিতেছেন না, ইত্যাদি সাত্ত্বিক ভাব সকল শ্রীল বাবাজী মহারাজে প্রকাশিত হইল। বহুক্ষণ গানটী গাইলেন, তখন যেন তথাকার বৃক্ষ ও গৃহাদিও অনুকীর্ত্তন করিতে লাগিল। সকলই এক অনির্ব্বচণীয় আনন্দে বিভোর হইলেন।

ভক্ত চতুষ্টয় শ্রীল বাবাজী মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বাসায় চলিলেন। আর কোন কৃত্যই তাঁহাদের নাই এবং ভালও লাগে না। অসৎসঙ্গ তাঁহারা অন্তরের সহিত ত্যাগ করিয়াছেন। চারিজনে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎপ্রসঙ্গে দিন যাপন করেন। তাহারা চলিয়া গেলে শ্রীল বাবাজী মহারাজ একজন নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সহিত কৃষ্ণ কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব মহোদয় ভক্তচতুষ্টয়ের ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইয়া উল্লাসভরে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীল বাবাজী মহারাজ বলিলেন,—উক্ত ভক্ত চতুষ্টয় আমার গুরু! তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক আমাকে প্রত্যহই শ্রীহরিকীর্ত্তনে প্রেরণা ও সুযোগ-সৌভাগ্য প্রদান করেন। আহা! তাঁহাদের দৈন্য ও আর্ত্তিপূর্ণ বাক্য, বিনয় ব্যবহার ও হরিভজনের প্রবল উৎসাহ আমাকে কতই না উল্লসিত করিতেছে। তাঁহারা আমার শ্রীশচীনন্দনের ধামবাসী। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য এবং সুপাত্রত্ব তাঁহাদের চরিত্রে বিকসিত। তাঁহারা জাগতিক সুখভোগ বা বাধাবিপত্তিতে অক্ষুব্ধ অর্থাৎ 'ক্ষান্তি'-গুণযুক্ত, সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলন ব্যতীত কাল বৃথা ব্যয় করেন না অর্থাৎ অব্যর্থকালত্ব-গুণ ভূষিত; শ্রীগুরুগৌরাঙ্গে আত্যাসক্তি এবং তদিতর বিষয় বস্তুতে অনাসক্ত, অর্থাৎ বিরক্ত; এবং নিজেরা অভিমানশূন্য এবং সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া অমানি-মানদ গুণে ভূষিত, সর্ব্বক্ষণ কি প্রকারে ভক্তির উন্নতস্তরে আরূঢ় হইবেন এবং তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত ভক্তির অঙ্গসমূহ সযত্নে পালন তৎপর হইয়া প্রবল আশাবন্ধ হইয়াছেন, কবে প্রভুর পূর্ণ কৃপালাভ হইবে বলিয়া সমুৎকণ্ঠিত; সর্ব্বদা প্রভুর নামগানে রুচিবিশিষ্ট ও প্রভুর নামগুণাদিতে অত্যাসক্ত ও তদ্ধামে প্রীতি বিশিষ্ট। উক্ত লক্ষণ সমূহে দেখা যায় তাঁহাদের ভাবাঙ্কুর লাভ হইয়াছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত উন্নতাবস্থা প্রাপ্তি, একমাত্র শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পূর্ণ কৃপারই নিদর্শন। শ্রীগৌরসুন্দর আমার প্রতি অত্যন্ত কৃপা করিয়া উক্ত রত্ন চতুষ্টয়কে আমাকে তাঁর পাদপদ্মে আকর্ষণ করিতেই বুঝি পাঠাইয়াছেন। তাঁহাদিগের সঙ্গপ্রভাবে যেন আমি কত বহুমূল্য রত্ন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহাদিগকে দেখিলেই আমার শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির স্মৃতি হয় ও শ্রীহরিকথা আমাকে ব্যাকুল করিয়া কীর্ত্তন সেবায় নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের সঙ্গ আমাকে পরম সৌভাগ্যবান্ করিয়াছে। এই বলিয়া শ্রীল বাবাজী মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে লাগিলেন।

রথযাত্রা শেষ হইয়াছে, শ্রীল বাবাজীমহারাজের সুমধুর ও দুর্ল্লভ সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে এবং নবদ্বীপে যাইতে হইবে এই চিন্তা তাঁহাদিগকে ব্যাকুল করিয়াছে। সংসার আর তাঁহাদের ভাল লাগে না। কি প্রকারে তাহারা জীবন যাপন করিলে সত্বর ভগবৎ-কৃপা লাভ করিতে পারিবেন এই প্রশ্ন লইয়া আজ ভক্তচতুষ্টয় শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ সত্বর উঠিয়া তাঁহাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া বসাইয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন।—

তোমরা সদ্‌গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভাব রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ। আহা! এই প্রকার কৃপার নিদর্শন অতি অল্পই দেখা যায়। যাহা হউক, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করিয়াছ, সত্বর শ্রীনবদ্বীপধামে গমন করিয়া তোমাদের পরবর্ত্তী অবস্থার জন্য তোমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া সেই মত ভজন করিতে করিতে অতি সত্বরই তোমরা প্রেমলাভ করিতে পারিবে। মন্ত্রের অর্থ অবশ্যই তোমরা তোমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে জ্ঞাত হইয়াছ। সে কারণ ও মন্ত্রের অর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মেই স্নিগ্ধ শিষ্য পাইবার অধিকারী, সাধারণ্যে অপ্রকাশ্য। তোমাদের জীবন-যাপন ও ভজনানুকুল ব্যবহারাদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অবশ্যই জানিতে পারিবে।

বৈষ্ণবগণ গৃহী ও ত্যাগী হইয়া নিজ ভজনের অনুকুল বিচারে জীবন যাত্রাদি নির্ব্বাহ করেন। কৃষ্ণানুশীলনকারী আত্মা গৃহী ও ত্যাগীর যে কোন পোষাকেই থাকিতে পারেন। আত্মার চেতনতার বিকাশের তারতম্য লইয়াই অধিকারের উচ্চাবচ বিচার শাস্ত্রকারগণ নির্ণয় করিয়াছেন। পোষাকের তারতম্যে স্বরূপের ছোট বড় নির্ণীত হয় না। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব জানাইয়াছেন, গৃহী ও ত্যাগীর কোন পোষাকই কৃষ্ণভজনকারীর স্বরূপ নহে। যথা—"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ॥

ভগবদ্বহির্ম্মুখতার চিন্তাস্রোত যেন পরমার্থ মন্দিরের দ্বারের সম্মুখীন হইতে না পারে, কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাকামনা হইতে অসৎসম্প্রদায়ে গৃহী ও ত্যাগীর দল সৃষ্ট হয়, তাহা পরমার্থ বিরোধী। গৃহিগণ নিজদিগকে ত্যাগীগণের পালক বলিয়া বৃথা অভিমান করেন। এবং ত্যাগীগণও গৃহীগণকে ঘৃণা করেন। আবার একশ্রেণী দুই দলের বিবাদকে ঘণীভূত করিতে উভয়েরই নিন্দা করিয়া উভয়কেই স্তব্ধীভূত করেন। তদ্দ্বারা পরস্পরে মধ্যে বিদ্বেষাগ্নি অন্তরে বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। অকৈতব পরমার্থিগণ ঐ সকল বিবাদ বিতর্ক ও যুক্তির কোনটিরই অনুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন,—"মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান। যাহা দেখি তুষ্ট হ'ন গৌর-ভগবান॥"

গৃহস্থ গৌরভক্তগণ ঐকান্তিক ভক্তগণের বিচার অনুশীলন করিলেই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। গৃহস্থগণের উহাতে অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। প্রতিষ্ঠাকামনা বা নিজ মঙ্গলের প্রতি বিমুখতা থাকিলেই অসন্তোষের ধূমান্বিত বহ্নি হৃদয়কে দগ্ধ করে। গৃহব্রতগণের মঙ্গল সাধন কিছু ঐকান্তিক ভক্তগণের অকর্ত্তব্য নহে। কৃষ্ণসেবা ও গৃহপতিত্ব—এই দুইটি বৃত্তি বিপরীত দিকে অবস্থিত। প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত শ্রীচৈতন্যের পদাঙ্কানু-সরণকারী মঙ্গলকামী ব্যক্তিগণের পার্থক্য এই যে, তাঁহারা গৃহব্রতগণকে তাহাদের গৃহাসক্তিতে উৎসাহিত করেন না। যে-সকল ত্যাগী নামধারী ব্যক্তি গৃহব্রতগণকে গৃহাসক্তিতে উৎসাহিত করিতে পারেন, সেই সকল ছদ্মবেশী ত্যাগীর সাধুত্বের কোন প্রতিবাদ হয় না।

'গৃহাসক্তি' বলিতে মহাজনগণ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ সেবকের সেবায় বঞ্চিতাবস্থাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"কলিকালে জীবের পক্ষে গৃহস্থ বৈষ্ণব হওয়াই উচিত। পতনের আশঙ্কা নাই। ভক্তির সমৃদ্ধিও সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে। গৃহস্থবৈষ্ণবের মধ্যে অনেক তত্ত্বজ্ঞ গুরু আছেন। গৃহস্থ ভক্তগণের

মধ্যেই কেহ কেহ গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হ'ন। জগতে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প এবং তাঁহাদের সঙ্গ বিরল।" আবার অন্যত্র বলিয়াছেন—"শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তই বৈষ্ণব, গৃহস্থই হউন বা গৃহত্যাগীই হউন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, ধনী, মানী বা দরিদ্রই হউন, তাঁহার যে পরিমানে কৃষ্ণভক্তি আছে, সেই পরিমাণে তিনি কৃষ্ণভক্ত। যে পর্য্যন্ত গৃহত্যাগের অধিকার না হয়, সে পর্য্যন্ত মানবগণ গৃহস্থ হইয়া কৃষ্ণসেবা করিবে। মহাপ্রভু প্রথম চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাহাই গৃহস্থ-বৈষ্ণবের আদর্শ এবং শেষ চব্বিশ বৎসর যে লীলা করিয়াছেন, তাঁহাই গৃহত্যাগি-বৈষ্ণবের আদর্শ। গৃহস্থাশ্রম অবস্থায়ও কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ হইতে পারে। মহাপ্রভুর অধিকাংশ কৃপাপাত্রই গৃহস্থ, সেই গৃহস্থদিগের চরণধূলি গৃহত্যাগী বৈষ্ণবগণও প্রার্থনা করেন।"

এই সকল বিপরীত ভাব সকলের সামঞ্জস্য করিবার জন্য 'গৃহব্রত' ও 'গৃহস্থ' বাক্যদ্বয় সমর্থ। যাঁহারা প্রকৃত গৃহস্থ; তাঁহারা গৃহব্রত নহেন—তাঁহারা কৃষ্ণব্রত। আর যাঁহারা প্রকৃত সন্ন্যাসী; তাঁহারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা-ত্যাগী নহেন—তাঁহারা কৃষ্ণসংসারের সংসারী বা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণগৃহব্রত। বৈষ্ণব-গৃহস্থ ও বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই।

গৃহব্রত সর্ব্বদাই পতিত এবং অনুক্ষণ পতনের পিচ্ছিল প্রপাতের মুখে বর্ত্তমান, সুতরাং সেইরূপ অবস্থায় 'পতনের আশঙ্কা নাই,' ইহা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ নহে। ইহা পরের বাক্যের দ্বারাই সমর্থিত হইতেছে—'গৃহস্থভক্তগণই গৃহত্যাগী বৈষ্ণব হইবার অধিকারী হন'। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় 'কৌপীন বরণ ও মাধুকরী ব্রতে অন্তরকে দীক্ষিত করাই ভজনের আকাঙ্ক্ষা।' একদিন না একদিন সকলকেই এই ভজন বরণ করিতেই হইবে।' এই কৌপীন ফল্গুত্যাগী মায়াবাদীর "কৌপীন বন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ"—বাক্যে উদ্দিষ্ট কৌপীন নহে, বা মাধুকরী ভিক্ষা 'পেটভিখারী'র উদরবেগোত্থ অভাব-বোধের তাড়নাও নহে। গৌড়ীয়ের কৌপীন-গ্রহণ—"শ্রীস্বরূপরূপের কৈঙ্কর্য্য; তাহা গোপীর আনুগত্য বা স্বরূপানুভূতি অর্থাৎ ভোক্তা বা পুরুষাভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গোপীর কিঙ্করী অভিমান আর মাধুকরী—বিপ্রলম্ভ বা ভজনের সর্ব্বোত্তম অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কৃষ্ণানুসন্ধান," তাহা উদরবেগের ভোগের সামগ্রীর অনুসন্ধান নহে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী উভয়কেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। অনুকরণ নহে। সাময়িক গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলেও সর্ব্বতোভাবে নিষ্কিঞ্চন হইবার জন্য মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলারই অনুসরণ করিবেন। মহাপ্রভু চিরকাল গৃহে থাকিবার জন্যই উপদেশ দেন নাই; বা স্বয়ং আদর্শও প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ হইলেও তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত অনুক্ষণ অবস্থানের জন্য বিষয়ত্যাগ-লীলার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সমাবর্ত্তন করেন নাই, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার জন্য প্ররোচিত করেন নাই। এজন্য তিনি শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুকে দার পরিগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আবার পারমার্থিক জীবনের নবীন প্রভাতে যে বহির্ম্মুখ মানবের প্রতিষ্ঠাশা-জনিত ফল্গুত্যাগের পিপাসা জাগ্রত হয়, তাহা প্রতিরোধ করিবার আদর্শ স্থাপনার্থে নিজ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে "ফল্গুবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।।"—প্রভৃতি উপদেশ-প্রদানের কিছুদিন পরেই শ্রীল রঘুনাথকে সর্ব্বতোভাবে গৃহত্যাগ-লীলার অভিনয়কারী ও অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের চরম আদর্শরূপে প্রকট করিয়াছিলেন।

'গৃহস্থাশ্রমে পতনের আশঙ্কা নাই' মনে করিয়া গৃহমেধ-যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হইয়া যাওয়া পারমার্থিকের আদর্শ নহে বা গৃহে থাকিয়া কৃষ্ণের সংসার করিতেছি, কৃষ্ণের দাসদাসী সৃষ্টি (?) করিতেছি, এরূপ ছলনা করিয়া প্রাকৃত-সহজিয়ার ন্যায় ভাবের ঘরে চুরি করিলেও কোন দিনই আত্মমঙ্গল হইবে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ গৌরজন হইয়াও তাঁহার অন্ত্যলীলায় তিনি কৌপীন-গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় ও বাণীর তাৎপর্য্যের ইঙ্গিত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় গৃহব্রত থাকিয়া ত্যাগীসম্প্রদায়ের দ্বারা আপনাদিগের পূজা বন্দনা, চরণার্চ্চন করাইয়া তাঁহাদের গৃহব্রত ধর্ম্মকে আরও উচ্চতার শিখরে স্থাপন করিবার চেষ্টা করেন এবং পরমহংসবেশধারীর দ্বারা নিজের চাকরের কার্য্য করাইয়া লয়েন। ইহা অত্যন্ত অপরাধময়ী ভক্তিপ্রতিকূল বিচার। আবার ত্যাগীর অভিমান করিয়া গৃহব্রতী সম্প্রদায়ের প্রতিযোগীতাও ভক্তিবিরোধী। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি নাই অথচ গৃহী বা ত্যাগীর দল বাঁধিয়া বৈষ্ণবের অযাচিত প্রাপ্য সম্মান আদায় করিবার পিপাসা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতারই লক্ষণ, যথা— আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে 'অমানী' না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি, হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী।" বৈষ্ণবকে 'গৃহী' ও 'ত্যাগী' জাতির (?) মধ্যে ফেলিয়া বিচার করিলে তাহা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-রূপ অপরাধ আসিয়া পড়ে। এজন্য শ্রীল ঠাকুরমহাশয় স্বয়ং নিষ্কিঞ্চন ও আকুমার ব্রহ্মচারীর লীলাভিনয় করিয়াও গাহিয়াছেন্—"গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে, নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ ৷৷" যিনি 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া ডাকেন অর্থাৎ অকপটে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল অনাবৃত আত্মার দ্বারা ভগবন্নামানুশীলন করেন, সেইরূপ গৃহস্থ ও বনস্থ ব্যক্তিতে কোন ভেদ নাই। সেইরূপ গৃহস্থকে 'স্ত্রীসঙ্গী' বিচার করিলে ঠাকুর মহাশয় স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ-স্পৃহা করিতেন না। আবার 'গৃহ' ও 'বন উভয়ই হরিভজনকারীর পক্ষে সমান—এইরূপ বিচারের ছলনা লইয়া গৃহের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতী অর্থাৎ কার্য্যতঃ গৃহাসক্তির প্রতিই পক্ষপাতী হইয়া উহাকে বৈষ্ণবতার ছদ্মবেশে সাজাইবার জন্য যে চেষ্টা, তাহাও ভাবের ঘরে চুরি মাত্র।

কতকগুলি লোক সন্ন্যাসীর ছিদ্রানুসন্ধান ও কোন কোন স্বকর্ম্মফলভুক্ ব্যক্তির সন্ন্যাসাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইবার নজীর সমূহ সংগ্রহ করিয়া 'বনিয়াদী গৃহব্রত' থাকাই নিরাপদ মনে করেন। ইহা অত্যন্ত বহির্ম্মুখতা ও জড়াসক্তির লক্ষণ মাত্র। ভাঃ ৫।১১।৩ শ্লোকে বলিয়াছেন—স্বপ্নদৃষ্ট ভোগ্যবস্তুর মিথ্যাত্ব যেমন স্বতঃই অনুভূত হয়, সেইরূপ গৃহমেধিসুখকে যাহার আপনা হইতেই তুচ্ছ বলিয়া বোধ না হয়, তাহার পক্ষে যথাযথ তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ের জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদবাক্য-সকলও যথেষ্ট নহে। অর্থাৎ—যে ব্যক্তি গৃহমেধী থাকিবেই স্থির করিয়া রাখিয়াছে, তাহার কর্ণে কখনও নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভজনের কথা প্রবেশ করিবে না। সেই ব্যক্তি প্রকৃত সন্ন্যাস-ধর্ম্মের চরণে অপরাধ করিয়া অধিকতর গৃহব্রত ধর্ম্মেই আসক্ত হইবে এবং ইহা তাহার উপযুক্ত পুরস্কারও বটে।

ভাগবতধর্ম্মে গৃহে থাকিয়া হরিভজন করিবার উপদেশ কিরূপ ভাবে আছে, তাহা ভাঃ ৫।১।১৮ শ্লোকে যথা— "যিনি শত্রুতুল্য মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়—এই ছয় রিপুকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমতঃ তাঁহার গৃহাশ্রমে থাকিয়াই তদ্বিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শত্রুবর্গ নির্জ্জিত হইলে যেরূপ তৎপশ্চাৎ দুর্গে বা তদ্ব্যতীত অন্য যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করা যায়, সেইরূপ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ষড়্‌রিপু জয় করিয়া তৎপশ্চাৎ গৃহে বা বনে যে কোন স্থানে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। কারণ পুরুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করিয়াই প্রবল বিপক্ষ-সমূহকে জয় করিয়া থাকেন।" গৃহ ষড়্‌রিপুর সহিত যুদ্ধ করিবার দুর্গস্বরূপ বটে, কিন্তু গৃহকে যদি দুর্গ করিতে না পারিয়া গৃহ-শত্রুর আগার করিয়া ফেলি, তাহা হইলে উহা বহিঃশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিবার স্থান হওয়া দূরে থাকুক, যুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই ঐ স্থানে গৃহশত্রুর দ্বারা আমরাই বিজিত হইব। গৃহকে শতকরা প্রায় শত স্থানেই আমরা ভোগের আগার করিয়া ফেলিয়াছি। একান্ত অকপট কৃষ্ণ-সেবাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য, ষড়্‌রিপুর সহিত সংগ্রামে জয়ী হইয়া ভাগবৎ-সেবায় উহাদিগকে নিযুক্ত করিবার বুদ্ধি লইয়া কয়জন গৃহস্থ হইয়াছেন? প্রথম মুখে মৌখিকতায় কিম্বা কল্পনায় ঐরূপ চিত্র বা বুদ্ধি কাহারও কাহারও হৃদয়ে থাকিলেও সংসারের চক্রে পড়িয়া কয়জন সেই উদ্দেশ্যকে অটুট রাখিতে পারেন? এই জন্য পরশ্লোকেই (ভাঃ ৫।১।১৯) বলিয়াছেন—"হে প্রিয়ব্রত! তুমি শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-কোশদুর্গ আশ্রয় করিয়া ষড়্‌রিপুকে বিশেষভাবে জয় করিয়াছ, অতএব এখন গৃহাশ্রমে অবস্থান করিয়া ভগবৎপ্রদত্ত প্রচুর ভগবদ্‌ভোগাবশেষের সেবা কর। পশ্চাৎ পুত্র-কন্যাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া

বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরির আরাধনা করিও।" যাঁহারা গৃহকে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম-কোশদুর্গ অর্থাৎ হরিনিকেতন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ষড়্‌রিপুকে জয় করিতে পারেন। তখন গৃহাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক 'যথাযোগ্য বিষয়-ভুঞ্জ' বাক্য পালনের অধিকার লাভ করিয়া যুক্তবৈরাগ্য যাজনের অধিকারী হন। প্রিয়ব্রতের ন্যায় বিজিতেন্দ্রিয় পরম ভাগবতকেও পশ্চাৎ পুত্র-কলত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া শ্রীহরির আরাধনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া হরিভজনময়ী নিষ্কিঞ্চনতা লাভের শিক্ষায় উত্তরোত্তর অনুপ্রাণিত হইবার জন্যই গৃহবাসের ব্যবস্থা। যেমন স্ত্রীসঙ্গস্পৃহা সঙ্কুচিত ও ক্রমে নির্ম্মূল করিবার জন্যই বিবাহিত জীবনে বৈধ-স্ত্রীসঙ্গের ব্যবস্থা, স্ত্রীসঙ্গে আসক্তি বর্দ্ধনের জন্য নহে, তদ্রূপ গৃহাদিতে আসক্তি পরিত্যাগ করাইবার জন্যই হরিভজনের অনুকূল গৃহবাসের ব্যবস্থা—চিরকাল গৃহবাসের জন্য নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে ১৪ অধ্যায়ের উপদেশ যথা—গৃহস্থব্যক্তি কালে কালে প্রত্যহ ভগবদ্ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া সৎসঙ্গে শ্রদ্ধায় অমৃতস্বরূপ ভগবানের অবতার-কথা শ্রবণ করিতে করিতে জাগরিত পুরুষের স্বপ্নবৎ স্বয়ং মুচ্যমান দেহ-স্ত্রী-পুত্রাদিতে ধীরে ধীরে সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। (৭।১৪।৩-৪)। যে পরিমাণ অর্থাদির দ্বারা মাত্র ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, গৃহস্থ ব্যক্তির তদুপযোগী অর্থাদিতেই অধিকার। ইহা অপেক্ষা অধিক আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তি চোর অতএব দণ্ডার্হ। (৭।১৪।৮)। গৃহস্থব্যক্তি মমতাস্পদ একমাত্র ভার্য্যাকে আত্মসেবায় উপেক্ষা করিয়াও অতিথি সেবায় নিযুক্ত করিবেন। (৭।১৪।১১)॥ যাহার জন্য পুরুষ আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে, পিতা ও গুরুকে হত্যা করে—যিনি সেই স্ত্রীর স্বত্ব পরিত্যাগ করেন, তাঁহার দ্বারা অজিত ঈশ্বর ও বিজিত হইয়া থাকেন (৭।১৪।১২)। কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মই যাহার শেষ পরিণতি, সেই তুচ্ছ শরীর কোথায়? দেহের সহিত রতিমতী ভার্য্যাই বা কোথায়? আর স্বীয় মহিমা দ্বারা সর্ব্বব্যাপী আত্মাই বা কোথায়? (৭।১৪।১৩) ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীনারদ গৃহধর্ম্মে আসক্তি পরিত্যাগ করিবার জন্যই গৃহবাসের যোগ্যতা জানাইয়াছেন।

অনেক সময় অন্তরে অভিমানগর্ভ বাহ্য দৈন্যের ছলে নিজেকে 'গৃহমেধী' 'গৃহব্রতা'দি বলিয়া বস্তুতঃ ও কার্য্যতঃ গৃহাশক্তিকেই অন্তরের অন্তস্থলে পূজাদেবতারূপে স্থাপন করা হয়। ঐ প্রকার বাহ্য দৈন্য ত্যাগিসম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধ বা হিংসা চরিতার্থ করিবার একটি প্রচ্ছন্ন অস্ত্র মাত্র। তদ্দ্বারা গৃহব্রত-ধর্ম্মে আসক্তিই বর্দ্ধিত হয়। ভাগবদ্ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হওয়া যায় না। আবার যদি নিজেকে ত্যাগী অভিমান করিয়া হরিভজন পরায়ণ গৃহস্থকে গৃহব্রত মনে করা যায় বা তদপেক্ষা ত্যাগী অভিমানে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠতা কল্পনা করা যায় সেই মুহূর্ত্তেই প্রকৃত সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। যে মুহূর্ত্তে নিজের শ্রেষ্ঠতা-জ্ঞানরূপ মাৎসর্য্য-ধর্ম্মের উদয় হয়, সেই মুহূর্ত্তে ভাগবদ্ধর্ম্মের ত্রিসীমানা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে হয়। ত্যাগিসম্প্রদায় (?) গৃহিসম্প্রদায়কে হীনচক্ষে (?) দেখিতেছেন বলিয়া গৃহিসম্প্রদায়ের গৃহস্থ-জাত্যাভিমানে (?) যে বিদ্বেষ পোষণের প্রতিধ্বনি ও তৎপ্রতিযোগিতা, তাহা কেবল জড়ে আসক্ত হইবার পিচ্ছিল পথ মাত্র। পরমার্থে ঔপাধিক দলাদলির স্থান নাই। অবৈষ্ণব-সুলভ বিচার ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে স্থান পায় না। তাই প্রেমবিবর্ত্তে—'গৃহী হউক, ত্যাগী হউক, ভক্তে ভেদ ভেদ নাই। ভক্তে ভেদ হইলে কুম্ভীপাক নরকেতে যাই॥** গৃহস্থ বৈষ্ণব সদা নামাপরাধ রাখি দূরে। আনুকূল্য লয়, প্রাতিকূল্য ত্যাগ করে॥ সংসারের গোত্র ত্যজি কৃষ্ণ-গোত্র ভজে। সেই নিত্য গোত্র তার, সেই বৈসে ব্রজে॥ শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই। চৈতন্য-ভাগবতে—"গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই?" "গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমঞি"।—প্রভৃতিবাক্য দেখিয়া অনেকে গৃহস্থের নামানুকরণে গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইতে রুচিসম্পন্ন হন। গৃহব্রত বা ত্যাগব্রত দুইটাই কৃষ্ণব্রত ভ্রষ্ট জীবের স্বভাববোধ নৈসর্গিক ধর্ম্ম। কিন্তু যাঁহার চিত্ত কৃষ্ণগৃহের সেবার প্রতি উন্মুখ তাহার চরিত্র এইরূপ—"গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যভার না করে। নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ৭।৬৯)॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজের উপদেশ—"অমুক বিবাহ করিয়াছেন, তিনি প্রত্যহ

নিজহস্তে বিষ্ণুনৈবেদ্য রন্ধন করিয়া বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদ সহধর্ম্মিনীকে সেবন করাইয়া বৈষ্ণব বুদ্ধিতে সহধর্ম্মিনীর অবশেষ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার প্রতি ভোগবুদ্ধির পরিবর্ত্তে ন্যূনাধিক সেব্য গুরুবুদ্ধি করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার মঙ্গল হইবে। সমস্ত জগৎ—পৃথিবীর সমস্ত ধন, রত্ন, স্ত্রী, পুরুষ একমাত্র কৃষ্ণেরই ভোগের বস্তু কৃষ্ণের বস্তু কৃষ্ণের সেবায় লাগাইয়া দিন, স্ত্রীকে নিজ-সেবিকা না করিয়া কৃষ্ণের সেবিকা বুদ্ধিতে সম্মান করুন।

অতএব আদর্শ-'গৃহস্থ' হওয়া সোজা নহে, বরং উহা সন্ন্যাস অপেক্ষাও অধিকতর দায়িত্বপূর্ণ ও বিঘ্নবহুল। আদর্শ গার্হস্থ্য ও আদর্শ সন্ন্যাসে কোন ভেদ নাই। আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম্মই পারমহংস্য। জনকাদি, পৃথু, পরীক্ষিৎ আদি পরম ভাগবতগণ সেই আদর্শ গার্হস্থ্য বা পারমহংস্য ধর্ম্ম যাজনের উপমান-স্বরূপ। যদিও আদর্শের উচ্চতম পদবীতে সাধারণ জীব প্রথম হইতেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, তথাপি আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া যে হিংসামূলক উচ্চাবচ বিচারের বিতর্ক, তাহা ভগবদ্ ভজনের পরিপন্থী।

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগতে দুইপ্রকার পার্ষদভক্ত প্রকটিত করিয়া কৃষ্ণতোষণরূপা সেবা শিক্ষা দিয়াছেন। এক প্রকার বৈষ্ণব গৃহস্থ আর এক প্রকার ত্যাগী পুরুষ। বৈষ্ণবগৃহস্থগণের জীবন নিরন্তর হরিসেবাময়, সুতরাং 'বৈষ্ণবগৃহস্থ' বলিতে 'গৃহস্থ সাধনভক্ত' হইতে পৃথক্। 'বৈষ্ণবগৃহস্থগণ'—পরমহংস; তাঁহাদিগের গৃহে বা বনে থাকায় কোন পার্থক্য নাই। তাহারা যে গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পালনরূপ লীলাভিনয় করেন, তাহা আসুরবর্ণাশ্রমী গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, দৈববর্ণাশ্রমী গৃহস্থের তুল্যও নহে। ঐ প্রকার পরমহংস-বৈষ্ণবের জীবন বাহ্যদৃষ্টিতে বর্ণাশ্রমস্থিত 'গৃহস্থ-সাধকের তুল্য প্রতিভাত হইলেও উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য বর্ত্তমান। 'বৈষ্ণব-গৃহস্থ'কে বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের সহিত সাম্যজ্ঞান করিল 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি' নামক মহদপরাধ হইয়া থাকে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত এবং পার্ষদভক্ত মধ্যে শ্রীবাসাদি 'বৈষ্ণবগৃহস্থ"।

'গৃহস্থসাধক' কখনও জগদ্গুরু বলিয়া বৃত হইতে পারেন না। 'হরিভক্তিবিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থে যে কোনও স্থলে গৌণভাবে 'গৃহস্থব্যক্তিকে' গুরুপদে বরণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত নিম্নাধিকারীকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে উন্নত করিবার জন্য। বস্তুতঃ উহা ঐকান্তিক ভজনাভিলাষিগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, কারণ আচার্য্যগণের আচরণ এবং শ্রুতিস্মৃতিগণের প্রচার তাহা সমর্থন করে না। ভগবৎসেবাপরায়ণ ত্যাগিকুলই চিরকাল জগদ্গুরুপদে বৃত হইয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য চতুষ্টয়ের মধ্যে চারিজনই কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ত্যাগী। মাধবেন্দ্রপুরী-প্রমুখ বৈষ্ণবনবনিধিগণের মধ্যে সকলেই ত্যাগী। কারণ ত্যাগিকুল গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী—এই চারি আশ্রমেরই গুরুর কার্য্য করিতে পারেন ; কিন্তু গৃহস্থ কখনও বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসীকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে তিন প্রকার ত্যাগিকুল দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সকলেই জগদ্গুরু। বৈষ্ণবগৃহস্থগণ যে প্রকার কায়, মন এবং বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া সর্ব্বদা হরিসেবাতৎপর, তদ্রূপ বৈষ্ণবত্যাগিকুলও কায়-মনোবাক্যের দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণতোষণে নিযুক্ত। সুতরাং শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবগৃহস্থকুল এবং শ্রীরূপাদি ত্যাগী গোস্বামি-কুল সকলেই ত্রিদণ্ডী। তাঁহারা সকলেই ভাগবতীয় একাদশস্কন্ধের অর্থাৎ উদ্ধব-গীতোক্ত অবন্তীনগরের 'ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতি'-কীর্ত্তনকারী। ত্যাগি গোস্বামিকুলের মধ্যে রূপানুগীয়পন্থার মূলপুরুষ শ্রীল রূপপাদ উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোকে—"যিনি বাক্যবেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদর বেগও, উপস্থ বেগ—এই ষড়্‌বেগ দমন করিতে পারেন অর্থাৎ যিনি কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া নিরন্তর হরিসেবা তৎপর তিনি "জগদ্গুরু"—ইহা প্রতিপাদন করিয়া ত্রিদণ্ডেরই মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। 'জিহ্বা, উদর ও উপস্থ বেগ' কায়িক চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি 'মনের ও ক্রোধের বেগ' মানসিক চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি ; 'বাগ্‌বেগ' বাক্‌চাঞ্চল্যের অভিব্যক্তি। সুতরাং যাঁহারা এই ত্রিবিধ বেগকে দমন করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত করেন, তাঁহারাই ত্রিদণ্ডী অর্থাৎ যাঁহারা এই দেহকে ইতর বিষয়ে নিযুক্ত না করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করেন, যাঁহারা শুদ্ধমনের দ্বারা কৃষ্ণচিন্তা করেন, যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত-দ্বেষিজনে ক্রোধ প্রদর্শন করেন, যাঁহারা বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহারাই 'ত্রিদণ্ডী'।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে প্রবোধানন্দী পন্থার মূলপুরুষ ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী। ইনি বৈষ্ণবস্মৃত্যাচার্য্যবর্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর শ্রীগুরুদেব। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ইনি "সকলমেব বিহায় দূরাৎ চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্"—এই বাক্যে সকল জীবকেই ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবার জন্য অর্থাৎ চৈতন্যবিমুখগৃহব্রত বা একদণ্ড গ্রহণকারী চৈতন্য-বিগ্রহ হইবার দুরাশারূপ আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে চৈতন্যচন্দ্রচরণে প্রণত হইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ত্যাগিগোস্বামিকুলের মধ্যে গদাধরী শাখার মূলপুরুষ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু। ইনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস বা ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণসেবার আদর্শ জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। ইঁহার ত্রিহুতবাসী শ্রীমাধব উপাধ্যায় নামে একজন শিষ্য ছিলেন, ইনিই পরে পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর নিকট ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া 'মাধবাচার্য্য' নামে খ্যাত হন। এই মাধবাচার্য্যই বেদের পুরুষসূক্তের 'মঙ্গলভাষ্য' রচনা করিয়াছেন। শ্রীল যদুনন্দনদাস প্রভু মাধবাচার্য্য রচিত 'কৃষ্ণমঙ্গল' নামে যে গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐ পুরুষ-সূক্তের 'মঙ্গলভাষ্য' সম্বন্ধেই কথিত হইয়াছে। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অনুগত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অপ্রকটের ৩৯ দিবস পূর্ব্বে তাঁহার গুরুভ্রাতা মাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ত্রিদণ্ডিগণই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্য 'গোস্বামী' নামে অভিহিত হইয়াছেন। আচার্য্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী, কেহ বাহ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন, কেহ বা অন্তরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কায়মনোবাক্যের দ্বারা হরিসেবা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ ২৩ অধ্যায়ে যে ত্রিদণ্ডের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার বৈষ্ণব-সন্ন্যাস-বিধি শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয় নাই। শ্রীল সনাতন ও শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভুর পরমহংস-বেষ দৈববর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর পক্ষে নহে। বর্ত্তমানে ঐ পরমহংস-বেষ গ্রহণ করিয়া মর্কট-বৈরাগিকুল যে ব্যভিচার, লাম্পট্য, দণ্ডোদরপূর্ত্তি, কনক-কামিনী লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠার জন্য বেষোপজীবী শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিতেছে তাহা ভাগবতে কলির ভবিষ্যআচার বর্ণনপ্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। পরমহংসবেষের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য এবং বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত হইয়া বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসের কেবলমাত্র বেষ গ্রহণ পূর্ব্বক যাহারা কায়মনোবাক্যকে মায়িককার্য্যে নিযুক্ত করিয়া লোকবঞ্চনা করিতেছে, তাহার প্রতিষেধার্থ শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীগৌর-হরিনির্দ্দিষ্ট অমলপ্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত ও তাহার সার উদ্ধবগীতোক্ত ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসকে যাহারা অনাদর করে, তাহারা শ্রীগৌরহরি, শ্রীভাগবত অর্থাৎ সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য লঙ্ঘনকারী। তাহারা কখনই শ্রীরূপানুগ বা গৌড়ীয়বৈষ্ণব শব্দ-বাচ্য নহেন। তাহারা বৈষ্ণববিদ্বেষিস্মার্ত্তকুলাধীন বিদ্ধভক্ত বা অবৈষ্ণব নামে আসুর-বর্ণাশ্রমীর পর্য্যায়ভুক্ত।

একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতবান্। কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডী যাতি তৎপরম্॥ অর্থাৎ একবস্ত্র বা দ্বিবস্ত্র-পরিধায়ী শিখাযুক্ত, যজ্ঞোপবীতধৃক্ এবং হস্তে কমণ্ডলু-যুক্ত বিদ্বান্ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসী সেই শ্রেষ্ঠ-পুরুষ ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন॥ (পদ্ম পুরাণে স্বর্গখণ্ড আদি ৩১ অধ্যায়ে)॥

স্কন্দপুরাণ সূতসংহিতায় ও "শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ। স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥ অর্থাৎ—ত্রিদণ্ডী যতি শিখা রাখিবেন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তিনি কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিবেন এবং পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী জপ করিবেন॥

মুক্তিকোপনিষৎ ও সাত্বত-সংহিতায় অষ্টোত্তর-শতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডী-সন্ন্যাসীর তালিকাঃ—

(১) তীর্থ, (২) আশ্রম, (৩) বন, (৪) অরণ্য, (৫) গিরি, (৬) পর্ব্বত, (৭) সাগর, (৮) সরস্বতী, (৯) ভারতী এবং (১০) পুরী এই দশনামী সন্ন্যাসী এবং (১১) গভস্তিনেমি, (১২) বারাহ, (১৩) ক্ষমিতা, (১৪) পরমার্থী, (১৫) তুষ্যাশ্রমী, (১৬) নিরীহ, (১৭) ত্রিদণ্ডী, (১৮) বিষ্ণুদৈবত, (১৯) ভিক্ষু, (২০) যাযাবর, (২১) বিষ্ট, (২২) ন্যাসী, (২৩) রাভসিক, (২৪) মুনি, (২৫) বিষ্টলগ, (২৬) মহাবীর, (২৭) মহত্তর,

(২৮) যথাগত, (২৯) নৈষ্কর্ম্ম, (৩০) পরমাদ্বৈতী, (৩১) শুদ্ধদ্বৈতী, (৩২) জিতেন্দ্রিয়, (৩৩) তপস্বী, (৩৪) যাচক, (৩৫) নগ্ন, (৩৬) রাদ্ধান্তী, (৩৭) ভজনোন্মুখ, (৩৮) সন্ন্যাসী, (৩৯) মস্করী, (৪০) ক্লান্ত, (৪১) নিরগ্নি, (৪২) নারসিংহ, (৪৩) ঔড়ুলোমী, (৪৪) মহাযোগী, (৪৫) শ্রবাক্, (৪৬) ভবপারগ, (৪৭) শ্রমণ, (৪৮) অবধূত, (৪৯) শান্ত, (৫০) যথার্হ, (৫১) দণ্ডী, (৫২) কেশব, (৫৩) ন্যস্তপরিগ্রহ, (৫৪) ভক্তিসার (৫৫) অক্ষরী, (৫৬) জনার্দ্দন, (৫৭) ঊর্দ্ধমন্থী, (৫৮) ত্যক্তগৃহ, (৫৯) ঊর্দ্ধরেতঃ, (৬০) যথেষ্টধৃক্, (৬১) বিরক্ত, (৬২) উদাসীন, (৬৩) ত্যাগী, (৬৪) সিদ্ধান্তী, (৬৫) শ্রীধর, (৬৬) শিখী, (৬৭) বোধায়ন, (৬৮) ত্রিবিক্রম, (৬৯) গোবিন্দ, (৭০) মধুসূদন, (৭১) বৈখানস, (৭২) যথাস্ব, (৭৩) বামন, (৭৪) পরমহংস, (৭৫) নারায়ণ, (৭৬) হৃষীকেশ, (৭৭) পরিব্রাজক, (৭৮) মঙ্গল, (৭৯) মাধব, (৮০) পদ্মনাভ, (৮১) ঔড়ুপিক, (৮২) ভ্রামী, (৮৩) বৈষ্ণব, (৮৪) বিষ্ণু, (৮৫) দামোদর, (৮৬) স্বামী, (৮৭) গোস্বামী, (৮৮) পরমগব, (৮৯) ভাগবত, (৯০) অকিঞ্চন (৯১) সন্ত, (৯২) নিষ্কিঞ্চন, (৯৩) যতি, (৯৪) ক্ষপণক, (৯৫) অবিযক্ত, (৯৬) উর্দ্ধপুণ্ড্র, (৯৭) মুণ্ডী, (৯৮) সজ্জন, (৯৯) নির্ব্বিষয়ী, (১০০) হরিজন, (১০১) শ্রৌতী, (১০২) সাধু, (১০৩) বৃহদ্ব্রতী, (১০৪) স্থবির, (১০৫) তৎপর, (১০৬) পর্য্যটক, (১০৭) আচার্য্য, (১০৮) স্বতন্ত্রধীঃ—সর্ব্বসাকুল্যে এই অষ্টোত্তরশত সংখ্যক সন্ন্যাস-নাম ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ। শাস্ত্রে এই বৈদিক সন্ন্যাসিনামসমূহ কথিত হয়॥

এই ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস বিধিই কলিকালে একমাত্র বৈষ্ণব-সন্ন্যাসবিধি। শ্রীমদ্ভাগবত, উপনিষৎ ও সংহিতাদি গ্রন্থে এই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের বহু বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে (১২।১০) ত্রিদণ্ডের বিষয় এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,—"বাগদণ্ডোহথ মনোদণ্ডঃ ; কায়দণ্ডস্তথৈব চ। যস্মৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ১১।২৩ অবন্তী নগরের বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক যতিপ্রকরণ, হারীত সংহতিা ৬ষ্ঠ অধ্যায়, সংবর্ত্ত সংহিতা ১১০ সংখ্যক শ্লোকে ও দক্ষ সংহিতা ১৩ শ্লোকে এই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসবিধি বিশেষ-ভাবে বর্ণিত আছে। ইহা ব্যতীত উপনিষদে ত্রিদণ্ডের অনেক প্রমাণ আছে।

বৈষ্ণবগণ পরমহংস। তাঁহারা বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের অতীত। সুতরাং তাঁহাদিগের বর্ণাশ্রমোচিত কাষায়-বস্ত্রাদি পরিধান করা তাঁহাদের স্বতন্ত্র ইচ্ছার অধীন। বৈষ্ণবগণকে পাছে লোকে বর্ণ এবং আশ্রমের অন্তর্গত মনে করেন, এইরূপ বিচারে বৈষ্ণবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিবার জন্য তাঁহাদিগের বর্ণ এবং আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করিবার আবশ্যক হয় না। কিন্তু মহাজনগণের এই মহদুদ্দেশ্য না বুঝিয়া বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণবের কোন বর্ণ ও আশ্রমের বাহ্যিক বেশ দেখিতে না পাইয়া অনেকে পরমহংস-বৈষ্ণবকে 'অন্তজ শূদ্র' মনে করিতেছেন। গৃহব্রত-আচার্য্য-ব্রুবগণ কেহ বা পরমহংস-বেষী বৈষ্ণবগণকে দিয়া মোট বহাইয়া, পদসংবাহন করাইয়া, তামাক সাজাইয়া ভৃত্য বিশেষের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। যে পরমহংস বেষের একটী কৌপীনের একগাছা সূত্রে জগতের কোটী কোটী ঐশ্বর্য্য, সার্ব্বভৌমপদ এমন কি মুক্তিপদ ও অতি তুচ্ছ, সেই পরমহংস বেষের মর্য্যাদা নানাভাবে লঙ্ঘিত হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, কতকগুলি লোক কপট বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া, পরমহংসের সজ্জায় লোক ঠকাইয়া স্ত্রীলোক, জড়-প্রতিষ্ঠা ও অর্থ সঞ্চয় করিতেছে। সে কারণ কোন কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য জীবগণকে বৈষ্ণবাপরাধপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এবং প্রকৃত বৈষ্ণব পরমহংসবেষের মর্য্যাদা সংরক্ষণের জন্য স্বয়ং সহজ-পরমহংস হইয়াও বৈষ্ণব-বর্ণাশ্রমোচিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও জীবের পক্ষে এইরূপ 'কায়মনোবাক্য দণ্ড গ্রহণ করিয়া নিরন্তর হরিভজন করাই একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা', ইহা শিক্ষা দেন।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামী, শ্রীমদ্রামানুচার্য্য, শ্রীধরস্বামিপাদ ইহারা সকলেই ত্রিদণ্ডধৃক্। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন তিনি ত্রিদণ্ডী। শ্রীনিয়মানন্দের ত্রিদণ্ডিত্ব দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ প্রচারক ভাস্করীয়-সূত্র-ভাষ্য প্রমাণ করিতেছে। কারণ তাঁহারা কায়মনোবাক্য দণ্ড করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণদাস্যই আচার ও প্রচার করিয়াছেন।

যে নয় জন সন্ন্যাসী প্রেমভক্তিকল্পতরুর মূল পুরুষ সেই মাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ বৈষ্ণবনবনিধিগণ সকলেই কাষায় পরিহিত। শ্রীমাধবেন্দ্রের পূর্ব্বগুরুবর্গ পঞ্চদশজন সকলেই কাষায়ধারী। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস-বেষধারী। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং কাষায়-বসন-ধৃক্। বাজসনেয়িশাখাস্থ কাত্যায়নগৃহ-সূত্রানুসারে উপকুর্ব্বাণ ও পরে নৈষ্ঠিক হওয়ায় অর্থাৎ সমাবর্ত্তন না করায় শ্রীগোপালভট্ট, শ্রীজীবপাদ, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট সকলেই কষায় বসন পরিধান করিতেন। তাঁহারা সকলেই আচার্য্য-গোস্বামী।

শ্রদ্ধা ও শরণাপত্তি—শরণাগত ভক্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভজনের সকল ব্যবস্থাই করিয়া থাকেন। অতএব তোমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা পাইবে। এক্ষণে শরণাগতির বিষয়ই আলোচনা আবশ্যক। শরণাপত্তি শ্রদ্ধার লক্ষণ, যথা—আম্নায় সূত্রে "শ্রদ্ধান্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি বিশেষঃ" (৫৭) সা চ শরণাপত্তি লক্ষণা। অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অন্যোপায়-পরিত্যাগশীল ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তিবিশেষই শ্রদ্ধা। তাহা শরণাপত্তি লক্ষণযুক্ত। এই শ্রদ্ধাই জীবের নিত্যস্বভাব। বর্ণাশ্রমাদি-গত কর্ম্মবুদ্ধি জীবের নৈমিত্তিক স্বভাব হইতে উদিত হইয়াছে। হরিভজনকারীর সর্ব্বপ্রথম যোগ্যতাই—'শ্রদ্ধা'। কোন প্রকারে কোন বিষ্ণুতীর্থে বা কোন ভক্তসঙ্ঘারামে কৃপাপূর্ব্বক আগত বা অবস্থিত মহতের নিরপরাধে তাহার বাণী শ্রবণ, পাদস্পর্শ, সম্ভাষণাদির দ্বারা যদি সঙ্গ হয়, তবে সেই সৌভাগ্য শ্রদ্ধার উদয় করায়। সাধুমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিবার পর শ্রদ্ধা বা মহিমাজ্ঞান লাভ হয়। 'ভক্তিতেই আমার নিত্যমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই করি না'—এইরূপ দৃঢ়তার নামই 'শ্রদ্ধা'; তখন আপনা হইতেই কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি নির্ব্বেদ বা স্বাভাবিক বা অতৃপ্তি বিতৃষ্ণা আসে। অতএব পরতত্ত্বের মহিমাজ্ঞানই 'শ্রদ্ধা'।

ভক্তির মাহাত্ম্য যাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাঁহাকে কর্ম্ম-জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অভক্তির মাহাত্ম্য আকৃষ্ট করে না। ভক্তিতে শ্রদ্ধা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অভক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা আসে, ইহাই 'বৈরাগ্য'। ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত হয়। 'শ্রদ্ধা'-শব্দে 'আদর' বুঝায়। আদরহীন ভক্তিতে তত ফল হয় না; পদে পদে বিঘ্নের সম্ভাবনাও অত্যন্ত বেশী থাকে। সমস্ত অপরাধের মূলই ভগবান্, ভক্ত, ভক্তি ও তৎসম্পর্কিত বস্তুতে অনাদর। অনাদর বা শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার ও অপরাধ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। অতএব অশ্রদ্ধা ও অপরাধ একই। অপ্রাকৃত ও অসমোর্দ্ধ বস্তুর অপ্রাকৃতত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকারপূর্ব্বক নিজের সমান ভূমিকায় অবস্থিত মনে করিয়া সমালোচনা বা ছিদ্রান্বেষণ করিতে যাওয়াই অশ্রদ্ধার লক্ষণ। শ্রদ্ধা হইতেই ভক্তিতে অনুক্ষণ প্রযত্নশীলতা আসে, কখনও ভক্তির অনুষ্ঠানের প্রতি শৈথিল্যের উদয় হয় না। যদি কোন প্রকার হৃদয়দৌর্ব্বল্য থাকে, পুণ্যকর্ম্মাদিতে আসক্তি থাকে, তৎপ্রতিও তখন গর্হণবৃত্তি উপস্থিত হয়।

শ্রদ্ধা 'লৌকিক' ও 'শাস্ত্রীয়' ভেদে দ্বিবিধ। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি বা তৎসম্পর্কিত বস্তুতে লোকপরম্পরায় যে আদর বা তাহাদের মহিমাজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ, তাহা 'লৌকিকী শ্রদ্ধা'; আর শাস্ত্র বহির্ম্মুখ মানবজাতির জন্য যে-সকল বিধান করিয়াছেন, তাহা পরমমঙ্গলময় বলিয়া দৃঢ়তার সহিত অবিচলিত বিশ্বাসই 'শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা'। এই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা অনন্যা ভক্তির মূল। এই শ্রদ্ধা অপরাধের জননী অশ্রদ্ধাকে নষ্ট করে। এই শ্রদ্ধার দ্বারা ভগবত্তোষণ হয়। ভগবান্, ভক্ত ও তদ্বস্তুতে জীবের আদর দেখিলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন। 'শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা' হইলে পাপ থাকে না; যদি বা দৈবাৎ পাপ উপস্থিত হয়, তাহাতে আদর থাকে না। লৌকিকী শ্রদ্ধাতেও পাপ করিতে গেলে মনে কশাঘাত লাগে; তখন সে আর পাপ করে না, শীঘ্রই পাপ ছাড়িয়া দেয়। যাহার মনে কোনরূপ কশাঘাত লাগে না, তাহার শ্রদ্ধা-লেশও হয় নাই। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বাভাবিকভাবেই পরিত্যক্ত হয়। কৃত্রিমভাবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ছাড়িবার প্রবৃত্তি শ্রদ্ধার লক্ষণ নহে। অন্য দেবতাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া বিষ্ণুর সহিত যে ভেদবুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ ও স্বরূপতঃ বর্ণাশ্রম ত্যাগ শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার তটস্থ লক্ষণ। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধাবান্ বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করেন বলিয়া কোন পাপ-প্রবৃত্তি পোষণ বা পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। যদি বা দৈবাৎ কোনও পাপপ্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তিনি

চিন্তা করেন,—'শ্রীবিষ্ণু ত' পাপ করিলে অসন্তুষ্ট হইবেন, ফলে আমার অপরাধ হইবে, ভজনোন্নতি হইবে না।' এই চিন্তা শ্রীভগবান্ই অন্তর্য্যামিসূত্রে শ্রদ্ধালুর হৃদয়ে উদয় করান; তখন আর তাঁহার পাপানুষ্ঠানের ইচ্ছা হয় না।

'শাস্ত্রতাৎপর্য্যে বিশ্বাসের নামই 'শ্রদ্ধা'। 'ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকারী শাস্ত্র যাহা বলিতেছেন, তাহা আমার একান্ত নিশ্চিত মঙ্গলের জন্যই'—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসই 'শ্রদ্ধা'। শাস্ত্র শ্রীভগবানের অনন্যা 'শরণাগতি'র কথাই বলেন। এই পৃথিবীতে কেহই দুঃখ বা বাধাপ্রাপ্ত সুখ চাহে না। এই বাধাটাই আশঙ্কা বা ভয়। এই ভয় তথাকথিত সুখকে দুঃখে রূপান্তরিত করে। এই বিঘ্ন ও আতঙ্ক দূর করিয়া শাস্ত্র অশরণকে শরণ, শোকগ্রস্তকে সান্ত্বনা ও ভীতকে আশ্বাস প্রদান করেন। শরণাগত না হওয়া পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন সুখ পাওয়া যাইতে পারে না; পদে পদে ভয়, বাধা ও বিঘ্ন আসবেই। শাস্ত্র এই পরম সত্যের সন্ধান প্রদান করেন। শাস্ত্রের মাহাত্ম্য ও কার্য্যই এই যে, তাহা 'শরণাগতি'র কথা কীর্ত্তন করেন। অতএব সেই শরণাগতির শিক্ষক শাস্ত্রের বাক্যে যিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহারাই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে জানিতে হইবে। ছয়প্রকার শরণাগতির উদয়ই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার লক্ষণ।

শ্রদ্ধা হইলে কর্ম্মকাণ্ডে বা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনে আন্তরিক উৎসাহ বা 'অপালনে দোষ হইবে,' এই ভয়ও থাকে না। বর্ণাশ্রম ত্যাগ করিলে পাপ হইবে না। আবার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ত্যাগের পর যদি ভক্ত্যনুষ্ঠানটীও ক্রমে না হয়, তাহা হইলে তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইবে না। ভগবদাদেশরূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-ত্যাগের পর পতন হইলে যদি তাহার ফলে নিম্নযোনিতেও জন্ম হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্ব জন্মে যে পর্য্যন্ত ভগবদুপাসনারূপ চিদনুশীলন হইয়াছিল, তাহার পর হইতেই ভজনে অগ্রসর হওয়া যাইবে। একেবারে 'কেঁচে গণ্ডুষ' করিতে হইবে না। শ্রীহ্লাদিনী-শক্তির কৃপার সে-স্থানে অভাব হইল না। তথায় ক্ষতির কিছুই নাই। গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ সত্ত্বগুণ-সম্পর্কিত ব্রহ্মজ্ঞান পর্য্যন্ত পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা থাকিলে অনন্যা ভক্তি থাকিবে; অনন্যা ভক্তি থাকিলেই চিত্তকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অভীষ্টদেবের সুখ হইতেছে কি না—এই চিন্তা করাইবে। শ্রীভরত মহারাজ একমাত্র শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত অন্য কিছু করেন নাই। তিনি যজ্ঞাদি অন্য যাহা কিছু কার্য্য করিতেন, তাহাও শ্রীনামাশ্রয়েই করিতেন। ইহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা ব্যতীত অনন্যা ভক্তি হয় না। অতএব শ্রদ্ধা অনন্যাভক্তির বিশেষণ।

অনন্যা ভক্তি বিধি-সাপেক্ষা নহে; অগ্নির দাহনের ন্যায় তাহা স্বভাবিকভাবেই ফল দেয়। নিরন্তর ভগবৎ-সুখানুসন্ধানমূলে যে নববিধা ভক্তি, তাহার স্বভাব এই যে, তাহা শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিয়া 'সুখী' দেখিতে প্ররোচিত করে, ভগবান্‌কে 'যথাসর্ব্বস্ব' বলিয়া বোধ করায়। নববিধা ভক্তির গঠনেই এইরূপ ফলদায়িনী শক্তি আছে। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার সহিত অনন্যা ভক্তিতে শীঘ্র ফল হয়। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা ব্যতীত নবধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিলে বিলম্বে ফল পাওয়া যায়। শ্রদ্ধা না থাকিলেও যাঁহারা মূর্খ ও অকুটিল, তাঁহারা ভক্তির আকার-মাত্র অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবদন্তর্গত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন। এখানে কিন্তু 'শ্রদ্ধা ও হেলার দ্বারা সমান ফল অর্থাৎ মুক্তি হয়' মনে করিয়া জানিয়া শুনিয়া হেলা করিলে মহাদৌরাত্ম্য হইয়া যাইবে। অজ্ঞাত-ভাবে হেলাপূর্ব্বক হইলেও যদি অপরাধ না থাকে, তাহা হইলেই ফল পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি জানিয়া শুনিয়া হেলা করে, তবে তাহাতে ভক্তি বাধা-প্রাপ্ত হইবে; যেমন, কাষ্ঠ আর্দ্র থাকিলে অগ্নির শক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বেণরাজের মাৎসর্য্যের অস্তিত্ব-নিবন্ধন ভগবন্নাম-উচ্চারণরূপ ভক্তির বস্তুশক্তি বাধিত হইয়াছিল।

শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার লক্ষণ—জাগতিক সুখ-দুঃখে বিহ্বলতার অভাব। ভগবৎ-সুখানুসন্ধানে আবিষ্ট হইয়া, সুখ-দুঃখে অবিকৃত থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার দয়ার কথা স্মরণ করিতে হইবে। যাহার এইটুকু হয় নাই, তাহার শ্রদ্ধাও হয় নাই। শ্রদ্ধাবানের কখনও ভগবৎসম্বন্ধি দ্রব্য, জাতি, গুণ ও ক্রিয়ায় অনাদর উপস্থিত হয় না। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজন করিতে করিতে অশ্রদ্ধালু হইয়া পড়িলে অপরাধ-ফলে ভজন স্থগিত হইয়া যায়। শ্রদ্ধাবান্ স্বর্ণ-লাভ বিষয়ে সিদ্ধি-লিপ্সুর ন্যায়

সিদ্ধি লাভ করা পর্য্যন্ত নিরন্তর নিরলস হইয়া অব্যাহত গতিতে মহতের অনুবর্ত্তন করেন। শ্রদ্ধালুর দম্ভ (কাপট্য), প্রতিষ্ঠাশা অর্থাৎ ইহকালে ও পরকালে কিছু আখেরের ব্যবস্থা করিয়া লইবার বুদ্ধি বা মহতের প্রতি অপরাধ থাকে না।

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীচিত্রকেতুর ন্যায় শ্রীসঙ্কর্ষণের ভক্ত ও শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধালুও যখন শ্রীশিবের চরণে অপরাধ হইয়াছিল, তখন জীবের সম্বন্ধে আর কি কথা? বস্তুতঃ চিত্রকেতু নিজ বৈষ্ণব-স্বভাব আচ্ছন্ন রাখিয়া বৈষ্ণবের স্বরূপ না জানিবার বা অনাদর করিবার যে আকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন তৎফলে অশ্রদ্ধার আকার প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি উহা সাধকের সতর্কতা-বিধানের জন্যই অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রারব্ধ-কর্ম্মফলে বা পাপ-বশে যদি শ্রদ্ধালু সাধকে বিষয়-সঙ্গ হয়, তাহা হইলে তিনি জানেন যে, নিশ্চয়ই ইষ্টদেব অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, না হইলে ঐরূপ বিষয় দিলেন কেন? তখন তিনি মনে মনে কেবল গর্হণ বা আত্মধিক্কার করিতে থাকেন। ইষ্টদেবের স্মৃত্যনুসন্ধান-স্মৃতি ও আত্মধিকার-বৃত্তি থাকিলে বিষয়-সংস্পর্শ ঘটিলেও বিষয় কিছু করিতে পারে না।

শ্রীগীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারো"-বাক্যে সগুণা লৌকিকী শ্রদ্ধার কথাই বলা হইয়াছে। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধায় পাপ-প্রবৃত্তিই থাকে না, কদাচিৎ প্রতীয়মান হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহা নষ্ট হইয়া যায়। লৌকিকী শ্রদ্ধায়ও পাপপ্রবৃত্তি বেশীক্ষণ থাকে না, শীঘ্রই সদাচারে চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং শাস্ত্রীয় বা স্মৃতিময়ী শ্রদ্ধা লাভ করিয়া ঐকান্তিকী ভক্তি বা শান্তি বা নিষ্ঠাতে উহা পর্য্যবসিত হয়। অতএ লৌকিকী শ্রদ্ধাও ব্যর্থ নয়, কর্ম্মজ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লৌকিকী শ্রদ্ধা সত্ত্বগুণের উদয় করায়। লৌকিক শ্রদ্ধালুর আপাত-পাপাচরণ তাঁহার সাধুত্বের ব্যাঘাত করে না। রজস্তমো-গুণের দেবতাকে পূজা করিলে সত্ত্বগুণের উদয় হয় না। সুতরাং লৌকিক-শ্রদ্ধালুর রজস্তমোগুণের দেবতার প্রতি স্বতন্ত্র-বুদ্ধিতে মহিমাজ্ঞানের উদয় হয় না। লৌকিকী শ্রদ্ধা পূর্ণ হইলেই শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা হয়। লৌকিকী শ্রদ্ধায় ভক্ত্যঙ্গের মাহাত্ম্য সত্য কি মিথ্যা—এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়; যেমন, শ্রীবিষ্ণুচরণামৃতের মহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া প্রথমে মনে বিচার উপস্থিত হয় যে, ইহা কি সত্য? তখন একটী যুক্তিও হৃদয়ে আসে—যদি ব্যবহারিক মণি মন্ত্র ও ঔষধিরই অচিন্ত্য ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত ভাগবৎসম্বন্ধি বস্তু শ্রীচরণামৃতে যে অবিচিন্ত্য প্রভাব থাকিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এইভাবে শ্রীচরণামৃতের প্রতি অবিশ্বাসের অংশ বিদূরিত হইয়া বিশ্বাসও নিশ্চিত হয় এবং তখনই শ্রদ্ধা পূর্ণতা লাভ করে।

ভক্তিতে যাঁহার লৌকিকী শ্রদ্ধাও হইয়াছে, তাঁহাকেও কর্ম্মের উপদেশ দিতে হইবে না। যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে তাঁহার আর কর্ম্মাধিকার নাই। সম্বন্ধজ্ঞানকেই 'শ্রদ্ধা' বলা যায়। কিন্তু যে অজ্ঞ, তাহার ত' সম্বন্ধজ্ঞান নাই, সুতরাং তাহার শ্রদ্ধাও নাই। এজন্য যদি স্পষ্টভাবে কোন স্থানে শ্রদ্ধা না দেখা যায়, তথায় কোন প্রাচীন সংস্কার অনুমান করিয়া হরিকথা-শ্রবণের ফলে তাহার শ্রদ্ধা হইতে পারে,—এইরূপ নির্ণয় করিয়া তাহাকে হরিকথা বলা যাইতে পারে। অনেক সাধারণ সভাসমিতিতে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিও থাকিতে পারেন—এইরূপ অনুমান করিয়াই হরি-কথা বলা হয়; নতুবা, অশ্রদ্ধালুকে হরিনামের উপদেশ করিলে অপরাধ হয়। এইরূপ কোন প্রাচীন সংস্কার কাহারও মধ্যে সুপ্ত আছে কি না; তাহা একমাত্র প্রকৃত সাধুই বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন।

শ্রীভগবৎকথায় শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধা থাকিলে আর কর্ম্মকাণ্ড করিতে হয় না। ভক্তিমাত্র অর্থাৎ ভক্তির আকারমাত্র দেখা গেলে অবশ্য শ্রদ্ধার দরকার নাই। যেমন, অজামিল পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া শব্দব্রহ্মের আকারটী উচ্চারণ (অর্থাৎ ভক্তিমাত্র) করিয়াছিলেন; এখানে শ্রদ্ধা নাই, অপরাধ ছিল না বলিয়া ফল পাইয়া গেলেন। শ্রীকপিল দেব বলিয়াছেন,—(ভাঃ, ৩।২৫।২৫) 'সাধুগণের প্রসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক শুদ্ধ হৃৎকর্ণের প্রীতি-উৎপাদক যে-সকল কথা শ্রুত হয়, তাহা সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যা-নিবৃত্তির পথস্বরূপ আমাতে শ্রদ্ধা তৎপর ভাবভক্তি ও তৎপরে প্রেমভক্তি যথাক্রমে উদিত হয়। এই শ্লোকে যে সাধুগণের প্রসঙ্গের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা ভজনের পূর্ব্বাঙ্গ, পরাঙ্গরূপ প্রসঙ্গ অর্থাৎ সুখানুসন্ধানময় অভিনিবেশ বা আবেশের সহিত যে প্রকৃষ্ট সঙ্গ, তাহা নহে।

সাধনভক্তিতে শ্রদ্ধা ও রুচির তারতম্য ; আর রতি ও প্রেমে উল্লাসের তারতম্য হয়। 'ভক্তি'-শব্দে এস্থানে 'প্রেম-ভক্তি'। 'রতি' বা ভাবভক্তি, 'ভক্তি' বা প্রেমভক্তি ভজনের পরাঙ্গ। হৃদয় ও কর্ণের যে রসায়ন অর্থাৎ শ্রবণার্থ উৎসাহ, তাহা ভজনের পূর্ব্বাঙ্গ, ইহা ভক্তিমাত্র ; তখনও অনন্যা ভক্তি আরম্ভ হয় নাই। যদি নিরন্তর প্রীতির সহিত শ্রীহরিকথা-শ্রবণের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার উদয় হয়। শাস্ত্রীয়-শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিবার ফলে সাধ্যভক্তিতে 'রতি' ও 'প্রেমে'র উদয় হয়।

শরণাগতি ব্যতীত ভক্তি সিদ্ধ হয় না। জীবের কৃত্য শরণাগতি, তারপর আর সমস্ত শ্রীভগবানের কৃত্য ; যথা-গীতায় "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" ইহা সাধকের ; শরণাগতির পর "অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" নিজের সমস্ত অহমিকা, সম্পত্তি, চেষ্টা ও বৃত্তি সমস্তই স্বতন্ত্রতা বা নিজকার্য্যে না লাগাইয়া ভগবদধীন বা তদীয় সুখানুসন্ধানে নিয়োগ। সেই শরণাগতি উপাস্য, উপাসনা ও অধিকার ভেদে বহুবিধ। তাহারা অঙ্গাঙ্গী-ভেদে প্রত্যেকে ছয় প্রকার। অঙ্গী—গোপ্তৃত্বে বরণ, অন্য পাঁচটী অঙ্গ। শ্রীভগবানের প্রকাশ ভেদে—গোপ্তার বৈশিষ্ট্যভেদে শরণাগতিরও বহু বৈশিষ্ট্য। অধিকার-বৈশিষ্ট্য ভেদেও শরণাগতির বৈশিষ্ট্য বহু। কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ, কনিষ্ঠ মধ্যম, কনিষ্ঠ উত্তম, কনিষ্ঠ মধ্যম, মধ্যম মধ্যম, উত্তম মধ্যম, কনিষ্ঠ উত্তম, মধ্যম উত্তম ও উত্তম উত্তমাদি স্তর ভেদে এবং শ্রদ্ধার, সাধুসঙ্গীর, ভজনক্রিয়ার, অনর্থ নিবৃত্তির তারতম্য, নিষ্ঠার তারতম্য, রুচির প্রকাশের তারতম্য, আসক্তির তরল ও গাঢ়তা ভেদে, ভাবের উদয়ের তারতম্যে ও প্রেমের তারতম্যে উক্ত ছয় প্রকার শরণাগতি বহুবিধ। আবার শ্রীবলিমহারাজের শরণাগতি, শ্রীপ্রহ্লাদমহারাজের শরণাগতি, শ্রীহনুমানের শরণাগতি, শ্রীপাণ্ডবগণের, যাদবগণের, শ্রীউদ্ধবের ও শ্রীব্রজবাসীগণের শরণাগতির উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদে বহুবিধ। আবার ভাবহীন ও ভাবযুক্ত বা সম্বন্ধযুক্ত পঞ্চরসিকভেদে উক্ত ষড়ঙ্গ শরণাগতি অসংখ্য প্রকারের। তৎপরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণের মধ্যে উক্ত শরণাপত্তির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অপূর্ব্ব ভাবধারায় বিভাবিত হইয়া মহাবৈচিত্রি দ্বারা সুশোভিত ও রসময়, ঔদার্য্যময় হইয়া গৌরভক্তে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ষড়ঙ্গ শরণাগতির আত্মসমর্পণ ও নবধা ভক্তির আত্মনিবেদন একই। তবে প্রথমদিকে আত্মসমর্পণকারীর নিজের বা সমর্পণকারীর কিছু পৃথক্ সত্ত্বাভিমান থাকে, উহা যখন পূর্ণা ও শুদ্ধা হয় তখনই ভক্ত্যংঙ্গের নিবেদিতাত্মার পৃথক সত্ত্বার আর কোনও অভিমানই থাকে না, তাহা পূর্ণ কৃষ্ণ-সুখেচ্ছাময়ী ভাবে বিভাবিত হইয়া উজ্জ্বলতা ধারণ করে এইমাত্র বৈশিষ্ট্য। সমস্ত ভক্ত্যংঙ্গ ও সাধনক্রমের মধ্যে শরণাপত্তি থাকিবেই।

ভক্ত চতুষ্টয় শ্রীল বাবজী মহারাজের শ্রীচরণে বিদায় লইয়া পরদিন শ্রীনবদ্বীপে পৌঁছিলেন। বাহ্যতঃ বিদায় লইলেন বটে, কিন্তু বিদায় গ্রহণ কালে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত নিষ্কপট স্নেহ ও কৃপাকর্ষণ তাঁহাদের হৃদয়ে দৃঢ় ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিল।

ইতি ভজন সন্দর্ভ পঞ্চম বেদ্য অভিধেয় বিলাস অধ্যায় সমাপ্ত।